প্রথম প্রকাশ

নববর্ষ ১৩৬৭

এপ্রিল ১৯৬০

প্রকাশক

নাথ পাবলিশিং

২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস

কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রক

প্রভাবতী প্রেস

৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী

কলকাতা ৭০০০০৬

রঞ্জা ও অচেনকে

অ্যানি

সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

ও যেদিন এসে পৌছলো, সেদিন তাপমাত্রা নব্বই ডিগ্রীর কোঠায় আঘাত করেছে। সমস্ত নিউইয়র্ক শহর টগবগ করে ফুটছে, যেন একটা ক্রুদ্ধ কংক্রিটের জন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে অকালীন তাপ প্রবাহে আটক হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্ম অথবা টাইমস্ স্কোয়ার নামক অগোছালো মাঝপথ—কোন কিছুতেই ওর কিছু এসে যায় নি। ওর ধারণায় নিউইয়র্ক পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে উত্তেজনাময় শহর।

কর্মখালির সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মেয়েটি মৃদু হেসে বললো, 'সমস্ত ভালো ভালো সেক্রেটারীরাই প্রতিরক্ষা দপ্তরে বেশি মাইনের কাজ নিয়ে চলে গেছে। কাজেই কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও, কাজ আপনি নিয়ে পাবেন। কিন্তু সত্যি বলছি ভাই, আপনার মতো দেখতে হলে আমি সোজা জন পাওয়ারস কিংবা কনোভার-এ চলে যেতাম।

'তাঁরা কারা?' অ্যানি প্রশ্ন করলো।

'ওঁরা শহরের সব চাইতে সেরা মডেলিং এজেন্সীগুলো চালান। আমার তো মডেলিং করারই ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু আমি যে বড্ড বেঁটে আর যথেষ্ট রোগা পাতলাও নই। আপনার মতো চেহারাই ওঁরা খোঁজেন।'

'তার চাইতে আমার বরং কোন অফিসেই কাজ করার ইচ্ছে,' বললো অ্যানি।

'বেশ, কিন্তু আমার মনে হয় আপনি পাগলামো করছেন।' অ্যানির হাতে কয়েক টুকরো কাগজ তুলে দেয় মেয়েটি, 'এই যে, এগুলোর সব কটাই ভালো। তবে প্রথমে আপনি হেনরি বেলামির কাছে যান, উনি নাট্যমঞ্চ সম্পর্কিত অ্যাটর্নি। ওঁর সেক্রেটারী সবে মাত্র কিছুদিন হলো জন ওয়ালশকে বিয়ে করেছে।' অ্যানির অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন ঘটলো না দেখে মেয়েটি বললো, 'এখন আবার বলে বসবেন না যেন যে আপনি জন ওয়ালশের কথা কোনদিনও শোনেন নি। উনি তিন তিনটে অস্কার জিতেছেন—তাছাড়া এই তো, আমি কোথায় যেন পড়লাম, উনি ওঁর পরিচালনায় ছায়াচিত্রে অভিনয় করানোর জন্যে গার্বোকে অবসর জীবন থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।'

অ্যানির মৃদু হাসি মেয়েটিকে আশ্বস্ত করলো, জন ওয়ালশকে ও আর কোনদিনও ভুলবে না।

'এবারে আপনি কোন্ ধরনের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, সেটা একটু বুঝে নিন,' মেয়েটি ফের বলতে থাকে। 'বেলামি অ্যাণ্ড বেলোস্ একটা সত্যিকারের বড়ো অফিস। সমস্ত বড় বড় মক্কেলদের নিয়ে ওদের কাজ-কারবার। মিবনা, মানে যে মেয়েটি জন ওয়ালশকে বিয়ে করেছে, রূপের দিক দিয়ে সে আপনার আশেপাশেও দাঁড়াবার যুগ্যি নয়। শীগ্রিই আপনি একটি সতেজ পদার্থকে কব্জা করে ফেলবেন।'

'সতেজ·· কি ?'

'পুরুষ মানুষ চাই কি একটি বরও জুটিয়ে ফেলতে পারেন।' অ্যানির দরখাস্তের দিকে ফের তাকায় মেয়েটি, 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন বললেন ? জায়গাটা আমেরিকাতেই তো, তাই না ?'

'লরেন্সভিল।' মৃদু হাসলো অ্যানি, 'জায়গাটা অন্তরীপের একেবারে শুরুতে, বোস্টন থেকে ট্রেনে প্রায় ঘণ্টা খানেকের পথ। আমার যদি বর জোটাবার ইচ্ছে থাকতো, তা হলে আমি ওখানেই থাকতাম। লরেন্সভিলে প্রতিটি মেয়েরই স্কুল থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু আমি তার আগে কিছুদিন চাকরি করতে চাই।'

'অমন একটা জায়গা আপনি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন ? আর এখানে সবাই কিনা বর খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন কি আমিও! আপনি একখানা পরিচয়-পত্র দিয়ে আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলে পারেন।'

'তার মানে আপনি যাকে-তাকে বিয়ে করবেন ?' অ্যানি কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

'যাকে-তাকে নয়, একজনকে—যে আমাকে একটা চমৎকার বাঁদরের কোট দেবে, একটা ঠিকে ঝি দেবে, আর প্রতিদিন বেলা দুপুর অব্দি ঘুমোতে দেবে। কিন্তু আমি যাদের চিনি তারা আশা করে, আমি শুধু চাকরিটাই বজায় রাখবো না—আমি যখন পান-ভোজন করবো, তখন স্বচ্ছ রাত্রিবাসের আড়ালে আমাকে ঠিক ক্যারল লাণ্ডিসের মতো দেখাবে।' অ্যানিকে হাসতে দেখে মেয়েটি বললো, 'বেশ, হাসছেন হাসুন। কিন্তু শহরের কয়েকটি রোমিওর পাল্লায় পড়া অব্দি অপেক্ষা করুন, তখন বুঝবেন। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তখন আপনি লরেন্সভিলে ফিরে যাবার সব চাইতে

দ্রুতগামী ট্রেনটাই ধরবেন। তবে যাবার পথে এখানে একটু থেমে, আমাকে নিয়ে যেতে ভুলবেন না যেন।'

লরেন্সভিলে ও আর কোনদিনও ফিরে যাবে না। লরেন্সভিল থেকে ও শুধুমাত্র চলে আসে নি—পালিয়ে এসেছে। পালিয়ে এসেছে লরেন্সভিলের একটি উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়েব সম্ভাবনাকে এড়িয়ে. লরেন্সভিলের নিয়ম-মাফিক জীবনযাত্রার নাগালের বাইবে। যে জীবন কাটিয়েছেন ওর মা। এবং তাঁরও মা। সেই একই নিয়মবদ্ধ বাড়িতে, নিউ ইংলণ্ডের একটা আদর্শ পরিবার যে বাড়িতে পুরুষানুক্রমে বাস করে এসেছে। যেখানকার বিধি-নিষেধের কূট জালে আবেগের অপ্রয়োগে শ্বাসবোধ হয়ে উঠেছে, 'আদব-কায়দা' নামক লৌহ বর্মের আড়ালে চাপা পড়ে থেকেছে অনুভূতির যত সূক্ষ্ম দহন।

'অ্যানি, একজন মহিলা কক্ষনো শব্দ করে হাসেন না।' 'অ্যানি, একজন মহিলা কক্ষনো লোকজনের মাঝে বসে চোখের জল ফেলেন না।' 'কিন্তু এখানে তো লোকজন নেই। আমি তো রান্নাঘরে, তোমার কাছে কাঁদছি, মা।' 'কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা একেবারে একান্তে বসেই চোখের জল ফেলেন। তুমি আর ছোটটি নেই, অ্যানি। তোমার বারো বছর বয়েস হয়েছে। তা ছাড়া এমি কাকি রান্নাঘরে বয়েছেন। যাও, এবারে তুমি নিজের ঘরে যাও।')

কতো মেয়েই তো ছিলো লরেন্সভিলে—যারা হাসতো, চোখের জল ফেলতো, গালগল্প করতো, উপভোগ করতো জীবনের উঁচু-নিচু সব কিছুকে। কিন্তু তারা কোনদিনও অ্যানিকে তাদের পৃথিবীতে ডেকে নেয়নি। অ্যানি তাই ক্রমশ আরও বেশি করে বইয়ের জগতে ডুবে থেকেছে। কিন্তু সেখানেও ও দেখেছে সেই একই নকশার পুনরাবৃত্তি—যেসব লেখকের রচনার সঙ্গে ওর পরিচয় ঘটেছিলো, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সকলেই জন্মভূমি থেকে সরে গিয়েছিলেন। হেমিংওয়ে ইউরোপ, কিউবা আর বিমিনিতে ঘুরে ঘুরে থাকতেন। প্রতিভাবান, বিভ্রান্ত ফিটজারাল্ডও সাগর পাড়ে বাস করতেন। এমনকি লালটু গোলগাল চেহারার সিনক্লেয়ার লুইস ইউরোপেই রোমান্স আর উত্তেজনা খুঁজে পেয়েছিলেন।

লরেন্সভিল থেকে ও পালাবে! কলেজের শেষ বছরেই ও সিদ্ধান্তটা

নিয়েছিলো, মা আর এমি কাকিকে কথাটা জানালো ইস্টারের ছুটিতে।

'মা · এমি কাকি·· কলেজের পড়া শেষ করে আমি নিউইয়র্কে যাচ্ছি।'

'ছুটি কাটানোর পক্ষে সেটা তো একেবারে ভয়ংকর জায়গা!'

'আমার ওখানেই থাকার ইচ্ছে।'

'কথাটা তুমি উইলি হেনডারসনের সঙ্গে আলোচনা করেছো?'

'না, কিন্তু ওর সঙ্গে আলোচনা করবোই বা কেন?'

'সেই ষোলো বছর বয়েস থেকে তোমরা দুজনে দুজনের সঙ্গী। স্বাভাবিক কারণে সকলেই তাই ধরে নিয়েছে যে '

'সেইটেই হচ্ছে কথা। লবেন্সভিলে সব কিছুই ধরে নেওয়া হয়।'

'আনি, তোমার গলার স্বর চড়ে উঠছে,' ওর মা শান্ত গলায় বলেছিলেন 'উইলি হেনডারসন চমৎকার ছেলে। আমি ও, বাবা আর মা'র সঙ্গে একসঙ্গে স্কুলে যেতাম।'

'কিন্তু আমি ওকে ভালবাসিনে, মা।'

'কোন পুরুষ মানুষকেই ভালবাসা যায় না,' কথাটা এমি কাকির।

'কিন্তু মা, তুমি কি বাবাকে ভালবাসতে না?' প্রশ্ন নয়, প্রায় অভি-যোগের সুরে বলেছিলো আনি।

'অবশ্যই ভালবাসতাম,' মা-র কণ্ঠস্বরে রুক্ষভাব স্পষ্ট। 'কিন্তু এমি কাকি যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে যে যে পুরুষ মানুষ আলাদা। মেয়েদের মতো ওরা তেমন করে চিন্তা করে না, সাড়া দেয় না। তোমার বাবার কথাই ধরো না কেন। ওকে বোঝা ছিলো প্রচণ্ড দুরূহ কাজ। উনি ছিলেন আবেগপ্রবণ, তা ছাড়া মদ্যপান উনি উপভোগ করতেন। আমার সঙ্গে না হয়ে অন্য কারুর সঙ্গে বিয়ে হলে, ওঁর পরিণতি হয়তো খুবই খারাপ হতো।'

'বাবাকে আমি কোনদিনও মদ খেতে দেখিনি,' প্রতিবোধের ভঙ্গিমায় বলেছিলো আনি।

'তা নিশ্চয়ই দ্যাখোনি, কারণ বাড়ির বাইরে মদ্যপান করাটা বেআইনী ছিলো। আর আমি বাড়িতে এক ফোঁটাও মদ রাখতাম না। ওঁকে পেয়ে বসার আগেই, আমি ওঁর বদ অভ্যেসটা তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ওঃ, প্রথম প্রথম উনি তাতে কি সাংঘাতিক কাণ্ডই না করতেন। জানোই তো, ওঁর দিদিমা ছিলেন একজন ফরাসী মহিলা।'

'ওঁরা চিরকালই একটু খেপাটে হয়ে থাকেন,' এমি কাকি সায় জানান।

'বাবার মধ্যে খেপামো বলতে কিছুই ছিলো না।' সহসা অ্যানির মনে হয়, বাবাকে ও আরও একটু বেশি করে জানতে পারলে ভালো হতো। সে যেন কতো দিন আগেকার কথা। সেদিন উনি মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলেন, ঠিক এখানে—এই রান্নাঘরে। অ্যানির বয়স তখন বারো। বাবা আর একটাও কথা বলেন নি—নিঃশব্দে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়েছিলেন, মারাও গেলেন শান্তভাবে ডাক্তার বাড়িতে এসে পৌঁছোনোর আগেই।

'তুমি ঠিকই বলেছো অ্যানি। তোমার বাবার মধ্যে খেপামো বলতে কিছু ছিল না। উনি পুরুষ মানুষ ছিলেন সত্যি, কিন্তু ভাল মানুষ ছিলেন। ভুলে যেও না অ্যানি, ওঁর মা ছিলেন একজন ব্যানিস্টার। এমি ব্যানিস্টার আমাদের মা-র সঙ্গে একত্রে স্কুলজীবন কাটিয়েছেন।'

'কিন্তু মা, বাবাকে কি তুমি কোনদিনও সত্যিকারের ভালবাসোনি? মানে আমি বলতে চাইছি, ভালবাসার মানুষ যখন তোমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে, চুমু খায়—তখন তো খুবই ভালো লাগার কথা, নয় কি? বাবার সঙ্গ কখনও কি তোমার তেমন করে ভালো লাগেনি?'

'অ্যানি! তোমার এতদূর সাহস, তুমি মা-কে এ সমস্ত কথা জিগেস করছো!' এমি কার্বি ফুঁসে ওঠেন।

'ভাগ্যক্রমে বিয়ের পরে পুরুষ মানুষ শুধুমাত্র চুমুই প্রত্যাশা করে না।' অতি সাবধানে ওর মা প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি কি কখনও উইলি হেণ্ডার-সনকে চুমু খেয়েছো?'

'হ্যাঁ, মাত্র কয়েকবার,' মুখ বিকৃত করেছিলো অ্যানি।

'তোমার তা ভাল লেগেছিলো?'

'ঘেন্না লেগেছিলো। ওর ঠোঁটদুটো নরম, আঠালো—আর নিশ্বাসে কেমন টক টক গন্ধ।'

'তুমি কি কখনও অন্য কোন ছেলেকে চুমু খেয়েছো?'

'কয়েক বছর আগে আমি আর উইলি যখন প্রথম বাইরে বেরোতে শুরু করি তখন পার্টিটার্টিতে শহরের প্রায় অধিকাংশ ছেলেকেই বোধহয় ঘুরে-ফিরে চুমু খেয়েছি।' কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে অ্যানি বলেছিলো, 'প্রতিটা চুমুই অন্যটার মতো সমান বিরক্তিকর বলে মনে হয়েছে। জানো মা, আমার মনে হয় না আমাদের শেফিল্ডে ভাল করে চুমু খাবার মতো কোনো মানুষ আছে।'

'তুমি একজন মহিলা, তাই চুম্বন তোমার পছন্দ নয়,' যোগ্যভাবেই ওর মা রসিকতাটুকু ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। 'কোনো মহিলাই তা পছন্দ করেন না।'

'জানো মা, আমি বুঝি না আমি কি—বা আমি কি পছন্দ করি। তাই আমি নিউইয়র্কে চলে যেতে চাই।'

'তোমার পাঁচ হাজার ডলার রয়েছে,' ওর মা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন। 'তোমার বাবা টাকাটা বিশেষভাবে তোমার জন্যেই রেখে গিয়েছেন, যাতে তুমি সেটা ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারো। আমি চলে গেলে, তোমার আরও বেশ কিছু হবে। আমরা ধনী নই, অন্তত হেনডারসনদের মতো নই। কিন্তু আমরা সচ্ছল, আর এরেন্সা হলে আমাদের কিছুটা প্রতিপত্তিও আছে। তাই আমি চাই, তুমি ফিরে আসবে—এ বাড়িতেই স্থিতু হবার মন হবে তোমার। আমার মা এখানে জন্মেছিলেন। হয়তো উইলি হেনডারসন এতে অন্য একটা ধারা যোগ করতে চাইবে—কিন্তু বাড়িটা আমাদেরই থাকবে।'

'কিন্তু উইলি হেনডারসনকে আমি ভালবাসি না, মা।'

'তুমি যেমন করে বলছো, আসলে ভালবাসা বলতে তেমন কিছুই নেই। সে ধরনের ভালবাসা তুমি সস্তা সিনেমা আর উপন্যাসগুলোতে পাবে। ভালবাসা হচ্ছে সাহচর্য, একই বিষয়ে আগ্রহ আছে এমন বন্ধু পাওয়া। আসলে তুমি ভালবাসার সঙ্গে যৌন আকর্ষণকে মিশিয়ে ফেলছো। একটা কথা তোমাকে বলছি শোনো—তেমন ভালবাসা যদি না থেকেও থাকে, বিয়ের পরেই তা মরে যায়। অথবা মেয়েটি সে সম্পর্কে সব কিছু জানার পরেই তা ফুরিয়ে যায়। তুমি তোমার নিউইয়র্কে যাবে, যাও। আমি তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। আমি নিশ্চিত ভাবে জানি, উইলি অপেক্ষা করবে। কিন্তু আমার কথাটা তুমি শুনে রাখো আনি, সামান্য কয়েক সপ্তাহ পরেই তুমি ছুটে আসবে—ওই নোংরা শহরটা ছেড়ে এসে তুমি খুশিই হবে

যেদিন ও এসে পৌছেছিলো, সেদিন শহরটা নোংরাই ছিল—সেই সঙ্গে ছিল ভিড় আর গরম। কিন্তু নোংরা, বাতাসের আর্দ্রতা আর অপরিচিতি-বোধ সত্ত্বেও আনি উত্তেজনা অনুভব করেছিলো—অনুভব করেছিলো জীবন সম্বন্ধে এক নিবিড় সচেতনতা। নিউইয়র্কের অগোছাল, চিড় খাওয়া পাশ-পথগুলোর কাছে নিউ ইংলণ্ডের গাছগাছালি আর খোলা হাওয়া যেন শীতল

আর প্রাণহীন বলে মনে হয়েছিলো ওর। এক সপ্তাহের অগ্রিম ভাড়া নিয়ে দাড়ি না কামানো যে লোকটা বাড়ির জানলা থেকে 'ভাড়া দেওয়া হইবে' বিজ্ঞপ্তিটা সরিয়ে নিয়েছিলো, তাকে দেখতে অনেকটা ঘরে ফিরে আসা ডাক-হরকরা মিস্টার কিংস্টনের মতো—কিন্তু হাসিটা যেন আরও উষ্ণ। 'এ ঘরটা অবিশ্যি তেমন একটা কিছু নয়,' লোকটা স্বীকার করে নিয়েছিলো, 'কিন্তু ছাদটা বেশ উঁচুতে—এতে হাওয়া বাতাস ভালো খেলে। তাছাড়া আমি সর্বদা কাছে-পিঠেই রইলুম, কোনো দরকার হলেই বলবেন।' আনি অনুভব করছিলো, ওকে লোকটার ভালো লেগেছে আর লোকটাকেও ওর ভালো লেগেছিলো। নিউইয়র্কের সবাই স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনার সকলেই সাদাসিধা, অতীত ঐতিহ্য স্বীকার করা অথবা লুকিয়ে রাখার কোন প্রশ্ন নেই।

আর এখন 'হেনরি অ্যান্ড বেলামি' খোদাই করা মনোরম কাচের দরজার কাছে ও ঠিক তেমনি স্বীকৃতি পাবার আশা নিয়েই দাঁড়িয়েছিলো।

নিজের চোখদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না হেনরি বেলামি। যদিও সুন্দরী মেয়েদের দেখে দেখে তিনি অভ্যস্ত, কিন্তু তাঁর দেখা সেরা সুন্দরীদের মধ্যে এ মেয়েটি অগ্রগণ্যা সন্দেহ নেই। মেয়েটি আজকালকার কেতা মতো অসংখ্য জমকালো পোশাক আর উঁচু গোড়ালির জুতো পরে আসে নি, অকৃত্রিম হালকা সোনালী রঙের চুলগুলোকে ছড়িয়ে রেখেছে এলো করে। কিন্তু ওর চোখ দুটোই তাঁকে বিব্রত করে তুলছিলো সব চাইতে বেশি। চোখ দুটো সত্যিকারের নীল—আকাশী নীল—অথচ উজ্জ্বল।

'আপনি কেন এ কাজটা চাইছেন, মিস ওয়েলস?' হেনরি বেলামি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। মেয়েটির পরনে সাধারণ কালো লিনেনের পোশাক, হাতের ছোট চৌকো ঘড়িটি ছাড়া শরীরে অন্য কোনো অলঙ্কার নেই। কিন্তু ওর মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে, যাতে করে যে কোনো লোকই নিশ্চিত ভাবে বলে দিতে পারে যে ওর চাকরির কোনো প্রয়োজন নেই।

'আমি নিউইয়র্কে থাকতে চাই।'

শুধু এই সোজা উত্তর। কিন্তু হেনরি বেলামির তাতে কেন মনে হলো যে তিনি অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করছেন? প্রশ্ন করবার অধিকার তাঁর আছে। আর ব্যাপারটা তিনি যদি অতিরিক্ত সহজ করে তোলেন, তবে

মেয়েটি হয়তো কাজটা না-ও নিতে পারে। কিন্তু সেটাও তো অদ্ভুত কথা—মেয়েটি তো এখানেই বসে রয়েছে, তাই নয় কি? ও তো শুধুমাত্র চা খেয়ে চলে যাবার জন্যেই এখানে এসে নামেনি। তাহলে তাঁর কেন মনে হচ্ছে যে তিনি নিজেই আবেদনকারী, মেয়েটির মধ্যে নিজের সম্পর্কে অনুকূল প্রভাব বিস্তার করাই তার উদ্দেশ্য?

এজেন্সী থেকে পাঠানো ফর্মটার দিকে একপলক তাকালেন হেনরি, 'বয়েস কুড়ি বছর, ইংরেজিতে স্নাতক, অফিসে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই ... বেশ, কিন্তু এখানে এ সব কোন কাজে আসবে? এতে কি হেলেন লসনের মতো একটা কুত্তিকে সামলানোর কাজে আমার কোনো সাহায্য হবে, না আমি নব উলফের মতো একটা বেহেড মাতালকে দিয়ে সময় মতো বোর্ডওয়র জন্য নাটক লিখিয়ে নিতে পারবো? নাকি কোনো [illegible] মালিককে বোঝাতে পারবো যে জনসন হ্যারিস থেকে বেরিয়ে এসে তার কাজকর্ম চালাবার ভার আমাকেই দেওয়া উচিত?'

'এ সবই কি আমার করার কথা?' প্রশ্ন করল ও।

'না, করার কথা আমার। কিন্তু আপনাকে সাহায্য করতে হবে।'

'কিন্তু আমার ধারণা ছিলো, আপনি একজন অ্যাটর্নি।'

হেনরি বেজার্মি দেখলেন, মেয়েটি ওর দস্তানাজোড়া তুলে নিচ্ছে। একটি আপসো হাসি ছুঁড়লেন তিনি, 'আমি নাট্যমঞ্চ সম্পর্কিত অ্যাটর্নি—দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আমি মক্কেলদের হয়ে তাদের চুক্তিপত্র তৈরি করি এমন চুক্তি যাতে কোন ফাঁক-ফোকর থাকবে না—থাকলেও, সেগুলো তাদের পক্ষেই থাকবে। তাছাড়া আমি তাদের কর সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখাশুনো করি, উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাদের অর্থ খাটাতে সাহায্য করি, যে কোন ঝঞ্ঝাট থেকে বের করে আনি, বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যায় সালিসি করি, স্ত্রী এবং প্রেমিকা তথা রক্ষিতাদের আলাদা করে রাখি, তাদের সন্তানাদির ক্ষেত্রে ধর্মপিতার কাজ করি এবং সময় সময় ভিজে কাঁথা পালটানো ধাত্রীর কাজও করি—বিশেষ করে তারা যখন নতুন কোনো নাটক করেন, তখন তো বটেই।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, এসবের জন্যে অভিনেতা বা লেখকদের ম্যানেজার এবং এজেন্টরা থাকেন।'

'তা থাকেন।' হেনরি লক্ষ্য করেছিলেন, দস্তানাজোড়া ফের মেয়েটির

কোলে নেমে এসেছে। বললেন, 'কিন্তু আমি যে সমস্ত বড় বড় 'টাই'দের নিয়ে কাজ করি, আমার পরামর্শ তাদের প্রয়োজন হয়। যেমন ধরুন, একজন এজেন্ট যে কাজে পয়সা বেশি সে কাজেই মক্কেলকে ঠেলে দেবে—কারণ সে তার শতকরা দশভাগ বখরাতেই আগ্রহী। কিন্তু আমি দেখবো, কোন কাজটা নেওয়া তাদের পক্ষে সব চাইতে শ্রেয় হবে। কাজেই ছোট্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, নাট্যমঞ্চ সম্পর্কিত অ্যাটর্নিকে একাধারে এজেন্ট, মা এবং ঈশ্বর—এই তিনের সমাহার হতে হবে।' মেয়েটির দিকে তাকালেন হেনরি, 'আমাদের কাজকর্মের সমস্ত ছবিটাই আপনি পেয়ে গেলেন। এবারে বলুন, এ সব পারবেন বলে কি আপনার মনে হয়?'

'চেষ্টা করে দেখতে ইচ্ছুক,' ওর মুখে সত্যিকারের হাসি ফুটে ওঠে। 'টাইপ আমি ভালই করি, তবে শর্টহ্যাণ্ড খুব একটা জানিনে।'

হেনরি হাত নাড়লেন, 'আমার এখানে এমন দুটি লোক আছেন, যারা শর্টহ্যাণ্ডের যে কোন প্রতিযোগিতায় জিততে পারেন। কিন্তু আমি এমন একজনকে চাইছি, যে কিনা সেক্রেটারীর চাইতেও বেশ কিছু হবে।'

ওর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যায়, 'কথাটা ঠিক ধরতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে না।'

বাচ্চলে। হেনরি অন্যমনস্কভাবে কথাটা বলেন নি। শাবাশ, মেয়েটা যে সোজা হয়ে বসেছে। হাতের সিগারেটটা ছাইদানিতে নামিয়ে রেখে আর একটা সিগারেট ধরালেন হেনরি, নিজের অজান্তেই সিধে হয়ে বসলেন কুর্সিতে।

'দেখুন মিস ওয়েলস, সেক্রেটারীর চাইতে বেশি কিছু হওয়ার অর্থ হচ্ছে ন'টা পাঁচটার নিয়মে আবদ্ধ না থাকা। এমন হয়তো অনেক দিন হবে, যখন দুপুরের আগে আপনাকে কাজে আসতে হবে না। আমি যদি রাত অব্দি আপনাকে দিয়ে কাজ করাই, তাহলে পরদিন আপনি যথা সময়ে আসবেন বলে আমি আশাও করবো না। আবার অন্য দিকে, যদি তেমন কোনো দুর্বিপাক হয় তাহলে ভোর চারটে অব্দি কাজ করলেও, আমি অফিস খোলার আগেই আপনি এসে যাবেন বলে আশা করবো। কারণ আপনি নিজেই তখন আসতে চাইবেন। এর অর্থ, আপনি কখন আসবেন যাবেন, তা আপনিই ঠিক করবেন। তবে মাঝে মধ্যে সন্ধেবেলাটা যাতে আপনাকে পাওয়া যায়, সে বন্দোবস্তও আপনাকে রাখতে হবে।'

এক মুহূর্ত থেমে রইলেন হেনরি। তারপর অ্যানির অভিব্যক্তিতে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না দেখে দ্রুত বলতে লাগলেন, 'ধরুন, 'টুয়েন্টিওয়ান' রেস্তোরাঁয় একটি সম্ভাব্য মক্কেলের সঙ্গে আমি নৈশ আহার করছি। তখন তার সঙ্গে আমাকে হয়তো ছ-সাত পাত্তর সুরা গলাধঃকরণ করতে হবে, তার বর্তমান ব্যবস্থাপকদের সম্পর্কে অভিযোগ শুনতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই আমি তখন মাথার দিব্যি দিয়ে বলবো, ওদের মতো অমন কাজ আমি কক্ষনো করবো না। সমস্ত ব্যাপারেই আমি তাকে কথা দিয়ে যাবো—এমন কি হয়তো চাঁদের গায়ে তার নাম লিখে দেবার কথাও দেবো। এখন কথা হচ্ছে, আমি তাকে যে সব কথা দেবো তার সমস্ত কিছুই তাকে দিতে পারবো না—কেউই তা পারে না। কিন্তু তার বর্তমান ব্যবস্থাপকদের ভুলগুলো এড়িয়ে চলার এবং যতোদূর সম্ভব নিজের দেওয়া কথাগুলো রাখবার সৎপ্রচেষ্টা আমি অবশ্যই করবো। মুশকিল হচ্ছে, পরের দিন অনেক কথার একটিও আমার মনে থাকবে না। এখানেই আপনাকে প্রয়োজন হবে। এই সব উত্তেজনাময় সন্ধ্যায় আপনি একটি মাত্র শেরির পাত্রে মাঝে মাঝে আলতো করে চুমুক দেবেন এবং আমি যা যা বলেছি তার প্রতিটি কথা মনে রাখবেন। পরের দিন আমার সমস্ত প্রতিজ্ঞাগুলোর একটা তালিকা আপনি আমাকে এনে দেবেন, যাতে আমার মাথাটা পরিষ্কার হলে আমি সেগুলোকে নিয়ে একটু ভেবে চিন্তে দেখতে পারি।'

মৃদু হাসলো অ্যানি, 'তার মানে আমি এক ধরনের জীবন্ত বাণীগ্রাহী যন্ত্র হবো, বলছেন?'

'ঠিক তাই। পারবেন বলে মনে হয়?'

'আমার স্মৃতিশক্তি চমৎকার, আর শেরি আমার বিশ্রী লাগে।'

এবারে ওরা দুজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠেন.

'ঠিক আছে অ্যানি,' হেনরির কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে. 'তুমি কি তাহলে কালকে থেকেই শুরু করতে চাও?'

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় ও, 'আমি কি মিঃ বেলোসের হয়েও কাজ করবো?'

'এখানে মিঃ বেলোস বলে কেউ নেই,' খানিকক্ষণ শূন্যের দিকে তাকিয়ে থেকে হেনরি বেলামি বললেন। 'হাঁ, জর্জ অবিশ্যি আছে—কিন্তু সে বেলামি অ্যাণ্ড বেলোসের বেলোস নয়। সে ছিলো জর্জের কাকা, জিম বেলোস। যুদ্ধে যাওয়ার আগে আমিই জিমকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম চেষ্টা

করেছিলাম, যাতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে যুদ্ধের বাইরে রাখতে পারি। কিন্তু ও কোনো কথাই শুনলো না, ওয়াশিংটনে চলে গেলো—তারপর কমিশন নিয়ে নৌবাহিনীর উর্দি পরে একেবারে বাইরে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হেনরি বেলামি, 'যুদ্ধ হচ্ছে তরুণদের জন্যে। কিন্তু তখন জিমের বয়েস ছিলো তিপ্পান্ন ; যুদ্ধের পক্ষে বয়েসটা বড্ড বেশি। কিন্তু মৃত্যুর পক্ষে নেহাতই কম।'

'উনি কি ইউরোপে হত হয়েছিলেন, নাকি প্রশান্ত মহাসাগরে ?'

'একটা ডুবো জাহাজে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ও মারা যায়। বোকা, হাঁদা কোথাকার।' কণ্ঠস্বরের রুক্ষতা সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তির প্রতি হেনরি বেলামির ঐকান্তিক ভালবাসা লুকিয়ে থাকে না। পরক্ষণেই মেজাজ পালটে এক টুকরো উষ্ণ হাসি ফুটিয়ে তোলেন উনি, 'তাহলে অ্যানি, পরস্পরের জীবনের কাহিনী নিয়ে আমরা বোধহয় অনেক কথাই আলোচনা করলাম। এবারে কাজের কথা হোক : গোড়ার দিকে আমি তোমাকে সপ্তাহে পঁচাত্তর ডলার করে দিতে পারি—চলবে ?'

অঙ্কটা অ্যানির পক্ষে আশাতীতিক। ওর ঘর ভাড়া আঠারো, খাওয়া খরচা প্রায় পনের। অ্যানি জানালো, এতে ও ভালোভাবেই চালাতে পারবে

অক্টোবর, ১৯৬৫

সেপ্টেম্বর মাসটা অ্যানির ভালোই কাটলো। সেপ্টেম্বরে ও ওর মনমতো একটা কাজ পেয়েছে, নীলি নামে একটি বান্ধবী পেয়েছে আর পেয়েছে ভদ্র এবং উৎসুক একটি দেহরক্ষী, যার নাম অ্যালেন কুপার

অক্টোবরে এলো লিয়ন বার্ক।

অফিসে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সেক্রেটারী দুজন এবং আপিসিক মেয়েটি অ্যানিকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ওকে নিজেদের মধ্যে একজন করে নিয়েছিলো। কোণের দিকে একটা দোকানে ওদের সঙ্গেই প্রতিদিন লাঞ্চ সেরে নেয় অ্যানি। লিয়ন বার্ক ছিলো ওদের আলোচনার প্রিয় বিষয়বস্তু এবং এ বিষয়ে মিস স্টেইনবার্গ নামের পুরনো সচিবটিই ছিলেন সব চাইতে বেশি পারদর্শী। হেনরি বেলামির সঙ্গে উনি গত দশ বছর ধরে কাজ করছেন, তাই লিয়ন বার্ককে উনি চিনতেন।

যুদ্ধ ঘোষিত হবার সময় পর্যন্ত দু বছর ধরে লিয়ন এ অফিসেই কাজ করেছে। পার্ল হারবারের ঘটনা ঘটার পরদিনই সে যুদ্ধে নাম লেখাবার জন্যে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। জিম বেলোস প্রায়ই তার ভাইপোকে অফিসে যোগ দেওয়াবার প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু জর্জ বেলোসের বিরুদ্ধে কিছু বলার না থাকলেও হেনরি প্রতিবারই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, ব্যবসার সঙ্গে আত্মীয়-পরিজনদের মেশানো ঠিক নয়। কিন্তু লিয়ন চলে যাবার পর হেনরির আর কিছুই বলার রইলো না। জর্জ অবিশ্যি একজন সুদক্ষ আইনজীবী, কিন্তু লিয়ন বার্কের গুণাবলীর কি যেন তার মধ্যে নেই—অন্তত মিস স্টেইনবার্গের চোখে তো বটেই। যুদ্ধে লিয়নের কার্যাবলী অফিসের প্রতিটি কর্মচারী আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতো এবং যেদিন সে ক্যাপ্টেন হবার সম্মান অর্জন করলো, সেদিন আনন্দ করার জন্যে হেনরি বাকি দিনটুকুর জন্যে অফিস ছুটি দিয়ে দিলেন। আগস্ট মাসে লণ্ডন থেকে তার শেষ চিঠি এসেছিলো। লিয়ন বেঁচে আছে, লিয়ন শ্রদ্ধা জানিয়েছে—কিন্তু ফেরার ব্যাপারে সে কিছুই জানায় নি।

প্রথম দিকে হেনরি প্রতিদিন চিঠিপত্রের দিকে নজর রাখতেন কিন্তু পুরো সেপ্টেম্বরেও যখন লিয়নের দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না, তখন হেনরি ধরেই নিলেন যে লিয়ন পাকাপাকি ভাবে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। মিস স্টেইনবার্গ কিন্তু তথাপি আশা ছাড়েন নি। শেষ অব্দি মিস স্টেইনবার্গের কথাই ঠিক হলো, অক্টোবরেই এসে হাজির হলো তার বার্তাটা।

'প্রিয় হেনরি : খেলা খতম, এখনও আমি সশরীরে টিকে আছি। লণ্ডনে কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করে ব্রাইটনের সমুদ্র সৈকতে কিছুদিন বিশ্রাম নিলাম। এখন সরকারী ভাবে অব্যাহতি পাবার অপেক্ষায় ওয়াশিংটনে রয়েছি। ওরা ওদের ইউনিফর্মটার বদলে আমার পুরনো নীল স্যুটটা ফেরত দিলেই রওনা হবো। প্রীতি ও শ্রদ্ধাসহ : লিয়ন।'

তারবার্তাটা পড়েই হেনরির মুখখানা আলোকিত হয়ে উঠলো। 'লিয়ন ফিরে আসছে,' বলতে বলতে কুর্সি থেকে লাফিয়ে উঠলেন উনি। 'জানতাম, ও ফিরে আসবেই।'

পরবর্তী দশদিন সমস্ত অফিসটা আভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জা, উত্তেজনা আর

· দূরবর্তী আলাপ-আলোচনায় মুখর হয়ে রইলো।…

'আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনে,' অ্যাপ্যায়িকার বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে। 'উনি ঠিক আমার মনের মতো।'

মিস স্টেইনবার্গের হাসিতে অনেক গোপন খবর লুকানো থাকে। মুচকি হেসে বলেন, 'উনি সকলেরই মনের মতো, সোনা! ওঁকে দেখে যদি মুগ্ধ না হও, তো ওঁর ইংরেজী বাচনভঙ্গিই বাকি কাজটুকু করে ফেলবে।'

উনি কি ইংরেজ?' অ্যানি অবাক হয়ে ওঠে।

'জন্মেছেন এখানে,' মিস স্টেইনবার্গ বুঝিয়ে বলেন। 'ওঁর মা ছিলেন নেল লিসন—নামজানা একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। একটা অভিনয়ের জন্যে উনি এখানে এসে টম বার্ক নামে একজন আমেরিকান ব্যবহারজীবীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পরে উনি অবসর গ্রহণ করেন এবং লিয়ন এখানেই ভূমিষ্ঠ হন। কাজেই জন্মসূত্রে উনি আমেরিকার নাগরিক। কিন্তু ওঁর মা নিজের বৃটিশ নাগরিকত্বই আঁকড়ে থাকেন। লিয়নের বাবা যখন মারা যান—লিয়নের তখন বোধহয় বছর পাঁচেক বয়েস—লিয়নকে নিয়ে উনি আবার লণ্ডনেই ফিরে যান। সেখানে গিয়ে মঞ্চজগতে ফিরে আসেন এবং লিয়ন ওখানকার স্কুলেই পড়াশুনো করতে থাকে। মা মারা যাবার পর লিয়ন অবশ্য এখানে এসেই আইনের পাঠ শুরু করেন।'

'আমি নির্ঘাত পাগলের মতো ওর প্রেমে পড়বো,' অল্পবয়সী সচিবটি বললো।

মিস স্টেইনবার্গ দু-কাঁধে ঝাঁকুনি তুললেন, 'অফিসের প্রতিটি মেয়েই ওকে দেখে মজবে, সে আমি বেশ জানি। কিন্তু অ্যানি, তোমাকে দেখে ওর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে সেটা দেখার জন্যে আমার আর তর সইছে না।'

'আমাকে?' অ্যানিকে বিস্মিত দেখালো।

'হ্যাঁ, তোমাকে। তোমাদের দুজনেরই একটু আলগা হয়ে থাকার স্বভাব। লিয়ন প্রথমেই তাঁর হাসি দিয়ে সবাইকে বোকা বানিয়ে দেয়। তোমার ঠিক মনে হবে উনি তোমার বন্ধু হয়ে উঠেছেন, কিন্তু আসলে তুমি কক্ষনো ওঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারবে না। কেউই পারে না। এমন কি মিঃ বেলামিও না। মনে মনে মিঃ বেলামিও ওঁকে একটু সমঝে চলেন। আসলে লোকটা কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝে না—সেজন্যে ওঁকে যা করতে হবে, উনি তাই-ই করবেন। তবে সে ব্যাপারে ওঁকে তুমি যা-ই ভাব না কেন, শেষ পর্যন্ত ওঁকে

তোমায় শ্রদ্ধা করতেই হবে।'

…দশ দিন পরে এক শুক্রবার সকালবেলায় দ্বিতীয় তারবার্তাখানি এসে পৌঁছলো।

'প্রিয় হেনরি, নীল স্যুট ফেরত পেয়েছি। আসছে কাল রাতে নিউ-ইয়র্কে পৌঁছোচ্ছি। সোজা আপনার ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠবো। দেখবেন, যদি কোনো হোটেলে একটু স্থান সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। আশা করি সোমবার থেকে কাজে যোগ দেবো। প্রীতি ও শ্রদ্ধাসহ, লিয়ন।'

উৎসব করার জন্যে হেনরি বেলামি সেদিন দুপুর বেলাতেই অফিস ছেড়ে উঠে পড়লেন। অ্যানি সবেমাত্র চিঠিপত্রগুলো শেষ করেছে, এমন সময় জর্জ বেলোস ওর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আমরাও কোথাও উৎসব পালন করতে যাই না কেন?'

অ্যানি বিস্ময় গোপন করতে পারলো না। জর্জ বেলোসের সঙ্গে ওর সম্পর্ক শুধুমাত্র কেতা মাফিক 'সুপ্রভাত' এবং কখনো-সখনো তা গুরুত্বসূচক সামান্য ঘাড় নাড়াতেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

'আমি আপনাকে লাঞ্চে যাবার কথা বলছিলাম,' জর্জ বুঝিয়ে বললেন।

'আমি ভীষণ দুঃখিত…আমি অন্য মেয়েদের সঙ্গে একত্রে লাঞ্চ খাবো বলে কথা দিয়েছি।'

'খুব খারাপ,' ওকে কোট পরতে সাহায্য করলেন জর্জ। 'পৃথিবীতে হয়তো এটাই আমাদের শেষ দিন হতে পাবে।' বিষণ্ণ হাসি হেসে নিজের অফিসের দিকে ফিরে গেলেন উনি।

লাঞ্চের সময় অন্যমনস্ক ভাবে লিয়ন বার্ক সম্বন্ধে অন্তহীন আলোচনা শুনতে শুনতে অ্যানি ভাবছিলো, কেন ও অমন ভাবে জর্জের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলো? জটিলতা বৃদ্ধির আতঙ্ক? একটা লাঞ্চেই? কি বোকার মতো কথা। তবে কি অ্যালেন কুপারের প্রতি বিশ্বস্ততা? হ্যাঁ, এক সময় নিউইয়র্কে অ্যালেনই ওর একমাত্র পরিচিত পুরুষ ছিলো এবং সে সময় অ্যালেনের সংবেদনশীলতা, স্নেহময়তা অবশ্যই বিশ্বস্ততার দাবী রাখতে পারে। অ্যালেন প্রথম যেদিন তেড়েফুঁড়ে ওদের অফিসে এসে ঢুকেছিলো, সেদিনের কথা মনে পড়ছিলো অ্যানির। সেদিন বীমা সম্পর্কিত ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত কিছু করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিলো অ্যালেন, অ্যানি পরে তা জানতে পেরেছিলো। হেনরি অস্বাভাবিক শীতল ব্যবহার করেছিলেন

ওর সঙ্গে, খুবই দ্রুত ফিরিয়ে দিয়েছিলেন—এতো দ্রুত যে সত্যি কথা বলতে কি সে জন্যেই অ্যানির মনে এক নিবিড় সহানুভূতি জেগে উঠেছিলো। ওকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে অস্ফুট স্বরে বলেছিলো, 'এর পরে যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে আপনার ভাগ্য যেন সুপ্রসন্ন হয়।' ওর কণ্ঠস্বরের নিতল উষ্ণতায় যেন প্রায় সচকিত হয়ে উঠেছিলো অ্যালেন। আর ঠিক দু ঘণ্টা পরেই অ্যানির টেলিফোনটা বেজে উঠেছিলো। 'আমি অ্যালেন কুপার বলছি।...সেই যে কর্মচঞ্চল সেলসম্যান · মনে পড়ছে আপনার? শুনুন, আমি আপনাকে জানাতে চাইছি যে, অন্যান্য জায়গার তুলনায় হেনরির সঙ্গে আমার কাজের ব্যাপারটাই প্রচণ্ড মাত্রায় সফল হয়েছে। তার কারণ, অন্তত হেনরির ওখানেই আমি আপনার দেখা পেয়েছি।'

'তার মানে আপনার বিক্রি-বাটা কিছুই হয় নি?' যথার্থ দুঃখ অনুভব করেছিলো অ্যানি।

'নাঃ সমস্ত জায়গাতেই বিফল। মনে হচ্ছে, আজকের দিনটা আমার নয় যদি না আপনি আমার সঙ্গে এক পাত্র পান করে এর একটা সুন্দর সমাপ্তি ঘটান—'

'কিন্তু আমি তো '

'পান করেন না? আমিও করি না। তাহলে ডিনারই হোক।'

এভাবেই শুরু হয়েছিলো—এবং এখনও চলছে। লোকটা ভারি সুন্দর, হাসিখুশি, রসবোধও চমৎকার। ওর সঙ্গে বেরোনোটকে ডেট্ বলার চাইতে, বরঞ্চ ওকে বন্ধু বলেই মনে হয় অ্যানির। প্রায়শই অফিসের পরে পোশাক পালটানোর ব্যাপার নিয়েও ও মাথা ঘামায় না। ও কি পরে থাকে, সে বিষয়ে অ্যালেনের যেন কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সমস্ত সময়ে এমন ভাব দেখায়, যেন অ্যানির সাহচর্যেই সে ভীষণ কৃতজ্ঞ। ছোটোখাটো অপরিচিত রেস্তোরাঁগুলোতে হানা দেয় ওরা, আর সর্বদা তালিকায় সব চাইতে কম দামি খাবারগুলো বেছে নেয় অ্যানি। অ্যানি নিজেই দাম মিটিয়ে দেবার প্রস্তাব করে—কিন্তু পাছে অ্যালেন সেটা তার আরও একটা ব্যর্থতা বলে ধরে নেয়, সেই ভয়ে পেড়াপিড়ি করতে পারে না।

সেলসম্যান হিসেবে অ্যালেন একেবারেই অযোগ্য, তার কারণ ওই পেশার পক্ষে অ্যালেন একটু বেশি ভদ্র আর কোমল। লরেন্সভিল সম্পর্কে সে প্রশ্ন করে, জানতে চায় অ্যানির স্কুল জীবন আর অফিসের কথা। এমন

ভাব দেখায়, যেন অ্যানি পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে মনোমুগ্ধকর নারী। অ্যানি ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটা বজায় রেখেছে, কারণ অ্যালেন আজ পর্যন্ত ওর ওপরে কোনো দাবী জানায় নি। সিনেমা দেখার সময় মাঝে মধ্যে সে ওর হাত ধরেছে, কিন্তু কোনোদিন শুভরাত্রি জানাবার জন্যে চুমু দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করে নি। অথচ ঠিক এই কারণেই স্বস্তির সঙ্গে নিজের সম্পর্কে এক বিচিত্র অক্ষমতার অনুভূতিতে অ্যানির সমস্ত সত্তা ভরে ওঠে। বেচারি অ্যালেনের মধ্যে এতোটুকুও আবেগ উন্মাদনা জাগিয়ে তুলতে না পারার অক্ষমতা অস্বস্তিকর হলেও অ্যানি চাইছিলো, ব্যাপারটা যেন এ পর্যন্তই সীমিত থাকে। চুম্বনের চিন্তা ওকে এক অরুচিকর অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলতো—মনে পড়তো তেমনি এক পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা—যখন লরেন্সভিলে ও উইলি হেনডারসনকে চুমু খেয়েছিলো—এবং তখনই নিজের ভালবাসার ক্ষমতার প্রতি সন্দীহান হয়ে উঠতো ও। মনে হতো, কি জানি হয়তো ও নিজেই স্বাভাবিক নয়—কিংবা ওর মা যা বলেছিলেন সেটাই হয়তো ঠিক। হয়তো কামনা-বাসনা এবং রোমান্সের অস্তিত্ব একমাত্র নাটক নভেলেই সম্ভব।

বিকেলের দিকে জর্জ বেলোস ফের ওর ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আমি আবার একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আচ্ছা, ষোলোই জানুয়ারি আপনি নিশ্চয়ই ফাঁকা আছেন? এতোদিন আগে থেকে নিশ্চয়ই কোনো ডেট ঠিক করা থাকে না।'

'কিন্তু সে তো এখনও প্রায় তিন মাস বাকি।'

'তার আগে কোনো ফাঁকা দিন থাকলে আমি সানন্দে সে সুযোগ নিতে রাজী থাকবো। কিন্তু এইমাত্র হেলেন লসন টেলিফোনে হেনরির জন্যে চেঁচামেচি করছিলো। তাতেই মনে পড়লো, ষোলো তারিখ থেকে ওর শো শুরু হচ্ছে।'

'তা ঠিক, আসছে সপ্তাহে হিট দ্য স্কাইয়ের মহলা শুরু হচ্ছে।'

'এবারে বলুন—আপনি সেদিন আমার সঙ্গে যাবেন কি যাবেন না?'

'খুশি হয়েই যাবো জর্জ। হেলেন লসনকে আমার অসাধারণ বলে মনে হয়। বোস্টনে উনি প্রতিটি শোতেই একেবারে মাত করে দিতেন। আমি যখন এই ছোট্টটি, তখন বাবা আমাকে ওঁর মাদাম পঁপেদু দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'ঠিক আছে, তাহলে ওই দিনটাই ঠিক রইলো। ভালো কথা, মহলা শুরু

হলে হেলেন হয়তো যখন তখন এখানে এসে হাজির হবে। সেই সূত্রে আপনাদের মধ্যে যদি কখনও কোনো কথাবার্তা হয়, তখন আপনি আবার সেই চিরাচরিত নিয়মে 'আমি যখন এই ছোট্টোটি ছিলাম, তখনও আপনাকে ভীষ-ষণ ভালো লাগতো' গোছের কিছু বলতে যাবেন না যেন; তাহলে ও হয়তো আপনাকে ছুরিই মেরে বসবে!'

'কিন্তু তখন আমি সত্যিই একেবারে বাচ্চা মেয়ে ছিলাম। অদ্ভুত শোনালেও সেটা মাত্র দশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু লসন তখনই একটি পরিপূর্ণ নারী। ওঁর বয়েস তখন অন্তত পঁয়ত্রিশ ছিলো।'

'আর এখানে আমরা এমন হাবভাব দেখাই, যেন ওর আঠাশ বছর বয়েস!'

'ওভাবে বলবেন না জর্জ। হেলেন লসন অনন্ত যৌবনা। উনি একজন বিরাট তারকা। ওঁর ব্যক্তিত্ব আর প্রতিভাই ওঁকে এতো আকর্ষণীয় করে তোলে। ওঁকে দেখে যে অল্পবয়সী মেয়ে বলে মনে হয় না, সেটুকু বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি ওঁর আছে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

'যে আপনি যা বললেন, বলুন,' জর্জ কাঁধ ঝাঁকালেন। 'তবে চল্লিশে পৌছনো মাত্র অধিকাংশ মহিলাদের ক্ষেত্রেই আঠাশ বছরের যুবতী দেখানোর প্রচেষ্টাটা প্রায় সংক্রামক রোগের মতো। আপনার নিরাপত্তার খাতিরে বলি, হেলেনের আশেপাশে কখনো বয়সের প্রসঙ্গটা তুলবেন না। আর দয়া করে আপনার বর্ষপঞ্জীতে এখুনই দাগ দিয়ে রাখুন—ষোলোই জানুয়ারী। তারপর এ সপ্তাহের শেষটা মনমতো করে উপভোগ করে নিন। সোমবার এখানে প্রচণ্ড কর্মচাঞ্চল্য থাকবে—কারণ বিজয়ী বীর কুচকাওয়াজ করতে করতে দেশে ফিরছেন কিনা!'

অভ্যর্থিকা মেয়েটি একটা আঁটসাঁট পোশাক পরে এসেছিলো। অল্পবয়সী সচিবটির খোঁপা অন্যদিনের তুলনায় আরও দু ইঞ্চি উঁচুতে উঠেছে। এমন কি মিস স্টেইনবার্গও তার গত বসন্তের নীল স্কার্টটা ফের ভেঙেছেন। হেনরির অফিসের বাইরে ছোট্ট খুপরিটাতে বসে অ্যানি চিঠিপত্রগুলোতে মন দেবার চেষ্টা করছিলো।

এগারোটার সময় সে এসে পৌঁছলো। এতো কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও সত্যিকারের লিয়ন বার্ক এতোটা আকর্ষণীয় হবে বলে

অ্যানি আদৌ প্রস্তুত ছিলো না। হেনরি বেলামি যথেষ্ট দীর্ঘকায়, কিন্তু লিয়ন বার্ক তাঁকেও মাথায় তিন ইঞ্চি ছাড়িয়ে গেছে। মাথার চুল ভারতীয়দের মতো ঘন কালো, গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে যেন স্থায়ী তামাটে রঙ নিয়েছে। ওকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় হেনরি গর্বে উপচে উঠছিলেন। হাতে হাত মেলাতে গিয়ে আপ্যায়িকা মেয়েটি স্পষ্টতই লাল হয়ে উঠলো। অল্প বয়সী সচিবটি বোকার মতো কাষ্ঠহাসি হাসলো আর মিস স্টেইনবার্গ তো উত্তেজনায় ঠিক যেন একটা বেড়ালছানা হয়ে উঠলেন। এই প্রথম নিজের নিউ-ইংলণ্ডীয় রক্ষণশীলতার জন্যে কৃতজ্ঞতাবোধ অনুভব করলো অ্যানি। নিজেকে ও শান্ত সংযত ভাবেই লিয়ন বার্কের কাছে উপস্থাপন করলো এবং লিয়ন যখন নিজের মুঠোয় ওর হাতখানি তুলে নিলো, তখনও ও তেমন কিছু অনুভব করলো না।

'হেনরি এখন পর্যন্ত আপনার কথা বলতে গিয়ে থামেন নি। কেন, তা এখন আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর খুব সহজেই বুঝতে পারছি।' লোকটার ইংরেজী বাচনভঙ্গিমা অবশ্যই একটা বড়ো সম্পদ। অ্যানি মোটামুটি একটা শোভন প্রত্যুত্তর জানালো। তারপর হেনরি বেলামি ওকে নতুন করে সাজানো অফিসের দিকে নিয়ে যেতে থাকায়, মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো।

'অ্যানি, তুমি আমাদের সঙ্গে এসো,' আচমকা নির্দেশ দিলেন হেনরি।

'এ যে একেবারে সাংঘাতিক কাণ্ড করেছেন, অফিস দেখে লিয়ন বললো, 'এমন সুন্দর পরিবেশের বিনিময়ে কাজকর্মে কেমন প্রতিদান দিতে হবে, তা ভেবে যে কোনো মানুষই একটু চিন্তিত হয়ে উঠবে।' আয়েসী ভঙ্গিমায় কুর্সিতে বসে আলতো হাসি ছড়ালো লিয়ন। মিস স্টেইনবার্গ কি বলতে চেয়েছিলেন, আচমকা এই মুহূর্তে অ্যানি যেন সে কথা বুঝতে পারলো। লিয়ন বার্ক প্রত্যেকের দিকে তাকিয়েই হাসে, কিন্তু সে সহজ-হাসির গভীরে প্রবেশ করা একেবারেই অসাধ্য।

'অ্যানি, লিয়নের একটা অ্যাপার্টমেন্টের প্রয়োজন,' হেনরি বললেন। 'যতো দিন ও কোথাও স্থিতু না হচ্ছে, ততোদিন আমার কাছেই থাকবে। তুমি বিশ্বাস করবে? আমরা কোনো হোটেলেই ওর জন্যে একটা ঘর ঠিক করতে পারি নি।'

অ্যানি তা বিশ্বাস করে। কিন্তু এ কথার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক, সেটাই বুঝে উঠতে পারে না।

'আমি চাই, তুমি ওর জন্যে একটা জায়গা দেখে দেবে,' হেনরি বললেন।

'তার মানে আপনি চাইছেন, আমি ওঁর জন্যে একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে বের করবো?'

'নিশ্চয়ই তুমি তা পারো। সেটা 'সেক্রেটারীর চাইতে বেশি' হবারই অঙ্গ।'

লিয়ন এবারে প্রাণখোলা হাসি হাসলো, 'উনি সত্যিই সুন্দরী, হেনরি। আপনি ওঁর সম্পর্কে যা যা বলেছেন, উনি ঠিক তাই। কিন্তু আর যাই হোক, উনি তো জাদুকর হুডিনি নন।' অ্যানির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো লিয়ন, 'হেনরি একেবারে কূপমণ্ডুক হয়ে জীবন কাটান। হালে উনি নিউ-ইয়র্ক শহরে কোনো ফ্ল্যাট খুঁজে ছাখেন নি, তাই এমন কথা বলছেন।'

'আরে শোনো, শোনো,' হেনরি মাথা নাড়লেন, 'এ মেয়েটি দুমাস আগে নিউইয়র্কে এসে হাজির হয়। তখন ও ব্রডওয়ে থেকে সেভেনথ এভিনুতে আসার পথও চিনতো না। কিন্তু প্রথম দিনেই ও যে শুধু একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে নিয়েছে তাই নয়, এখানকার চাকরিটাও যোগাড় করেছে।'

'কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি যেখানটাতে থাকি সেটা ঠিক অ্যাপার্টমেন্ট নয়। খুবই ছোট'

'প্রিয় অ্যানি,' লিয়ন সে জাগ্রত অথচ চঞ্চল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকান, 'যুদ্ধের সময় আমি বোমায় বিধ্বস্ত এমন সমস্ত জায়গায় ঘুমিয়েছি, যে তারপর ছাদ আছে এমন যে কোনো জায়গাই আমার কাছে রিৎজ, বলে মনে হয়।'

'অ্যানি যা হোক একটা কিছুর বন্দোবস্ত ঠিকই করে ফেলবে,' হেনরি জোর দিয়ে বললেন। 'ইস্ট সাইডে চেষ্টা করে ছাখো। আসবাবপত্রে সাজানো একখানা বৈঠকখানা, শোবার ঘর, স্নানঘর আর রান্নার জায়গা—মাসে একশো পঞ্চাশ ডলারের মধ্যে। সে রকম নইলে একশো পঁচাত্তর অব্দি উঠো। আজ বিকেল থেকে চেষ্টা শুরু করে দাও। কালকের দিনটা, কিংবা যদ্দিন প্রয়োজন হবে—ছুটি নাও। কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত ফিরে এসো না।'

'হেনরি, সে ক্ষেত্রে আমরা হয়তো এ মেয়েটিকে কোনোদিনই দেখতে পাবো না,' লিয়ন সাবধান করে দেন।

'বেশ, অ্যানির ওপরে আমি যথাসর্বস্ব পণ রাখছি। ও যা হোক একটা কিছু করবেই।'

ওর ঘরখানা দোতলায়। কিন্তু দুসারি সিঁড়িই আজ যেন আচমকা ওর কাছে অলঙ্ঘ্য বলে মনে হয়। ভাঁজ করা নিউইয়র্ক টাইমসখানা হাতে নিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে ও। সমস্ত বিকেলটা ও তালিকাভুক্ত অ্যাপার্টমেন্ট-গুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু সবগুলোই ভাড়া হয়ে গিয়েছে। পা দুটো ব্যথা করছিলো অ্যানির। আজ সকাল বেলায় ও অফিসে যাবার জন্যে সাজ-গোজ করে বেরিয়েছিলো, বাড়ি খোঁজার জন্যে নয়। আসছে কাল আরও সকাল সকাল বেরুবে—নিচু গোড়ালি লাগানো জুতো পরে।

সিঁড়িতে ওঠার আগে নীলির দরজায় করাঘাত করলো অ্যানি। কোনো জবাব নেই। নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে অতি কষ্টে ওপরে উঠে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো ও। পুরনো তাপসঞ্চালক যন্ত্রটা থেকে বাষ্প বেরুনোর হিসহিসে শব্দ শুনে কি এক কৃতজ্ঞতায় ওর সমস্ত মন ভরে উঠলো। যদিও লিয়ন বার্কের ভাবভঙ্গি 'যা হোক একটা ঘর হলেই চলবে' গোছের, তবু এ ধরনের কোনো ঘরে অ্যানি তাকে কল্পনাও করতে পারে না। অবশ্যি এ ঘরটা তেমন কিছু খারাপ নয়—দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর অবস্থানও খুব সুবিধেজনক জায়গায়। কিন্তু লরেন্সভিলে ওর প্রশস্ত শয়নঘরের তুলনায় এটা একেবারে বীভৎস। খাটটার দিকে তাকালে মনে হয়, ওটা হয়তো আর একদিনও টিকবে না। মাঝে মাঝে অ্যানি ভাবে, ওই খাটে এর আগে আরও কত লোক ঘুমিয়েছে কে জানে—হয়তো, কয়েক শো হবে। যতোদিন ও ভাড়া দেবে ততোদিন এ ঘরের সমস্ত কিছু—অসংখ্য আঁকিবুঁকি আর সিগারেটের পুরনো পোড়া দাগ ধরানো ওই ঝরঝরে ছোট্ট রাত-টেবিল তিনটে দেরাজ-ওয়ালা ওই ব্যুরোটা, যেটার দেরাজগুলো সামান্য খোলা রাখতে হয়, নয়তো এমন শক্ত হয়ে এঁটে যায় যে জোর করে টান লাগালে হাতলগুলোই খুলে আসে··পূর্ণগর্ভা নারীর মতো ওই আরামকুর্সিটা, যেটার পেটটা স্প্রিংশুদ্ধ নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে, যেন এক্ষুনি ফেটে পড়তে চাইছে—এ সব কিছুই ওর নিজস্ব। ঘরটাকে একটু আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, কিন্তু সপ্তাহের শেষে ওর কোনোদিনই ততোটা প্রয়োজনীয় অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে না। ব্যাঙ্কে রাখা পাঁচ হাজার ডলার ও কিছুতেই ছোঁবে না বলে একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখনও ওকে ওই চমৎকার কালো পোশাকটা আর কালো সান্ধ্যকোটটার জন্যে ব্লুমিংডেলের দেনা মেটাতে হচ্ছে।··

দরজায় পরিচিত করাঘাত শুনতে পেলো অ্যানি। না তাকিয়েই বললো,

'আমি ভেতরে আছি।'

নীলি ঘরে ঢুকে ঝুপ করে কুর্সিতে বসতেই, সেটা ভয়াবহ করুণ আর্তনাদ করে উঠলো! 'টাইমসে কিসের বিজ্ঞাপন দেখছো?' প্রশ্ন করলো নীলি। 'অন্য জায়গায় উঠে যাবার কথা ভাবছো নাকি?'

অ্যানি ওকে নতুন কাজের কথাটা বুঝিয়ে বলতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লো নীলি। পরক্ষণেই ব্যাপারটাকে খারিজ করে দিয়ে ও অন্য জরুরী প্রসঙ্গ তুলে ধরলো, 'ভালো কথা অ্যানি, তুমি আজ ওই ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলে নাকি?'

'ওই ব্যাপার' আসলে একটা আনুকূল্যের প্রশ্ন, যার জন্যে নীলি গত দু সপ্তাহ ধরে ওকে পেড়াপিড়ি করছে।

'আজ কি করে হবে নীলি? বিশেষ করে আজই লিয়ন বার্ক ফিরে এলেন।'

'কিন্তু হিট দ্য স্কাইতে আমাদের ঢুকতেই হবে। মনে হচ্ছে যে কোনো কারণেই হোক, হেলেন লসন আমাদের কাজ পছন্দ করেছেন। তিন তিন বার আমাদের পরীক্ষা করার জন্যে মহলায় ডাকা হয়েছিলো, আর আমাদের তিনটি মহলাতেই হেলেন উপস্থিত ছিলেন। এখন হেনরি বেলামি একবার বললেই আমরা ঠিক ঢুকে যাবো।'

'আমরা' বলতে নীলি আর ওর দুজন সঙ্গী। নীলির ভালো নাম ইথেল অ্যাগনেস ও' নীল। 'ঠিক যেন একটা পিস্তল, তাই না?' নীলি বলেছিলো। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে ডাক নামটাই ওর বেশি আপন। তারপর 'দ্য গশেরোস' নামের একটা নাচের দলে তিনজনের একজন হওয়ার পর থেকে, অমন একটা বিদঘুটে নামের আর কোনো প্রয়োজনীয়তাই রইলো না।

হলঘরে মাঝে মধ্যে সামান্য একটু ঘাড় নাড়া থেকে অ্যানির সঙ্গে নীলির পরিচয় এবং দ্রুত সে পরিচয় উষ্ণ সখ্যতায় পৌঁছে যায়। নীলিকে দেখে একটি হাসিখুশি প্রাণপ্রাচুর্যময় কিশোরী বলেই মনে হয়। ওর নাকটা সামান্য মোটা, দুটি আয়ত বাদামি চোখ, চামড়ার ওপরে ঈষৎ হলদে ফুটকি দাগ আর কোঁকড়ানো বাদামি রঙের চুল। আসলে নীল সতি সত্যিই কিশোরী, সাত বছর বয়েস থেকে ও নাচগানের দলের সঙ্গে এদেশ থেকে সে দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। ওকে দেখে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী

শিল্পী বলে চিন্তা করাই শক্ত। কিন্তু একদিন রাত্রিবেলা অ্যানিকে ও জোর করে একটা অনুষ্ঠানে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। সেখানে ওর এক আশ্চর্য রূপান্তর লক্ষ্য করেছিলো অ্যানি। পুরু প্রসাধনের আড়ালে নীলির মুখের দাগগুলো উধাও হয়ে গিয়েছিলো, ছেলেমানুষী শরীরটা ভরাট হয়ে উঠেছিলো তকমা আঁটা একটা কোটের সাহায্যে। চওড়া ধারওয়ালা পশমের টুপি আর আঁটো পাতলুন পরা দুটো লোক স্প্যানীশ নাচের উপযোগী অনিবার্য পদচারণায় তুড়ি দিতে দিতে ক্রমাগত ঘুরছিলো। নীলিও ওদের সঙ্গে একত্রে ঘুরছিলো, নাচছিলো, নত হচ্ছিলো—অথচ ও যেন কখনই ওদের তিনজনের অংশ হয়ে ছিলো না। অ্যানি দেশের বাড়িতে এ ধরনের অনুষ্ঠান অনেক দেখেছে, কিন্তু নীলির মতো কাউকে দেখেনি। এ অনুষ্ঠানে শুধু নীলিকেই চোখ মেলে দেখতে হয়।

কিন্তু সাজসজ্জা আর প্রসাধন বিহীন অবস্থায় ওই ঝুলে পড়া কুর্সিটাতে বসে থাকা নীলি এখন সেই সতেরো বছরের অবুঝ আগ্রহী মেয়েটি—অ্যানির আজ পর্যন্ত পাওয়া প্রথম সত্যিকারের বন্ধু।

'তোকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হতাম নীলি, কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার নিয়ে আমি মিঃ বেলামির কাছে যেতে পারবো না। আমাদের সম্পর্কটা শুধুমাত্র পেশাগত।'

'তাতে কি হয়েছে? শহরের সবাই জানে এককালে উনি হেলেন লসনের প্রেমিক ছিলেন আর উনি যা বলেন, হেলেন তার সব কিছুই শোনেন।'

'উনি কি ছিলেন?'

'হেলেনের প্রেমিক মানে পুরুষ মানুষ। তুমি আবার বলে বসো না যেন, যে তুমি তা জানতে না।'

'আচ্ছা নীলি, এ সমস্ত আজেবাজে কথা তুই কোত্থেকে শুনিস বলতো?

'আজেবাজে। তার মানে তুমি বলতে চাও, এ ব্যাপারে কেউ তোমাকে কিচ্ছুটি বলেনি? ওফ, এ তো অনেক পুরনো খবর! তারপর থেকে হেলেন তিন তিনবার স্বামী পালটেছেন, কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে ওদের ব্যাপারটাই ছিলো সব চাইতে গরম খবর। নইলে বেলামিকে বলার জন্যে আমি কি শুধু শুধু তোমাকে ঝোলাঝুলি করছি বলে তুমি মনে করেছো? আচ্ছা, কালকে তুমি ওঁকে কথাটা বলতে পারবে?'

'কালকে তো আমি বাড়ি খুঁজবো! তাছাড়া নীলি, আমি তো তোকে

বলেছি—ব্যক্তিগত বিষয় অফিসে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।'

'তোমার ওই শখের আদব-কায়দাগুলোই তোমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে অ্যানি, এই আমি বলে রাখলাম,' নীলি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'তুমি যা চাও, তা তোমাকে সোজাসুজি চেয়ে নিতে হবে।'

'কিন্তু উনি যদি ফিরিয়ে দেন, তাহলে কি হবে?'

'তাতে কি আছে?' নীলি কাঁধ ঝাঁকালো, 'তুমি না বললে যা হতো, তার চাইতে খারাপ তো কিছু হবে না? অন্তত এতে আধাআধি হবার আশা থাকে।'

নীলির যুক্তিতে মৃদু হাসলো অ্যানি। নীলি কোনো শিক্ষা পায় নি, কিন্তু বর্ণসংকর কুকুরছানার মতো ওর একটা জন্মগত বুদ্ধি চাতুর্য আছে। জীবনের প্রথম সাতটা বছর ও প্রতিপালন আশ্রমে কাটিয়েছে। তারপর ওর দশ বছরের বড় বোনটির সঙ্গে চার্লির দেখা হয় এবং বিয়েও হয়। চার্লি ওই গশেরোসেরই একজন। বিয়ের পর ওর দিদিকে নিয়ে দলটা 'ত্রয়ী' হিসেবে গড়ে ওঠে। অবিলম্বে ওর দিদি তখন নীলিকে প্রতিপালন আশ্রমের এক-ঘেয়েমি এবং নিয়মমাফিক স্কুল জীবন থেকে উদ্ধার করে একটা তৃতীয় শ্রেণীর ভবঘুরে লোকরঞ্জন দলের জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেখানেই নীলির স্কুল জীবনের ইতি—কিন্তু দলের মধ্যে সর্বদাই এমন একজন কেউ ছিলো, যে ওর পড়াশুনো অথবা আঁক কষার ব্যাপারে সাহায্যের ভার নিয়েছে। ট্রেনের জানলা দিয়ে ও ভূগোলের পাঠ নিয়েছে, ইতিহাস শিখেছে ওদের অভিনীত ইউরোপীয় নাটক থেকে। নীলির যখন চোদ্দ বছর বয়েস, তখন ওর দিদি সন্তান সম্ভাবনায় অবসর নেয় এবং নীলি তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এখন, এই সামান্য কয়েক বছরের মধ্যেই, গশেরোস দলের কাছে ব্রডওয়েতে নিজেদের প্রকাশ করার একটা সুযোগ এসেছে।

'দেখি, যদি জর্জ বেলোসের কাছে কথাটা পাড়তে পারি,' প্রসাধনটা ঝালিয়ে নিতে নিতে অ্যানি চিন্তাভরা মুখে বললো। 'উনি হিট-দ্য স্কাইয়ের উদ্বোধনীতে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

'সেটা অবিশ্যি অনেক ঘোরানো ব্যাপার, তবে কিনা নেই মামার চাইতে কানা মামাই ভালো।' অ্যানিকে টুইডের কোটটা পরতে দেখে নীলি বললো, 'ওহো, আজ রাতে অ্যালেনের সঙ্গে দেখা করছো বুঝি?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো অ্যানি।

'তার মানে তুই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওসব হতে দিবি? তোর দিদি তাহলে কক্ষনো তোকে ক্ষমা করবে না।'

'ছাখো অ্যানি, তুমি যে শুধু খাঁটি কুমারীর মতো কথা বলো, তাই নয়—তোমার চিন্তাগুলোও একেবারে খাঁটি পুরুতদের মতো। ছাখো, আমি এখনও কুমারী। কিন্তু আমি জানি, পুরুষদের কাছে যৌনতা আর প্রেম—দুটো একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। চার্লি একটা সব চাইতে সস্তা ঘরে থাকতো, আর ওর মাইনের চার ভাগের তিন ভাগই আমার দিদিকে পাঠিয়ে দিতো—যাতে দিদি আর বাচ্চাটা ভালোভাবে থাকতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মাঝে মাঝে এক আধটা সুন্দরী ছুঁড়িকে নিয়ে সে একটু এদিক সেদিক করতে পারবে না। ওর প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, তার সঙ্গে কিটি আর বাচ্চাটার ওপরে ওর ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি এখনও আমার কুমারীত্ব বজায় রেখেছি, তার কারণ আমি জানি, পুরুষ মানুষ ওটাকে অনেক দাম দেয়। চার্লি যেমন করে কিটিকে ভালোবাসে, আমি চাই আমাকেও কেউ ঠিক তেমনি করে ভালোবাসবে। কিন্তু পুরুষ মানুষের ব্যাপারটা আলাদা, সে সত্যিকারের 'কুমার' হবে বলে তুমি আশা করতে পারো না।'

আচমকা অ্যানির ঘরে ঘন্টিটা বেজে ওঠে। তার অর্থ অ্যালেন সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। অ্যানি নেমে আসছে জানাবার জন্যে সংকেতের বোতামটা টিপে দিলো। তারপর এক ঝটকায় কোট আর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললো, 'আয় নীলি, আমাকে যেতে হবে। অ্যালেন হয়তো ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছে।'

'এই, একটু দাঁড়াও—তোমার ওই দারুণ চকলেট কেকগুলো আর আছে? ছোট আলমারিটা হাতড়াতে থাকে নীলি।

'পুরো বাক্সটাই নিয়ে নে,' খোলা দরজাটা ধরে রেখে বললো অ্যানি।

'ওফ্, কি দারুণ। আমার কাছে লাইব্রেরীর এক কপি গন উইথ দ্য উইণ্ড রয়েছে। আর আছে এক কোয়ার্ট দুধ, আর এই সবগুলো কেক। কি মজা।'

ছোট্ট একটা ফরাসী রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসেছিল ওরা। অ্যালেন অ্যানির মুখে ওর নতুন দায়িত্বের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো। তারপর অ্যানির

বলা শেষ হতে, এক চুমুকে অবশিষ্ট কফিটুকু শেষ করে বললো, 'মনে হচ্ছে, এবারে সময় এসেছে।'

'কিসের সময় ?'

'প্রচণ্ড গৌরবের সঙ্গে তোমার হেনরি বেলামিকে ছাড়ার সময়।'

'কিন্তু আমি তো মিঃ বেলামিকে ছাড়তে চাই নে।'

'কিন্তু ছাড়বে,' অ্যালেনের হাসিটা কেমন যেন অপরিচিত। প্রত্যয়ের হাসি। সমস্ত হাবভাবই যেন পালটে গেছে ওর। বললো, 'লিযন বাকের জন্যে অ্যাপার্টমেণ্ট পাওয়া খুব কৃতিত্বের বিষয় হবে বলেই আমার ধারণা।'

'তার মানে তুমি সেরকম কোনো অ্যাপার্টমেণ্টের কথা জানো ?'

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় অ্যালেন। মুখে রহস্যময় হাসি। তারপর রেস্তোরাঁর পাওনা মিটিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে চালককে সাটন প্লেসের একটা ঠিকানা জানায়।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা, অ্যালেন ?' অ্যান প্রশ্ন করে।

'লিযন বাকের নতুন অ্যাপার্টমেণ্ট দেখতে।'

'এতো রাতে ? তাছাড়া সেটা কার অ্যাপার্টমেণ্ট ?'

'দেখতেই পাবে—একটু ধৈর্য ধরে থাকো।'

বাকি পথটা দুজনে নিশ্চুপ হয়েই রইলো। ইস্ট রিভারের কাছে একটা কেতাদুরস্ত বাড়ির সামনে এসে থামলো ট্যাক্সিটা। দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেলাম জানালো। লিফট চালক অভিবাদনের ভঙ্গিমায় মাথা নেড়ে নিজে থেকেই এগারো তলায় উঠে লিফট থামালো। অ্যাপার্টমেণ্টে ঢুকে আলো জ্বালতেই সুন্দর সাজানো-গোছানো বৈঠকখানা ঘরটা ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অ্যালেন অন্য একটা বোতাম টিপলো- সঙ্গে সঙ্গে মৃদু স্বরমূর্ছনা বয়ে যেতে লাগলো সমস্ত ঘর জুড়ে।

'এ অ্যাপার্টমেণ্টটা কার, অ্যালেন ?' প্রশ্ন করলো অ্যান।

'আমার! এসো, বাকি জায়গাগুলো দেখে নাও। শোবার ঘরটা বেশ বড়ো,' ঠেলা-দরজাটা টেনে সরিয়ে দেয় অ্যালেন, 'এই হচ্ছে স্নানঘর। আর ওদিকটাতে রান্নাঘর—ছোট, তবে একটা জানলা আছে।'

কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করতে থাকে অ্যানি। মুখ-চোরা অ্যালেন কি না এমন একটা জায়গায় থাকে ? এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য !

'এবারে তোমাকে একটা তুঃখের জিনিস দেখাবো,' অ্যালেন বৈঠকখানায় গিয়ে জানলার বিশাল পর্দাটা সরিয়ে দিতেই পাশের বাড়িটা স্পষ্ট দেখা গেলো। ঠিক ওধারেই একটা জানলা, এতো কাছে যে মনে হয় বুঝি হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়।

'এটাই হচ্ছে তুঃখের কাহিনী। এই স্বপ্ন-সৌধে সব কিছু আছে, শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া। তবে এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে উলটো দিকের ঘরে যে মোটাসোটা ভদ্রলোকটি থাকেন, তিনি আমাকে যথেষ্ট মুগ্ধ করে থাকেন। উনি ওখানে একাই থাকেন এবং গত তু বছরে আমি ওকে কোন খাত্তই খেতে দেখিনি। উনি বিয়ারের ওপরেই বেঁচে আছেন প্রাতরাশ, তুপুরের খানা, নৈশ আহার—সব কিছুতেই শুধুমাত্র বিয়ার। ওই ত্যাখো।' যেন অ্যালেনের কথা শুনতে পেয়েই শক্ত-সমর্থ চেহারার লোকটা রান্নাঘরে ঢুকে একটা বিয়ারের বোতল খুলে ফেললো। পর্দাটা টেনে দিলো অ্যালেন. 'প্রথম প্রথম লোকটাকে নিয়ে আমার তুশ্চিন্তা হতো. কিন্তু উনি দেখছি দিব্যি আছেন। তা, মিঃ বার্কের কি এ অ্যাপার্টমেণ্টে চলবে?'

'আমার তো মনে হচ্ছে চমৎকার—এমন কি ওই মোটা লোকটি ওখানে থাকা সত্বেও। কিন্তু এমন একটা অপূর্ব অ্যাপার্টমেণ্ট তুমি কেন ছেড়ে দেবে অ্যালেন?'

'এর চাইতে ভালো একটা পেয়েছি বলে। আমি কালই সেখানে চলে যেতে পারি, কিন্তু তার আগে সেটা তোমাকে দেখিয়ে নিতে চাই। তোমারও সেটা ভালো লাগে কিনা, তা জানা দরকার।'

হে ঈশ্বর। তার মানে অ্যালেন ওকে বিয়ের প্রস্তাব জানাবে। কিন্তু অ্যানি ওকে আঘাত দিতে চায় না। তা হলে ও না হয় না বলে ধন্যবাদ জানিয়ে দেবে।

সচেষ্টভাবে কণ্ঠস্বরের নৈর্ব্যক্তিক ভাব বজায় রাখে অ্যানি. 'কিন্তু অ্যালেন ঘটনাচক্রে লিয়ন বার্কের বাড়ি খোঁজার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে বলেই আমি যে এ ব্যাপারে বিশেষ পটু—তা কিন্তু নয়। তুমি নিজে থেকেই যখন এতো সুন্দর একটা অ্যাপার্টমেণ্ট খুঁজে নিতে পেরেছিলে, তখন এ ব্যাপারে তোমার পক্ষে আমার পরামর্শ নেবার নিশ্চয়ই কোনো প্রয়োজন নেই।' অ্যানি বুঝতে পারছিলো, ও বড়ো দ্রুতলয়ে কথা বলছে।

'তুমি বলছো, লিয়ন মাসে দেড়শো অব্দি দিতে পারেন,' অ্যালেন বললো,

'তবে তিনি একশো পঁচাত্তর অব্দিও উঠতে পারেন। বেশ, ওঁকে বলো, আমরা এটা ওঁকে একশো পঞ্চাশেই দেবো। উনি আমার ইজারাব বন্দোবস্তটা নিযে নিতে পারেন। আসবাবপত্রগুলো বাদে আমি একশো পঞ্চাশই দিয়ে থাকি, তবে বোনাস হিসেবে আমি ওগুলোও রেখে যাবো।'

'কিন্তু নতুন জায়গাতেও তো ওগুলো তোমার দরকার হবে, অ্যালেন।' আচমকা সচিকতা হয়ে প্রতিবাদ করে অ্যানি, 'তা ছাড়া ওগুলোর দামও নিশ্চয়ই অনেক '

'তাতে কিচ্ছু এসে যায় না,' হাসি মুখে বললো অ্যালেন। 'এবারে চলো, তোমাকে আমার নতুন জাযগাটা দেখিয়ে আনি।'

অনেক রাত হয়ে গেছে বলে অ্যানি আপত্তি কবা সত্ত্বেও অ্যালেন সে সব অগ্রাহ্য করে ওকে প্রায জোর করেই লিফটে চাপিয়ে নিচে নিয়ে এলো। দারোয়ান তৎক্ষণাৎ এগিযে এসে প্রশ্ন করলো, 'ট্যাক্সি ডাকবো, মিঃ কুপার?'

'না হুজুর, আমরা কাছেই যাচ্ছি।'

একটা বাড়ি পরেই আর একটা বাড়িতে গিযে ঢুকলো ওরা। বাড়িটা দেখে মনে হয়, যেন নদীর ওপরে ঝুলে রযেছে। নতুন অ্যাপার্টমেণ্টটা সিনেমার সেটের মতো সুন্দর। বাইরের ঘরটা পুরু সাদা কার্পেটে মোড়া। পানশালার মেঝেতে ইতালিযান মার্বেল পাথর। দীর্ঘ একটা সিঁড়ি ওপরের দিকে উঠে গেছে।... কিন্তু নিশ্বাস কেড়ে নেয় এখানকার অপরূপ দৃশ্যাবলী। কাচের দরজাটা খুলতেই নদীর দিকে মুখ করা একটা বিশাল ঝুল বারান্দা। সেখানে ওকে নিয়ে এলো অ্যালেন। ভিজে বাতাস স্নিগ্ধতার পরশ বুলিযে দিলো অ্যানির নগ্ন মুখে। নদীর বুকে সেতুর অজস্র আলোক-মালা, খিলানের ওপরে ছোট ছোট হীরের টুকরোর মতো এক একটা ঝলমলে আলো—দেখে মুগ্ধ বিস্মযে হতবাক হযে রইলো অ্যানি।

'আমরা কি এই নতুন অ্যাপার্টমেণ্টটার উদ্দেশ্যে একটু পান করবো?' প্রশ্ন করলো অ্যালেন।

'এ অ্যাপার্টমেণ্টটা কার, অ্যালেন?' একটা ঢোক গিলে শান্ত গলায জিজ্ঞেস করে অ্যানি।

'আমার, যদি তুমি চাও।'

'কিন্তু এখন এটা কার?'

'জিনো নামে এক ভদ্রলোকের। উনি বলছেন, ওঁর প্রয়োজনের পক্ষে

এটা অনেক বড়। উনি ওয়ালডর্ফে থাকেন, সে দিক দিয়ে সেটাই ওঁর পছন্দ।'

'কিন্তু অ্যালেন, এমন একটা জায়গায় থাকার মতো সামর্থ্য তো তোমার নেই!'

'আমার সামর্থ্য কতোদূর, তা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে অ্যানি,' অ্যালেনের মুখে আবার সেই রহস্যময় হাসির ছোঁয়া।

'আমি না হয় এবারে চলি অ্যালেন,' ভেতরের দিকে পা বাড়ায় অ্যানি। 'ভীষণ ক্লান্ত লাগছে '

'অ্যানি ' ওর হাত ধরে অ্যালেন, 'আমি বড়লোক অ্যানি—অনেক অনেক বড়লোক।'

নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে অ্যানি। আচমকা ওর মনে হয়, অ্যালেন সত্যি কথাই বলছে।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি অ্যানি। তুমি যে সবকিছু না জেনেই আমার সঙ্গে বেরুচ্ছো, প্রথমটাতে আমি তা বিশ্বাস করতে পারিনি ''

'কি না জেনে?'

'আমি কে, তা না জেনে।

'কে তুমি?'

'এখনও আমি অ্যালেন কুপার। আমার সম্পর্কে তুমি শুধু এতটুকুই জানো—আমার নামটা।...বীমা কোম্পানীর সামান্য একজন অসফল সেলসম্যান হিসাবেই তুমি আমাকে গ্রহণ করেছিলে।' মৃদু হাসলো অ্যালেন, 'কিন্তু তুমি জানো না, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি লক্ষ্য করেছি, তুমি আমার সঙ্গে সস্তা রেস্তোরাঁগুলোতে গেছো কমদামি খাবার বেছে নিয়েছো, আমার কাজকর্মের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে থেকেছো। অ্যানি, এর আগে কেউই আমার জন্যে সত্যিকারের চিন্তা করেনি। প্রথমটাতে ভেবেছিলাম এটা একটা মিথ্যে ছল, আসলে তুমি আমাকে জানো—আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছো। কারণ আগেও সে চেষ্টা হয়েছে কিনা! সে জন্যেই আমি তোমাকে অতো প্রশ্ন করেছি তোমার সম্পর্কে, লরেন্সভিল সম্পর্কে। তারপর সেগুলো মিলিয়ে নেবার জন্যে একজন গোয়েন্দাও লাগিয়েছিলাম।'

অ্যানির চোখদুটো কোঁচকাতে দেখে ওর হাতদুটো জড়িয়ে ধরে অ্যালেন, 'অ্যানি, রাগ করো না লক্ষ্মীটি! তুমি যা যা বলেছো, তার প্রতিটি কথাই

সত্যি। জিনো প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু যখন খবরগুলো এসে পৌঁছলো তখন আনন্দে আমার হাউই ওড়াতে ইচ্ছে করছিলো! আমি একেবারে সুনিশ্চিত ছিলাম যে আমি যাকে ভালোবাসি, সে শুধু আমার জন্যেই আমাকে ভালোবাসবে—তা আমার ভাগ্যে নেই। এর অর্থ আমার কাছে যে কি হতে পারে তা কি তুমি বুঝতে পারছো না? তুমি চিন্তা করো সত্যিই আমার জন্যে ভাবো! আমার যা আছে, তার জন্যে নয়—শুধু আমার জন্যে!'

অ্যালেনের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হাঁপাতে থাকে অ্যানি, 'কিন্তু অ্যালেন তুমি না বললে তুমি কে, কি—তা আমি জানবো কি করে?'

'তুমি যে কি করে না জেনে থাকলে, সেটাই আমি জানি না। খবরের কাগজে বিভাগীয় স্তম্ভে সব সময়েই আমার কথা থাকে। ভেবেছিলাম হয়তো তোমার কোনো বান্ধবী তোমাকে জানিয়ে দেবে। নয়তো হেনরি বেলামি নিশ্চয়ই বলবেন।'

'আমি খবরের কাগজের ওসব খবর কক্ষনো পড়িনে। নীলি ছাড়া আমার অন্য কোনো বান্ধবী নেই, ও শুধু আমোদ-প্রমোদের খবর পড়ে। আর মিঃ বেলামি অথবা অফিসের অন্য কারুর সঙ্গেই আমি ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি না।'

'বেশ তো, এবারে তুমিই ওদের একটা জোর খবর দিতে পারবে। হ্যাঁ, আমাদের সম্পর্কে!' ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয় অ্যালেন।

আচমকা সিটিয়ে ওঠে অ্যানি, ওর আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে আনে নিজেকে। ঈশ্বর, আবার ঠিক তেমনি হলো। অ্যালেনের চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের এক বিচিত্র স্রোত বয়ে গেলো ওর সমস্ত শরীর দিয়ে।

অ্যালেন কোমল চোখে তাকালো ওর দিকে, 'আমার ছোট্ট সোনা অ্যানি। জানি, তুমি নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছো।'

আয়নার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঠোঁটের প্রসাধন ঠিকঠাক করে নেয় অ্যানি। হাতদুটো তখনও কাঁপছিলো ওর। ওর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে, নয়তো পুরুষের চুম্বন ওর কাছে এমন বিশ্রী অরুচিকর বলে মনে হয় কেন? অনেক মেয়েই যে সব পুরুষকে ভালোবাসে না, তাদের চুমুও দিব্যি উপভোগ করে। সেটাই নাকি স্বাভাবিক। কিন্তু অ্যালেনকে ওর ভালো লাগে, অ্যালেন

ওর কাছে অপরিচিত নয়—কাজেই এটা উইলি হেনডারসন কিংবা নরেন্স-ভিলের অন্ত ছেলেদের মতো ব্যাপার নয়। তবু কেন এমন হলো ? গোলমালটা নিশ্চয়ই ওর নিজের ভেতরকার।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি অ্যানি,' অ্যালেন ওর পেছনে এসে দাঁড়ায়। 'বুঝতে পারছি, ঘটনাটা বড় দ্রুত হয়ে গেলো···যে কোনো মেয়েকে বিভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট দ্রুত। কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমার ইচ্ছে, তুমি জিনো, মানে আমার বাবার সঙ্গে একটিবার দেখা করবে।'

ওর হাতে একটা চাবি তুলে দেয় অ্যালেন, 'কাল এটা লিয়ন বার্ককে দিয়ে দিও। বোলো, উনি যেন আমার অফিসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন আর অ্যানি, এ অ্যাপার্টমেণ্টটা তোমার কাছে বেশি বাড়াবাড়ি বলে মনে হলে, তুমি সবকিছু আবার নতুন করে সাজিয়ে নিতে পারো। জিনো আর্কাশা এটার পেছনে অনেক খরচ করেছে, কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে—এটা তোমার মনোমতো নয়। তুমি চাইলে আমরা শহরতলিতে একটা বাড়িও কিনে নিতে পারি মোটকথা যা তোমার ইচ্ছে।'

'কিন্তু আমি··

'একরাতের পক্ষে আমরা যথেষ্ট কথা বলেছি আর নয়: শুধু একটা কথা—আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমাকে বিয়ে করছো অ্যানি। শুধু এটুকুই মনে রাখো।'

বাড়ি ফেরার পথে নিজের চিন্তায় লীন হয়েছিলো অ্যানি। এখন ও সাত্যি কথাটা বুঝতে পেরেছে। ও হিমকন্যা। সেই ভয়ানক কথাটা, যা নিয়ে স্কুলের মেয়েরা ফিসফাস করতো। কিছু কিছু মেয়ে হিমকন্যা হয়েই জন্মায়—তারা কখনও শৃঙ্গারে পুলকের চরমতম সীমায় পৌছতে পারে না কিংবা সত্যিকারের কোনো কামনাও অনুভব করে না। ও তাদের মধ্যেই একজন: ঈশ্বর, ও একটা চুমু পর্যন্ত উপভোগ করতে পারে না! ও যে অ্যালেনের মতো মানুষকে পেয়েছে, হয়তো সেটা ওর সৌভাগ্য। অ্যালেন বড় স্নেহশীল. হয়তো সে ওকে সাহায্য করতে পারবে। হয়তো অ্যানি তাকে বিয়েও করতে পারবে।

অ্যানির বাড়ির সামনে পৌছে একটা ট্যাক্সি ধরলো অ্যালেন। একটু ঝুঁকে ওর গালে আলতো করে একটা চুমু দিয়ে বললো, 'আমাকে স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা কোরো, অ্যানি। শুভ রাত্রি।'

ট্যাক্সিটাকে উধাও হয়ে যেতে লক্ষ্য করলো অ্যানি, তারপর এক ছুটে ভেতরে ঢুকে নীলির দরজায় আঘাত করতে শুরু করলো। নীলি এসে হাজির হলো, ওর দৃষ্টি গন উইথ দ্য উইণ্ডের পাতায়।

'এক মিনিটের জন্যে বইটা একটু সরিয়ে রাখ নীলি,' অ্যানি ভেতরে ঢুকে বললো। 'কথাটা জরুরী।'

'এখন পৃথিবীতে কোনো কিছুর জন্যেই আমি রেট বাটলারকে ছাড়বো না!'

'আচ্ছা নীলি, তুই কি কখনও অ্যালেন কুপারের কথা শুনেছিস?'

'এ আবার কোন ধরনের রসিকতা?'

'ঠাট্টা নয়—অ্যালেন কুপার কে? তোর কাছে এ নামটার কি কোনো অর্থ আছে?'

হাই তুলে বই বন্ধ করলো নীলি, রেট বাটলারকে যথাস্থানে রাখতে অতিযত্নে পাতা মুড়লো বইটার। তারপর বললো, 'বেশ, তুমি যখন খেলবে বলেই ঠিক করেছো, তখন তাই হোক।·· অ্যালেন কুপার একটি অতি চমৎকার ছেলে, যার সঙ্গে তুমি সপ্তাহে তিন-চার দিন রাত্রিবেলা ডেট করতে বেরোও। আমার জানলা থেকে ওকে যতোটুকু দেখেছি তাতে বলা যায়, ও ঠিক ক্যারি গ্রাণ্টের মতো নয়। তবে ওর ওপরে আস্থা রাখা চলে।···তাহলে এঁবারে কি আমি রেটের কাছে ফিরে যেতে পারি? রেটের আকর্ষণ কি দারুণ, অথচ স্কারলেট যেন কিছুতেই তার কোনো মর্ম বোঝে না!'

'তাহলে তুই কখনও অ্যালেন কুপার সম্পর্কে কিছু শুনিস নি?'

'না। কেন, শোনা কি উচিত ছিলো? উনি কি কোনো ছবি-টবিতে ছিলেন নাকি? আমি গ্যারি কুপার আর জ্যাকি কুপারের কথা জানি। কিন্তু অ্যালেন কুপার··' কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো নীলি।

'ঠিক আছে—যা, তুই রেট বাটলারের কাছেই ফিরে যা।' অ্যানি দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

'তুমি দেখছি আজ রাত্তিরে অদ্ভুত কাণ্ডভাণ্ড করছো। কি ব্যাপার, এক পাত্তর গিলেটিলে আসো নি তো?'

'না। ঠিক আছে, কাল দেখা হবে।'

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ঘটনাগুলোকে মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছিলো অ্যানি। অ্যালেন তাহলে একটা সামান্য ইনস্যুরেন্স এজেন্ট নয়—অ্যালেন

ধনী। কিন্তু তার কথা ওকে জানতেই হবে, এমন কি কথা আছে? তার সম্বন্ধে আর এমন কিছু কি আছে, যা ওর জানা উচিত? কিন্তু তার সম্বন্ধে আরও খবর ও কেমন করে জানবে?…জর্জ বেলোস! হ্যাঁ, অ্যালেন অথবা অন্য কারুর সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে, তাহলে জর্জ বেলোস তা অবশ্যই জানবেন।

নিজের অফিস ঘরে ওকে ঢুকতে দেখে জর্জ বেলোস বিস্মিত চোখ তুলে তাকালেন, 'আরে! আপনার না বাড়ি খোঁজার কথা?'

'জর্জ, আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি? কথাটা ব্যক্তিগত।'

এগিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন জর্জ, 'বসুন। একটু কফি নিলে কেমন হয়?' ফ্লাস্ক থেকে ওর জন্যে এক পেয়ালা কফি ঢেলে দিলেন উনি, 'এবারে বলুন, আপনি কি কোনো কারণে বিব্রত বোধ করছেন?'

কফির দিকে তাকালো অ্যানি, 'আচ্ছা জর্জ, আপনি অ্যালেন কুপারকে চেনেন?'

'কে না চেনে?' সতর্ক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন, জর্জ, 'আপনি আবার বলে বসবেন না যেন যে আপনি ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন।'

'আমি ওঁকে চিনি। শুনেছি, উনি নাকি যথেষ্ট ধনী।'

'ধনী মানে? ওর যা টাকা-কড়ি আছে, তাতে ধনী না বলে অন্য কোনো শব্দ আবিষ্কার করা দরকার। অবিশ্যি ওর বাবা জিনোই সাম্রাজ্যটার গোড়া-পত্তন করেছিলেন, তাঁর অর্থের নাকি সীমা-পরিসীমা নেই। আর অ্যালেন হচ্ছে তাঁর সমস্ত সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। কাজেই অ্যালেনের কাছ থেকে মেয়েদের সরিয়ে রাখার জন্যে রীতিমতো হাতিমারা বন্দুকের প্রয়োজন হয়। অ্যালেনের সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় হয়ে থাকে, তবে আমি আপনাকে শুধু একটিমাত্র উপদেশই দেবো—ওকে গভীরভাবে নেবেন না ও একটি আস্ত বদমাশ।'

'কিন্তু দেখে তো দিব্যি ভালো মানুষ বলেই মনে হয়…'

'হ্যাঁ, একেবারে কাচের মতো মসৃণ,' জর্জ হাসলেন। 'তবে আমার ধারণা, তলে তলে ও ওর বাপের মতোই শক্ত মানুষ। লোকটা একটা প্যারাস্যুটের কারখানা কিনে যুদ্ধে যাওয়া থেকে রেহাই পেয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।'

'ধন্যবাদ জর্জ,' অ্যানি উঠে দাঁড়ায়।

··ওকে দেখেই হেনরি বেলামির মুখখানা হতাশায় ঝুলে পড়ে, 'এর মধ্যেই তুমি আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়েছো বোলো না, অ্যানি! আমি জানি, কাজটা কঠিন। আমি নিজেও আজ কয়েকজন বাড়ির দালালকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তাহলেও তোমাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।'

'মিঃ বার্কের জন্যে আমি অ্যাপার্টমেণ্ট পেয়ে গেছি।'

'অ্যাঁ! না না, কি বলছো তুমি···তুমি যে সাড়া জাগিয়ে তুললে হে!' উত্তেজনায় লিয়নের অফিস-ঘরের ঘণ্টি টিপে তাকে ডেকে পাঠালেন হেনরি।

'চাবিটা আমার কাছেই আছে,' অ্যানি বললো, 'মিঃ বার্ক আজ বিকেলে গিয়ে ওটা দেখে আসতে পারবেন।'

'কেন, সকালে হলেই বা ক্ষতি কিসের?' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করলো লিয়ন। 'আর যাই হোক, ওদের মত পরিবর্তন করার কোনো সুযোগই দেওয়া চলে না। আপনি সত্যিই অবাক করলেন, অ্যানি।···আচ্ছা, বাড়ির ঠিকানাটা কি?'

ঠিকানাটা লিখে নেয় লিয়ন, 'দারুণ জায়গা! কিন্তু ওখানে আমি ভাড়ায় পোষাতে পারবো কি?'

'ভাড়া মাসে একশো পঞ্চাশ।'

'আপনি সত্যিই জাদুকরী,' মাথা নাড়ে লিয়ন। 'কিন্তু চাবি কেন? ভাড়াটে কি অন্য জায়গায় উঠে গেছে নাকি?'

'না, সম্ভবত তিনি তাঁর অফিসে আছেন।'

'কি নাম ভদ্রলোকের?'

'অ্যালেন কুপার,' শান্ত গলায় বললো অ্যানি।

লিয়ন শুধুমাত্র নামটা টুকে নিলো, কিন্তু হেনরি কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে, 'তুমি কি করে অ্যাপার্টমেণ্টটার খোঁজ পেলে বলো তো? বিজ্ঞাপন থেকে?'

'না, অ্যালেন কুপার আমার একজন বন্ধু।'

'তোমার বন্ধু হলে, সে আমার পরিচিত অ্যালেন কুপার নয়,' হেনরিকে আশ্বস্ত দেখায়।

'এই অফিসেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো।'

'এখানে?' হেনরি যেন হতভম্ব হয়ে উঠলেন, এতো দ্রুত কুর্সি ঠেলে

উঠে দাঁড়ালেন যে সেটা সশব্দে দেয়ালে গিয়ে আঘাত করলো। 'হে ঈশ্বর!·· অ্যানি! তুমি·· আর অ্যালেন কুপার···! না না···' অবিশ্বাসের ভঙ্গিমায় মাথা নাড়তে থাকেন উনি।

'ওর সঙ্গে আমার যখন দেখা হয়, তখন আমি ভেবেছিলাম ও বীমা সংস্থার একজন সামান্য সেলসম্যান।'

'সে হারামজাদা সমবেত সঙ্গীতে অংশগ্রহণকারী একটি মেয়েকে বাগে আনতে চেষ্টা করেছিলো। মেয়েটি আমাদের একটি ছোটখাট মক্কেল। অ্যালেন চাইছিলো, আমি ওর পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে ওকে খানিকটা ভয় পাইয়ে দিই। কিন্তু উলটে ওকেই আমি পত্রপাঠ দ্রুত বিদেয় করে দিয়েছিলাম।' অ্যানির দিকে একটা ক্রুদ্ধদৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন হেনরি, 'তবে বোঝাই যাচ্ছে, সেটা যথেষ্ট দ্রুত হয় নি।'

'হেনরি, অ্যানি নিশ্চয়ই ওর নিজের বন্ধু-বান্ধব বেছে নিতে পারে!' লিয়নের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ শোনায়। পরক্ষণেই বর্ষিয়ান মানুষটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, 'এটা কিন্তু আপনি খুব একটা ভালো কাজ করছেন না! অ্যানিকে আপনি একটা অসম্ভব কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কাজটা উদ্ধার হবার পর আপনি ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হয়ে, ওর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে রাগারাগি করছেন।'

'কি আর বলবো লিয়ন, তুমি যদি এই অ্যালেন কুপারটিকে জানতে '

'আমি তাকে জানতে চাইনে,' মৃদু হাসলো লিয়ন, 'শুধু তার অ্যাপার্টমেণ্টটি পেতে চাই।'

'তুমি কি কখনও লোকটার কথা শুনেছো?' জানতে চাইলেন হেনরি।

'শুনেছি বোধ হয়,' লিয়নকে চিন্তান্বিত দেখালো, 'লোকটা নাকি ভয়ংকর রকমের ধনী। কিন্তু সেটা তার দোষ বলে ধরা যায় না।'

'কিন্তু অমন একটা লোকের সঙ্গে অ্যানিকে মোটেই মানায় না। অ্যানি ওদের সমাজের কিছুই জানে না, ও মারা পড়ে যাবে!'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় অ্যানি। সামান্য বিব্রত লাগছিলো ওর—এঁরা এমন ভাবে ওর কথা নিয়ে আলোচনা করছেন, যেন ও আদৌ এখানে উপস্থিত নেই।

'ঠিক আছে,' মুখ ঘুরিয়ে ফের কুর্সিতে বসে পড়েন হেনরি, 'আমার আর কি? তোমার নিজের খেলা এবার থেকে তুমি নিজেই বুঝো।'

'অ্যাপার্টমেণ্টটা আমার ভীষণ দেখার ইচ্ছে হেনরি,' মৃদু হাসলো লিয়ন। 'অ্যানি আমার সঙ্গে গেলে, আপনি কিছু মনে করবেন কি ?'

হাত নেড়ে ওদের যাবার ইঙ্গিত দিয়ে ফের কাজে মন দেন হেনরি। ঘর থেকে বেরোবার সময় অ্যানি ওঁর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়।

ট্যাক্সির জানলা দিয়ে একমনে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলো ও এখন অকটোবরের শেষ কটি মধুর দিন—বাতাসে স্নিগ্ধতার পরশ, ম্লান সূর্যকিরণে বসন্তের আভাস।

'রাগ করবেন না,' লিয়ন শান্ত গলায় বললো, 'হেনরি আপনাকে পছন্দ করেন বলেই অমন করে খিঁচিয়েছেন। উনি চান না, আপনি কোনো আঘাত পান।'

'রাগ করিনি, তবে একটু ঘাবড়ে গেছি—এই যা।'

'অযাচিত উপদেশ বোধহয় সকলেই দেয়, তাই আমাকেও একটু বলার সুযোগ দিন। অন্যের কথা শুনে কাউকে বিচার করবেন না। আমাদের প্রত্যেকেরই কতকগুলো ভিন্ন ভিন্ন দিক আছে, যেগুলো আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিয়ে থাকি।'

মৃদু হাসলো অ্যানি, 'তার অর্থ আপনি বলতে চাইছেন, এমন কি হিটলারের পক্ষেও ইভা ব্রাউনের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করা সম্ভব ছিলো।'

'অনেকটা তাই।'

'কিন্তু অ্যালেন সত্যিই খুব ভালো।

'আমিও সে বিষয়ে নিশ্চিত।

ট্যাক্সিটা থেমে গিয়েছিলো। দরজায় অন্য একজন কর্মরত দারোয়ান। অ্যানি বললো, 'আমরা মিঃ কুপারের অ্যাপার্টমেণ্টটা দেখতে এসেছি।'

'মিঃ কুপার আমাকে বলে রেখেছিলেন,' ঘাড় নেড়ে সায় জানালো লোকটা। 'এগারো তলায় উঠে যান।'

চাবিটা লিয়নের হাতে তুলে দেয় অ্যানি, 'আমি লবিতে অপেক্ষা করবো।'

'তার মানে পথপ্রদর্শক বিহীন ভ্রমণ? আরে আসুন, আমি তো আশা করেছিলাম যে ফ্ল্যাটের সমস্ত সুযোগ-সুবিধেগুলো আপনিই আমাকে দেখিয়ে দেবেন।'

অ্যানি অনুভব করলো, ও লাল হয়ে উঠেছে। বললো, 'আমি শুধু এক বারই ওখানে গিয়েছিলাম···আপনার জন্যে ফ্ল্যাটটা দেখতে।'

'তাহলেও আমার চাইতে বেশি জানেন,' সহজ স্বরে বললো লিয়ন।

অ্যাপার্টমেন্টের সমস্ত কিছুই পছন্দ হলো লিয়নের, যায় রাস্তার ওধারে মোটা লোকটার দৃশ্য পর্যন্ত। 'আজ বিকেলেই আমি অ্যালেনকে টেলিফোন করে ধন্যবাদ জানাবো,' বললো সে। 'কিন্তু সবচাইতে প্রথমে আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আমি প্রস্তাব করছি, হেনরির ওপর দিয়েই আজ আমরা দুজনে অনেক খরচা করে দুপুরের খানা খাবো।'

বারবেরি রুমে গেল ওরা। ওখানকার কোমল নীলাভ অন্ধকার, মাথার ওপরে কৃত্রিম তারকার মধুর ঝিলিমিলি, আরামদায়ক কুর্সি—সব কিছুই ভালো লাগছিলো অ্যানির। একটা শেরি নিতে রাজী হলো ও। গত চব্বিশ ঘণ্টায় অনেকগুলো ঘটনাই অতি দ্রুত ঘটে গেছে। কেমন যেন বিচলিত লাগছিলো ওর। লিয়ন কথাবার্তা চালাবার জন্যে ওকে আদৌ পেড়াপিড়ি করছিলো না। নতুন ফ্ল্যাটের রমণীয়তা, অসামরিক জীবনে আহার্যের বিলাসিতা এবং সে জীবন সম্পর্কে ওর নতুন উপলব্ধি—নিজেই বলে যাচ্ছিলো অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্যে। ওর মার্জিত উচ্চারণ-সৌকার্য আর ঘরের স্নিগ্ধ-কোমল পরিবেশ ভারি মনোরম লাগছিলো অ্যানির। ভালো লাগছিলো অ্যালেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ওর অভিব্যক্তির পরিবর্তন আর হঠাৎ হাসির ঝিলিক দেখতে।

'আপনার ব্যাপারে হেনরির অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ আপনাকে মেনে নিতেই হবে,' একটু ঝুঁকে অ্যানির সিগারেট ধরিয়ে দেয় অ্যালেন। 'উনি আপনার ভালো চান বলেই অমন করেন। বলতে গেলে, উনি আপনাকে একেবারে বেদীর ওপরে তুলে রেখেছেন।'

'সে তো আপনাকে রেখেছেন, একেবারে সত্তোর ফুট উঁচু বেদীতে!' অ্যানি বললো, 'আপনিই তো বেলামি অ্যাণ্ড বেলোসের ভবিষ্যৎ।'

'বছর চারেক আগে উনি সে রকমই ভাবতেন। চার বছরে মানুষ অনেক পালটে যায়।'

'কিন্তু উনি আপনার ব্যাপারে মত পালটান নি, মিঃ বার্ক।'

'আচ্ছা অ্যানি, এই 'মিস্টার' কথাটা আমরা কি বাদ দিতে পারি না?' ওর হাত ধরলো লিয়ন, 'আমি লিয়ন—শুধু লিয়ন।'

'বেশ তো,' মৃদু হাসলো অ্যানি। 'জানেন, আপনার ফিরে আসার জন্যে হেনরি কী ভীষণ উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন!'

'হেনরির আশা-আকাঙ্ক্ষা আর পরিকল্পনা, আমি সবই জানি। হয়তো আমি ওঁকে নিরাশও করবো না। কিন্তু এ ব্যবসাটাই একেবারে জঘন্য—এটা আইনজীবিদের কাজও নয়, এজেন্টের কাজও নয়।'

'তাহলে হেনরির কাছে ফিরে এসে আপনি কি খুশি হয়েছেন?'

'ফিরে তো এসেছি, তাই নয় কি?'

'আপনি এমন ভাবে কথা বলছেন, যেন এর চাইতে আপনার অন্য কিছু করা উচিত ছিলো।'

'মানুষ যা চায়, ঠিক তাই করার মতো বিলাসিতা কি কারুর আছে?'

'আমি তো যা চাই, তাই-ই করছি।'

এক ঝলক হাসলো লিয়ন, 'আপনার স্তাবকতায় ধন্য হলাম।'

'তার মানে আমি হেনরির সাথে কাজ করা, নিউইয়র্কে থাকা—এ সবই বলতে চাইছি।...কিন্তু আপনি আসলে কি করতে চান, বলুন তো?'

'প্রথমত প্রচণ্ড ধনী হতে চাই,' টেবিলের নিচে লম্বা পা দুটো ছড়িয়ে দিলো লিয়ন; 'জ্যামাইকার একটা সুন্দর জায়গায় আমি থাকবো, ঠিক আপনার মতো সুন্দরী কয়েকটি মেয়ে আমার দেখাশুনো করবে, আর আমি বসে বসে যুদ্ধের ওপরে একখানা দারুণ উপন্যাস লিখবো—যা কিনা প্রচণ্ড বিক্রি হবে।'

'আপনি লিখতে চান?'

'অবশ্যই,' কাঁধ নাচালো লিয়ন। 'যুদ্ধ-ফেরত প্রতিটি মানুষই কি মনে করে না যে সত্যিকারের যুদ্ধ-উপন্যাস লেখার রসদ একমাত্র তার মধ্যেই আছে?'

'তাহলে লিখছেন না কেন?'

'প্রথমত হেনরির সঙ্গে আমার কাজটা পুরো সময়ের। তাছাড়া ওই সুন্দর ফ্ল্যাটটা, যেটা আমি পাচ্ছি, সেটা বিনা ভাড়ায় পাচ্ছি না। আমার আশঙ্কা, সাহিত্যের ক্ষতিটা হেনরি বেলামির পক্ষে লাভজনক হবে।'

অ্যানি অনুভব করলো, লিয়নকে কোনো শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। ওর অনুভূতি আছে, কিন্তু হাসি আর পরস্পর বিরোধী কথাবার্তার আড়ালে ও সেটাকে লুকিয়ে রাখে।

'ব্যাপারটা অদ্ভুত, কিন্তু আপনি কোনো কিছু এড়িয়ে যেতে চান বলেও

আমার মনে হয় না,' স্পষ্ট ভাষায় বললো ও।

লিয়নের চোখ দুটো সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'চেষ্টা না করেই কোনো জিনিস ছেড়ে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। তার মানে—আপনি যদি লিখতে চান, যদি সত্যি সত্যিই মনে করেন আপনার কিছু বলার আছে, তাহলে লিখুন। মানুষ যা করতে চায়, তা অন্তত চেষ্টা করে দেখা উচিত। পরবর্তী জীবনে পরিস্থিতি আর নতুন দায়িত্বের বোঝা মানুষকে আপস করতে বাধ্য করে। কিন্তু এখনই আপস করার অর্থ, শুরু করার আগেই পালিয়ে আসা।'

একটু ঝুঁকে বসে দুহাতের অঙ্গুলিতে নিজের চিবুক রাখে লিয়ন। ওদের দৃষ্টি মিলিত হয়, অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে লিয়ন, 'হেনরি আপনাকে ঠিকমতো চিনতে পারেন নি। এখন পর্যন্ত আপনার অনিন্দ্য রূপের ব্যাপারটাই উনি ঠিক ধরেছেন। কিন্তু আপনি দেখছি একটি রীতিমতো সংগ্রামী মহিলা!'

'আজ আমি আর সত্যিকারের আমাতে নেই,' কুসিতে হেলান দিয়ে বসলো অ্যানি। অনুভব করছিলো, ওর সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। বললো, 'কেমন যেন ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ঘটনাগুলো বড়ো দ্রুত ঘটে গেলো।···বিশ বছর কোনো কিছু না হওয়ার পর আচমকা এমনটি হলে, আপনিও বোধ হয় এমন বিচিত্র আচরণ করতেন। আমি ওই অ্যালেন কুপারের কথা বলছিলাম। গতকাল রাত্রের আগে পর্যন্ত ওর সত্যিকারের পরিচয়টাও আমি জানতাম না।'

'ওর সম্পর্কে হেনরির অভিমত নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। উনি এখন নতুন কিছু হতে দিতে চান না। প্রয়োজন হলে আপনার পাণিপ্রার্থীর সঙ্গে উনি হয়তো হাতবোমা নিয়েই যুদ্ধে নেমে পড়বেন!'

'অ্যালেন শুধু আমার বন্ধু মাত্র···'

'খুব চমৎকার সংবাদ,' এবারে ওর দিকে তাকিয়ে লিয়ন হাসলো না।

'যা বলছিলাম—' নিজের বিব্রত অবস্থা লুকোতে অ্যানি বললো, 'স্বপ্নকে সত্যি হবার সুযোগ না দিয়ে, কারুরই স্বপ্নকে বিদায় জানানো উচিত নয়।'

'আমার কোনো স্বপ্ন নেই অ্যানি, কোনদিনও ছিলো না। লেখার কথাটা যুদ্ধের পরেই আমার মাথায় এসেছে। যুদ্ধের আগে আমি ছিলাম সাফল্যের

প্রতি নিবেদিত, অর্থ অর্জনই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন আর সেগুলোকে চাই বলে আমি ঠিক ততোটা নিশ্চিত নই। এখন বোধহয় কোনো কিছুই আমি তেমন বিশেষ করে চাই না—শুধু একটি জিনিস ছাড়া। এখন আমি প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি মুহূর্ত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে থাকতে চাই।'

'সেটা আমি বুঝতে পারি,' বললো অ্যানি। 'যুদ্ধে জড়িত যে কোনো মানুষের মনেই অমন অনুভূতি আসা স্বাভাবিক।'

'তাই নাকি? আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম, কোনো মহিলারই হয়তো যুদ্ধের কথাটা মনে পড়ে না।'

'না না, যুদ্ধটা কি জিনিস তা সকলেই বুঝেছে—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'আমি একমত হতে পারলাম না। যুদ্ধে গেলে জীবনে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু আছে বলে আপনি ভাবতে পারবেন না। কোথাও মানুষ সুখপ্রদ বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে কিংবা এমন একটা রেস্তোরাঁয় বসে আছে—এ কথা বিশ্বাসই হবে না। ইউরোপে আপনি যেখানেই যাবেন, দেখবেন বোমায় বিধ্বস্ত ঘরদোর···মানুষকে তারা প্রতিনিয়ত যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয় ওর মধ্যেই বাস করতে হয় মানুষকে। কিন্তু এখানে ফিরে এসে মৃত্যু, রক্তপাত—সব কিছুই মনে হলো যেন কতো দূরের কথা। মনে হলো, আসলে যুদ্ধটা যেন একটা নারকীয় দুঃস্বপ্ন, বাস্তবে এটা কখনই হয় নি। এখানে এই নিউইয়র্কে, প্যারামাউন্ট বিলডিং এখনও আগের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার গায়ে ঘড়ির কাঁটাদুটো ছুটে চলেছে আগের মতো, পাশপথগুলোতে সেই একই চিৎকার ওয়া ফাটল, প্লাজাতে ভিড় জমিয়ে রেখেছে সেই একই পায়রার দল। কিংবা তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা।···কাল রাতে একটি মেয়ের সঙ্গে আমি বেরিয়েছিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মেয়েটি আমাকে শোনালো, যুদ্ধের সময়ে ওকে কি কঠিন ভাবেই না জীবন কাটাতে হয়েছে। নাইলন নেই, লিপস্টিক রাখার প্লাসটিকের কৌটো নেই···সে এক ভয়াবহ অবস্থা। নাইলনের স্বল্পতাই ওকে মুশকিলে ফেলেছিলো সব চাইতে বেশি, কারণ ও ছিলো একজন মডেল—মোজার জন্যে ওর চিন্তার অবধি ছিলো না। শেষ পর্যন্ত আমরা আণবিক বোমা আবিষ্কার করাতে ও নাকি প্রচণ্ড খুশি হয়েছিলো· যখন সে বোমা বর্ষণ করা হয়, তখন ওর সঞ্চয় ছ জোড়া মোজায় এসে ঠেকেছিলো!'

'যুদ্ধের সময় মানুষ বোধহয় যেন তেন প্রকারেণ বেঁচে থাকতে চায়, তাতে অন্যের যাই হোক না কেন,' শান্ত গলায় বললো অ্যানি।

'বেশি দূরের কথা তখন কেউই চিন্তা করার ঝুঁকি নেয় না। মানুষ তখন একটা দিন থেকে আর একটা দিনের কথা চিন্তা করে। কারণ মনকে তখন কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে দিলে, মানুষ বিচলিত হয়ে উঠবে। আচমকা মনে পড়ে যাবে, কতোটা সময় আপনার বৃথা নষ্ট হয়েছে···সে সময় আর কোনদিনও ফিরে পাওয়া যাবে না। তখন বুঝতে পারবেন, সময়ই সব চাইতে মূল্যবান জিনিস কারণ সময়ই জীবন। এই একটি মাত্র জিনিস আপনি কিছুতেই ফিরে পাবেন না। একটি মেয়েকে হারালে হয়তো আবার তাকে ফিরে পাওয়া যায়—কিংবা খুঁজে নেওয়া যায় অন্য একজনকে। কিন্তু একটি মুহূর্ত এই মুহূর্তটা···যখন যায়, তখন চিরদিনের মতোই চলে যায়।

মৃদুস্বরে কথা বলছিলো লিয়ন, দুচোখে দূরপ্রসারী দৃষ্টি। বললো, 'একদিন রাত্রে আমি আর একজন কর্পোবাল একটা পরিত্যক্ত গোলাবাড়িতে রাত কাটাচ্ছিলাম। কারুরই ঘুম আসছিলো না। কর্পোবাল বলছিলেন, দেশে ওর একটা পিচ ফলের বাগান আছে—যুদ্ধ থেকে ফিরে গিয়ে সে বাগানটাকে উনি তার সন্তানদের জন্যে আরও বড়ো করে তুলবেন। কিন্তু বাগানের জমিটাই ওকে মুশকিলে ফেলেছে, কারণ সেটা যথেষ্ট উর্বর নয়। একটু পরেই দেখলাম, আমিও ভদ্রলোকের সমস্যাটা নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠেছি ···এমন কি ওই ব্যাপারে ওকে উপদেশ পর্যন্ত দিচ্ছি। রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আমি বোধহয় জমির সার আর একরের পর একর জুড়ে পিচ-গাছের স্বপ্ন দেখেছিলাম।··· পরদিন মাইনের আঘাতে আমাদের দলের অনেকেই মারা যায়। রাত্রিবেলায় আমি যখন নিরুদ্দিষ্ট মানুষগুলোর হিসেব নিচ্ছিলাম, তখন তাদের মধ্যে ওই কর্পোবালেরও খোঁজ পেলাম। মাত্র একরাত্রি আগেই সে একজন প্রাণময় মানুষ ছিলো—যে মানুষটা জমি আর সারের চিন্তায় পৃথিবীতে তার শেষ রাত্রিটা অযথা নষ্ট করেছিলো, এখন তার রক্তই একটা বিদেশের জমিকে উর্বর করে তুলবে।'

আচমকা অ্যানির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো লিয়ন, 'দেখুন, কি সমস্ত আজেবাজে কথা বলে মিছিমিছি আপনার সময় নষ্ট করছি!'

'না না, আপনি বলুন—'

বিচিত্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো লিয়ন, 'আজ অনেক বড়ো বড়ো কথা বলে ফেলেছি, যে সমস্ত কথা হয়তো আমার মনেই তালা বন্ধ করে রাখা উচিত

ছিলো।' বিল অ্যানিকে ইঙ্গিত করে ফের বললো, 'কিন্তু তা না করে, আপনার অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছি। এবারে বাকি বিকেলটা ইচ্ছেমতো কাটান। নতুন একটা পোশাক কিনুন, চুল বাঁধুন—কিংবা একটি সুন্দরী মেয়ে অন্য যা কিছু করে, তারই কিছু করুন।'

'এই মেয়েটি এখন আবার অফিসে ফিরে যাচ্ছে।'

'না না, ওসব করবেন না—এটা আমি আদেশ দিচ্ছি। হেনরি তো আশা করেছিলেন আপনি বেশ কিছুদিন অফিসে আসবেন না। কাজেই অন্তত এই আধবেলা ছুটি আপনার অবশ্যই প্রাপ্য—তাছাড়া বোনাস হিসাবে দু সপ্তাহের মাইনে…সেটা যাতে হয়, আমি দেখবো।'

'কিন্তু আমি তো ভাবতেই পারিনি…'

'দেখুন, বাড়ির দালালকে আমার টেবিলের তলা দিয়ে পুরো একটি মাসের ভাড়া দেবার কথা। কাজেই ধরে নিন বেলামি অ্যাণ্ড বেলোসে এটা আমার সরকারী ভাবে পয়লা কাজ। আপনি বোনাস হিসাবে দু সপ্তাহের মাইনে আর আজকের বিকেলটা ছুটি পেলেন।'

বিকেলটা ছুটি নিলো অ্যানি, কিন্তু লিয়নের প্রস্তাব মতো কোনো কিছুই করলো না। ফিফথ্ এভিন্যু দিয়ে আনমনা পথ চলতে চলতে আচমকা এক সময় মনে হলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে—বাড়িতে ফিরে ওকে পোশাক পালটে নিতে হবে। অ্যালেন ওকে তুলে নিতে আসবে। কিন্তু ওর পক্ষে কিছুতেই অ্যালেনকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। এতো শীঘ্রি নিজের মতামতকে খণ্ডন করে আপোস করে নেওয়ার কোন অর্থই হয় না। ডিনারের সময়েই ওকে কথাটা বলবে অ্যানি। হুট করে বলা চলবে না যে, 'অ্যালেন আমি তোমাকে বিয়ে করছি না!' খাবার সময় আস্তে সুস্থে ভাঙতে হবে কথাটা।

কিন্তু ব্যাপারটা তত সহজ হলো না। এখন আর নিরিবিলি সস্তা ফরাসী রেস্তোরাঁ নয়, কারণ অ্যালেনের পক্ষে এখন আর আত্মপরিচয় গোপন করার কোনো প্রয়োজন নেই। 'টুয়েন্টি ওয়ান'-এ গিয়ে ঢুকলো ওরা। পরিচারকরা নত হয়ে অভিবাদন জানালো অ্যালেনকে, সবাই নাম ধরে ডাকতে লাগলো। এখানকার সমস্ত লোকই যেন অ্যালেনের পরিচিত।

'ভালো কথা অ্যানি, শহরতলীতে বাস করা কি তোমার পছন্দ?' আচমকা প্রশ্ন করলো অ্যালেন। 'গ্রীনউইচে আমাদের একটা বাড়ি রয়েছে…'

এই শুরু, ভাবলো অ্যানি। বললো, 'না বাবা, লরেন্সভিলে থেকে থেকে আমার শহরতলীতে বাস করার ইচ্ছে মিটে গেছে।·· কিন্তু অ্যালেন, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই· কথাটা তোমাকে বুঝতে হবে।'

হাতঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে আচমকা বিল দেবার জন্মে ইঙ্গিত করলো অ্যালেন।

'অ্যালেন।'

'বলো, আমি শুনছি,' পরিচারকের দিকে ফের ইঙ্গিত করলো অ্যালেন।

'কাল রাত্রিবে তুমি আমাকে যা বলেছিলে, কথাটা সেই সম্পর্কে।··· অ্যালেন, তোমাকে আমি খুবই পছন্দ করি, কিন্তু '

'ওহো, কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করেছো। ফ্ল্যাট ইজারা নেবার কাগজপত্রগুলো আমি লিয়ন বার্ককে পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ বিকেলেই ওঁর সঙ্গে কথা হলো। কথাবার্তা শুনে কিন্তু দিদি, ভালোই লাগলো ভদ্রলোককে। উনি ইংরেজ, তাই না?'

'ইংলণ্ডে মানুষ হয়েছেন। কিন্তু অ্যালেন, শোনো '

অ্যালেন উঠে দাঁড়ায়, 'কথাটা ট্যাক্সিতেই বলতে পারো।'

'লক্ষ্মীটি অ্যালেন, বোসো। কথাটা আমি এখানেই বলতে চাই।'

মৃদু হেসে অ্যানির কোটটা এগিয়ে ধরে অ্যালেন, 'ট্যাক্সির ভেতরটা অন্ধকার···আরও রোমান্টিক। তাছাড়া আমাদের দেরী হয়ে গেছে।'

অসহায়ভাবে উঠে দাঁড়ায় অ্যানি, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'মরোক্কোতে,' ওকে নিয়ে বেরিয়ে আসে অ্যালেন। ট্যাক্সিতে বসে সামান্য হেসে বলে, 'আমার বাবা মরক্কোতে রয়েছেন। আমি ওঁকে বলেছিলাম তোমাকে নিয়ে একবারটি ওখানে হয়ে যাবো। এবারে বলো, কি বলবে।'

'অ্যালেন, তুমি আমার সম্পর্কে যেমন করে চিন্তা করো, সে জন্যে আমি গর্বিত। লিয়ন বার্কের অ্যাপার্টমেণ্টটার জন্যে ভীষণ কৃতজ্ঞও বটে ওটা আমাকে অনেক ঝঞ্ঝাট আর ঘোরাঘুরির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তোমার মতো এতো সুন্দর মানুষের সঙ্গে আমার বোধহয় এ পর্যন্ত আর পরিচয় হয় নি। কিন্তু এল মরোক্কোর নিয়ন বিজ্ঞাপনটা দেখতে পেয়ে অ্যানির পরবর্তী কথাগুলো দ্রুত বেরিয়ে আসে, 'কিন্তু বিয়ে···কাল রাতে তুমি যা বলেছিলে·· আমি দুঃখিত অ্যালেন, আমি···'

'সু-সন্ধ্যা মিঃ কুপার,' এল মরোক্কোর দ্বাররক্ষী ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়ে

বললো, 'আপনার বাবা ভেতরেই আছেন।'

'ধন্যবাদ পিট,' একখানা নোট হাত-বদল হয়ে যায়। ওকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে অ্যালেন।

পানশালার কাছে বিশাল একটা গোল টেবিলের ধারে এক দঙ্গল লোকের সঙ্গে বসেছিলেন জিনো কুপার। অ্যালেনকে উনি হাত নেড়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে ইঙ্গিত জানালেন। পরিচারক কিন্তু ওদের দেয়ালের কাছ বরাবর অন্য একটা টেবিলের দিকে নিয়ে গেল। জিনো তৎক্ষণাৎ এসে যোগ দিলেন ওদের সঙ্গে। পরিচয় আদান-প্রদানের জন্যে একটুও অপেক্ষা না করে উনি অ্যানির হাতখানা তুলে নিয়ে সজোরে চাপ দিতে লাগলেন, 'তা হলে এই সেই মেয়ে, অ্যাঁ?' আস্তে করে শিস দিলেন জিনো, 'নাঃ তুমি ঠিকই বলেছো বাছা, এমন মেয়ের জন্যে অবশ্যই অপেক্ষা করে থাকা যায়!··· ওরে কে আছিস, খানিকটা শ্যাম্পেন নিয়ে আয়—' অ্যানির দিক থেকে চোখ না তুলেই আদেশ দিলেন তিনি।

'অ্যানি পান করে না,' অ্যালেন বললো।

'আজ রাতে করবে,' আন্তরিক স্বরে বললেন জিনো, 'আজ রাতে পান করার মতো কারণ আছে।'

মৃদু হাসলো অ্যানি। জিনোর উষ্ণতা রীতিমতো সংক্রামক। ওঁর গায়ের রঙ কালোর দিকে—শক্ত-সমর্থ, সুসজ্জিত-সুন্দর চেহারা। মাথার কালো চুলে ইতস্তত রুপোলী আঁচড, অথচ তাঁর অসামান্য প্রাণশক্তি আর উৎসাহ প্রায় ছেলেমানুষদের মতো।

'আমাদের পরিবারের নতুন মহিলাটির উদ্দেশ্যে,' এক চুমুকে আধ গ্লাস শ্যাম্পেন খালি করে দিয়ে হাতের উলটো পিঠে মুখটা মুছে নিলেন জিনো। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি ক্যাথলিক?'

'না, আমি···'

'তাহলে অ্যালেনকে বিয়ে করার সময় তোমাকে ধর্ম পালটাতে হবে। আমি পলিস্ট সেণ্টারে ফাদার কেলির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রাখবো খন।'

'মিঃ কুপার,' প্রায় শারীরিক প্রচেষ্টায় যেন কণ্ঠস্বর খুঁজে পায় অ্যানি।

'ধর্ম নিয়ে আমরা কোনো আলোচনা করিনি বাবা,' অ্যালেন দ্রুত ওঁকে বাধা দিয়ে বলে, 'তাছাড়া অ্যানির পক্ষে ধর্মান্তরিত হবার কোনো কারণও নেই।'

'না…ও যদি একান্তই বিরোধী হয়ে থাকে, তবে সেটা না হলেও চলে,' জিনো চিন্তা করে বললেন। 'ও যদি গির্জায় বিয়ে করে আর ছেলেপুলেদের ক্যাথলিক করবে বলে কথা দেয়, তাহলে '

'মিঃ কুপার, অ্যালেনকে আমি বিয়ে করছি না!' এই তো! জোরালো এবং স্পষ্টভাবে কথাটা বলেছে অ্যানি।

'কেন?' জিনোর চোখ দুটি কুঁচকে ওঠে, 'তুমি কি ক্যাথলিক বিরোধী নাকি?'

'আমি কোনো কিছুরই বিরোধী নই।'

'তাহলে আটকাচ্ছেটা কোথায়?'

'আমি অ্যালেনকে ভালোবাসি না।'

প্রথমটাতে জিনো শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন অ্যালেনের দিকে, 'মেয়েটা এসব কি ছাইপাঁশ বলছে হে?'

'বলছে, ও এখনও আমার প্রেমে পড়ে নি।' জবাব দিলো অ্যালেন।

'এটা কি রসিকতা, না অন্য কিছু? আমার তো মনে হয় তুমি বলছিলে. তুমি ওকে বিয়ে করছো!'

'বলেছিলাম এবং করবো। কিন্তু ও যাতে আমাকে ভালোবাসে, প্রথমে তাই করবো।'

'তোমরা দুটোতেই কি পাগল, না অন্য কিছু?'

'আমি তো তোমাকে বলেছি, বাবা—' অ্যালেন মিষ্টি করে হাসলো, গতকাল রাত্রি অব্দি অ্যানির ধারণা ছিলো, আমি বীমাসংস্থায় সংগ্রামরত সামান্য একটা এজেন্ট। ওর চিন্তা ভাবনাগুলোকে এখন নতুন করে সাজিয়ে নিতে হবে।'

'কি আবার সাজাবে?' জানতে চাইলেন জিনো, 'টাকা-পয়সা আবার কবে থেকে অসুবিধের জিনিস হলো, শুনি?'

'প্রেমের ব্যাপারে আমরা কোনদিনই আলোচনা করিনি, বাবা। আমার মনে হয় না, অ্যানি কখনও আমাকে গভীর ভাবে নেবার কথা চিন্তা করেছে। পাছে আমি চাকরিটা খুইয়ে ফেলি, এই দুশ্চিন্তাতেই ও বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে অ্যানির দিকে তাকালেন জিনো, 'অ্যালেন আমাকে যেমন বলেছে, তুমি কি সত্যি সত্যিই ওর সঙ্গে গত সপ্তাহগুলোতে তেমনি

করে বেড়িয়েছো, অখাদ্য রেস্তোরাঁগুলোতে বসে খেয়েছো ?'

সামান্য হাসলো অ্যানি।...জিনোর কণ্ঠস্বর রীতিমতো চড়া। অ্যানি অনুভব করছিলো, ঘরের অর্ধেক লোক ওদের কথাবার্তা উপভোগ করছে।

উরুতে চাপড় মেরে উচ্চ স্বরে হেসে উঠলেন জিনো, 'এটা কিন্তু চমৎকার ব্যাপার! 'নিজের জন্যে আরও খানিকটা শ্যাম্পেন ঢেলে নিলেন উনি। একজন পরিচারক ওঁকে সাহায্য করার জন্যে এক লাফে এগিয়ে এসেছিলো। ইঙ্গিতে তাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এককালে আমি দাঁত দিয়ে এসব বোতলের মুখ খুলতাম। আর এখন ছটা চাপরাশি ভাবে, মদ ঢালার জন্যে আমাকে তাদের সাহায্য করতে হবে।' অ্যানির দিকে ফিরে তাকালেন উনি, 'তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। আমাদের পরিবারে তুমি স্বাগত।'

'কিন্তু অ্যালেনকে আমি বিয়ে করছি না।'

কথাটা খারিজ করে দেবার ভঙ্গিমায় হাত নাড়লেন জিনো, 'ছাখো বাপু, ছটা সপ্তাহ ধরে যদি তুমি ওই বদ খাদ্যগুলো গিলতে পারো, অ্যালেনকে একটা হতভাগা ভুষোমাল হিসেবেও মেনে নিতে পারো—তাহলে এখন তুমি ওকে নিশ্চয়ই ভালোবাসবে। নাও, এবারে শ্যাম্পেন পান করো আর উন্নত রুচির অনুশীলন করতে চেষ্টা করো—তোমার পক্ষে তা সম্ভব।' পাতলা চেহারার একটি যুবাপুরুষ আচমকা কোত্থেকে যেন হাজির হয়ে নিঃশব্দে ওদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো। তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন জিনো, 'আরে রোনি যে!' অ্যানির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে রোনি উলক্।' পরক্ষণেই শূন্যে আঙুল দুলিয়ে বললেন, 'ওহে, রোনির চিরাচরিত পানীয় এনে দাও।' শূন্য থেকেই যেন একজন পরিবেশক হাজির হয়ে এক পাত্র কফি আগন্তুকের সামনে এনে রাখলো।

'তুমি আবার বলে বোসো না যেন যে তুমি রোনির নাম শোনোনি.' জিনো অ্যানির দিকে তাকিয়ে গর্বিত স্বরে বললেন, 'কাগজে ওর কলমটা সবাই পড়ে।'

'অ্যানি নিউইয়র্কে নতুন,' অ্যালেন দ্রুত বললো, 'ও শুধু টাইমসের কথাই জানে।'

'ভালো পত্রিকা।' কালো চামড়ায় বাঁধানো ছোট্ট একখানা জীর্ণ খাতা বের করে কালো কুচকুচে চোখে অ্যালেন এবং জিনোর দিকে তাকায় লোকটা, 'বেশ, এবারে ওঁর নামটা বলুন। আর ওর ওপরে দাবিটা কার, সেটাও জানিয়ে দিন—পিতার, না পুত্রের ?'

'এবারে দাবিটা দুজনেরই,' জিনো বললেন, 'এই ছোট্ট মেয়েটি শীঘ্রিই আমার সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছে। নাম, অ্যানি ওয়েলশ,— বানানটা ঠিক মতো লিখো রোনি···ওর সঙ্গে অ্যালেনের বিয়ে হচ্ছে।'

রোনি শিস দিয়ে ওঠে, 'একেবারে জোর খবর! শহরের নতুন মডেলের বিরাট পুরস্কার বিজয়! না কি অভিনেত্রী? বলবেন না, দেখি আমি নিজেই অনুমান করতে পারি কি না।··আচ্ছা, আপনি কি টেক্সাস থেকে আসছেন?'

'আমি ম্যাসাচুসেট থেকে এসেছি, অফিসে কাজ করি,' অ্যানি শীতল কণ্ঠে জবাব দিলো।

রোনির চোখ দুটো ঝিলমিল করে ওঠে, 'আশা করছি এরপরেই আপনি বলবেন যে আপনি টাইপ করতে পারেন।'

'সেটা আপনার কলমের পক্ষে তেমন একটা কিছু খবর হবে বলে আমার মনে হয় না। তাছাড়া আমার মনে হয়, আপনার জানা উচিত যে অ্যালেন আর আমি··'

'শোনো অ্যানি,' জিনো বলে ওঠেন, 'রোনি একজন বন্ধু লোক।'

'না, না—ওঁকে বলতে দিন,' প্রায় শ্রদ্ধা জড়িত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে রোনি।

'নাও, নাও—আর একটু শ্যাম্পেন নাও,' বলতে বলতে জিনো অ্যানির গ্লাসটা ভরে দিলেন।

রাগ সামলাবার প্রচেষ্টায় গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলো অ্যানি। ও প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করছিলো, অ্যালেনকে ও বিয়ে করছে না। কিন্তু ও বুঝতে পারছে, জিনো স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই ওকে থামিয়ে দিচ্ছেন এবং হয়তো আবারও তাই করবেন। সকলের সামনে ওর বিরোধী কথা বললে জিনো বিব্রত বোধ করবেন—তাই অ্যানি স্থির করলো, যে মুহূর্তে রোনি উলফ চলে যাবে সেই মুহূর্তেই জিনোকে ও বারণ করে দেবে—যাতে উনি ওই সম্পর্কে আর একটি কথাও না বলেন।

'কার হয়ে কাজ করেন আপনি?' রোনি প্রশ্ন করলো।

'হেনরি বেলামি,' অ্যালেন বললো, 'তবে কাজটা অস্থায়ী।'

'অ্যালেন!' ক্রুদ্ধ ভঙ্গিমায় ওর দিকে ফিরে তাকায় অ্যানি। আর রোনি তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দেয় ওকে।

'দেখুন মিস ওয়েলশ, প্রশ্ন করাটাই আমার কাজ।' রোনির মুখে অন্তরঙ্গ

হাসির ছোঁয়া, 'আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। নিউইয়র্কে অভিনেত্রী অথবা মডেল হতে আসে নি, এমন মেয়ের দেখা পাওয়া সত্যিই বড়ো স্বস্তিকর। আপনার যা রূপ, তাতে আপনি ইচ্ছে করলেই নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পারেন। পাওয়ারস্ অথবা লঙ ওয়ার্থের চোখে পড়লে, আপনি হয়তো আপনার বয় ফ্রেণ্ডটির চাইতেও ধনী হয়ে উঠতে পারেন।' জিনোর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো রোনি।

'ও কাজ করতে চাইলে ওকে আমরা একটা পুরো মডেলিং এজেন্সীই কিনে দেবো,' গম্ভীর গলায় জিনো বললেন। 'কিন্তু ও শুধু ঘর-গৃহস্থালী করবে, আর বাচ্চা বিয়োবে।'

'মিঃ কুপার—' অ্যানির সমস্ত মুখ জ্বালা করে ওঠে।

সেই মুহূর্তে রোনি সামান্য হেসে বললো, 'জিনো, আপনার বান্ধবী এসে গেছেন। উনি কি খবরটা জানেন?'

'এই হচ্ছে অ্যাডেল মার্টিন।' দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিনো বললেন, 'বোসো খুকুমণি। বসে আমাব ছেলের প্রেয়সী অ্যানি ওয়েলসকে একটু কুশল সম্ভাষণ করো।'

বিস্ময়ে অ্যাডেলের পেন্সিলে আঁকা ভ্রুজোড়া ধনুকেব মতো ওপরের দিকে উঠে গেলো। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে জিনোর পাশে বসে অ্যানিকে এক টুকরো ক্ষীণ হাসি উপহার দিয়ে বললো, 'কি করে কাজটা হাসিল করলে ভাই? আমি তো গত সাত মাস ধরে এই বেবুনটাকে বিয়ের আসরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। আমাকে তোমার মন্তরটা একটু শিখিয়ে দাও না, তাহলে দুটো উৎসবই দিব্যি একসঙ্গে করা যাবে।'

রোনি মৃদু হাসলো। তারপর বিদায় জানাবার ভঙ্গিতে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। অ্যানি লক্ষ্য করলো, ও অন্য একটা টেবিলে গিয়ে যোগ দিতেই আর একজন পরিবেশক দ্রুত আর এক পাত্র কফি ওর সামনে এনে রাখলো। কফির পেয়ালায় ধীরে সুস্থে চুমুক দিয়ে কালো খাতাটা বের করে দরজার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোকটা, যাতে প্রতিটি নতুন আগন্তুককেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে পারে।

'রোনি কিন্তু চমৎকার লোক,' অ্যানির দৃষ্টি লক্ষ্য করে অ্যালেন বললো।

'একেবারে বাক্যবাগীশ!' খিঁচিয়ে উঠলো অ্যাডেল।

'আসলে আমরা বিয়ের জন্যে প্রতিশ্রুত হতে যাচ্ছি, এ খবরটা ছাপিয়ে

দেবার জন্যেই তুমি ওর ওপরে এতো খাপ্পা,' জিনো টিপ্পনী কাটলেন।

'ওঃ কি সাংঘাতিক মানুষ! আমাকে একেবারে বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়েছিলো!' জিনোর দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলো অ্যাডেল, 'আচ্ছা, সেটা হলেই বা কেমন হয়? বিয়ের আসরে অ্যালেন তোমার আগে বর সেজে যাবে, তুমি ওর কাছে হেরে যাবে—তুমি তা নিশ্চয়ই হতে দিতে পারো না?'

'বিয়ের আসরে আমি গিয়েছিলাম অ্যাডেল। কিন্তু রোজানা মারা যাবার পরেই আমার বিবাহিত জীবন শেষ হয়ে গেছে। একজন পুরুষের কেবল একটিই স্ত্রী থাকতে পারে।···রোমান্স? তা যতো খুশি হোক না, কিন্তু স্ত্রী শুধু একজন।'

'এ নিয়মটা কে বানিয়েছে, শুনি?' অ্যাডেল প্রশ্ন করলো।

মেয়েটিকে আরও খানিকটা শ্যাম্পেন ঢেলে দিলেন জিনো। অ্যানি অনুভব করছিলো, এ বিষয়ে এদের মধ্যে অনেকবার কথাবার্তা হয়ে গেছে।

'ও কথা ভুলে যাও অ্যাডেল,' শীতল কণ্ঠে জিনো বললেন। 'তা ছাড়া আমি আবার বিয়ে করলেও, সে মেয়ে তুমি হতে পারো না—কারণ তোমার একবার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।'

অ্যাডেলকে বিষন্ন হতে দেখে জিনো পরমুহূর্তেই বললেন, 'ওহো, ভালো কথা মনে পড়েছে, অ্যাডেল। আরভিঙ্‌কে আমি আসছে কাল তোমার বাড়িতে দুটো কোট নিয়ে যেতে বলেছি। যেটা পছন্দ হয়, নিয়ে নিও।'

সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাডেলের অভিব্যক্তি পালটে যায়, 'দুটোই মিঙ্ক?'

'তা ছাড়া আবার কি? মাস্‌ক্র্যাটও হতে পারে।'

'ওঃ জিনো' অ্যাডেল ওঁর কাছে ঘন হয়ে এগিয়ে আসে, 'মাঝে মাঝে তুমি আমাকে অ্যাত্তো খেপিয়ে দাও, তবু তোমাকে আমার ক্ষমা করতেই হয়। তোমাকে অ্যাত্তো ভালোবাসি আমি।'

অ্যানির অস্বস্তি লাগছিলো, শ্যাম্পেনের প্রভাবে সামান্য গরম লাগছিলো ওর। সমস্ত হলঘরটা এখন একেবারে ঠাসা। নতুন বিশিষ্ট আগন্তুকদের জন্যে পরিবেশকরা নাচের জায়গাতেই টেবিল পেতে দিচ্ছিলো বলে জায়গাটা ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিলো। ঘরের যে অংশে সকলে বসেছিলো সেদিকটাতে অসম্ভব গাদাগাদি, মখমলের দড়ির বেষ্টনীর গায়ে মানুষ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অথচ আশ্চর্যজনক হলেও, বেষ্টনীর অন্য ধারে বেশ কয়েকটা টেবিল তখনও ফাঁকা। অ্যালেন ওকে বুঝিয়ে বললো, 'ওই অংশটা হচ্ছে

'লাইবেরিয়া।' ওদিকটাতে বসলে কেউই তোমাকে সম্মান করবে না। অজ্ঞ এবং শহরের বাইরের লোকেরাই ওখানে বসে, কারণ তারা প্রভেদটা জানে না। কিন্তু একজন 'নিয়মিত' খদ্দের ওখানে বসতে হলে লজ্জায় মরে যাবে।'

অন্তরের জমে ওঠা আতঙ্ককে অস্বীকার করে বাহ্যতঃ শান্ত হয়েই বসে রইলো অ্যানি। বাড়ি ফেরার পথে অ্যালেনের সঙ্গে ব্যাপারটা ফয়শলা করে নিতেই হবে। তারপর অ্যালেন রোনি উলফ এবং অন্যান্য সাংবাদিকদের ডেকে তাদের সব কিছু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলবে। ·

অ্যালেনের বাহুতে আস্তে করে টোকা দিলো অ্যানি, 'অ্যালেন, রাত একটা বাজে। এবারে আমাকে বাড়িতে ফিরতে হবে।'

'বাড়ি?' জিনোকে বিস্ময়ে বিভ্রান্ত বলে মনে হলো, 'কি জঘন্য কথা। পার্টিটা সবেমাত্র চালু হতে শুরু করেছে!'

'কাল আমাকে কাজ করতে হবে মিঃ কুপার।'

জিনো উদার হাসি ছড়ালেন, 'খুকুমণি, আমার বাচ্চার প্রতি সদয় হওয়া ছাড়া তোমাকে আর কক্ষনো কিছু করতে হবে না।'

'কিন্তু আমার একটা চাকরি আছে—'

'ছেড়ে দাও,' চতুর্দিকে শ্যাম্পেন বিতরণ করতে করতে জিনো বললেন।

'চাকরি ছেড়ে দেবো?'

'কেন ছাড়বে না?' এবারে প্রশ্ন করলো অ্যাডেল মার্টিন। 'জিনো আমাকে বিয়ে করবে বললে, আমি মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত উন্নতির আশা ছেড়ে দেবো।'

'আমি আমার কাজকে ভালোবাসি। ওভাবে আমি কাউকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসবো না।'

'হ্যাঁ, কর্মদাতার একটা নোটিশ অন্তত পাওয়া উচিত,' জিনো বললেন। 'ঠিক আছে, কাল তাহলে ওঁকে বলে দাও—উনি যাতে অন্য কাউকে খুঁজে নিতে পারেন, সেজন্যে একটা সুযোগ দাও।' পরিচারককে বিল আনতে ইঙ্গিত করলেন জিনো।

কোটটা গলিয়ে নিতে নিতে অ্যানি ভাবলো, বাড়িতে যাবার সময় ট্যাক্সিতে ও যখন অ্যালেনকে একা পাবে, তখনই বিষয়টার মীমাংসা করে নেবে। কিন্তু ট্যাক্সি নয়, চালক শুদ্ধ, কালো রঙের একটা ঢাউস গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। জিনো ওদের গাড়িতে উঠতে ইঙ্গিত করলেন। অ্যানির

বাড়ির সামনে গিয়ে থেমে গেলো গাড়িটা। অ্যাডেল আর জিনো গাড়িতেই রইলেন, অ্যালেন দরজা অব্দি এগিয়ে এলো ওর সঙ্গে।

'অ্যালেন,' অ্যানি ফিসফিসিয়ে বললো, 'তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার।'

একটু ঝুঁকে আলতো করে ওকে একটা চুমু দিলো অ্যালেন, 'আমি জানি, আজ রাতে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু আর এমনটি হবে না। তোমার সঙ্গে জিনোর দেখা হওয়ার দরকার ছিলো, সেটা হয়ে গেছে। কাল শুধু আমরা দুজনে বেরুবো।'

'জিনোকে আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু অ্যালেন, ওঁকে তোমার বলতে হবে!'

'কি বলতে হবে?'

'বলতে হবে আমি তোমাকে বিয়ে করছি না। আমি কক্ষনো বলিনি, করবো।'

আলতো করে ওর চুলে হাত ছোঁয়ায় অ্যালেন, 'তোমাকে দোষ দিই না। আজ রাতের ঘটনায় যে কোনো মেয়েই বিচলিত হয়ে উঠতো। কিন্তু কাল দেখো, সব কিছু অন্য রকম লাগবে।' নিজের করপুটে ওর মুখখানা তুলে ধরে অ্যালেন, 'বিশ্বাস করো বা না-ই করো, তুমি আমাকে বিয়ে করছো।'

'না, অ্যালেন।'

'অ্যানি তুমি কি অন্য কাউকে ভালোবাসো?'

'না—কিন্তু...'

'ব্যাস, সেটুকুই যথেষ্ট। তুমি আমাকে শুধু একটা সুযোগ দাও।'

'কই হে! গাড়ির জানলা দিয়ে জিনো গর্জন করে উঠলেন, 'কথাবার্তা শেষ করে, ওকে একটি বিদায় চুম্বন দিয়ে চলে এসো!'

'কাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি তোমাকে তুলে নেবো।' ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আলতো করে ওকে চুমু দিলো অ্যালেন। তারপর এক ছুটে সিঁড়ি পেরিয়ে নিচে নেমে গেলো।

গাড়িটা উধাও হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলো অ্যানি।...হ্যাঁ, ও চেষ্টা করেছিলো। তবু রোনি উলফ যদি খবরটা ছেপে দেয়, তবে সেটা তাকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে।...সিঁড়ি পেরিয়ে নিজের ঘরের সামনে এসে

দাঁড়ালো অ্যানি। দরজায় একটা সাদা লেফাফা আঠা দিয়ে লাগানো। তাতে ছেলেমানুষী অক্ষরে লেখা : 'যতো রাতই হোক, ফিরে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ো। জরুরী ! নীলি।'

ঘড়ির দিকে তাকালো অ্যানি। রাত দুটো। কিন্তু 'জরুরী' কথাটার নিচে দাগ দেওয়া রয়েছে। পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে নীলির দরজায় আলতো করে টোকা দিলো অ্যানি, মনে ক্ষীণ আশা—নীলি হয়তো এ আওয়াজ শুনতে পাবে না। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই খাটের ক্যাঁচক্যাচে আওয়াজ শোনা যায়, দরজার নিচে রুপোলী আলোর রেখা ফুটে ওঠে, চোখ কচলাতে কচলাতে নীলি দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ায়।

'ওফ্, কটা বাজে বলো তো ?'

'অনেক দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু তুই লিখেছিস দরকারটা জরুরী।'

'হ্যাঁ, এসো—ভেতরে এসে পড়ো।'

'কাল অব্দি অপেক্ষা করলে হয় না ? আমিও ভীষণ ক্লান্ত রে নীলি।'

'আমি এখন একদম জেগে গেছি। আর শীতে জমে যাচ্ছি !' ঠাণ্ডা মেঝেতে লঘু পায়ে পা পালটে পালটে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখছিলো নীলি। অ্যানি ওকে অনুসরণ করে ঘুরে ঢুকতেই ও বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে চাদরের নিচে ঢুকে পড়লো। তারপর হাঁটু দুটো উঁচু করে বসে মুচকি মুচকি হেসে প্রশ্ন করলো, 'কথাটা কি হতে পারে অনুমান করো !'

'নীলি—হয় বল, নয়তো আমাকে ঘুমোতে যেতে দে।'

'আমরা শো'টা পেগে গেছি।'

'চমৎকার।… নীলি, তুই যদি কিছু মনে না করিস, তো এবারে আমি '

'ব্যাস, শুধু এই ? শুধু চমৎকার ? আমরা হিট দ্য স্কাইতে ঢুকতে পেলাম… আমার জীবনে সব চাইতে বড়ো ঘটনাটা ঘটলো, আর তুমি কিনা স্রেফ উড়িয়ে দিলে কথাটা ?'

'তোর জন্তে আমি রোমাঞ্চিত ' জোর করে কণ্ঠস্বরে খানিকটা উৎসাহের সুর ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে অ্যানি। 'কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটা এতো ভয়ংকর ভাবে কেটেছে, যে…'

'কি হয়েছে ?' নীলি তৎক্ষণাৎ সচকিত হয়ে ওঠে। 'অ্যালেন কি তাজা হতে চেষ্টা করেছিলো নাকি ?'

'না, ও আমাকে বিয়ের কথা বলেছে।'

'তাতে ভয়ংকরের কি হলো ?'

'আমি ওকে বিয়ে করতে চাই না।'

'তা হলে সে কথা ওকে বলে দাও !'

'বলেছি, কিন্তু ও শুনবে না।'

নীলি কাঁধ ঝাঁকালো, 'কাল আবার বোলো।'

'কাল পত্রিকায় খবরটা বেরিয়ে যাবে।'

'তুমি আবার অদ্ভুত কথাবার্তা বলছো,' নীলি বিচিত্র দৃষ্টিতে অ্যানির দিকে তাকালো, 'তুমি সামান্য একটা ইনস্যুরেন্সের লোককে বিয়ে করছো, এ খবরটা কোনো সাংবাদিক ছাপাতে যাবে কেন বলো তো ?'

'তার কারণ, সেই সামান্য লোকটা আসলে একজন কোটিপতি।'

অবশেষে নীলি যখন ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করলো, তখন বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সারা ঘরময় আনন্দে নেচে বেড়াতে লাগলো। 'ওফ্ অ্যানি ! তুমি তো মেরে দিয়েছো।'

'কিন্তু অ্যালেনকে আমি ভালোবাসি না, নীলি !'

'ওর যা টাকা আছে, তাতে ওকে ভালোবাসতে শেখাটা সহজ হবে।'

'কিন্তু আমি বিয়ে করতে বা চাকরি ছাড়তে চাইনে ! এই প্রথম আমি নিজের ইচ্ছেমতো চলছি, মাত্র দু মাস হলো স্বাধীনতা পেয়েছি... এ আমি ছেড়ে দিতে রাজী নই।'

'স্বাধীনতা ! একে তুমি স্বাধীনতা বলো ?' নীলি তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে ওঠে। 'একটা বিশ্রী ঘরে থাকা, সকাল সাতটার সময় উঠে তাড়াহুড়ো করে অফিসে ছোটা, ড্রাগস্টোরে বসে লাঞ্চ খাওয়া, কিংবা কখনো সখনো বেলামি আর তার কোনো মক্কেলের সঙ্গে জুটে টুয়েন্টি ওয়ানে যাওয়া আর কালো রেশমের কোট পরে শীতে জমে যাওয়া—এর নাম স্বাধীনতা ? এ ধরনের চমৎকারিত্বের জন্যে তুমি মুক্ত থাকতে চাও ? আসছে কাল নভেম্বরের এক তারিখ। জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী অব্দি অপেক্ষা করে থাকো। দেখবে, ফেব্রুয়ারীর নিউইয়র্ক কি সাংঘাতিক। শুধু তুষার আর কাদা—এ ছাড়া কিছু নেই। তোমার ঘরের ওই ঝরঝরে পুঁচকে তাপযন্ত্রটাকে তখন মনে হবে দেশলাইয়ের কাঠি।... কাজেই বলো, বিয়ে করলে কি এমন ত্যাগ করতে হচ্ছে তোমাকে ?'

'আমার পরিচয়, হয়তো আমার ভবিষ্যৎ, আমার সমস্ত জীবন। ভরুর

আগেই সব কিছু ত্যাগ করা। নীলি, আজ অব্দি আমাদের পরিবারের কারুরই কিছু হয় নি। তারা বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে—ব্যাস আর কিছু নয়। আমি চাই আমার জীবনে কিছু ঘটুক···আমি অনুভব করতে চাই—'

'সে তো ঘটেছে!' নীলি ধমকে ওঠে। 'এ সুযোগ তুমি ছেড়ে দিলে আর কক্ষনো এমন হবে না। তুমি কি মনে করো, তুমি যখন সচিবের ভূমিকায় একেবারে ক্লান্ত হয়ে উঠবে তখন আর একটি কোটিপতি এসে তোমাকে বলবে, 'এই যে অ্যানি, এবারে কি তোমার বিয়ে করার সময় হলো?' বলি, কি ভেবেছো তুমি?'

'আমি বিশেষ করে ধনী লোককেই খুঁজছি, তা নয়। সেটা তেমন কোনো জরুরী ব্যাপারই নয়।'

নীলি মুখ বাঁকালো, 'তুমি কোনোদিনই গরীব ছিলে না।'

'নীলি, ব্যাপারটা আমি অন্যভাবে বলছি—শোন। তুই এখন আনন্দে টইটুম্বুর হয়ে রয়েছিস, তার কারণ তুই হিট দ্য স্কাইতে ঢুকছিস। ধর, কয়েক সপ্তাহ মহলার পর তোর জীবনে অ্যালেনের মতো কেউ একজন এসে তোকে বিয়ে করতে চাইলো, শোটা শুরু হবার আগে তোকে তার থেকে বের করে দিতে চাইলো। তুই কি তাতে রাজী হবি?'

'হবো না? এতো তাড়াতাড়ি হবো যে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। ছাখো, ধরে নেওয়া যাক, আমার সত্যিকারের প্রতিভা আছে আর একদিন সেটা প্রমাণ করার মতো একটা সুযোগ আমি পেলাম। কিন্তু বছরের পর বছর কঠিন পরিশ্রমের পর আমি কি পাবো? অর্থ, প্রতিষ্ঠা আর সম্মান। শুধু এই—আর তা পেতে গেলে আমাকে হয়তো বছরের পর বছর কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু অ্যালেন এ সব কিছুই তোমার সামনে রুপোর থালাতে তুলে ধরেছে।'

অ্যানি নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। এতো ক্লান্ত যে তর্ক করারও ইচ্ছে নেই। শুধু বললো, 'আমি চলি রে নীলি, শুভ রাত্রি। কাল আমরা ওই নিয়ে কথা বলবো।'

'কিছু বলতে হবে না। ওকে তুমি বিয়ে করে ফ্যালো! হিট দ্য স্কাই যদি ফাটাফাটি হয়, তাহলে আমিও হয়তো তোমার সঙ্গে থাকতে আসবো।'

ঘড়ির সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের মতো স্বাভাবিকভাবে ঘুম ভাঙলো অ্যানির। কিন্তু হাত-পা ছড়িয়ে পুরোপুরি সজাগ হতেই গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা মনে পড়লো ওর, দুরন্ত রাগে জ্বলে উঠলো সর্বাঙ্গ। অ্যালেন! রোনি উলফ!···অ্যানি ওর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। 'না' কথাটা আর কতো ভাবে বলা যেতে পারে?

দ্রুত বেশবাস সেরে নেয় অ্যানি। অফিসে পৌঁছেই ও অ্যালেনকে টেলিফোন করবে। তারপর বিষয়টার পুরোপুরি নিষ্পত্তি করে ফেলবে।

ও যখন গিয়ে পৌঁছলো, তখন অফিসের বাইরের হলঘরে বেশ কয়েকজন মানুষ। অ্যানিকে পথ দেবার জন্যে তারা দু'ধারে সরে দাঁড়ালো। আচমকা একজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই তো, এসে গেছে।' তারপরেই ক্যামেরার ঝিলিক···প্রশ্নের পর প্রশ্ন। চরম বিভ্রান্তির মধ্যে অ্যালেনের নামটা শুনতে পেলো অ্যানি। ওদের সরিয়ে এগিয়ে গেলো ও, কিন্তু ওরাও ওকে অনুসরণ করে অফিসে গিয়ে ঢুকলো। এ যেন ওর কোনো শৈশব দুঃস্বপ্নের স্মৃতি, যখন ও প্রচণ্ড বিপদে পড়া সত্ত্বেও কেউ ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে না। অ্যাপায়িকা মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসছে। মিস স্টেইনবার্গ এবং অন্য সচিবটিও তাই। শেষ পর্যন্ত একাকী অথচ পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিজের ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়ালো ও। 'অ্যালেন কুপারের সঙ্গে আপনার কবে দেখা হয়েছিলো, মিস ওয়েলস?' ক্যামেরার ফ্লাশে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো ওর। 'অ্যানি একটু এদিকে ফিরে তাকান একটু হাসুন···এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে একটু হাসুন···' ফ্লাশ 'আচ্ছা মিস ওয়েলস, বিয়েটা কি গির্জাতে হবে?' 'এই যে অ্যানি, সিণ্ডেরেলা হয়ে কেমন লাগছে?'

অ্যানি চিৎকার করে উঠতে চাইছিলো। লোকগুলোকে কোনক্রমে এড়িয়ে হেনরি বেলামির অফিস ঘরে ঢুকতেই লিয়ন বার্কের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে ও সবেমাত্র কথা বলতে শুরু করেছে, তার মধ্যেই দরজাটা সজোরে খুলে গেলো। লোকগুলো এখানেও অনুসরণ করেছে ওকে! ওদিকে হেনরি মৃদু হেসে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ওকে, লিয়নের মুখের হাসির ছোঁয়া।

পিতৃসুলভ স্নেহে হেনরি নিজের একখানা হাত দিয়ে ওকে বেষ্টন করে ধরলেন, 'এসবে তোমাকে অভ্যস্ত হতে হবে অ্যানি। প্রতিদিন তো আর কোনো মেয়ে একজন লাখোপতির সঙ্গে বাগদত্তা হয় না!' অ্যানির শরীরে

কম্পন অনুভব করে নিজের বন্ধন দৃঢ়তর করলেন হেনরি, 'এসো, একটু আরাম করে বসে একটা বিবৃতি দাও। শত হলেও এ ছেলেগুলো এই করেই রুজি-রোজগার করছে।'

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলো অ্যানি, 'কি চান আপনারা?'

'ওরা এ ব্যাপারে শুরু থেকে সমস্ত ঘটনাটা জানাতে চায়,' নিজের ডেস্ক থেকে সকালের সংক্ষিপ্ত সমাচারখানা তুলে ধরেন হেনরি। সামনের পৃষ্ঠায় বিরাট ছবিটার দিকে তাকালো অ্যানি। ছবিটা ওরই…হাসি মুখ…সঙ্গে অ্যালেন। বড়ো বড়ো কালো অক্ষরে শিরোনাম দেওয়া: ব্রডওয়েরে নতুনতম সিণ্ডেরেলা—অ্যালেন কুপার একটি সেক্রেটারীর সঙ্গে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন।

ফের এক হাতে অ্যানিকে জড়িয়ে ধরলেন হেনরি, 'বন্ধুগণ, আপনারা আর একখানা ছবি তুলে নিন। এর শিরোনামা আপনারা দিতে পারেন: হেনরি বেলামি তাঁর নতুন লাখোপতি সচিবকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।'

আরও ফ্লাশ জ্বললো। কে একজন অ্যানিকে একটু হাসতে বললো… একজন আর একটা ছবি নেবার অনুমতি চাইলো একজন কুর্সির ওপরে উঠে ক্যামেরা নিচের দিক করে ওর একটা ছবি নিলো অনেকগুলো কণ্ঠস্বর ওকে এদিকে তাকাতে বললো। কণ্ঠস্বরগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে—যেন সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসছে ওর কানে। আর এ সব কিছুর মধ্যেও ও দেখলো, হাসি হাসি মুখে লিয়ন বার্ক লক্ষ্য করছে সব কিছু।

তারপর হেনরি ওদের সঙ্গে করমর্দন করলেন, হাসি-ঠাট্টা করতে করতে অফিস ঘরের বাইরে নিয়ে চললেন। দরজাটা বন্ধ হতেই অ্যানি শুনতে পেলো হেনরি বলছেন, 'হ্যাঁ, এই অফিসেই ওদের দেখা হয়েছিলো…'

হতভম্বের মতো বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে অ্যানি। এই আকস্মিক নিস্তব্ধতা যেন ওই বিভ্রান্তির চাইতেও অলীক। লিয়ন এগিয়ে এসে একটা ধরানো সিগারেট ওর হাতে তুলে দেয়। অনেকটা ধোঁয়া একসঙ্গে ভেতরে টেনে নিয়ে কেশে ওঠে অ্যানি।

'ঘটনাটা একটু সহজ ভাবে নিন,' মৃদুল স্বরে ওকে বললো লিয়ন।

ধুপ করে একটা কুর্সিতে বসে ওর দিকে তাকায় অ্যানি, 'আমি কি করবো?'

'এসব কিছুতেই আপনি অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন। এমন কি যথাসময়ে এ

সব হয়তো আপনার ভালোও লাগবে।'

'আমি অ্যালেন কুপারকে বিয়ে করছি না।'

'ঘাবড়াবেন না। আসলে প্রথম পৃষ্ঠার প্রচারে সবাই ভয় পেয়ে যায়।'

ব্যস্তসমস্ত ভাবে অফিস ঘরে ফিরে এলেন হেনরি, 'তাহলে গতকাল তুমি আমাকে অমন ভাবে বোকা হতে দিলে কেন শুনি? ছোকরা এতো গভীর-ভাবে ব্যাপারটা নিয়েছে জানলে আমি কক্ষনো ও সমস্ত কথা বলতাম না।'

'অ্যানির একটা দুর্লভ প্রতিভা আছে,' লিয়ন বললো, ও 'অন্যকে দিয়ে কথা বলিয়ে নেয়।'

অ্যানি অনুভব করলো, ওর গলা বুজে আসেছে। ।'একজন মহিলা কক্ষনো লোকজনের মাঝে বসে কাঁদেন না।'। লিয়নের মুখে ওই শীতল হাসি, হেনরির এই গর্বিত পিতার মতো ভাবভঙ্গি—সবই এক অসহ্য পাগলামি।

'আমি এক্ষুনি এজেন্সীতে ফোন করবো,' হেনরি বললেন। 'তোমার নিশ্চয়ই এখন অনেক কাজকর্ম থাকবে। যাকগে, অফিসের কথা ভেবে তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না, ও আমরা সামলে নেবো। অন্য কাউকে খুঁজে নেবো আমি।'

অ্যানির মনে হলো, ওর মাথাটা কেমন যেন হালকা হয়ে গেছে। একটা বিচিত্র দুর্বলতা ওর পাকস্থলীর নিচে কোনো একটা জায়গা থেকে শুরু হয়ে ওর মাথাটাকে বাদবাকি সমস্ত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে! সবাই ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হেনরি এখনই কর্মচারী নিয়োগ সংস্থার নম্বর বের করার জন্যে টেলিফোন নির্দেশিকাটা ঘাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন।

'তার মানে আমি চাকরিটা ছেড়ে দেবো বলে আপনি আশা করছেন?' অ্যানির কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে ওঠে।

ওর দু কাঁধে হাত রেখে হেনরি অন্তরঙ্গভাবে হাসলেন, 'সোনা, এ সব এখনও তোমার মাথায় ঢুকেছে বলে মনে হচ্ছে না। দাঁড়াও না, তোমার বিয়ের লিষ্টি শুরু করা অব্দি অপেক্ষা করো—তখন দেখবে, তোমার নিজেরই একটি সেক্রেটারীর দরকার হবে।'

'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'আমি চলি,' লিয়ন বললো, 'হেনরি একটু ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে বিদায় জানাবেন।' অ্যানির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো লিয়ন, 'আপনার সৌভাগ্য কামনা করি।'

দরজাটা বন্ধ হতেই হেনরির দিকে ফিরে তাকায় অ্যানি, 'আমি এসব বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনাদের দুজনের কারুরই যেন এদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই!'

'নেই?' হেনরিকে বিভ্রান্ত দেখায়, 'অবশ্যই আছে। তোমার জন্মে আমরা ভীষণ ভাবে আনন্দিত।'

'কিন্তু সে শুধু ওই পর্যন্তই। আপনি আশা করছেন আমি এখান থেকে চলে যাবো, আর তাতে আপনাদের কিছুই এসে যাবে না। আপনারা শুধু আমার বদলে একটি নতুন মেয়েকে নিয়ে আসবেন, তারপর জীবন যেমন চলছিলো তেমনি চলবে।'

'এসে যায়, অনেক কিছুই এসে যায়।' হেনরি শান্ত গলায় বললেন, 'তোমার কি ধারণা আর কেউ তোমার মতো হতে পারবে? নাকি তুমি ভাবছো, অন্য কাউকে নিয়ে আসার ব্যাপারটা আমারই খুব পছন্দ? কিন্তু সেটাকেই যদি আমি বড়ো করে দেখি, তাহলে আমি তোমার কেমন বন্ধু হলাম? আর তুমি যদি মনে করো যে তুমি এখান থেকে চলে যাবে, আর কোনদিন আমার সঙ্গে দেখা করবে না—তাহলে তুমিই বা আমার কেমন ধারার বন্ধু? না না, অতো সহজে আমি তোমাকে ছাড়ছি না। আমি আশা করছি, আমি তোমার বিয়েতে আমন্ত্রিত হবো…তোমার প্রথম সন্তানের ধর্মপিতা হবো—তাই বা কেন, আমি তাদের প্রত্যেকেরই ধর্মপিতা হবো। এমন কি আমি অ্যালেনকেও ভালোবাসতে শিখবো। সত্যিকথা বলতে কি ওর বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। তবে ও প্রচণ্ড ধনী—তাই আমার ভয় ছিলো, তুমি কোনো আঘাত না পাও। কিন্তু এখন সব কিছুই অন্যরকম হয়ে গেছে, এখন ওর টাকাপয়সাকেও আমি ভালোবাসি।'

'লিয়নেরও কোনো চিন্তা নেই!' অ্যানি অনুভব করলো, ফের ওর গলা ভারি হয়ে উঠেছে।

লিয়ন?' হেনরি যেন হতবুদ্ধি হয়ে উঠলেন, 'লিয়ন কেন চিন্তা করবে? মিস স্টেইনবার্গ ওর চিঠিপত্রের দিকে নজর রাখেন…' আচমকা থেমে গেলেন উনি, অভিব্যক্তি পালটে গেলো ওঁর। প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, 'না অ্যানি! একটা হতকুচ্ছিৎ লাঞ্চ খেয়েই তুমি ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে?'

'ঠিক তা নয়,' অ্যানি অন্য দিকে ওর দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। 'আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম…ভেবেছিলাম, আমরা বন্ধু…'

চামড়ার কৌচে শরীর ডুবিয়ে বসলেন হেনরি, 'এদিকে এসো।' অ্যানি কাছে গিয়ে বসতেই ওর হাতদুটি তিনি নিজের মুঠোয় তুলে নিলেন, 'ভাখো অ্যানি, আমার কোনো ছেলে থাকলে আমি চাইতাম, সে যেন ঠিক লিয়নের মতো হয়। কিন্তু মেয়ে থাকলে তাকে বলতাম, সে যেন লিয়নের কাছ থেকে অ-নেক দূরে থাকে!'

'ঠিক স্পষ্ট হলো না '

'ভাখো, কিছু ভেবে বলছি না—কোনো কোনো পুরুষ মেয়েদের কাছে একেবারে দুঃসংবাদ। অ্যালেনও ঠিক তেমনি ছিলো, কিন্তু তুমি তাকে সেখান থেকে সরিয়ে এনেছো।'

'কোন্ হিসেবে দুঃসংবাদ?' অ্যানি প্রশ্ন করলো।

হেনরি কাঁধ ঝাঁকালেন, 'সব কিছুই তাদের কাছে বড় সহজে আসে। অ্যালেনের কাছে আসে তার অর্থের জন্যে। আর লিয়নের ব্যাপারে সেটা হয়, তার কারণ সে ভারি সুপুরুষ। একদিক দিয়ে আমি ওদের বুঝতে পারি। এইসব ছেলেরা যখন শুধুমাত্র নেবার জন্যেই প্রতিটি মেয়েকে পেতে পারে, তখন একটি মাত্র মেয়েকে নিয়ে তারা স্থিতু হবে কেন? কিন্তু অ্যানি, অ্যালেনকে তুমি বশে এনেছো—এমন একটা ঘটনা যা কিছুতেই হবে না বলে সমস্ত শহর বাজি ফেলতে পারতো। তা সত্ত্বেও তুমি গির্জায় মোমবাতি না পাঠিয়ে এখানে নেতিয়ে বসে আছো।'

'অ্যালেনকে আমি ভালোবাসিনে, হেনরি। প্রায় ছ সপ্তাহ আমি কিছু না ভেবেই ওর সঙ্গে ডেট করেছি। এমন কি আসলে ও কে, তা পর্যন্ত আমি জানতাম না। ভেবেছিলাম, ও ইনস্যুরেন্সে কাজ করে। তারপর আচমকা দু রাত আগে এ সব শুরু হয়েছে।'

হেনরির চোখ দুটি কুঁচকে ওঠে, 'তার মানে তোমার কাছে ও একজন অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তুকের মতো?'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু লিয়নের সঙ্গে একটা লাঞ্চের পরেই তোমরা একেবারে প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠলে?'

'সেটা সত্যি নয়। তাছাড়া এখন আমি অ্যালেনের কথা বলছি। তাকে আমি ভালোবাসিনে। লিয়নের সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই।'

'তুমি একটি মিথ্যেবাদী।'

'হেনরি, আমি শপথ করছি! অ্যালেন কোনদিনই আমার কাছে কিছু ছিলো না।'

'তাহলে ওই সপ্তাহগুলোতে তুমি কি করে ওর সঙ্গে ডেট করলে? লিয়ন না আসা পর্যন্ত সে তো দিব্যি ভালোই ছিলো।'

'সেটাও সত্যি নয়। আমি ওর সঙ্গে ডেট করতাম, তার কারণ আমি আর কাউকে চিনতাম না। তাছাড়া ওর জন্যে আমার দুঃখ হতো…মনে হতো, ও কারুর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। প্রেমের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোনো কথাই হয় নি। রাত্রিবেলা ও আমাকে বিদায় চুম্বন দিতেও কোনো চেষ্টা করে নি। তারপর দু রাত্তির আগে…' একটু থেমে শান্ত হবার চেষ্টা করে অ্যানি। তারপর সংযত গলায় বলে, 'হেনরি, অ্যালেনকে আমি বলে দিয়েছি—আমি ওকে ভালবাসি না। ওর বাবাকেও তাই বলেছি।'

'তুমি ওঁদের বলেছো?' হেনরির কণ্ঠস্বর অবিশ্বাসী শোনায়।

'হ্যাঁ, দুজনকেই বলেছি।'

'তারপর তাঁরা কি বললেন?'

'সেটাই তো অবিশ্বাস্য। ওঁদের মতো মানুষ আমি জন্মেও দেখিনি। ওঁরা যা শুনতে চান না, তা সব কিছুই উপেক্ষা করে চলেন। অ্যালেন শুধু বলছে, সে আমাকে ভালোবাসে—আর আমিও তাকে ভালোবাসতে শিখবো।'

'সেটা হতে পারে,' হেনরি শান্ত গলায় বললেন। 'কোনো কোনো সময়ে সেটাই সব চাইতে শ্রেষ্ঠ প্রেম। মানে কারুর ভালোবাসা পাওয়া।'

'না! আমি তার চাইতে বেশি কিছু চাই।'

'অবশ্যই—যেমন এখানে থাকতে চাও।' হেনরি গর্জন করে ওঠেন, 'তুমি কি চাও, আমি তোমার হয়ে ছবিটা এঁকে দেবো? শোনো তা হলে। অ্যালেনকে তুমি ফিরিয়ে দিলে। কেনই বা দেবে না? বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসার মতো তো ডজন ডজন লাখোপতি রয়েছে! যাই হোক, সামান্য কিছু-দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা পুরো মিটে যাবে—অ্যালেন তখন অন্য কারুর সঙ্গে ডেট করতে শুরু করবে। তুমি আশা করছো, লিয়ন তখন তোমাকে নিয়ে বেরুবার প্রস্তাব করবে।… প্রথমটাতে, হয়তো মাসখানেকের জন্যে, ব্যাপারটা কিন্তু দারুণ হবে! তারপর একদিন আমি এসে দেখবো, তোমার চোখ দুটো পুরো লাল। তুমি আমাকে একটা মাথাধরার গল্প বানিয়ে বলবে, কিন্তু তোমার চোখ কিন্তু সেই লালই থেকে যাবে। কাজেই আমি তখন অ্যালেনের

সঙ্গে কথা বলবো। সে কাঁধ নাচিয়ে বলবে, 'হ্যাঁ, মেয়েটির সঙ্গে আমি অবশ্যই ডেট করেছিলাম, আর ওকে আমি পছন্দও করি যথেষ্ট। কিন্তু ও ঠিক আমার যোগ্য নয়। আপনি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখবেন? কথা বলে, ওকে আমার পেছন থেকে সরিয়ে দিন।' বুঝলে কিছু?'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা আছে,' অ্যানি তিক্ত স্বরে বললো। 'আপনি কি সর্বদাই আপনার সেক্রেটারীদের কাছে এ ধরনের বক্তৃতা দিয়ে থাকেন নাকি?'

'না, সেক্রেটারী বলে নয়। তবে এ ধরনের বক্তৃতা আমাকে আগেও দিতে হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা দিতে হয়েছে ক্ষতি হয়ে যাবার পরে। অবিশ্যি তারা কেউই অন্তত প্রথম দফায় কোনো লাখোপতিকে ফিরিয়ে দেয় নি।'

দূরভাষ বেজে উঠছিলো। স্বয়ংক্রিয় ভাবেই অ্যানি সেটা তুলে নেবার জন্যে এগোলো। হেনরি ওকে হাত নেড়ে সরিয়ে দিলেন, 'তুমি বোসো। মনে রেখো, তুমি আর এখানে কাজ করছো না।' ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেলেন উনি, 'হ্যালো—হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইনটা ওকে দিন। বলো, জেনিফার, হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে গেছে। কি বলছো? হ্যাঁ, সে ব্যাপারে কি? সত্যি কথা বলতে কি মেয়েটি কিন্তু এখানেই বসে আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই খুব রোমাঞ্চিত।' অ্যানির দিকে ফিরে তাকালেন হেনরি, 'জেনিফার নর্থ তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।' তারপরেই ফের দূরভাষে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, বিলক্ষণ ভাগ্যবতী! শোনো খুকুমণি, তোমার চুক্তিপত্র আজই তৈরি হয়ে যাবে আমি ওগুলো দেখে, সই করার জন্যে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো।—হ্যাঁ, চমৎকার আছি।'

গ্রাহযন্ত্র রেখে ওর দিকে তাকালেন হেনরি, 'এই একটি চতুর মেয়ে—জেনিফার নর্থ।'

'কে, সে?'

'ওঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারিনে বাপু!' হেনরী আর্তনাদ করে ওঠেন। 'তুমি কি কখনও পত্রিকা-টত্রিকাও পড়ো না? প্রায় প্রতিদিনই তো পত্রিকার প্রথম পাতায় ওর খবর থাকতো! সবেমাত্র কিছুদিন হলো ও এক রাজপুত্তুরকে ঝেড়ে ফেলেছে। এ শহরে ও এসে হাজির হয়েছিলো একেবারে হঠাৎ—ঘূর্ণিঝড়ের মতো। আসলে ও এসেছে কালিফোর্নিয়া

থেকে, প্রায় তোমারই বয়সী…আর সঙ্গে ওই রাজপুত্তুরটি। ছেলেটি ওর পানিপ্রার্থনা করলো…মিঙ্ককোট, হীরের আংটি—এসব উপহার দিলো। এ পি. ইউ. পি—সব কটা সংবাদ সংস্থা ওদের কথা ছাপলো। কিন্তু চারদিন পরেই প্রথম পৃষ্ঠাগুলোতে ফের খবর বেরুলো—জেনিকার বিচ্ছেদ চায়।'

'কিন্তু আপনি তো বিচ্ছেদ সংক্রান্ত উকিল নন।'

'না, ও ব্যাপারটা দেখাশুনো করার জন্যে ওর একজন ভালো উকিল আছেন। আর তিনিই ওর ব্যবসা সংক্রান্ত দিকটা সামলানোর জন্যে আমার নাম সুপারিশ করেছেন। ওর অবশ্যই একজন ম্যানেজারের দরকার। চালাক মেয়ে হলেও ও একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছে। মনে হচ্ছে, ও প্রাক-বিবাহ চুক্তি টুক্তি গোছের কিছু একটা সই করেছিলো। এখন ও যদি মুক্তি চায়, তাহলে একটি পয়সাও পাবে না। আর মুক্তি ও সত্যি সত্যিই চায়—কেন তা জিজ্ঞেস করো না, তবে চায়। কাজেই ওকে করে খেতে হবে।'

'উনি কি প্রতিভাময়ী?'

হেনরি মৃদু হাসলেন, 'ওর প্রতিভার প্রয়োজন নেই। ও চাইলে ছবির জগতে মারাত্মক কাণ্ড করে ফেলতে পারে। অমন করে চুমু খেতে তুমি কাউকে কোনোদিনও দেখোনি। আর কি চেহারা! আমি তো বলবো, জেনিফার নর্থ বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে সুন্দরী মেয়ে।' একটু থেমে হেনরি আবার বললেন, 'অথচ আসলে কিন্তু তা নয়। তুমি ওর চাইতেও সুন্দরী, অ্যানি। একজন পুরুষ তোমার দিকে যতো বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকবে, তুমি তার চোখে ততো বেশি সুন্দরী হয়ে উঠবে। কিন্তু জেনিফারের সৌন্দর্য একেবারে সঙ্গে সঙ্গে চোখে গিয়ে আঘাত করে, প্রথম দৃষ্টিতেই হাজার ভোল্টের শিহরণ লাগে। যে মুহূর্তে ও মুক্তি পাবে, হিট দ্য স্কাইতে নামবে—তখনই আমি ওকে একটা বড়োসড়ো ছবিতে নামিয়ে দেবো।'

'উনি কি গান করেন?' প্রশ্ন করলো অ্যানি।

'আমি তো তোমাকে বললাম—ও কিছুই করে না।'

'কিন্তু উনি যদি হিট দ্য স্কাইতে থাকেন, তাহলে…'

'আমি ওকে একটা ছোট্ট ভূমিকা পাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছি, হেলেনও তাতে রাজী হয়েছে। কিন্তু আপাততঃ জেনিফার বা হেলেনকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। এখন আমার চিন্তা, তোমাকে নিয়ে।'

'হেনরি, আমি আপনার এখানে কাজটা রাখতে চাই…'

কথাটা এমনিভাবে ধরে নেওয়া হলো, 'হেনরি, আমি লিয়ন বার্কের কাছে যেতে চাই।' ওকে থামিয়ে দিলেন হেনরি।

'সেটাই যদি আপনার দুশ্চিন্তার কারণ হয়, তাহলে আমি ওর দিকে ফিরেও তাকাবো না।'

'আমি তাতে রাজী নই', হেনরি মাথা নাড়লেন। 'যাও, এখন কেটে পড়ো এখান থেকে—তোমাকে বকুনি দেওয়া হচ্ছে! গিয়ে অ্যালেন কুপারকে বিয়ে করে সুখী হও গে, যাও।'

'বেশ, আমি চলে যাচ্ছি।' অ্যানি উঠে দাঁড়ালো, 'কিন্তু আমি অ্যালেন কুপারকে বিয়ে করবো না···অন্য একটা চাকরি খুঁজে নেবো।' দরজার দিকে এগিয়ে যায় ও।

'যাও, যাও। তুমি যদি তোমার জীবনটাকে হেজিয়ে ফেলো, তাহলে অন্তত আমাকে তা বসে বসে দেখতে হবে না।'

'আপনি সত্যিকারের বন্ধু নন, হেনরি!'

'তোমার যত্তো বন্ধু হবে, আমি তাদের মধ্যে সবচাইতে ভালো বন্ধু।'

'তাহলে আমাকে থাকতে দিন,' অ্যানি মিনতি করে বলে। 'হেনরি, আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। আমি অ্যালেনকে বিয়ে করতে চাইনে। কিন্তু আমি যদি এ কাজটা ছেড়ে অন্য কোনো চাকরি নিই, তাহলে সেটা হয়তো আমার মনমতো না-ও হতে পারে। অ্যালেন আমাকে চাপ দেবে, ওদিকে অন্য কোনো চাকরি নিলে ঢিঢি পড়ে যাবে চারদিকে · তার ওপরে অ্যালেনের বাবাও রয়েছেন। জিনো আর অ্যালেন একযোগে শুরু করলে সে যে কি কাণ্ড হয়, তা আপনি জানেন না। তখন আর নিজস্ব ইচ্ছে বলতে কিছু থাকে না গা ভাসিয়ে দিতেই হয়। হেনরি, দয়া করে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি অ্যালেন কুপারকে বিয়ে করতে চাইনে।'

'অ্যানি, ওর লাখ লাখ টাকা আছে·· হয়তো সে কোটিপতি।'

'হেনরি, আমি লরেন্সভিলের উইলি হেনডারসনের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। হয়তো অ্যালেনের মতো তার লাখ লাখ টাকা ছিলো না—কিন্তু ছিলো। কাজেই আপনি কি বুঝতে পারছেন না, টাকাটা আমার কাছে কিছু নয়? টাকার জন্যে আমার কিচ্ছু এসে যায় না।'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে রইলেন হেনরি। অবশেষে বললেন, 'বেশ, তুমি এখানে থাকতে পারো। কিন্তু একটা শর্তে। তুমি অ্যালেনের কাছে

প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়ে থাকবে।'

'হেনরি!' অ্যানি প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। 'আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন? আপনি কি আমার কথা কিছুই শোনেন নি? আমি অ্যালেনকে বিয়ে করতে চাই না।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে বলিনি, বাগদত্তা হয়ে থাকতে বলেছি। সেটাই তোমার পক্ষে নিরাপদ হবে।'

'নিরাপদ?'

'হ্যাঁ। অন্তত লিযনের সঙ্গে তুমি জড়িত হয়ে পড়বে বলে আমার কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। লিযনের একটা ব্যাপার আছে, সে অন্য কারুর প্রেমিকার পেছনে ছোটে না।'

'তাহলে অন্তত এই একটা সম্মান আপনি ওকে দিয়ে থাকেন,' অ্যানির ঠোঁটে অস্ফুট হাসির ছোঁয়া ফুটে ওঠে।

'সম্মানের কি আছে? খোলা খাবার যখন ওর কাছে ছড়ানো রয়েছে, তখন ও অতো ছেঁড়া ঝামেলা নিতে যাবে কেন?'

'কিন্তু আমি তখন অ্যালেনকে নিয়ে কি করবো?'

'ঠেকিয়ে রাখবে। বশ করতে যখন পেরেছো, তখন সেটুকুও নিশ্চয়ই পারবে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে মাথা নাড়লো অ্যানি, 'তা হয় না হেনরি। সেটা অন্যায় হবে, মিথ্যে নিয়ে বাস করা হবে। আমি তা পারবো না।'

'ছাখো অ্যানি,' শান্ত গলায় হেনরি বললেন, 'সময় এলে শিখবে, সব কিছুই কালো বা সাদা হতে হবে—এমন কোনো কথা নেই। অ্যালেনের কাছেও তুমি সততা বজায় রাখতে পারো। ওকে বলো, নিউইয়র্ক এখনও তোমার কাছে নতুন—আর সামান্য কটা দিন তুমি তোমার নিজের ইচ্ছে মতো করে কাটাতে চাও, এক্ষুনি চট করে বিয়ে করতে চাওনা। আচ্ছা, তোমার একুশ বছর বয়েস কবে হচ্ছে?'

'মে মাসে।'

'বেশ। তা হলে ওকে বলো, সেই অব্দি তুমি অপেক্ষা করতে চাও।'

'কিন্তু তারপর?'

'তার মধ্যে কতো কি হয়ে যেতে পারে, তা কে জানে! মে মাসের মধ্যে আরও একটা আণবিক বোমা বিস্ফোরণ হতে পারে। অ্যালেন অন্য একটি

মেয়ের দেখা পেতে পারে। লিয়ন বার্ক সমকামী হয়ে উঠতে পারে। এমন কি তুমিও অ্যালেনের প্রেমে পড়তে পারো। কিন্তু যে মাসে তুমি মত পালটাতে পারো। মনে রেখো, বিয়েব আসরে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি মোটেই বাধা নও। আর আসরে গিযে দাঁড়ালেও, শেষ কথা কটি বলার আগে পর্যন্ত তুমি পালিযে আসতে পারো।'

'শুনে মনে হচ্ছে যেন কতোই সহজ।'

'যখন তুমি মাউণ্ট এভারেস্টে উঠতে যাচ্ছো, তখন কোনো কিছুই সহজ নয। তাই নয় কি ?'

বাড়ির সামনে কযেকজন সাংবাদিক আর আলোকচিত্রগ্রাহীকে দাঁড়িযে থাকতে দেখে মাথা নিচু করে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিযে ওপরে উঠে গেলো অ্যানি। নীলি হলঘরে দাঁড়িযে অপেক্ষা করছিলো। ওকে দেখেই টগবগ করে ছুটে এলো।

'ওফ্ অ্যানি · সকাল বেলা দিদির টেলিফোন পেযে আমি তো প্রায অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, আর কি। এই নাও ' গর্বিত ভঙ্গিমায় ওর দিকে একটা চেটালো প্যাকেট এগিযে দেয় নীলি, 'তোমার বিযে পাকা হবার জন্তে তোমাকে আমার উপহার।'

প্যাকেটে বড়সড়ো একটা খাতা, তাতে পত্রিকায় প্রকাশিত অ্যানির ছবি আর খবরের অংশগুলো আঠা দিয়ে লাগানো। 'সারাটা দিন আমি এই নিযে খেটেছি,' নীলি বললো, 'ছটা পাতা ভর্তি করেছি। কিন্তু এ তো সবে শুরু! বিযেটা হয়ে যাওযা অব্দি অপেক্ষা করো না! ··ওফ্ ভগবান, তুমি তো বিখ্যাত হতে চলেছো অ্যানি!'

···সেদিন রাতে অ্যালেন লিমুজিন গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হলো। বললো, 'ডিনারে শুধু আমরা দুজনেই থাকবো। কিন্তু জিনো কফি খাবার জন্তে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবে। জানি, আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম যে আজ আমরা শুধু দুজনেই থাকবো। কিন্তু জিনো আজ লা রঁদ-এ টনি পোলারের উদ্বোধন রজনীতে আমাদের নিয়ে যাবার জন্তে ভীষণ পেড়াপিড়ি করছে।'

'টনি পোলার ?'

'তুমি ওর অনুরাগিণী নও, সে কথা বোলো না,' অ্যালেন মৃদু হাসলো।

'আমি কোনোদিন তার নামই শুনিনি।'

'সিনেমার পরে ও হচ্ছে সঙ্গীত জগতের সব চাইতে বড়ো উন্মাদনা,' অ্যালেন হাসলো। তারপর একটু ঝুঁকে বসে চালককে বললো, 'লেয়ন, যতক্ষণ আমি তোমাকে থামতে না বলি, ততক্ষণ পার্কের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাও।' জানলার কাচ তুলে দিয়ে অ্যানির দিকে তাকালো অ্যালেন, 'তোমার হয়তো ভীষণ খিদে পেয়েছে, কিন্তু একটা বিশেষ কারণেই আমি এভাবে গাড়ি চালাতে বললাম।'

অ্যালেন ওর হাতটা তুলে নেয়। অ্যানি টেনে সরিয়ে আনে হাতটা, 'অ্যালেন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'এক্ষুনি নয় দেখি, তোমার চোখদুটো বন্ধ করো তো।' ঝট করে মখমলের একটা ছোটো বাক্স খুলে ধরে অ্যালেন, 'এবারে তুমি তাকাতে পারো। আশা করি, ঠিক তোমার মাপ মতোই হবে।'

গাড়ির অন্ধকারের মধ্যেও সরে সরে যাওয়া পথের আলোয় ঝিলমিল করে ওঠে হীরেটা।

'এ আমি নিতে পারি না!' অ্যানি সঙ্কুচিত হয়ে সরে যায়।

'তোমার পছন্দ হয় নি?'

'পছন্দ! আজ অব্দি এমন জিনিস আমি চোখেই দেখিনি!'

'দশ ক্যারেট,' সহজ ভঙ্গিতে বললো অ্যালেন। 'ভবে চৌকো করে কাটা বলে, মোটেই ততোটা জাঁকাল নয়।' ভালো কথা, তুমি কি হেনরি বেলামিকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছো?'

'না, আমার তা ইচ্ছে নয়। অ্যালেন, আমার কথাটা তোমাকে শুনতেই হবে। আমরা বিয়ের জন্যে প্রতিশ্রুত নই—'

ওর আঙুলে আংটিটা পরিয়ে দেয় অ্যালেন, 'ঠিক মাপ মতো হয়েছে।'

অপলক চোখে অ্যালেনের দিকে তাকায় অ্যানি, 'অ্যালেন… তুমি কি বুঝতে পারছো না, আমি তোমাকে কি বলতে চেষ্টা করছি?'

'হ্যাঁ। তুমি বলতে চাইছো, তুমি আমাকে ভালবাসো না।'

'তাহলে কেন তুমি এমন করছো?'

'কারণ, প্রাণ দিয়ে চাইলে পাওয়া যায় না—পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত আমি কোনো কিছুই তেমন করে চাইনি। কিন্তু তোমাকে পাবার জন্যে আমি

একেবারে স্থির নিশ্চিত। অ্যানি, তুমি আমাকে শুধু একটা সুযোগ দাও… সেটুকুই আমার প্রার্থনা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তুমি আমাকে দেখেছো একটা গোবেচারা মানুষ হিসেবে। কিন্তু একটা মাস সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে কাটালে তুমি হয় আমাকে ভালবাসবে, নয়তো ঘেন্না করবে! সে ঝুঁকিটুকু আমি নেবো।'

জানলার কাচ নামিয়ে দিয়ে অ্যালেন বললো, 'লেয়ন, এবারে আমাদের স্টর্ক ক্লাবে নিয়ে চলো।'

দশটার সময় জিনো ক্লাব ঘরে এসে হাজির হলেন। তারপর যথারীতি হুল্লোড। লা রঁদ-এ ওরা গিয়ে যখন পৌছলো, তখন রাত এগারোটা সমস্ত ঘর কানায় কানায় ভর্তি। শ্যাম্পেন আর এক বোতল স্কচ আনার নির্দেশ দিয়ে জিনো বললেন, 'অ্যাডেল ওর অভিনয় শেষ হলেই চলে আসবে। ও আবার স্কচ পছন্দ করে। বলে, শ্যাম্পেন খেলে বড্ড মুটিয়ে যেতে হয়।'

টেবিলগুলোর সামনে মানুষের ভিড় লক্ষ্য করছিলো অ্যানি। দেখছিলো, একটু ভালো জায়গায় বসতে পাবার জন্যে কতো চেষ্টা-চরিত্র চলছে… পরিচারকের হাতের তালুতে গোপনে টাকা গুঁজে দেওয়াও চলছে সমানে।

সাড়ে এগারোটার সময় পুরোপুরি মঞ্চের রূপসজ্জা নিয়ে অ্যাডেল এসে পৌছলো।

'এভাবে এসেছো কেন শুনি?' ওকে দেখেই জিনো খেঁকিয়ে উঠলেন: 'তুমি জানো না, এসব আমি ঘেন্না করি?'

'কি করবো বলো! আসতে যদি দেরী হয়ে যায়।'

'কটা বছর আগে সিনেতারার জন্যে সবাই পাগল ছিলো।' অ্যালেন বললো, 'এখন আবার মহিলারা টনি পোলারকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু করেছেন। আমি এর অর্থ বুঝি না।'

'বোঝার চেষ্টাও কোরো না,' জিনো মুখ বাঁকালেন।

'আরে! ওই ছাখো…' অ্যাডেল আচমকা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'হেলেন লসন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে! ওর মিঙ্কটার দিকে ছাখো একবার, একেবারে লাল হয়ে গেছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ওটা অন্তত দশ বছরের পুরনো। অথচ কত্তো পয়সা ওর! শুনেছি, ও নাকি ভীষণ কঞ্জুস। … আরে, ওটা নিশ্চয়ই জেনিফার নর্থ!'

চিত্রগ্রাহীদের পরিবেষ্টিত জেনিফারের দিকে অ্যানিরও দৃষ্টি ছুটে

গিয়েছিলো। মেয়েটি অনস্বীকার্য ভাবে সুন্দরী। যেমন দীর্ঘাঙ্গী, তেমনি আকর্ষণীয় শরীর। সাদা পোশাকে ঝলমলে পুঁতির অলঙ্করণ, দুই স্তনের মাঝামাঝি অসামান্য খাঁজটার প্রমাণ রাখার জন্যে বুকের কাছটা যথেষ্ট গভীর করে কাটা। চুলগুলো প্রায় সাদা। কিন্তু আসলে ওর মুখখানাই অ্যানির মনোযোগ কেড়ে রাখলো—অকৃত্রিম সৌন্দর্যময় একখানা মুখ, যা ওর দীর্ঘ চুল এবং শরীরের নাটকীয় সৌন্দর্য থেকে একেবারে আলাদা। পরিচারকরা কোনোক্রমে ওকে ঘরের ঠিক উলটো দিকে বেষ্টনীর কাছাকাছি একটা টেবিলের কাছে নিয়ে এলো। ওদের দলের সকলে আসন গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত হেনরি বেলামিকে দেখতে পায় নি অ্যানি।

'নাঃ, ডেট করছেন বটে তোমার বড়ো সাহেব।' অ্যালেন বললো। 'একসঙ্গে হেলেন লসন আর জেনিফার নর্থ।'

'না না, ওই তো আর একটা লোক বসেছে,' অ্যাডেল বললো, 'ওই যে কুর্সিতে বসছে। ওই লোকটাই নির্ঘাৎ জেনিফারের ডেট। কি দারুণ দেখতে লোকটাকে।'

'উনি লিয়ন বার্ক,' নিরুত্তাপ গলায় বললো অ্যানি।

'ওঃ, তা হলে এই সেই লিয়ন বার্ক।' অ্যালেন বললো।

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো অ্যানি। লক্ষ করলো, লিয়ন জেনিফারের কোটটা কুর্সির পেছনে ঝুলিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। চোখ ধাঁধানো এক-টুকরো হাসি দিয়ে লিয়নের ওই শিষ্টতাটুকুর পুরস্কার দিলো জেনিফার।

আচমকা শিস দিয়ে উঠলো অ্যালেন, 'আমি ভাবছি ওই সোনালী ভেনাসটি আজ রাত্তিরে আমার পুরনো বিছানাটাতেই দলিত মথিত হতে যাচ্ছেন কিনা।'

'উনি মিঃ বেলামির একজন মক্কেল,' শীতল কণ্ঠে অ্যানি বললো। 'আমার ধারণা, লিয়ন বার্ক শুধুমাত্র ওর দেহরক্ষীর কাজ করছে।'

'অবশ্যই। আর এই বিশ্রী কাজটার জন্যে ওকে অতিরিক্ত খাটুনির পারিশ্রমিক দিতে হেনরিকে বাধ্য করছে লিয়ন।'

অ্যানি ভাবছিলো, জেনিফারের মতো একটা মেয়ে এমন কি মজার কথা বলতে পারে? আর লিয়নই বা ওকে কি বলছে? নিশ্চয়ই বোমা-বিধ্বস্ত গোলাবাড়ি আর কর্পোরালের কথা নয়। মাথা পেছনে হেলিয়ে হাসছে অ্যালেন। বারবেরি রুমে ও এমন করে হাসে নি। অবশ্য অ্যানি

তখন ছিলো অফিস-ফেরত ক্লান্ত একটি মেয়ে, যে লিয়নকে লিখবার জন্যে মিনতি করেছিলো, যাতে অতীতের অনেক কুৎসিত ঘটনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো লিয়নের। লিয়ন একটা সিগারেট ধরিয়ে জেনিফারের হাতে তুলে দিতেই মুখ ফিরিয়ে নেয় অ্যানি।

হঠাৎ ঘরের আলোগুলো ক্ষীণতর হয়ে আসে। শেষ মুহূর্তের ফরমাশ নেবার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে পরিচারকের দল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত কর্মচাঞ্চল্য থেমে যায়, উন্মুখ আগ্রহে নিশ্চুপ হয়ে ওঠে দর্শকবৃন্দ। অন্ধকার মঞ্চ থেকে ঐকতান বাদ্যে টনি পোলারের গানের সুর শোনা যায়। বৃত্তাকার আলোটা মঞ্চের মাঝামাঝি এসে স্থির হতেই দৃপ্ত ভঙ্গিমায় ভেতরে এসে ঢোকে টনি পোলার, মাথা নিচু করে বিনম্র ভঙ্গিমায় দর্শকদের সরব প্রশংসা গ্রহণ করে। লোকটা লম্বা, সুদর্শন আর সব মিলিয়ে কেমন ছেলেমানুষি ভাব। যে কোনো মেয়েই ওকে বিশ্বাস করবে, যে কোনো নারীই ওকে আগলে রাখতে চাইবে।

দেখতে শুনতে লাজুক মনে হলেও, টনি পোলার গানগুলো ভালোই গাইলো। প্রথম পর্যায়ের গানগুলো শেষ হবার পর, ও যে সাত্যিই কঠিন পরিশ্রম করছে সেটা দেখাবার জন্যে টাই-এর বাঁধনটা ঢিলে করে দিলো। তারপর একটা বহনযোগ্য মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে দর্শকদের মাঝখানে নেমে এসে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে লাগলো। জেনিফারের কাছ দিয়ে যাবার সময় ওদের চার চোখের দৃষ্টি মিলিত হলো। সহসা কি যেন হলো টনির, একটা পঙ্‌ক্তি ভুল হয়ে গেলো ওর—দ্রুত সরে এলো জেনিফারের কাছ থেকে। তারপর ও যা দেখেছে তা যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না এমনিভাবে আবার ফিরে গিয়ে শেষ করলো গানটা কিন্তু ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে রইলো জেনিফারের দিকে। গানটা শেষ হবার পর আবার ঘরের কেন্দ্রস্থলে ফিরে গেলো টনি এবং আর একটি বারও জেনিফারের দিকে না তাকিয়ে অনুষ্ঠানের অবশিষ্ট অংশটুকু শেষ করলো।

দর্শকরা কিন্তু কিছুতেই টনিকে যেতে দিতে রাজি হয় না। বার বার মাথা নিচু করে অভিনন্দন গ্রহণ করতে থাকে টনি। কিন্তু আলো জ্বলার পরেও উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনি বন্ধ হয় না। বারবার দাবী উঠতে থাকে 'আবার হোক! আর একখানা!' ছেলেমানুষি কৃতজ্ঞতায় স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে টনি। নিজের গলার দিকে দেখায়, এমন ভাব দেখায় যেন সে ভীষণ ক্লান্ত। কিন্তু কলরব বেড়েই চলে। অবশেষে বাদকদের সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিয়ে

আবার যথাস্থানে ফিরে আসে সে। তারপর বাজনা শুরু হবার পর সোজা-সুজি জেনিফারের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গানটা গাইতে শুরু করে। গানটা একটা আধুনিক প্রেমের গান, অন্যান্য অনেক জনপ্রিয় গানের মতো এটার বাণীও ব্যক্তিগত অর্থ বহন করতে পারে। মনে হচ্ছিলো, টনি পোলার যে আকস্মিক ভাবে প্রেমের সন্ধান পেয়ে গেছে—সে কথা জেনিফার এবং উপস্থিত আটশো দর্শকের কাছে স্বীকার করার জন্যেই যেন গানটা লেখা হয়েছিলো। গানটা শেষ করে অবনত মস্তকে আবার অভিবাদন জানায় টনি। তারপর এক অস্বস্তিকর দীর্ঘ মুহূর্তের জন্যে অপলক চোখে জেনিফারের দিকে তাকিয়ে থেকে স্থান ত্যাগ করে।

ইতিমধ্যে আলো জ্বলে ওঠে, চড়া স্বরে নাচের বাজনা শুরু হয়। অ্যানিকে নাচার প্রস্তাব দেয় অ্যালেন। অ্যানি লক্ষ্য করে, লিয়ন জেনিফারকে নাচের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। নাচের মাঝেই পরিচয় আদান-প্রদান হয়। ক্রমশ ভিড় পাতলা হতে থাকে। একসময় অ্যানি লক্ষ্য করে, সর্বপ্রথম যে টেবিল-গুলো ফাঁকা হলো, জেনিফারদের টেবিলটা তার মধ্যে একটা

সামান্য কয়েকদিন পরেই অ্যানির খবর ফের পত্রিকায় ছাপা হলো। রোনি উলফ ওদের বাগদানের আংটির কথাটা ঘটা করেই লিখেছিলো। অফিসে পৌছে অ্যানি দেখলো, স্টেইনবার্গ এবং অন্য মেয়েরা অধীর উত্তেজনায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

'দেখি, দেখি!' অল্পবয়সী মেয়েটি প্রশ্ন করে, 'কবে পেলিরে এটা?'

'এটার ওজন কি সত্যি সত্যি দশ ক্যারেটের ওপরে!' মিস স্টেইনবার্গ জিজ্ঞেস করেন।

অ্যানি অনিচ্ছাভরে হাতটা এগিয়ে ধরতেই ওরা আকুল হয়ে আংটিটার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আসলে এটার দাম খুব বেশি বলেই ও এটাকে ঘরে রেখে আসতে ভরসা পায় নি। ঠিক করেছে, যতো শীঘ্রি সম্ভব অ্যালেনকে ও এটা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু এখন এটাই সংবাদ হয়ে উঠেছে।

ও যখন চিঠিপত্রগুলো গোছগাছ করছিলো, তখন লিয়ন বার্ক এসে ওর টেবিলের কাছে দাঁড়ালো। অ্যানির হাতটা একটিবার তুলে ধরে, একটু শিস দিয়ে, ফের হাতটা ছেড়ে দিলো লিয়ন, 'বেশ ভারি, তাই না? লোকটাকে কিন্তু বেশ ভালো বলেই মনে হয়, অ্যানি।'

'খুব ভালো,' মৃদু স্বরে বললো অ্যানি। 'আর জেনিফার নর্থকেও তো খুব ভালো বলেই মনে হলো!'

'আজ অব্দি আমি যতো ভালো মেয়ে দেখেছি জেনিফার নর্থ তাদের মধ্যে একজন।' লিয়নের মুখে এক বিচিত্র অভিব্যক্তি 'সত্যিই ভালো।'

লিয়ন নিজের অফিসে ফিরে যায়, করুণ মুখ করে বসে থাকে অ্যানি। লাঞ্চের একঘণ্টা সময় ও অন্য মেয়েদের সঙ্গ এড়িয়ে একা একাই ফিফ্‌থ এভিন্যু ধরে হেঁটে বেড়ালো খানিকটা। অফিসে ফিরে এসে দেখলো, ওর টেবিলে একখানা খবরের কাগজ ভাঁজ করা রয়েছে। হয়তো মেয়েদের মধ্যে কেউ কাগজটা রেখেছে ভেবে, সেটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলতে যায় অ্যানি। তারপরেই দেখতে পায়, পত্রিকাটার এক কোণে অফিসের একটুকরো স্মারক কাগজ ক্লিপ দিয়ে লাগানো। কাগজটার ওপরে টাইপে লেখা, 'লিয়ন বার্কের কাছ থেকে স্মারকলিপি'—তারপর হাতে লেখা, 'হয়তো অ্যানি গুজবেতে আগ্রহ থাকতে পারে—দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।'

দু নম্বর পৃষ্ঠায় জেনিফারের সুন্দর একখানা ছবি—আর সেই সঙ্গে টনি পোলার। কালো অক্ষরের শিরোনামাটা ঘোষণা করছে: 'ব্রডওয়ের নতুনতম রোমান্স।' পুরো গল্পটাই খোশ মেজাজে লেখা হয়েছে। টনি পোলারের ভাষ্য হিসেবে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, 'এটা একটা বিজলীর চমকের মতো আমাকে আঘাত করেছে।' জেনিফারের ভাষ্য ততোটা বিস্ফোরক নয়, কিন্তু ও-ও লজ্জায় রাঙা হয়ে স্বীকার করেছে যে আকর্ষণটা দুপক্ষেরই বটে। অনুষ্ঠানটা শেষ হবার পরে দুজনারই বন্ধুলোক লিয়ন বার্কের মাধ্যমে ওদের পরিচয় হয়। 'লিয়ন ওকে নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দেয়।' টনি বলেছে, 'লিয়ন বলে, আমি তো তোমাকে বলেছিলাম যে উদ্বোধনের রাত উপলক্ষে আমি তোমার জন্যে একটি উপহার এনে রেখেছি!'···

পত্রিকাটা বন্ধ করে গা এলিয়ে বসে অ্যানি। এক অবর্ণনীয় দুঃখে সহসা নিজেকে যেন ভারি দুর্বল মনে হয় ওর। 'লিয়ন ওকে আমার হাতে তুলে দেয়' লাইনটা বারবার শুধু ওর মনে ঘুরে ফিরে আসে।

'অ্যানি'

আচমকা স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে ও। ভাখে, নীলি ওর টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

'অ্যানি, আমি জানি আমার পক্ষে এখানে আসাটা একটা বিশ্রী ব্যাপার।

কিন্তু আমি কিছুতেই বাড়িতে যেতে পারছি না ··তোমার সঙ্গে আমার দেখা করা বিশেষ দরকার।' নীলির সমস্ত মুখখানা অশ্রুসিক্ত।

'তুই মহলায় যাস নি ?' জিজ্ঞেস করে অ্যানি।

সহসা সংযম হারিয়ে দুরন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে নীলি।

চিন্তিত ভাবে বন্ধ দরজার ওধারে হেনরির অফিসের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে নীলিকে ওর কুর্সিতে বসিয়ে দেয় অ্যানি. 'তুই বোস নীলি · একটু সামলাতে চেষ্টা কর নিজেকে। দাঁড়া, আমি আমার কোটটা নিয়ে আসছি—একসঙ্গে বাড়িতে ফিরবো।'

'আমি বাড়িতে যেতে চাই না · কিছুতেই আমি ওই ঘরটার মুখোমুখি হতে পারবো না!' নীলি বলতে থাকে, 'সকাল বেলা যখন ঘর থেকে বেরোই. তখন আমি কতো খুশীই না ছিলাম! আয়নার ওপরে লিপস্টিক দিয়ে লিখেছিলাম, 'ব্রডওয়েতে গশেরোস।' এখন আমি কোন মুখে সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো ?'

'কিন্তু নীলি তুই তো এখানে বসে এমন করে ভেঙে পড়তে পারিস না। আর নেহাত যদি থাকতেই চাস, তো শান্ত হয়ে বল—কি হয়েছে ? তুই মহলায় যাস নি কেন ?'

'অ্যানি, আমি ওই অনুষ্ঠানটাতে নেই,' আবার জোরে ফুঁপিয়ে ওঠে নীলি।

'তার মানে ওরা গশেবোসকে নিচ্ছে না ?'

'নিচ্ছে শুধু আমাকেই ওরা বাদ '

'শুরু থেকে বল। কি হয়েছিলো ?'

'কি আবার হবে ? দশ মিনিট দেরী করে ইংলণ্ডের রানীর মতো হেলেন লসন এসে হাজির হলেন। পরিচালক বললেন· 'আপনার পছন্দ মতো তারকাদের বেছে নিন, মিস লসন।' তারপর যারা ওঁর অচেনা, তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করলেন···' বলতে বলতে থেমে যায় নীলি, অশ্রু-জলে নতুন করে ওর চোখের কোল দুটি কানায় কানায় ভরে ওঠে।

'তারপর কি হলো ?'

'ডিক আর চার্লির দিকে তাকিয়ে উনি ঘাড় নাড়লেন· কিন্তু আমার ঠিক ওপর দিয়ে এমন ভাবে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন, যেন আমি আদৌ ওখানে নেই। তারপর ডিক আর চার্লিকে বললেন, 'তাহলে তোমারই গশেরোস !

তা শোনো, আমাদের একত্রে একটা নাচ করতে হবে। তোমরা বরং একটু বেশি করে শাক-সবজি খাও, কারণ আমাকে তোমাদের চারদিকে ঘোরাতে হবে কিনা।'

'ওঁকে ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই—ওঁকে। তা আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মিস লসন, আপনি তো জানেন যে গশেরোসে তিনজন আছে। আমি তাদের মধ্যে একজন। আমার নাম নীলি।' উনি আমার দিকে একটিবারও না তাকিয়ে পরিচালকের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার ধারণা, যা কিছু ঠিক করার—ঠিক হয়ে গেছে।' তারপর গটমট করে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট পরেই পরিচালক চার্লিকে কোণের দিকে ডেকে নিয়ে কি যেন কথাবার্তা বললেন। মনে হলো, চার্লি যেন তাকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছে। তারপর চার্লি ফিরে এসে বললো, 'শোনো নীলি, ওরা ঠিক আমাদের নাচটা দেখানোর জন্যে নেয় নি। নিয়েছে, আমাদের নাচটার একটা হাস্যকর অনুকরণ করে লোক হাসানোর জন্যে। ওটা একটা স্বপ্নের দৃশ্য হবে, আর তাতে হেলেনকে আমাদের চারদিকে ধরে ধরে ঘোরানোর কথা।'

'কিন্তু তুই তাহলে কি করবি ?' আনি শুধালো, 'তোর সঙ্গেও তো চুক্তি আছে।'

নীলি ঘাড় নাড়লো, 'চার্লি গশেরোসের নামেই চুক্তি করে। এটা সপ্তাহে পাঁচশো ডলারের চুক্তি। কথা ছিলো, ও আর ডিকি সপ্তাহে দুশো করে পাবে—আর আমি পাবো একশো করে। এখন চার্লি বলছে, কাজ না করলেও আমি একশো করে পাবো। কিন্তু আমি ওকে বিশ্বাস করিনে। ও যখন এতো সহজেই আমাকে সরিয়ে দিতে পারে, তখন ও আমাকে টাকা দেবে বলে আমি কি করে বিশ্বাস করবো ? তা ছাড়া, আমি করবোই বা কি ? চুপচাপ ওই বিশ্রী ঘরটাতে বসে বসে ঝিমোবো ?'

'তা সত্যি।' আনি একমত হয়। 'তবে নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে হয়তো তুই একটা কাজ খুঁজে নিতে পারবি।'

'কি কাজ ?'

'তা ধর ঠিক আছে, বাড়িতে গিয়ে কথাবার্তা বলা যাবে 'খন—চল। একটা কিছু আমরা ঠিকই ভেবে বের করবো। আমি যে কর্মচারী নিয়োগ সংস্থায় গিয়েছিলাম, সেখানে আমি তোকে পাঠাতে পারি ··আর··'

'আমি টাইপ করতে জানিনে। আমার কোনো কলেজী ডিগ্রী নেই। আমি কিছুই করতে পারি নে—তাছাড়া আমি ওই অনুষ্ঠানটাতে থাকতে চাই!' আবার প্রচণ্ড ভাবে ফোঁপাতে শুরু করে নীল।

'নীলি, প্লিজ··' অ্যানি জানতো, মিসেস স্টেইনবার্গ এবং অন্যান্য মেয়েরা এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু ওর সব চাইতে বিশ্রী আতঙ্কটা বাস্তবায়িত হয়ে উঠলো, যখন লিয়ন বার্ক এসে দরজাটা খুলে দাঁড়ালো। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে ওঠা নীলিকে দেখে প্রশ্নালু চোখে ওর দিকে তাকালো লিয়ন।

'এ হচ্ছে নীলি', অ্যানি ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে বললো, 'ও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে।'

'সেটা খুবই কম করে বলা হলো', লিয়ন বললো।

'আঃ আমি দুঃখিত। আমি যখন কাঁদি, তখন জোরে জোরেই কাঁদি।' আয়ত চোখদুটি মেলে লিয়নের দিকে তাকায় নীলি, 'আপনি নিশ্চয়ই হেনরি বেলামি নন?'

'না, আমি লিয়ন বার্ক।'

'নীলি আজ একটা ব্যাপারে ভীষণ হতাশ হয়েছে,' অ্যানি বললো।

'হতাশ। আমি মরে যাওয়ার জন্যে তৈরী,' বিষয়টার গুরুত্ব প্রমাণ করার জন্যে নীলি নতুন করে ফোঁপাতে শুরু করে।

'এই সোজা পিঠ ওয়ালা কুর্সিতে বসে মরাটা নিশ্চয়ই খুব অস্বস্তিকর হবে,' লিয়ন বললো, 'তার চাইতে এ ব্যাপারটাকে আমরা আমার ঘরে নিয়ে যাই না কেন?'

লিয়নের চামড়ার কুর্সিতে আরাম করে বসে নতুন করে কেঁদেকেটে সম্পূর্ণ ঘটনাটা ফের পুনরাবৃত্তি করলো নীলি। সহানুভূতির ভঙ্গিমায় ঘাড় নেড়ে লিয়ন বললো, 'কিন্তু হেলেন এ ধরনের একটা কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাসই করতে পারি না।'

'এ একটা খুনে,' চিৎকার করে উঠলো নীলি।

লিয়ন ঘাড় দোলালো, 'আমি ওর হয়ে কিছু বলছি না। ওর ব্যবহার একটু রূঢ়ই বটে—কিন্তু এটা ঠিক হেলেনের মতো কাজ নয়।'

'কিন্তু ঘটনাটা যেমন ঘটেছে, আমি ঠিক তেমনই বলেছি একটুও বানিয়ে বলিনি।'

একটা সিগারেট ধরালো লিয়ন, মুহূর্তের জন্যে ওকে খানিকটা চিন্তিত

দেখালো। তারপর বললো, 'আচ্ছা, গশেরোসের একজন না হয়েও তুমি কি ওই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রাজী হবে ?'

'ওই হতচ্ছাড়াগুলো ! ওরা যে ভাবে আমাকে অপদস্থ করেছে, তারপর ওদের সঙ্গে ফের কাজ না করার জন্যে আমাকে যা করতে হয়—আমি তাই করবো।'

গ্রাহযন্ত্র তুলে নিয়ে অনুষ্ঠানটার প্রযোজক গিলবার্ট কেসকে লাইনটা দিতে বললো লিয়ন। প্রথমটাতে কুশলবার্তা বিনিময়ের পর ফুটবলের আগামী তালিকা নিয়ে আলোচনা করলো ওরা। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, এমনি ভাবে লিয়ন বললো, 'ভালো কথা গিল, তুমি গশেরোস নামে একটা দলকে চুক্তিবদ্ধ করিয়েছো। হ্যাঁ—আমি জানি, হেলেন ওদের সঙ্গে একটা নাচ করতে চায়। কিন্তু তুমি তো জানো, গশেরোসে মোট তিনজন ছিলো হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা তোমার ব্যাপার নয়।' গ্রাহযন্ত্রের কথামুখে হাত চাপা দিয়ে লিয়ন নীলিকে ফিসফিস করে বললো, 'তোমার জামাইবাবুটি সত্যিই একটি বদমাশ—চুক্তিতে সই করার আগেই ও তোমাকে হটিয়ে দিয়েছিলো।'

'তা সত্ত্বেও ও আমাকে মহলাতে নিয়ে গিয়ে বোকা বানিয়েছে।' ফুঁসে উঠলো নীলি, 'আমি ওকে '

লিয়ন ওকে শান্ত হতে ইঙ্গিত জানায়। কিন্তু রাগে জ্বলতে থাকে নীলির চোখদুটো, 'আমি গিয়ে ওকে খুন করে ফেলবো।'

'তোমার বয়েস কতো ? সত্যি করে বলো।'

'উনিশ '

'ওর বয়েস সতেরো,' আমি ফিসফিসিয়ে বলি।

'কোনো কোনো রাষ্ট্রে কাজ করার জন্যে আমার বয়েস উনিশ বছরই বলতে হয়,' নীলি যুক্তি দেখায়।

জয়ের হাসিতে লিয়নের সারামুখ ভরে ওঠে, 'শোন গিল, নিশ্চয়ই আমরা কেউই ঝামেলা চাই না। ওই অনুষ্ঠানে আমাদের আছে হেলেন লসন আর সেই সঙ্গে আছে ব্যালে নাচের একজন নির্দেশক এবং জেনিফার নর্থ। সমস্ত কিছু মসৃণ ভাবে চলাই আমাদের পক্ষে সুবিধেজনক। যেটা আমরা কেউই চাই না, তা হচ্ছে মামলা-মকদ্দমা। হ্যাঁ, আমি মামলার কথাই বলেছি। গশেরোসরা তাদের যে ছোট্ট অংশীদারটিকে সরিয়ে দিয়েছে, তার বয়েস মাত্র সতেরো। ওই ছোড়াগুলো মেয়েটির বয়েস সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলে কিছুদিন

ধরে ওকে সারা দেশময় চড়িয়ে বেড়াচ্ছিলো। এখন মেয়েটি যদি ওদের নামে মামলা করতে চায়, তবে ব্যাপারটা কিন্তু ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। আমার ধারণা. চুক্তিটা শুধুমাত্র গশেরোসদের জন্যে · বর্তমান অনুষ্ঠানটা ভেঙে দেবার জন্যে না। হ্যাঁ গিল, আমি জানি ওরা তোমাকে বলেছে যে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে—কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে, সব কিছু ঠিক নেই। ও মামলা করবে, তা আমি কি করে জানলাম ? কারণ ও এখানেই বসে আছে !' নীলির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে আয়েসী ভঙ্গিমায় নতুন একটা সিগারেট ধরায় লিয়ন।

'আমি জানি গিল, নতুন একটা নাচের দল খুঁজতে শুরু করা এখন খুবই মুশকিল। কিন্তু আমার ধারণা, ফোনের মাধ্যমেই আমরা ব্যাপারটার একটা ফয়শলা করে নিতে পারি। ··গশেরোসের সঙ্গে চুক্তি পাঁচশো ডলারের—ঠিক বলেছি ? এবং প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে তুমি তাদের একটি পয়সাও না দিয়ে বাসয়ে দিতে পারো, ঠিক ? তাহলে তুমি ওদের বাস্তব ঘটনাটা জানিয়ে চারশো ডলারের একটা নতুন চুক্তি ধরিয়ে দাও। তারপর ওদের ছোট্ট অংশীদারটির জন্যে আর একটা একশো ডলারের চুক্তি ছাড়ো। ও সমবেত সঙ্গীতের অংশে বদলী হিসেবে থাকুক···শিখুক।···এতে দ্যাখো, তোমার একটি আধলাও বেশি খরচ হচ্ছে না অথচ সকলেই খুশী হচ্ছে ! অবশ্যই ! হ্যাঁ, আমি ওকে আসছে কাল মহলায় যাবার কথা বলে দেবো। ' আচ্ছা··· ছাড়ি তাহলে। রাত্রিবেলায় কোপাতে দেখা হবে।'

গ্রাহযন্ত্র রেখে দিয়ে নীলির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো লিয়ন, 'তুমি তাহলে অনুষ্ঠানটাতে রইলে।'

একছুটে এগিয়ে এসে গভীর কৃতজ্ঞতায় ওকে জড়িয়ে ধরলো নীলি, 'ওহ্ মিঃ বার্ক · আপনি কি দারুণ !' তারপরেই জাপটে ধরলো অ্যানিকে, 'অ্যান, এ আমি কোনোদিনও ভুলবো না ! আমি যদি কিছু করতে পারি···অথবা যদি কোনোদিন তোমার কোনো প্রয়োজন হয়, তবে আমি নিশ্চয়ই এর শোধ দেবো আমি দিব্যি কেটে বলছি · '

দূরভাষ বেজে উঠছিলো। গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিলো লিয়ন। পরক্ষণেই কথা-মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'আবার গিল কেস।'

লিয়ন হেসে না ওঠা পর্যন্ত এক অজ্ঞাত আশঙ্কা অনুভব করছিলো অ্যানি।

'আমি জানি না গিল।' নীলির দিকে তাকিয়ে লিয়ন প্রশ্ন করলো, 'তোমার নামটা কি বলো তো ?'

ওর ছেলেমানুষি চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, 'কেন··· নীলি।'

'নীলি,' নামটা পুনরাবৃত্তি করলো লিয়ন। তারপরেই ফের নীলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'নীলি, কি ?'

'এই সেরেছে।··· তা তো জানি না। মানে, গণেরোসের একজন হয়ে থাকার জন্যে আমাকে কক্ষনো নাম নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় নি। কিন্তু তাই বলে আমি ইথেল অ্যাগনেস ও' নীল নামটা ব্যবহার করতে পারি না।'

'তাহলে আমি কি ওকে আসছে কাল অব্দি, মানে যতোক্ষণ তুমি ভেবে চিন্তে একটা কিছু বের করতে না পারছো, ততোক্ষণ অপেক্ষা করতে বলবো ?'

'আর সেই সঙ্গে ওকে মন পাল্টাবার একটা সুযোগ দেবো ? কক্ষনো না ! আচ্ছা অ্যানি, আমি তোমার নামটা ব্যবহার করতে পারি ? নীলি ওয়েলস ?'

মৃদু হাসলো অ্যানি, 'তার চাইতে বেশি চমক লাগানো একটা কিছু ভেবে দেখতে পারো।'

মরিয়া হয়ে লিয়নের দিকে তাকালো নীলি, 'মিঃ বার্ক ?'

লিয়ন ঘাড় নাড়লো, 'নীলি বার্ক নামটাতে তেমন কোনো জাদু নেই।'

এক মুহূর্ত নিস্পন্দ হয়ে রইলো নীলি। পরক্ষণেই আচমকা ওর চোখ দুটি ঝলসে উঠলো, 'নীলি ও' হারা!'

'কি ?' লিয়ন এবং অ্যানি দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠে।

'নীলি ও' হারা—এটাই সব চাইতে ভালো। আমি আইরিশ, আর স্কারলেট আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র।'

'ও সবে মাত্র গন উইথ দ্য উইণ্ড পড়েছে,' অ্যানি বুঝিয়ে বলে।

'কিন্তু নীলি, আমার দৃঢ় ধারণা আমরা এর চাইতেও বেশি সুরেলা কোনো নাম খুঁজে বের করতে পারবো,' লিয়ন প্রস্তাব জানালো।

'বেশ কি ?'

'হ্যাঁ গিল, আমি এখনও ধরে আছি,' লিয়ন বললো। 'আমরা নামটার ব্যাপারে একটা ছোটখাটো আলোচনা সভা করছি।'

'আমি নীলি ও' হারা-ই হতে চাই,' একগুঁয়ের মতো বললো নীলি।

'গিল, নামটা হবে—নীলি ও' হারা।' লিয়ন মুচকি হাসলো, 'হ্যাঁ, ও' হারা।· তাহলে কাল মহলার সময় চুক্তিটা ঠিক করে রেখো—আর চুক্তিটা যেন সাধারণ ন্যায্য চুক্তি হয়—কোরাসের নয়।' গ্রাহযন্ত্র রেখে দিয়ে লিয়ন বললো, 'তাহলে মিস নীলি ও'হারা, তুমি বরঞ্চ এখন অবিলম্বে গিয়ে অভিনেত্

সজে্য যোগ দাও। প্রথম চাঁদা একটু বেশিই—হয়তো একশো ডলারের ওপরে। তবে তোমার যদি অগ্রিম নেবার প্রয়োজন হয় ···'

'আমি সাতশো ডলার জমিয়েছি,' গর্বিত সুরে বললো নীলি।

'চমৎকার! আর ওই নামটাই যদি তুমি পাকাপোক্ত ভাবে রাখতে চাও, তবে আমি খুশী হযেই সেটা কাগজপত্রে বৈধ করে নেবার বন্দোবস্ত করবো।'

'তার মানে ওই নামটা যাতে কেউ চুরি করে নিতে না পারে?'

মৃদু হাসলো লিয়ন, 'তার চাইতে বরং বলা যাক, তাতে অনেক ব্যাপারে সুবিধে হবে। ধরো তোমাব সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারে, হিসেবের খাতাপত্র পরীক্ষা করাব ব্যাপারে '

'আমার আবার হিসেবপত্র? সেদিন কি কখনো আসবে?'

আবার দূরভাষ বেজে ওঠে। 'নির্ঘাৎ ও মত পালটেছে,' বিড়বিড় করে নীলি।

গ্রাহযন্ত্র তুলে নেয লিযন, 'হ্যালো? আরে হাঁ!' · ওর গলার স্বর পালটে যায। 'হাঁ, পত্রিকায আমি খবরটা পড়েছি। ··আরে আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি সবক্ষণ মদনদেবের ভূমিকায অভিনয় করে গেছি! আচ্ছা শোনো, শোনো·· লিয়ন হেসে ওঠে। 'তোমার কথা শুনে নিজেকে সাতফুট লম্বা বলে মনে হচ্ছে আমার। শোনো ডায়ান, অফিসে কয়েকজন বসে আছেন · আমি তাদেব অপেক্ষা করিযে রাখছি। ও ব্যাপারে আমবা আজ রাত্তিরেই কথা বলতে পারি। তুমি 'কোপা'তে অনুষ্ঠানটা দেখতে চাও? গিল কেস ওখানে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে।·· ঠিক আছে, আমি তাহলে আটটা নাগাদ তুলে তোমাকে নেবো · কেমন? লক্ষ্মী মেয়ে · ' আলোচনায পড়ার বাধা জন্যে ক্ষমাপ্রার্থীর মতো সামান্য হাসি হাসি মুখে নীলি এবং অ্যানির দিকে তাকায লিযন।

'ইতিমধ্যেই আমরা আপনার অনেকটা সময় নিযে নিযেছি,' অ্যানি উঠে দাঁড়ায। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'সে জন্যে কিছু নয। সত্যি কথা বলতে কি, যে বিছানাতে আমি ঘুমোই সেটার জন্যে আমি আপনার কাছেই ঋণী।'

অফিসের বাইরে এসে উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিমায় অ্যানিকে জড়িয়ে ধরলো নীলি, 'অ্যানি, আমার এতো আনন্দ লাগছে যে মনে হচ্ছে আমি যেন ফুসফুসের সবটুকু শক্তি দিয়ে চিৎকার করতে পারি।'

'তোর জন্যে আমিও খুব খুশী হয়েছি।'

'কি ব্যাপার বলো তো?' ওর দিকে তাকালো নীলি, 'তোমাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে! আমি এভাবে অফিসে এসে ঢুকে পড়েছি দেখে খেপে গেলে নাকি? আমি দুঃখিত।· কিন্তু লিয়ন তো রাগে নি, আর মিঃ বেলামি জানতেও পারেন নি। তাহলে? লক্ষীটি অ্যানি—বলো, তুমি রাগ করোনি· নযতো আমার সমস্ত দিনটাই মাটি হযে যাবে!'

'নারে, আমি রাগ করিনি! তবে একটু ক্লান্ত—এই যা।' নিজের আসনে গিয়ে বসলো অ্যানি।

''একদিন আমি যে করেই হোক, এর প্রতিদান দেবো অ্যানি···আমি প্রতিজ্ঞা করছি, দেবোই!'

নীলিকে অফিস থেকে বেরিযে যেতে লক্ষ্য করলো অ্যানি। যান্ত্রিকভাবে একটুকরো সাদা কাগজ টাইপরাইটারে গুঁজে নিলো ও। কার্বনের কালি ওর আংটিটাকে মলিন করে দিযেছিলো। সযত্নে সেটাকে পালিশ করে নিয়ে টাইপ করতে শুরু করলো ও।

প্রতিদিন মহলার খুঁটিনাটি ঘটনা অ্যানিকে এসে বলতো নীলি। অবশেষে একদিন এসে জানালো, ও একটা 'ভূমিকা' পেয়েছে—জনতাব দৃশ্যে তিন লাইনের একটা ছোট্ট ভূমিকা। কিন্তু তার চাইতেও বড়ো কথা, নাটকের উপনায়িকা টেরি কিঙ-এর বদলি হিসেবেও থাকছে। টেরি কিঙ্ যেমন সুন্দরী, তেমনি আবেদনময়ী। সেদিক দিযে নীলিকে ওর বদলী হিসেবে কল্পনাই করা যায় না। তবু যে ওকেই মনোনীত করা হয়েছে তার কারণ, দলেব অন্য কোনো মেয়েই গান গাইতে জানে না।·· নীলি আরও জানালো, মেল হ্যারিস নামে ওর একটি ছেলে-বন্ধু জুটেছে। ছেলেটিব বয়স ছাব্বিশ, নিউইযর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, পেশায একজন প্রেস এজেন্ট—কিন্তু একদিন সে প্রযোজক হবে বলে আশা রাখে। মেল শহরের মাঝামাঝি জাযগায় একটা ছোট্ট হোটেলে থাকে, আর প্রতি শুক্রবার রাত্রিবেলা পরিবারের সকলের সঙ্গে একত্রে ডিনার খাবার জন্যে ব্রুকলিনে ফিরে যায়।

'বুঝলে অ্যানি, ইহুদী পুরুষরা নিজেদের পরিবার সম্পর্কে ভীষণ সচেতন হয,' বলো নীলি।

'তুই কি সত্যিই ওকে পছন্দ করিস?'

'ওকে আমি ভালোবাসি !'

'তুই তো বললি, ওর সঙ্গে তুই মোটে একদিন বেড়িয়েছিস। তার মধ্যেই ওর প্রেমে পড়লি কি করে ?'

'কি একখানা কথাই না বললে! লিয়ন বার্কের সঙ্গেও তুমি মোটে একদিন লাঞ্চ খেয়েছিলে।'

'নীলি! লিয়ন বার্ক আর আমার মধ্যে সে সব কিছুই নেই আমি ওর কথা চিন্তাও করি না। সত্যি কথা বলতে কি, এখন আমি অ্যালেনকে বেশ পছন্দ করতেই শুরু করেছি।'

'কিন্তু মেলকে আমি ভালোবাসি। ও দেখতে তেমন সুন্দর নয়, কিন্তু ভীষণ ভালো। আমার ভয় ছিলো, আমার সতেরো বছর বয়েস শুনলে ও হয়তো পিছিয়ে যাবে। কিন্তু মিথ্যে করে যখন বললাম, আমার বয়েস কুড়ি—তখনও ও আমাকে কিছু করতে চেষ্টা করেনি।'

অ্যানির ঘরে বসে কথা বলছিলো ওরা। নিচতলায় নীলির ঘরের সামনে রাখা এজমালি দূরভাষে ঘন্টি বাজতেই লাফিয়ে উঠলো নীলি। 'এবারে নিশ্চয়ই আমার ফোন,' বলতে বলতে তরতর করে নেমে গেলো ও। ফিরে এলো মিনিট পাঁচেক বাদে বিজয়গর্বে হাঁফাতে হাঁফাতে, 'ও ফোন করেছিলো। আজ রাতে ও আমাকে মার্টিনিতে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে একজন গায়কের সঙ্গে ওর কাজ আছে।'

'রোজগারপত্তর তাহলে নিশ্চয়ই খুব ভালো ?' প্রশ্ন করলো অ্যানি।

'না, সপ্তাহে মোটে একশো ডলার। এখন ও আর্চি স্টেনারের হয়ে কাজ করছে যে কিনা প্রায় বারোটা বড়সড়ো অ্যাকাউন্ট চালায়। তবে শীঘ্রই ও স্বাধীনভাবে কাজকর্ম শুরু করবে। এখন আবার রেডিওর সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। জানো তো, ইহুদীরা স্বামী হিসেবে দারুণ হয়।'

'আমিও সেরকমই শুনেছি। কিন্তু আইরিশ মেয়েদের সম্পর্কে ওদের ধারণা কেমন, তা জানিস ?'

নীলি ভ্রু কোঁচকালো, 'সে তো আমি বলতেই পারি যে, মঞ্চের জন্যে আমি ও'হারা নামটা নিয়েছি—আসলে আমি অর্ধেক ইহুদী।'

'নীলি, ওভাবে তুই কিছুতেই লুকোতে পারবি না।'

দরকার হলে তাই করবো। মোটকথা, আমি ওকে বিয়ে করছি—এ

তুমি দেখে নিও,' অধোভাবে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরের মধ্যে নাচতে থাকে নীলি।

'এটা কি গানরে? ভারি সুন্দর তো!'

'এটা আমাদের নাটকেরই একটা গান। আচ্ছা অ্যানি, অ্যালেনের বাবা তোমাকে যে মিঙ্ক কোটটা দিতে চেয়েছেন সেটা নিয়ে, তুমি তোমার কালো কোটটা আমাকে বিক্রি করে দাও না? আমার একটা কালো কোটের দরকার।'

'এই, তুই গানটা আবার কর তো?'

'কেন?'

'এমনিই—কর।'

'এটা টেরি কিঙ্-এর গান। কিন্তু আমার মনে হয়, হেলেন লসন নিজেই গানটা গাইবার মতলব করছে। বেচারী টেরির এখন দুটো মোটে গান—এটা, আর অন্য একটা। সেটা সত্যিই দারুণ গান, কিন্তু হেলেন সেটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। কারণ গল্পে হেলেনের যে চরিত্র, তাতে ও গানটা মানাবে না।'

'যে গানটা তুই করছিলি, সেটা আর একবার কর।'

'যদি করি, তাহলে তুমি মিঙ্কটা পেয়ে তোমার কালো কোটটা আমাকে বিক্কিরি করবে?'

'ওটা আমি তোকে এমনিতেই দিয়ে দেবো···মানে আমি যদি কখনও মিঙ্কটা নিই। নে, এবারে গানটা কর।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো নীলি, তারপর জোর করে আবৃত্তি শোনাতে বাধ্য হওয়া একটা বাচ্চার মতো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গানটা গাইলো। অ্যানি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলো না। অসাধারণ কণ্ঠস্বর নীলির। নিচু পর্দায় ওর গলা যেমন সতেজ তেমনি সুরেলা। আর উঁচু পর্দাতেও স্বরক্ষেপণ সমান সৌন্দর্যময়।

'নীলি! তুই যে সত্যিই ভালো গাইতে পারিস রে!'

'সবাই পারে,' নীলি হাসলো।

'কিন্তু এ রকম পারে না! আমি মরে গেলেও গলা দিয়ে এক ফোঁটা সুর বের করতে পারবো না।'

'তুমিও যদি নাচ-গান-নাটকের দলের মধ্যে থেকে বড়ো হয়ে উঠতে,

তাহলে পারতে। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেই সব কিছু শিখে ফেলা যায়। আমি নাচতে জানি, জাদুর খেলা জানি, এমন কি কিছু কিছু হাত সাফাইয়ের খেলাও জানি।'

'কিন্তু নীলি, গান তুই সত্যিই ভালো করিস!'

'অনেক বলেছো,' কাঁধ ঝাঁকালো নীলি, 'এবারে তার সঙ্গে এক পেয়ালা কফির জন্যে কিছু পয়সা ছাড়ো—তাহলেই যথেষ্ট।'

মহড়ার দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে অ্যানি নিজেও হিট দ্য স্কাইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে জড়িয়ে পড়লো। সেদিন শেষ বিকেলে অ্যানি যখন অফিস থেকে প্রায় বেরিয়ে পড়েছে, তখন হেনরি ওর কাছে এসে হাজির হলেন। বললেন, 'অ্যানি, একমাত্র তুমিই আমার জীবন রক্ষা করতে পারো। একটা বিশেষ কাজে আমাকে এক্ষুনি একজায়গায় যেতে হচ্ছে। অথচ হেলেন লসন আশা করছে, আমি ওর নতুন স্টক ভরা ব্যাগটা নিয়ে ওর কাছে যাবো। ব্যাগটা আমার টেবিলের ওপরে রয়েছে।'

'সেটা কি আমি কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো?'

'না, তুমিই সেটা নিয়ে ওর কাছে যাও। ওকে বোলো, ও যে সম্পত্তিটার ব্যাপারে আগ্রহী, আমি সেটার সম্পর্কেই পরিচালকমণ্ডলীর একটা সভায় আটকে গেছি—কারণ যতোক্ষণ ও চিন্তা করবে আমি ওর পয়সার জন্যেই খাটছি, ততোক্ষণ ও কিছু মনে করবে না। ব্যাগটা তুমি নিজে নিয়ে গিয়ে ওর হাতে দিও। আর দোহাই ঈশ্বরের, আমার কথাটা যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে তার চেষ্টা কোরো।'

'আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো,' কথা দিলো অ্যানি।

'ব্যাগটা তুমি বুথ থিয়েটারে, মঞ্চের পেছন দিকের দরজার কাছে নিয়ে যাও। এখন যে কোনো মুহূর্তেই ওদের মহড়া ভেঙে যাবে। ওকে বোলো, কাল আমি ওর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত কথা বিশদ ভাবে বলবো।'

এসব কাজ অ্যানির আদৌ পছন্দ নয়। হেলেন লসনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করা ওর কাছে প্রতিদিনকার আর পাঁচটা সাক্ষাৎকারের মতো নয়। হেনরি ওকে ধরে ফেলেছেন বলে বিশ্রী লাগছিলো ওর। থিয়েটারে পৌঁছে নিতান্ত ভয়ে ভয়ে মঞ্চের দিককার কালো, রংচটা দরজাটা খুলে ধরলো ও। ঘোড়দৌড়ের কাগজটার দিকে ঝুঁয়ে থাকা বৃদ্ধ দারোয়ানটাকেও ভয়ঙ্কর বলে মনে হলো ওর।

'কি চাই ?' চোখ তুলে জানতে চাইলো লোকটা।

সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলে প্রমাণ স্বরূপ ব্যাগটাকে দেখালো অ্যানি।

'ভেতরে যান,' মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে ফের কাগজটায় মন দিলো লোকটা।

ভেতরে ঢুকতেই নাটকের কাগজ-পত্র হাতে একটা ক্ষিপ্র ধবনের লোক ওর পথ আটকে দাঁড়ায়। 'আপনি এখানে কি করছেন? রাগত স্বরে ফিসফিস করে ওকে প্রশ্ন করে লোকটা।

মনে মনে হেনরিকে শাপান্ত করতে করতে ফের পুরো ঘটনাটা বললো অ্যানি।

'কিন্তু ওরা তো এখনও রিহার্সেল দিচ্ছে,' রাগত স্বরেই বিড়বিড় করে বললো লোকটা। 'ততোক্ষণ আপনি তো এখানে এই উইংসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না! ওই দরজাটা দিয়ে চলে যান—যতোক্ষণ আমাদের মহলা না ভাঙছে, ততোক্ষণ দর্শক সারিতে গিয়ে বসে থাকুন।'

অন্ধকারে পথ হাতড়ে হাতড়ে শূন্য থিয়েটার হলে গিয়ে ঢোকে অ্যানি। তৃতীয় সারির বেঞ্চীর ওপরে গিলবার্ট কেস বসে আছে, মঞ্চের ঝলমলে আলো থেকে চোখদুটো আড়াল করার জন্যে টুপিটা সামনের দিকে খানিকটা নামানো। মঞ্চের পেছন দিকে কোরাসের মেয়েরা ক্লান্ত ভাবে বসে রয়েছে—কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথাবার্তা বলছে, কয়েকজন পায়ের ডিমগুলোকে নরম করার জন্যে ম্যাসাজ করছে, একজন কি যেন একটা বুনছে। অ্যানি লক্ষ্য করলো নীলি সোজা হয়ে বসে এক দৃষ্টিতে হেলেন লসনের দিকে তাকিয়ে আছে। আর মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন দীর্ঘকায় সুদর্শন পুরুষের কাছে একটা প্রেমের গান গাইছে হেলেন। হেলেনের শরীরে মাঝ-বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে—কোমরের কাছটা ভারি হয়েছে, নিতম্বজুটি ছড়িয়ে পড়েছে খানিকটা। অতীতের হেলেনের কথা স্মরণ করে অ্যানির মনে হলো, ও যেন একটা ঐতিহ্যময় স্মৃতিসৌধের বিকৃত রূপ দেখছে। হেলেনের শারীরিক গড়ন চিরদিনই ওর সব চাইতে বড়ো সম্পদ ছিলো। মুখখানাতে রূপলাবণ্যের অরূপণ প্রাচুর্য না থাকলেও, আকর্ষণীয় আর প্রাণময় ছিলো—আর ছিলো এক রাশ ঢল নামা দীর্ঘ কালো চুল।

গত পাঁচ বছর ব্রডওয়েতে হেলেনের অভিনীত কোনো বই মুক্তি পায়নি। ওর শেষ বইটা একটানা দু বছর ধরে চলেছিলো, তারপর একবছর কেটেছে অভিনয় সফরে। সফর কালেই শেষতম স্বামীটির সঙ্গে দেখা হয়েছিলো ওর।

তারপর ঝড়ের মতো ওরা ঘুরে বেড়িয়েছে ওমাহা, নেব্রাস্কায়—বিয়ে হয়েছে মহাধুমধাম সহকারে। হেলেন তখন প্রেসকে জানিয়েছিলো, এবারে ও স্বামীর গবাদি পশু-প্রজনন প্রতিষ্ঠানেই স্থিত হয়ে ওর জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠতম ভূমিকা অর্থাৎ কিনা স্ত্রীর ভূমিকায় রূপদান করবে। স্বামী, রেড ইনগ্রাম, একগাল হেসে বলেছিলেন, 'আমি এ মেয়েটির কোনো অনুষ্ঠানই দেখিনি। দেখলে, অনেক আগেই হয়তো ওর অভিনয় জীবনটা কেড়ে নিয়ে বিনষ্ট করে দিতাম। ও শুধু আমার জন্যে।' দুটো বছর সত্যিই স্থিত হয়েছিলো হেলেন। তারপরেই এ. পি এবং ইউ. পি-র খবরে জানা গেলো হেলেন তাবৎ বিশ্বজনকে জানিয়েছে, 'ওখানে থাকার অর্থ স্রেফ নরকবাস করা। ব্রডওয়েই ওর সত্যিকারের ঘরবাড়ি।' হেনরি তৎক্ষণাৎ বিচ্ছেদের বন্দোবস্ত করে ফেললেন, গীতিকার এবং নাট্যকারের দল তাদের নতুনতম সৃষ্টি নিয়ে ছুটে গেলেন হেলেনের কাছে, এবং তার ফলস্বরূপ হেলেন আবার ওর যথাস্থানে ফিরে এসেছে—হিট দ্য শাইনের জন্যে মহড়া দিচ্ছে।

অ্যানি লক্ষ্য করলো, যদিও হেলেনের চিবুকের নিচে এক থাক চর্বি জমেছে কিন্তু ওর চোখদুটি আজও খুশির জোয়ারে ঝিলমিলিয়ে ওঠে, কোঁকড়ানো কালো চুলগুলো আজও তেমনি নেমে এসেছে কাঁধ অব্দি। গানের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছিলো, হেলেন নতুন প্রেম-সন্ধানী এক বিধবার ভূমিকায় রূপদান করছে। কিন্তু তার আগে ও অন্তত পনেরো পাউণ্ড ওজন কমিয়ে নিলো না কেন? নাকি পরিবর্তনটা এতোই ধীরে হয়েছে যে হেলেন তা লক্ষ্যই করেনি? আমি ওকে গত আট বছর দেখিনি—তাই হয়তো আমি ধাক্কা খেয়েছি, ভাবলো অ্যানি, কিন্তু নিজের চোখে হেলেন হয়তো সেই আগের মতোই আছে।

ইতিমধ্যে গান শেষ করে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো হেলেন। ক্রমে সমস্ত মঞ্চটাই ফাঁকা হয়ে গেলো। অ্যানি বেরিয়ে আসতেই সেই রোগা ছোকরা ওকে হেলেনের রূপসজ্জার ঘরটা দেখিয়ে দিলো। দরজায় টোকা দিলো অ্যানি।

'ভেতরে আসুন।'

ভেতরে ঢুকতেই বিস্মিত চোখ তুলে তাকালো হেলেন, 'কে আপনি?'

'আমি অ্যানি ওয়েলস্, আমি—'

'দেখুন, আমি শ্রান্ত এবং ব্যস্ত। কি চান আপনি?'

'আমি এই ব্যাগটা নিয়ে এসেছি,' রূপসজ্জার টেবিলে ব্যাগটা রাখলো অ্যানি, 'মিঃ বেলামি পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'অ। তা হেনরি কোন চুলোয় রয়েছে ?'

'উনি একটা ভূ-সম্পত্তির ব্যাপারে পরিচালকমণ্ডলীর সভায় আটকে গেছেন। তবে উনি বলেছেন, কাল উনি আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনি যা বুঝতে পারবেন না, সব কিছু বুঝিয়ে দেবেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হাত নেড়ে ওকে যেতে ইঙ্গিত করে হেলেন। কিন্তু অ্যানি দরজার দিকে যেতেই ফের ও চিৎকার করে, 'এক মিনিট দাঁড়াও তো। আরে, আপনি না সেই মেয়ে, যার কথা আমি পড়লাম ? যে নাকি অ্যালেন রুপার্টকে পেয়েছে, আংটি পেয়েছে আরও কত সব কথা ?'

'আমি অ্যানি ওয়েলস।'

মিষ্টি করে হাসলো হেলেন, 'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুশী হলাম। আসলে আমি অমন জঘন্য ব্যবহার করতে চাই না। কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে জানো তো, তারা দারোয়ানের চোখে ধুলো দিয়ে দেখা করতে এসে হাজির হয়। দেখি ভাই তোমার আংটিটা—' আংটিটা দেখে প্রশংসায় মৃদু শিস দিয়ে ওঠে হেলেন, 'ভারি সুন্দর তো! আমার একটা আছে, এটার দ্বিগুণ বড়ো। কিন্তু সেটা আমি নিজেই নিজের জন্যে কিনেছিলাম।' অ্যানির হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় হেলেন। মিঙ্ক কোটটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে বলে, 'এটাও আমি নিজে কিনেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, কোনো পুরুষ মানুষই আমাকে কোনোদিন কিছু দেয় নি। তবে কিনা, একদিন হয়তো আমি সঠিক মানুষটির দেখা পেয়ে যাবো সে আমাকে অজস্র উপহারে ভরিয়ে দেবে এই কুৎসিত ইঁদুরের দৌড় থেকে উদ্ধার করবে আমাকে। অ্যানির দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলো হেলেন, 'তুমি এখন কোথায় যাচ্ছো ? আমার একটা গাড়ি আছে, তোমাকে নামিয়ে দিতে পারি।'

'না, না, আমি হেঁটেই যেতে পারবো,' দ্রুত বলে ওঠে অ্যানি, 'খুব কাছেই থাকি।'

'আমিও তাই। কিন্তু গাড়িটা আমি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পাই।'

ওরা যখন বাইরে এসে দাঁড়ালো তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। তাই হেলেনের প্রস্তাবে রাজী হলো অ্যানি। হেলেন চালককে বললো, 'আগে আমাকে নামিয়ে দাও। তারপর মিস ওয়েলস যেখানে যেতে চান, নিয়ে যাও।'

কিন্তু হেলেনের বাড়ির সামনে গাড়িটা এসে থামতেই হেলেন কি এক আকুল আবেগে অ্যানির হাত ধরে বললো, 'ওপরে এসে আমার সঙ্গে এক পাত্র পান করে যাও না, অ্যানি! একা একা পান করতে আমার ঘেন্না ধরে যায়। এখন তো মোটে ছটা বাজে। আমার এখান থেকেই তুমি তোমার বন্ধুকে ফোন করতে পারো—সে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।'

অ্যানি বাড়ি ফিরতে চাইছিলো, কিন্তু হেলেনের ঐকান্তিক আগ্রহী কণ্ঠস্বর ও উপেক্ষা করতে পারলো না। হেলেনকে অনুসরণ করে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলো ও। অ্যাপার্টমেন্টটা উষ্ণ আর আকর্ষণীয়। দেয়ালে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি। অ্যানি অবাক হয়ে দেখছিলো। এখানে না এলে ও হেলেনের চরিত্রের এদিকটা হয়তো কল্পনাই করতে পারতো না।

'পছন্দ হয়?' অহঙ্কারী সুরে প্রশ্ন করলো হেলেন. 'আমি কিন্তু এসব ছাইপাঁশের বিন্দুবিসর্গও বুঝি না। কিন্তু আমার ইচ্ছে, সবকিছুর শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলো আমাকে ঘিরে থাকবে। তাই হেনরিকে বলেছিলাম, আমার জন্যে কয়েকটা ভালো ছবি কিনে আনতে। এসো, এবারে আমার গুহাটাতে ঢুকবে এসো। এটা আমার প্রিয় ঘর—পানশালাটাও এখানেই।'

গুহার দেয়ালগুলোতে হেলেনের অভিনয় জীবনের অসংখ্য ছবির শোভাযাত্রা। খাটো স্কার্ট পরা বিশ বছর বয়সের হেলেন মাথায় কোঁকড়া চুল; বাবি রুথের সঙ্গে একটা বেসবল ব্যাটে সই দিচ্ছে হেলেন। নিউইয়র্কের একজন মেয়রের সঙ্গে হাস্যমুখী হেলেন। একজন বিখ্যাত সিনেটারের সঙ্গে হেলেন। এক বিখ্যাত গীতিকারের সঙ্গে হেলেন। হেলেন ব্রডওয়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার গ্রহণ করছে। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে জাহাজে চেপে হেলেন ইউরোপে পাড়ি দিচ্ছে। এছাড়া অসংখ্য পদক, মানপত্র, প্রশংসাবাণী—সব কিছুই হেলেনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করছে।

অ্যানি লক্ষ্য করলো, একটা বইয়ের আলমারি চামড়ায় বাঁধানো বইতে ঠাসা—ডিকেন্স, শেক্সপীয়র, বালজাক, দ্য মপাসাঁ, থ্যাকারে, প্রাউস্ট, নিৎসে। অ্যানি অনুমান করলো, এ আলমারিটা সাজাবার দায়িত্বও হেনরির ওপরে পড়েছিলো।

'সবগুলো ধ্রুপদী ভুষিমালগুলোই রয়েছে, কি বলো?' অ্যানিকে বইগুলোর দিকে তাকাতে দেখে হেলেন বললো, 'একটা জিনিস তোমাকে বলছি—হেনরি সব কিছুই জানে। কিন্তু তাই বলে মানুষ সত্যি সত্যিই ওই

জগন্ত বস্তগুলো পড়ে, একথা তুমি আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারবে না। একবার আমি কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়ার চেষ্টা করেছিলাম· ওঃ ভগবান !'

'এর মধ্যে কিছু কিছু বই সত্যিই খুব কঠিন,' অ্যানি একমত হয়, 'বিশেষ করে নিৎসে।'

'তুমি ও সব বই পড়ো ?' হেলেনের চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। 'জানো, জীবনে আমি একটা বইও পড়িনি ?'

'এ কিন্তু আপনি আমাকে খ্যাপাবার জন্যে বলছেন···'

'মোটেই না। আমি যখন কোনো অনুষ্ঠানে কাজ করি, তখন খুবই খেটে কাজ করি। অনুষ্ঠানের শেষে যদি ভাগ্য ভালো থাকে, তো কোনো ডেট থাকে। নয়তো একা একাই বাড়িতে ফিরে আসি। তারপর স্নান সেরে পত্রিকায় এটা ওটা দেখতে দেখতেই ঘুম এসে যায়। দুপুর অব্দি ঘুমিয়ে বিকেলের পত্রিকাগুলো পড়ি, চিঠিপত্র দেখি। শো থাকলে ডিনার খেতে কক্ষনো বাইরে যাই না, আর শো শেষ হলে হুড়োহুড়ি কিংবা লুটোপাটি করতে খুবই ভালবাসি। ওঃ হ্যাঁ, শেষ বিয়ের পরে আমি একটা বই প্রায় পড়ে ফেলেছিলাম মানে যখন বুঝতে পেরেছিলাম যে বিয়েটা টকে যাচ্ছে-- তখন। ভালো কথা, তোমার শ্যাম্পেন কেমন লাগে—অন রকস্ ?'

'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তো আমি একটা কোক নেবো।'

'আরে, আমার এই বুদবুদে ভরা জলটা একটু নিয়েই দ্যাখো না ! এ ছাড়া আমি আর কিছু পান করব না। আর তুমি যদি সাহায্য না করো, তো আমি একাই আজ রাত্তিরের মধ্যে বোতলটা শেষ করে ফেলবো। তবে একটা কথা বলি শোনো, আঙুরে মেদ বাড়ে।' সচেতনভাবে নিজের কটিতটে মৃদু আঘাত করে হেলেন। তারপর অ্যানিকে টানতে টানতে শোবার ঘরে নিয়ে আসে। 'খাটটা দেখেছো ? আটফুট চওড়া। ফ্র্যাংককে বিয়ে করার সময় এটা বানিয়ে ছিলাম। ফ্র্যাংক হচ্ছে একমাত্র পুরুষমানুষ যাকে আমি আজ অব্দি ভালোবেসেছি।· বেডকে যখন বিয়ে করলাম, তখন এই হতচ্ছাড়া খাটটাকে আমি জাহাজে করে ওয়াংহায় নিয়ে গিয়েছিলাম তারপরে আবার নিয়ে আসতে হয়েছে। এটার যা দাম, তার চাইতে এসবে খরচ পড়েছে অনেক বেশি। ওই হচ্ছে ফ্র্যাংক—' রাত-টেবিলে রাখা একখানা আলোকচিত্রের দিকে দেখায় হেলেন।

'খুব সুন্দর কিন্তু,' অ্যানি অস্ফুটে বললো।

'ও মারা গেছে,' হেলেনের দুচোখ জলে ভরে ওঠে। 'আমাদের বিচ্ছেদের দু বছর বাদে ও একটা মোটর দুর্ঘটনায় খুন হয়ে যায়। ও যে কুত্তিটাকে বিয়ে করেছিলো, তার জন্যেই অমন করে ও মরণ ডেকে নিলো।' হেলেনের দীর্ঘশ্বাস ওর সমস্ত দেহখানিকে কাঁপিয়ে দেয়।

রাত-টেবিলে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকায় অ্যানি। সাড়ে ছটা। 'আপনার ফোনটা ব্যবহার করলে কিছু মনে করবেন?' প্রশ্ন করে ও

'আরাম করে করো,' হেলেন আরও খানিকটা শ্যাম্পেন ঢেলে নেয়।

অ্যানি অ্যালেনকে ফোন করে। 'তুমি কোথায়?' প্রশ্ন করে অ্যালেন। 'আমি তিন তিনবার তোমাকে ফোন করেছি, আর প্রতিবারই নীলিকে পেয়েছি। ও তো রীতিমতো ক্লান্ত হয়ে গেছে, বিশেষ করে ও আবার প্রাণসখার সঙ্গে বেরোবার জন্যে সাজগোজ করছে কিনা! ভালো কথা, আমি জিনোর সঙ্গে কথা বলেছি: উনি জানতে চাইছেন, আজ রাত্তিরে আমাদের ডিনারে উনি হাজির থাকলে তুমি কিছু মনে করবে কি না।'

'আমি তাতে খুশীই হবো অ্যালেন, তুমি তো তা জানো।'

'বেশ, তাহলে আধঘণ্টার মধ্যে আমরা তোমাকে তুলে নেবো।'

'ঠিক আছে, তবে আমি কিন্তু বাড়িতে নেই। আমি হেলেন লসনের এখানে রয়েছি।'

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর অ্যালেন জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি আমাকে ওখানে যেতে বলছো?'

ঠিকানাটা লিখে নিলো অ্যালেন। অ্যানি শুনলো, অ্যালেন জিনোকে বলছে, 'ও হেলেন লসনের বাড়িতে রয়েছে। কি? ঠিক আছে।' তারপর অ্যানিকে বললো, 'শোনো অ্যানি, তুমি বিশ্বাস করো চাই না করো, জিনো হেলেনকেও ডিনারে নিয়ে আসতে বলছেন।'

'ওঃ ওরা কি পরস্পরকে চেনেন?' প্রশ্ন করে অ্যানি।

'না, কিন্তু তাতে কি এসে যায়?'

'অ্যালেন, আমি কি করে ওকে—'

'জিজ্ঞেস করো।'

অ্যানি ইতস্তত করতে থাকে। হেলেনের মতো একজন মর্যাদাসম্পন্ন মহিলাকে তো এমন অন্ধের মতো ডেট করতে বলা চলে না। তবু মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকায় অ্যানি 'অ্যালেন জানতে চাইছে, আপনি আমাদের সঙ্গে

যোগ দিতে রাজী হবেন কিনা। ওঁর বাবাও ডিনারে আসছেন।'

'ওর বাবার ডেট হিসেবে?'

'মানে… শুধু আমরা চারজন থাকবো।'

'আলবৎ যাবো।' হেলেন চিৎকার করে ওঠে। 'আমি ওকে এল মরোক্কোতে দেখেছি। দারুণ চেহারা।'

'উনি খুশী হয়েই আসবেন,' শান্ত গলায় বলে গ্রাহ যন্ত্রটা নামিয়ে রাখে অ্যানি। 'ওরা আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের নিতে আসবে।'

'আধঘণ্টা? এর মধ্যে তুমি বাড়ি গিয়ে পোশাক পালটে আসবে কি করে?'

'পালটাবো না. এভাবেই যাবো।'

'কিন্তু তোমার পরনে একটা পোলো কোট আর টুইডের স্কার্ট!'

'অ্যালেন আগেও আমাকে এভাবে নিয়ে বেরিয়েছে। ও এতে কিছু মনে করবে না।'

'কিন্তু আমি যে জিনোর মনে আমার সম্পর্কে একটা সুন্দর ছাপ রাখতে চাই,' হেলেন বাচ্চা মেয়ের মতন ঠোট বাকায়। 'শোনো. তুমি ওদের আবার ফোন করে আরও খানিকটা বাদে আসতে বলো তাহলে তুমিও এক ছুটে বাড়িতে গিয়ে পোশাক পালটে নিতে পারবে।'

হেলেনের হাবভাবে অবাক হলেও ঘাড় নাড়ে অ্যানি, 'আমি ভীষণ ক্লান্ত। সারাটা দিন খাটুনি গেছে।'

'আর আমি তাহলে কি করছিলাম?' খেলতে না নেওয়া বাচ্চার মতো স্বর হেলেনের গলায়। 'আজ সকাল নটায় ঘুম থেকে উঠেছি। তারপর ওই হতচ্ছাড়া গর্দভদের সঙ্গে তিন ঘণ্টা নেচেছি। অজস্র চড়াই আছাড় খেয়েছি। ওই অখাদ্য গানটা আমাকে প্রায় একশোবার ধরে গাইতে হয়েছে। কিন্তু তারপরেও আমি বেরোতে চাইছি। অথচ তোমার চাইতেও বয়সে আমি খানিকটা বড়ো। চৌত্রিশ বছর।'

'আমার অতো শক্তি নেই.' বিস্ময় গোপন করে বললো অ্যানি। চৌত্রিশ। জর্জ বেলোস তাহলে ঠিকই বলেছিলো।

'তোমার বয়েস কতো, অ্যানি?'

'কুড়ি।'

'ধ্যাৎ, ও কথা ছাড়ো। ওটা আমি পত্রিকায় পড়েছি। তোমার আসল

বয়েস কতো?' বাচ্চা মেয়ের মতো হাসিতে গড়িয়ে পড়ে হেলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি চার অক্ষরের সেই অসভ্য কথাটা শুনে অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো মেয়ে নাকি? আমি যখন ওই সমস্ত কথা ব্যবহার করতাম, তখন আমার মা কি ভীষণ রেগেই না যেতো! আজ রাত্তিরে আমি যদি কোনো খারাপ কথা বলি, তাহলে তুমি শুধু তোমার ওই ঠাণ্ডা দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ো—কেমন?'

সামান্য হাসলো অ্যান। কেমন ছলাকলাহীন অকপট উনি।

সাজগোজ করতে করতে একটানা বকতে থাকে হেলেন। অধিকাংশ কথাই ওর ভূতপূর্ব স্বামী এবং তারা ওর সঙ্গে কি ধরনের খারাপ ব্যবহার করেছে—সেই সম্পর্কে। 'আমি শুধু চেয়েছিলাম প্রেম,' বিষাদ ভরা সুরে বারবার বলছিলো হেলেন। 'ফ্র্যাংক আমাকে ভালোবেসেছিলো—ও ছিলো একজন শিল্পী। ওর স্বপ্ন ছিলো, একদিন ও নিজের ইচ্ছেমতো একটু আঁকবে।'

'আপনি কি তখন সবেমাত্র জীবন শুরু করেছেন?'

'না! আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন আমি স্ক্যান্ডিস প্লেস-এ অভিনয় করছি। ওটা আমার তিন নম্বর বই। তখন আমি সপ্তাহে তিনশো ডলার রোজগার করি, আর ওর আয় ছিলো মোটে একশো ডলার। তাহলে বুঝতেই পারছো, তাতো সত্যিই ভালোবাসার জন্যে ওকে বিয়ে করেছিলাম।'

'তা হলে?'

'তা হলে? আমি ওকে বলেছিলাম, 'আমি বাড়ি ভাড়া দেবো, ঝি-চাকরের মাইনে দেবো, আমার পোশাক-আশাক খাওয়া-দাওয়া আর মদের খরচও যোগাবো। কিন্তু আমরা যখন বাইরে বেরোবো, তখন তার খরচা তুমি মেটাবে।' ও শুধু অনুযোগ করতো, দুরাত্তির শহরে বেরোলেই ওর পুরো সপ্তাহের মাইনেটা চলে যায়। কিন্তু আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম। এমন কি ওকে দিয়ে একটা বাচ্চা পাবারও চেষ্টা করেছিলাম—যার অর্থ, পুরো একটা বছর কাজকর্ম আর রোজগারের আশা জলাঞ্জলি দেওয়া। তাহলে বুঝতেই পারছো, ওকে আমি কতোটা ভালোবাসতাম। এই, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বলো তো?'

হেলেনকে ভালোই লাগছিলো। অ্যানির মতে অলঙ্কারের বাহুল্য খানিকটা বেশি। কিন্তু শত হলেও, উনি হেলেন লসন বলে কথা।

দরজায় ঘণ্টি বেজে ওঠে। হেলেন একটা আগুনরঙা রেশমী কোট তুলে নিয়ে অ্যালির দিকে তাকায়, 'খুব বেশি ঝলমলে কি?'

'আজ বিকেলে যে মিঙ্কটা পরেছিলেন, সেটাই পরছেন না কেন?'

'আর কতোটা সংরক্ষণশীল হবো, বলো তো? কালো পোশাক আর বাদামী কোট!' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মিঙ্কটাই তুলে নেয় হেলেন। মৃদু হেসে বলে, 'ঠিক আছে, শেষ অব্দি তুমিই জিতলে। আমি জানি, তোমার রুচি আছে।'

এল মরোক্কোতেই খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো ওরা। জিনোর সঙ্গে হেলেনের আলাপ দিব্যি জমে উঠলো। একই খাবার তাদের নির্দেশ দিলো দুজনে, সীমাহীন শ্যাম্পেন উদরস্থ করলো, দুজনে দুজনের রসিকতায় প্রাণ খুলে হাসলো। সাংবাদিকরা এসে হেলেনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছিলো। বাদ্যবৃন্দে বাজছিলো হেলেনের পুরোনো দিনের জনপ্রিয় গানের সুর। শীগগিরই আনন্দের মেজাজ অ্যালিকেও পেয়ে বসলো। এমন কি ও লক্ষ্য করলো, হেলেনের পুরোনো রসিকতা শুনেও ও হাসছে। হেলেনকে পছন্দ না করা সত্যিই অসম্ভব।

'এ মেয়েটিকে আমার পছন্দ!' হেলেনের পিঠে চাপড় মেরে গর্জন করে উঠলেন জিনো। 'ও যা ভাবে, তাই বলে। কোনো লুকোছাপা নেই।' তোমার উদ্বোধন রজনীতে আমরা একটা বিশাল পার্টি দেবো, হেলেন।'

হেলেনের সমস্ত বাক্যস্ফূর্তি পালটে যায়। লাজুক হাসি হেসে বাচ্চা মেয়েদের মতো গলায় বলে, 'তাহলে ভীষণ ভালো হবে জিনো। সেদিন তোমাকে ডেট হিসেবে পেলে আমার খুব ভালো লাগবে।'

'সঠিক তারিখটা কবে?'

'ষোলোই জানুয়ারী। দু সপ্তাহের মধ্যে আমরা নিউ হাভেনে যাচ্ছি, তারপর তিন সপ্তাহের জন্যে ফিলাডেলফিয়া।'

'আমরা তা হলে নিউ হাভেনে আসছি,' জিনো জুড়ে দিলেন, 'অ্যান, অ্যালেন, আর আমি -'

'না,' হেলেন প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'নিউ হাভেনে গেলে যাচ্ছেতাই হবে। ফিলাডেলফিয়াতে অনুষ্ঠান করার আগে নিজেদের একটু ঘষে মেজে নেবার জন্যে ওখানে আমাদের মোটে তিনটে প্রদর্শনী হবে।'

তা দোষ-ত্রুটিগুলো আমরা না হয় মেনেই নেবো।'

'তা নয়। শুক্রবার রাত্রে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। তারপর পরদিন দুপুরে আবার—তার আগে সকাল বেলায় মহলা। তুমি গেলে আমি অনেক রাত অব্দি জেগে হৈচৈ করতে চাইবো, কিন্তু দুপুর বেলায় অনুষ্ঠান থাকলে তার আগের দিন রাত্তিরে সে সব কিছুই করতে পারবো না!'

'কোনো কিছুর পরিকল্পনা করার জন্যে জানুয়ারী আমার পক্ষে অনেক দেরি।' জিনো স্থির প্রত্যয়ে বললেন। 'আমার যা ব্যবসা, তাতে সে সময়ে আমি দেশ ছেড়ে বেরোতে পারবো না।'

জিনোর দিকে ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে আসে হেলেন, ওর হাতে হাত জড়িয়ে লাজুক চোখে তাকায়, 'উঁহু, অতো সহজে আমি তোমাকে ছাড়ছি না। আমি নিউ হ্যাভেনের জন্যে বন্দোবস্ত করে ফেলবো। আর তুমি শহরে থাকলে, নিউইয়র্কের উদ্বোধনীতেও আসবে।'

'তার মানে দু বার দেখবো?'

'শোনো, মানুষ পাঁচবার করে আমার অনুষ্ঠান দেখতে আসে—বুঝেছো?' অ্যানির দিকে ফিরে তাকায় হেলেন, 'চলো অ্যানি, আমরা মেয়েদের ঘরে গিয়ে মুখটুখগুলো একটু ঠিক করে আসি।'

সাজঘরের পরিচারিকা হেলেনকে দেখেই দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। 'ও আমার প্রথম বেশকার,' অ্যানিকে বললো হেলেন। তারপর মুখে পাউডার ঘষতে ঘষতে বললো, 'অ্যানি, জিনোকে আমার পছন্দ।'

শান্ত স্বরেই কথাটা বললো হেলেন। ওর মুখে আন্তরিকতার অভাব কথাটার পেছনে ওর নিবিড় অনুভূতিকে যেন আরও প্রবল করে বোঝালো। নিজের চুল নিয়ে খেলা করতে করতে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চোখ রেখে ও ফের বললো, 'মানে, সত্যিই ওকে আমার পছন্দ। আচ্ছা অ্যানি, তোমার কি মনে হয় ও-ও আমাকে পছন্দ করে?'

'নিশ্চয়ই করে,' প্রাণপণ প্রয়াসে কণ্ঠস্বর হালকা করে রাখতে চেষ্টা করে অ্যানি।

ওর দিকে ফিরে তাকায় হেলেন, 'আমার একজন পুরুষমানুষের বড়ো প্রয়োজন অ্যানি সত্যি বলছি। আমি শুধু চাই—কোনো একজনের প্রাণভরা ভালোবাসা।'

হেলেনের বিধ্বস্ত, করুণ মুখ আর আশ্বাস প্রত্যাশী চোখের দিকে তাকিয়ে অ্যানির মন ভরে ওঠে। হেলেন লসন সম্পর্কিত সাংঘাতিক গল্পগুলি মনে

পড়ে ওর—যে গল্পগুলো নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘু মানুষেরা ছড়িয়েছে, ছড়িয়েছে ওর সফলতার প্রতি ঈর্ষায় অথবা ওর রুক্ষতার আঘাতে। কিন্তু যার রুক্ষ ব্যক্তিত্ব আসলে সংবেদনশীল প্রকৃতি এবং প্রেমপ্রত্যাশী হৃদয়ের মুখোশ মাত্র, তেমন মহিলাকে কি করে সত্যিকারের অপছন্দ করা যায়—সেটাই বোঝা দুষ্কর।'

'তোমাকে আমার ভালো লাগে, অ্যানি। আমরা দুজনে ভীষণ বন্ধু হবো। আমার বেশি বান্ধবী পাওয়ার সুযোগ হয়নি। · এই অ্যামিলিয়া'—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পরিচারিকার উদ্দেশ্যে হাঁক দেয় হেলেন, 'আমাকে একটা পেন্সিল আর এক টুকরো কাগজ দাও।'

পরিচারিকা একটা প্যাড এনে দেয়, 'মিস লসন, আমার ভাইঝিকে একটা সই করে দেবেন ?'

'গত সপ্তাহে আমি তোমাকে তিন তিনটে সই দিয়েছি। ওগুলো তুমি কি করো·বিক্রি করো নাকি ?' পরিচারিকার হাতে এক টুকরো কাগজ তুলে দিয়ে অ্যানিকে একটা নম্বর লিখে দেয় হেলেন, 'এটা আমার ফোন নম্বর। হারিয়ে ফেলো না, ওটা তালিকাভুক্ত নয়। আর ঈশ্বরের দোহাই, ওটা কাউকে দিও না—শুধু মিনোকে ছাড়া। পারো তো এটা ওর গায়ে উল্কি করে দিও। নাও, এখানে তোমার নম্বরটা লিখে দাও।'

'তুমি হেনরি বেলামির অফিসেই আমাকে পাবে,' অ্যানি অস্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, হাঁ—সে আমি জানি। কিন্তু ধরো, আমি যদি তোমাকে বাড়িতে পেতে চাই ?'

হলঘরের টেলিফোন নম্বরটা লিখে অ্যানি বললো, 'কিন্তু সাড়ে নটা থেকে পাঁচটা অব্দি আমি অফিসে থাকি। আর সাধারণত প্রতিদিন রাতেই অ্যালেনের সঙ্গে বেরোই।'

'ঠিক আছে,' কাগজটা বটুয়ায় গুঁজে রাখে হেলেন। 'এবারে চলো, ওরা হয়তো ভাবছে।'

রাত তিনটে নাগাদ কালো গাড়িটায় চেপে বাড়ির সামনে এসে নামলো অ্যানি। হেলেনকে ওরা প্রথমেই নামিয়ে দিয়ে এসেছিলো। মিনো ততোক্ষণে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন, অ্যালেনকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো। কিন্তু উত্তেজনাময় সন্ধ্যার অবসানে অ্যানি তখনও অক্লান্ত। নীলির দরজার নিচে

আলোর রেখা দেখে আলতো করে টোকা দিলো ও।

'আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম,' নীলি বললো। 'ওফ্, আজ কি একখানা সন্ধ্যাই না গেছে! জানো, মেলকে আমি সত্যি কথাটা বলে দিয়েছি। বলেছি যে আমার বয়েস মোটে সতেরো বছর। কিন্তু তাতে ও কোনো পরোয়াই করে না। আরও বলেছি যে আমি এখনও কুমারী। কিন্তু তুমি এতো রাত অব্দি কোথায় ছিলে?'

মহলায় হেলেন লসনের সঙ্গে দেখা করার পর থেকে সমস্ত ঘটনাই ওকে বললো অ্যানি। কিন্তু নীলি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে বললো, 'তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছো, যেন তোমার সময়টা দারুণ কেটেছে। এর পরেই তুমি আমাকে বলবে যে তুমি হেলেন লসনকে পছন্দ করো।'

'করি, খুবই পছন্দ করি। শোনো নীলি, ওর সম্পর্কে ওসব গল্পগুলো যারা ছড়িয়েছে, তারা ওকে চেনে না পর্যন্ত। একবার তুই ওকে চিনলে, মানে ভালো মতো চিনলে, তোরও ওকে পছন্দ করতে হবে। ও যে প্রথম দিনেই তোকে অনুষ্ঠানটা থেকে বাদ দিয়েছিলো, সে ধারণাটা তোর ঘুচেছে—এখন তুই ওর সঙ্গে কাজও করছিস…এবারে স্বীকার কর তো, ওকে কি তুই সত্যিই পছন্দ করিস না?'

'অবশ্যই। উনি শ্রদ্ধেয়।'

'আমি সেটাই বলছি।'

'আচ্ছা, তুমি কি অসুস্থ?' এগিয়ে এসে অ্যানির মাথায় হাত ছোঁয়ালো নীলি। 'হেলেন এক সাংঘাতিক মহিলা, কেউ ওকে পছন্দ করে না।'

'মোটেই তা নয়। যারা ওর নামে বলে, তারা কেউই ওকে ঠিকমতো চেনে না।'

'শোনো অ্যানি, একমাত্র দর্শকরাই ওকে শ্রদ্ধা করে—তার কারণ অর্কেস্ট্রার সুর আর মঞ্চ ওদের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করে রাখে। তাছাড়া দর্শকরাও ওকে পছন্দ করে না, পছন্দ করে ওর অভিনীত চরিত্রগুলোকে—কারণ হেলেন অভিনেত্রী হিসেবে অসাধারণ। কিন্তু ও যখন অভিনয় করে না, তখন ও একেবারে ঠাণ্ডা…একটা যন্ত্র!'

'ও আসলে কেমন, তা তুই জানিস না।'

'ওফ্ অ্যানি! পুরো একটা মাস অ্যালেনের সঙ্গে বেরিয়েও তুমি ওর সম্পর্কে কিছু জানতে পারোনি, আর একটা রাত হেলেনের সঙ্গে কাটিয়েই

তুমি ওর ব্যাপারে একেবারে সবজান্তা হয়ে গেছো! যারা ওর সঙ্গে কাজ করেছে, ওকে চেনে, ওকে ঘেন্না করে—তাদের সব কথাই তুমি উড়িয়ে দিতে চাও। ও রুক্ষ, কর্কশ· মায়ামমতাহীন। হয়তো আজ রাতে ও তোমার সঙ্গে কেতা মতোই ব্যবহার করেছে—অথবা আসলে ও হয়তো তোমার কাছ থেকে কিছু পেতে চায়। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি শোনো, তুমি ওর পথের বাধা হয়ে দাঁড়ালে ও একটা পোকার মতোই তোমাকে মাড়িয়ে চলে যাবে।'

'ওভাবেই ওকে তোরা দেখিস। গল্পগুলো তোরা আস্তো শুনেছিস যে, আসলে ও কেমন তা দেখার চেষ্টা পর্যন্ত করিস না। আমি তর্ক করতে চাই না। কিন্তু আমার সামনে তুই ওকে হেয় করবি, আমি তা-ও চাই না। আমি ওকে পছন্দ করি।'

দরজার বাইরে দূরভাষ বেজে ওঠে।

'এতো রাত্তিরে আবার কোন পাগল টেলিফোন করলো? নির্ঘাৎ ভুল নম্বর হবে।'

'আমি ধরছি।' অ্যানি এগিয়ে যায়।

'কিগো মেয়ে · ' দূর থেকে হেলেনের খোশমেজাজী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'হেলেন! খারাপ কিছু হয়েছে নাকি?'

'হেলেন!' খোলা দরজা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে নীলি, 'তুমি নির্ঘাৎ ঠাট্টা করছো।'

'আমি তোমাকে শুধু শুভরাত্রি জানাতে চাইছিলাম।' উচ্ছল কণ্ঠে হেলেন বলতে থাকে আমি পোশাক ছেড়ে প্যান্টি আর মোজা পরেছি, মুখে ক্রিম মেখে চুল বেঁধেছি এখন বিছানায় শুয়ে কথা বলছি।'

হেলেনের বিলাসবহুল আট ফুট চওড়া বিছানাটার কথা মনে পড়লো অ্যানির। অপ্রত্যাশিত হলঘরের পথে দাঁড়িয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর শরীর কেঁপে উঠলো। তবু, নীলি ওর কনুইয়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়া সত্ত্বেও, অ্যানি কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব কৌতূহল ফুটিয়ে তুললো, 'কি বললে? তুমি মোজা আর প্যান্টি কেচেছো?'

'তুমি নিশ্চয়ই বাজে বকছো,' ফিসফিসিয়ে বললো নীলি।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' হেলেন বললো, 'সত্যি বলছি। মা আমাকে এ অভ্যেসটা করিয়েছিলো। নিজের ঝি থাকা সত্ত্বেও রোজ রাত্তিরে বিছানায় শুতে যাবার

আগে আমি ওগুলো ধুয়ে দিই। হয়তো এটা আমার আইরিশ স্বভাব—আমার ও'লিয়ারির অভ্যেস।'

'ওটাই কি তোমার আসল নাম নাকি?'

নীলি আর সইতে পারছিলো না। 'একদম জমে গেলাম। দাঁড়াও, আলখাল্লাটা জড়িয়ে এক্ষুনি আসছি,' ঘরে ছুটে গেলো ও।

'না, আমার আসল নাম হচ্ছে ললিন,' হেলেন জবাব দিলো। 'ওটা স্কচ নাম। আমি একজন স্কচ, ফ্রেঞ্চ আর আইরিশ। কিন্তু ললিনটা আমি পছন্দ করে নিয়েছি।'

অ্যানি ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। কোটটা ও নীলির ঘরে ফেলে এসেছে। বললো, 'হেলেন, এবারে আমাকে বিছানায় যেতে হবে। রেডিয়েটার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমি জমে যাচ্ছি।'

'আমি অপেক্ষা করবো।'

'কিন্তু আমি তো পারবো না মানে ফোনটা...'

'কেন, ফোনের তারটা কি যথেষ্ট লম্বা নয়?'

'ফোনটা হলঘরে রয়েছে।'

'কি বললে?'

'ফোনটা হলঘরের। আমার নিজের ফোন নেই।'

'তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছো। তুমি আঙুলে একটা পঞ্চাশ হাজারী পাথর পরে রয়েছো, আর তোমার নিজের কিনা ফোন নেই? কোন চুলোয় থাকো তুমি?'

'ওয়েস্ট ফিফটি সেকেণ্ড স্ট্রীটে—লিয়ন অ্যাণ্ড এডিজের কাছে।'

'সে তো একটা জঘন্য পরিবেশ।' হেলেন প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। পরক্ষণেই সুর পালটে যায় ওর, 'তবে তোমার তো শীগগিরি বিয়ে হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু নিজস্ব ফোন ছাড়া তুমি থাকো কি করে, বলো তো?'

'কখনও সত্যিকারের তেমন প্রয়োজন হয় নি।'

'ঠিক আছে, ঘুমোতে যাও,' হেলেন হাই তুললো। 'কাল কাজকর্ম শেষ করে আমাদের মহলায় একবার ঘুরে যেও।'

'কিন্তু আমার কাজ শেষ হতে অনেক দেরী হয়ে যায়। তারপর বাড়িতে ছুটতে ছুটতে এসে অ্যালেনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সাজ-পোশাক পরি।'

'তাহলে বরং তাই কোরো। মানে পোশাকের কথা বলছি। তুমি সত্যিই

সুন্দরী, অ্যানি। কিন্তু ওই পোলো কোট আর টুইডের স্যুটটাকে এবারে বিদায় দেওয়া দরকার। মনে রেখো, যে মানুষটি তোমাকে ভালোবাসে, তাকে আপন করে পাওয়াই পৃথিবীতে সব চাইতে জরুরী কাজ। তার জন্যে সাজ-পোশাক কোরো।···কাল আমি অফিসে তোমাকে টেলিফোন করবো।'···

নীলির ঘরে ফিরে এসে কোট আর ব্যাগটা তুলে নেয় অ্যানি। নীলি ওকে দরজা অব্দি অনুসরণ করে এসে মাথায় ঝাঁকুনি তুলে বলে, 'ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম না, অ্যানি। নিজের কানে না শুনলে, হেলেন টেলিফোন করেছে বলে আমি বিশ্বাসই করতাম না।' তারপরেই অভিব্যক্তি পালটে যায় ওর, 'কিন্তু যা হলেও বলবো, ওর নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে।'

'না, নেই। ও সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। আজ রাতে খুব আনন্দ করেছে··· আর জিনোকে ওর বেশ পছন্দ হয়েছে।'

'[illegible] বলো।' নীলি চিৎকার করে ওঠে। 'জিনোকে পাবার জন্যে ও তোমাকে ব্যবহার করছে মাত্র।'

'মোটেই তা নয়। ঘেটটা ঠিক করে দেবার আগেও আমার সঙ্গে ও সুন্দর অন্তরঙ্গ ব্যবহার করেছে। আমাকে ওর অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেছে···'

নীলি বিদ্রূপের হাসি হাসে, 'কে জানে, যুদ্ধের পুরোনো ঘোড়াটা হয়তো বুড়ো বয়সে এখনো বিচিত্র হয়ে উঠছে।'

'নীলি!'

'[illegible] শোনো বলি। বড়ো তারকাদের মধ্যে কেউ কেউ—বিশেষ করে [illegible] মতো মহিলারা, যারা যৌনতা পছন্দ করে—তারা পুরুষদের কাছ থেকে [illegible] দেখে দেখে এতো [illegible] হয়ে ওঠে, [illegible] তখন মেয়েদের দিকেই ছোটে।'

'নীলি··· হেলেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়।'

'বেশ, ওই নিয়ে আমি [illegible] করবো না,' নীলি হাই তোলে। 'এদের সবাই জানে, হেলেন পুরুষ [illegible]। এই জন্যেই ও প্রথম স্বামীকে [illegible] ছেড়েছিলো। সে লোকটা বাড়ি এসে দেখেছিলো হেলেন একটা বড়ো [illegible] লোকের সঙ্গে [illegible] সব কিছু করছে।'

'মিথ্যে কথা, প্রথম স্বামীকে ও ভালোবাসতো।'

'অ্যানি, সারাদিন আমি থিয়েটারের মেয়েদের সঙ্গে বসে বসে গল্প করি। সবাই জানে, হেলেন একটা বে-আইনী শুঁড়িখানায় গান গাইতো—যেটার

মালিক ছিলো টনি লাগেত্তা। হেলেন ছিলো ওর জন্তে পাগল। কিন্তু সে লোকটা ছিলো ইতালিয়ান এবং ক্যাথলিক—তাছাড়া তার বৌ আর সাতটা বাচ্চাও ছিলো। হেলেনকে নিয়ে সে শুয়েছিলো সত্যি, কিন্তু সে ওই পর্যন্তই। প্রথম প্রদর্শনীতেই হেলেন যখন কিস্তি মাত করলো, তখন হেনরি বেলামি এসে ওকে টনির সংসর্গ ছাড়তে বাধ্য করলেন। হেলেন তখন দিনকে দিন বিখ্যাত হয়ে উঠছে, কাজেই টনির বৌ যদি আদালতে মামলা আনে তাহলে ওর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়ে যাবে! কিন্তু হেনরির সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক থাকলেও, ও লুকিয়ে চুরিয়ে টনির সঙ্গে ঘুমোতো। তারপর আবশ্যি টনি অন্য কাউকে জুটিয়ে নেয়। হেলেন তখন এমন খেপে ওঠে যে, যাকে ও প্রথম পায়—একজন শিল্পী—তাকেই বিয়ে করে ফেলে। এতোদিনে টনি আর শুঁড়িখানা নয়, একটা ফ্রেঞ্চ-ইতালিয়ান রেস্তোরাঁ চালাতে শুরু করে দিয়েছে। টনির মনে হিংসে জাগিয়ে তোলার জন্যে হেলেন তখন ওই শিল্পীটিকে নিয়ে ওখানে যাতায়াত করতো। আমার ধারণা তাতেই কাজ হয়েছিলো—কারণ একদিন শিল্পীটি বাড়ি ফিরে দেখতে পায়, হেলেন আর টনি ছোট্ট করে ওই কর্মটি করছে। লোকটা তখন কেস [illegible] করে। কিন্তু সেটা ছিলো একটা পাঁড় মাতাল।'

'এ গল্পটা তুই কোথায় পেলি?'

টনির [illegible]টা আমি বহুদিন [illegible] থেকেই জানতাম। তখন কেউ হেলেনের নাম উল্লেখ করতে [illegible]। টনির [illegible] হেনরি বেলামি আর ওর স্বামীটির কথা [illegible] মেয়েদের কাছ থেকে শুনেছি। সবাই জানে।'

'যেমন তুই জানিস, [illegible] বাবা [illegible], 'গুজব থেকে জেনেছিস। সকলের মতো তুইও [illegible] সঙ্গে দেখা [illegible] কাছেই গল্পটা জানা [illegible] এটা বেড়ে উঠেছে। কিন্তু তুই কি সেখানে ছিলি? তুই কি কখনো হেলেন আর টনিকে একত্রে দেখেছিস? আমি হেলেনের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি জানি, স্বামীর জন্যে ও কতোটা অভাব অনুভব করে।'

'ঠিক আছে বাবা, আমি হার মানছি।' নীল বললো, 'মেনে নিলাম হেলেন শ্রদ্ধেয়, মিষ্টি। কিন্তু যেহেতু মনে হচ্ছে তোমাদের বন্ধুত্ব ছিড় খাবার মতো নয় এবং একমাত্র তুমিই ওকে বুঝাতে পারো, তখন তোমার তথাকথিত বান্ধবীর যে কি বিরাট প্রতিভা রয়েছে—সেটা ওকে বলছো না কেন?'

'তুই নিজেই বলিস! কাল মহলার সময় সোজা হেলেনের কাছে গিয়ে বলিস, তুই আমার বিশেষ বন্ধু।'

'হ্যাঁ, তাই বৈকি!'

'নয় কেন?'

'কারণ, কেউই সোজা হেলেনের কাছে গিয়ে গল্প করে না।'

'চেষ্টা করে দেখিস, হয়তো অবাক হয়ে যাবি। আচ্ছা, শুভ রাত্রি।'

'শুভ রাত্রি। কিন্তু অ্যানি, কথাটা কিন্তু আমি ঠাট্টা করে বলি নি। তোমাদের এই মহান বন্ধুত্ব যদি চলতেই থাকে, আর যদি কখনও সুযোগ পাও—তাহলে আমার জন্যে একটু বোলো! অন্তত চেষ্টা কোরো…প্লিজ!'

লাঞ্চের পরেই টেলিফোন করলো হেলেন, 'কি গো কাজের মেয়ে, কি খবর?'

'একটু ক্লান্ত,' বললো অ্যানি।

'আমিও। সেই সকাল দশটায় রিহার্সেলে আসতে হয়েছে। এই মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্যে ছুটি নিয়েছি। শোনো, আজ রাত্তিরে 'কোপা'তে একটা নতুন অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। আমি জিনোকে ফোন করে আজ দ্বিতীয় শো-তে আমাদের চারজনের ওখানে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ও রাজী আছে।'

'অ্যালেন জানে?'

'আমি তা কি করে জানবো?' একটু থেমে হেলেন বললো, 'আজ বাড়ি ফিরে তুমি আমার কাছ থেকে পাঠানো একটা ছোট্ট উপহার দেখতে পাবে।'

'উপহার? কেন?'

'এমনি! আমার খুশি। ভালো কথা, তোমার ঠিকানাটা কি বলো তো? উপহারটা সেখানে পাঠাতে হবে তো।'

ঠিকানা বললো অ্যানি।

'ধ্যাৎ। এখানে একটা পেন্সিলও নেই। একটু দাঁড়াও··'

'শোনো হেলেন,' অ্যানি দ্রুত বলে ওঠে, 'তুমি না হয় নীলি ও' হারার কাছে ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করে নিও।'

'কে?'

'নীলি ও' হারা—ও তোমাদের অনুষ্ঠানটাতে আছে। আমরা এক বাড়িতেই থাকি। ও তোমাকে লিখে দেবে খন।'

'ও কি করে ? কোরাসে আছে নাকি ?'

'হ্যাঁ, আগে ও গশেরোসদের একজন ছিলো।'

ক্ষণিকের নীরবতার পর হেলেন বললো, 'ওঃ, হ্যাঁ—চিনতে পেরেছি।'

'ও আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বয়েস মোটে সতেরো। তোমাদের অনুষ্ঠানে ও নাচছে, কিন্তু ও গানও গাইতে পারে। মেয়েটা কিন্তু সত্যিই খুব প্রতিভাময়ী।'

'ঠিক আছে, তাহলে ওর কাছ থেকেই নিয়ে নেবো।' হেলেন বললো, 'ও গান করে বললে, না ? দেখি, হয়তো ওর জন্যে আমি কিছু করতে পারবো। ও সত্যিই খুব খারাপ ব্যবহার পেয়েছে, কিন্তু আমার কিছু করার ছিলো না। যাকগে, কিছু ভেবো না—হয়তো এখন কিছু করতে পারবো। আমার মনে একটা মতলব এসেছে।'

বাকি সময়টা অফিসের কাজ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইলো অ্যানি। দিনটা যখন শেষ হলো, তখন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ওর মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। বাড়িতে পৌঁছে একটুখানি চোখ বুজে নেবার বাসনায় এক ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ও। নীলির ঘরের দরজা সপাটে খোলা ছিলো। অ্যানিকে দেখতে পেয়ে নীলিও ওর পেছন পেছন ওপরে উঠে এলো।

আমি সত্যিই খুব ক্লান্ত রে, নীলি। পরে আমরা কথা বলবো, কেমন ?'

'আমি থাকবো না। হেলেনের উপহারটা দেখে তোমার মুখের কি অবস্থা হয়, আমি শুধু সেইটে দেখতে চাই।'

ঘরে ঢুকে চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো অ্যানি, কিন্তু কোনো প্যাকেট বা কোথাও নতুন কিছু দেখতে পেলো না। 'ওই যে।' নীলি সক্রমাত টেবিলটার দিকে দেখাতেই কুচকুচে কালো টেলিফোনটার দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলো অ্যানি।

'ওটা লাগাবার খরচা আর প্রথম ছ মাসের বিল, হেলেন দিয়ে দিচ্ছে। বলেছে, তারপরে সম্ভবত অ্যালেনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তা আমি হতে দিতে পারি না।'

'শোনো, যা করার তা ও করে ফেলেছে। আমি জানি না অ্যানি, তুমি ওকে মন্ত্র করেছো কি না। কিন্তু আমি যে তোমার বন্ধু—এ কথা তুমি ওকে বলার পর, ও সত্যিই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে।' অ্যানি মৃদু হাসতেই নীলি ওকে থামিয়ে দেয়, 'কিন্তু তাতে কিছুই পালটাচ্ছে না।

আমি এখনও মনে করি, ও একটা জানোয়ার।'

'কোপা'তে রাত্রিটা ভারি আনন্দেই কেটেছিলো। অ্যানি বাড়িতে ফিরে আসার মিনিট কুড়ি পরেই ওর ঘরের টেলিফোনটা জীবনের প্রথম কান্না কেঁদে উঠলো।

'জাগিয়ে দিলাম নাকি?' অপর প্রান্ত থেকে হেলেনের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'না, সবে বিছানায় শুয়েছি.' বললো অ্যানি।

'খুব মজা হলো কিন্তু, তাই না?'

'দারুণ।'

'কিন্তু আমি যে জিনোকে মোটেই বাগে আনতে পারছি না, অ্যানি।' হেলেনের কণ্ঠস্বর পালটে যায়। 'বিদায় নেবার সময় ও আমাকে চুমু দিতে চেষ্টা পর্যন্ত করে নি।'

'তার মানেই হচ্ছে, তোমার প্রতি ওর শ্রদ্ধা আছে।'

'শ্রদ্ধা কে চায়? আমি তো চাই ও আমাকে পোলাক। কোনো পুরুষমানুষ তোমার দিকে ঝুঁকেছে কি না, তাতেই সেটা বোঝা যায়।'

'তুমি তা বলতে পারো না হেলেন, আসল ব্যাপারটা তার ঠিক উলটো।'

'আমার পেছন দিকের উলটো' আর কি করে সে তা বোঝাবে, শুনি?'

'তোমাকে নিয়ে বেড়িয়ে, তোমার সঙ্গে সময় কাটিয়ে—এক সঙ্গে আনন্দ করে।'

'ঠাট্টা করছো নাকি? আমার মতে, কোনো পুরুষমানুষ তোমাকে পছন্দ করলে তোমাকে নিয়ে বিছানায় শুতে চাইবেই। এমন কি হতভাগা বেজন্মা রেড ইনগ্রাম, মানে আমার শেষ স্বামী—সে পর্যন্ত আমাদের প্রথম দেখা হবার রাতেই আমার ওপরে চেপেছিলো। বিয়ের পর আবশ্যি ও একটু ঢিলে দিতে শুরু করে. তখন সপ্তাহে হয়তো তিন-চারবার হতো। তারপর মাসে একবার, তারপর একবারও না। তখনই আমি গোয়েন্দা লাগিয়ে জানলাম. ও আমাকে ঠকাচ্ছে।'

'কিন্তু হেলেন, অ্যালেনের সঙ্গে আমার কয়েক টন ডেট হয়েছে—ও কখনো · মানে ইয়ে করতে চেষ্টা করেনি।'

'বাজে কথা ছাড়ো!' মুহূর্তের জন্য স্তব্ধতাটা ভারি হয়ে রইলো। তারপর

বাচ্চা মেয়েদের মতো গলায় হেলেন বলতে লাগলো, 'লক্ষীটি অ্যানি, রাগ কোরো না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি কিন্তু তুমি কি ওসব চাও না? মানে আমি বলছি ধরো, ওই লোকটার সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি যে সুখী হবে, তা তুমি জানছো কি করে? নিশ্চয়ই সেটা তুমি আগে থেকে পরখ করে নেবে, নয় কি?'

'মোটেই না।'

'তাহলে শুধু ওর টাকাপয়সার জন্যেই তোমার যতো আগ্রহ?'

'অ্যালেনের সঙ্গে আমি ছ-সপ্তাহ ধরে ডেট করেছি, আর এখন আমি ওকে ইনস্যুরেন্সের একটা সামান্য এজেন্ট বলেই জানতাম।'

সামান্য নীরবতার পর হেলেন বললো, 'তাহলে কি তুমি হিমকন্যা নাকি?'

'মনে তো হয় না।'

'মনে হয় না বলতে তুমি কোন চাই বোঝাচ্ছো? এর পরেই তুমি বলবে, তুমি এখনও একেবারে কুমারী?'

'তুমি এমন করে বলছো যেন সেটা একটা অসুখ।'

'না, কিন্তু কুড়ি বছর বয়সে অধিকাংশ মেয়েই কুমারী থাকে না। মানে—কাউকে তোমার মনে ধরলে তুমি চাইবে, সে তোমার ওপরে চাপুক—নয় কি?'

'জিনোর সম্পর্কে তোমার কি তাই মনে হয়?'

'অবশ্য। এখনও আমি অবশ্যি ওর প্রেমে পড়িনি, কিন্তু পড়তে পারি।'

'তাহলে সেজন্যে একটু সময় অন্তত দাও।' ক্লান্তস্বরে বললো অ্যানি।

কাল রাতে আমি একবার চেষ্টা করবো।'

'কাল ওঁর সঙ্গে তোমার ডেট আছে নাকি?'

'এখনও ঠিক হয় নি। কাল ওকে অফিসে ফোন করে ঠিক করে নেবো।'

'হেলেন তুমি একটু অপেক্ষা করো না কেন?'

'কিসের জন্যে?'

'তুমিই ওঁকে ফোন করার সুযোগটা দাও।'

'কিন্তু ধরো, আমি অপেক্ষা করে রইলাম ও ফোন করলো না। তখন?'

'হয়তো করবে না। হয়তো কয়েকদিন—এমন কি একটা সপ্তাহই করবে না।'

'এক সপ্তাহ! বাব্বাঃ, অতোদিন আমি অপেক্ষা করছি না।'

'হয়তো অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু তুমি চেষ্টা করো…'

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো হেলেন। 'তাহলে তাই করবো।'

'আচ্ছা হেলেন, তুমি না বলেছিলে একমাত্র ফ্র্যাঙ্কিকেই তুমি ভালোবেসেছিলে?'

'হ্যাঁ জানো, ও কি ভীষণ ভালো ছিলো…' সহসা ফুঁপিয়ে ওঠে হেলেন, 'ওঃ অ্যানি, ফ্র্যাঙ্কিকে আমি সত্যিই ভালোবেসেছিলাম। একমাত্র ওকেই আমি আজ পর্যন্ত ভালোবেসেছি।…এখন ও-ও চলে গেছে!'

'আচ্ছা, হেনরিকে তুমি ভালোবাসোনি?'

'তার মানে?'

'তুমি হেনরির প্রেমে পড়েছিলে, নয় কি?'

'হেনরি কি তোমাকে সেকথা বলেছে নাকি?'

হেলেনের কণ্ঠস্বরের নিদারুণ পরিবর্তনে কেঁপে উঠলো অ্যানি। ওর কেমন যেন মনে হলো, এ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা ওর পক্ষে ভুল হয়েছে। বললো, 'না, উনি তোমার সম্পর্কে যেমন উষ্ণতা নিয়ে কথা বলেন, তাতে আমি অনুমান করেছি মাত্র।'

'আচ্ছা, মানুষ কি ও কথাটা ভুলে যেতে পারে না? হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে বিছানায় শুয়েছিলাম। কিন্তু আমি কোনদিনই ওর প্রেমে মজিনি। তখন আমার বয়েস অল্প ছিলো, আর হেনরি আমার উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিলো—এই মাত্র। এ সবই অনেক প্রাচীন ইতিহাস। আমাদের মধ্যে যে তেমন কিছু ছিলো, তা আমিই এখন মাঝে মাঝে ভুলে যাই। কিন্তু হেনরি এখনও আমার ব্যবসাগত ম্যানেজার…যীশুর দোহাই, তুমি এসব কথা কখনো ওকে বোলো না যেন—'

'আমি কেন বলতে যাবো? হেনরিকে আমি পছন্দ করি, আমি ওঁকে আঘাত দিতে চাই না।'

'একটা মজার কথা শুনবে?' হেলেন হাই তুললো, 'বছর খানেক আগে—সেদিন আমার মনটা খুব খারাপ, তাই হেনরি আমার সঙ্গে বাড়িতে এসেছিলো। আমরা ঠিক করলাম, অতীতের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার জন্যে আমরা আবার ওই ব্যাপারটা করবো। কিন্তু হেনরি কিছুতেই তা করে উঠতে পারলো না। আসলে শত হলেও হেনরির বয়েস হচ্ছে পঞ্চাশের কোঠায় বয়েস। এখন ওর ন্যাতানো অঙ্গ মাড দিয়ে শক্ত করে তোলা সহজ নয়।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অ্যানির কণ্ঠস্বরে চাপা বিস্ময়ের সুর ফুটে ওঠে· 'কিন্তু জিনোও তো পঞ্চাশের কোঠায়…'

'জিনো ইতালিয়ান, ওদের মধ্যে সব সময় তাজা আগুন গনগন করে জ্বলে।· নাঃ অ্যানি, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনে। আমি এখুনি ওকে ফোন করে শুভরাত্রি জানাবো—যাতে ও আমাকে স্বপ্ন গ্যাখে।'

'হেলেন। এখন ভোর চারটে তুমি ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেবে।'

'না, কারণ এখন একেবারে আচমকা ওর কথা আমার মনে পড়লো। তার মানেটা কি জানো? তাব মানে, ও-ও এখন আমাব কথা ভাবছে।'

'এটা মোটেই আচমকা নয়,' হেলেনের অন্তরঙ্গ উষ্ণতার স্বরে অ্যানির আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। 'প্রায় ঘণ্টাখানেক হলো আমরা মাঝে মাঝেই জিনোর কথা আলোচনা করছি।'

'বেশ, তাহলে তোমার কথাই থাকলো। ও ফোন না করা অব্দি আমি অপেক্ষা করবো।'

চতুর্থ দিনেও ফোন না পেয়ে হেলেন একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠলো। টেলিফোনে অ্যানিকে বললো, 'এই আমার ভাগ্য, অ্যানি! সত্যি বলছি, যখনই কোনো পুরুষমানুষকে আমার ভালো লাগে, তখনই তার কাছ থেকে আমাকে আঘাত পেতে হয়।' হেলেন ফুঁপিয়ে উঠলো, 'পৃথিবীতে কোনো মেয়েই আমার মতো এতো আঘাত পায়নি।· নিজের বলতে আমার কিছুই নেই…শুধু কাজ আর কাজ। আমি একেবারে নিঃসঙ্গ। ভেবেছিলাম, আমাকে জিনোব ভালো লেগেছে। সেদিন রাতে মরোক্কোতে তুমিও তাই বলেছিলে। তবে কেন সে আমাকে ফোন করছে না, অ্যানি?'

মহিলার জন্যে সমস্ত হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে অ্যানির। এ ব্যাপারে ওরও খানিকটা দায়িত্ব রয়ে গেছে—ও-ই জিনোর সঙ্গে হেলেনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। 'আর একটা দিন সময় দাও হেলেন,' ও বললো, 'প্লিজ।'

সেদিন রাতে এল মরোক্কোতে জিনো অ্যানিকেই নাচের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন। তারপর চুপিচুপি বললেন, 'তোমাকে আমাব একটা উপকার করতে হবে, অ্যানি। ওই লন্ডন মহিলাটিকে তুমি আমার পেছন থেকে সরিয়ে নাও।'

'কেন?' বিস্ময়ের ভান করে অ্যানি, 'আমি তো ভেবেছিলাম, ওকে আপনার পছন্দ।'

'অ্যানি, কোনো পুরুষ মানুষের কাছেই হেলেন এখন আর আকর্ষণীয় নয়। হ্যাঁ, ও যখন মঞ্চে ওঠে গান গায়, তখন কেউই ওকে ছুঁতে পারবে না। কিন্তু···অদূরে নতুন মিঙ্কে ঝলমলে হয়ে বসে থাকা অ্যাডেলের দিকে তাকালেন জিনো, 'আমার আগ্রহ শুধুমাত্র দেহে।'

'তার মানে সুন্দর মুখের জন্যেই আপনি কাউকে ভালোবাসবেন? হেলেন আজকের দিনে একটা জীবন্ত উপকথা। ওর সঙ্গে আপনাকে দেখা গেলে, সেটা আপনারও গর্বের বস্তু হওয়া উচিত।'

'ও সব কে চায়, অ্যানি? আমি চাই একটি সুন্দরী মেয়েকে—যার একটা সুন্দর শরীর থাকবে, সে আমাকে খুশি করতে পারবে। সেজন্যে আমিও তাকে ফারের পোশাক আর গয়নাগাটি দিয়ে খুশি করে দেবো। আর ভালোবাসা? ভালো আমি একবারই বেসেছিলাম, অ্যানি অ্যালেনের মা'কে। তাছাড়া এ বয়সে ভালোবাসার কথা ভাবতে গেলেই মুশকিলে পড়তে হয়। যাক সে কথা, তুমি ওকে সরে যেতে বোলো। নয়তো আমারই অপমান করে ওকে তাড়াতে হবে।'

'কিন্তু ওর উদ্বোধন উপলক্ষে আপনি তো নিউ হাভেনে যাচ্ছেন?'

'নিউ হাভেন?'

'হ্যাঁ, আপনি কথা দিয়েছিলেন।'

'সর্বনাশ! তার মানে ট্রেনে কয়েকঘণ্টার পথ। আমি নিশ্চয়ই তখন মাতাল ছিলাম। যাকগে, বলে দিয়ো আমি ফিলাডেলফিয়ার উদ্বোধনে যাবো।'

'সত্যি যাবেন?'

'না, কিন্তু সে অনেক পরের কথা। ততদিনে অন্য একটা কিছু ভেবে নেওয়া যাবে।'

'না, জিনো। হেলেন আমার বন্ধু। এমন একটা প্রবঞ্চনার মধ্যে আমি নিজেকে জড়াবো না।'

'বেশ, তাহলে আমিই ওকে বলে দেবো যে ও একটি বৃদ্ধা গাভী—ও যেন আমার পেছন ছেড়ে দেয়।'

'আমি তাহলে কোনো দিনই আপনাকে ক্ষমা করবো না,' অ্যানির কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু দুচোখে ক্রোধের আগুন।

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন জিনো, 'ওহ্ অ্যানি, তুমি আমার কাছ থেকে কি চাও বলো তো? আমিও ওকে আঘাত দিতে চাই না, কিন্তু তাই বলে ওর প্রেমিকও হতে পারি না।'

'অন্তত উদ্বোধন উপলক্ষে ফিলাডেলফিয়ায় যেতে পারেন।'

'কিন্তু তারপর? তাতে তো ও আরও উৎসাহ পেয়ে যাবে।'

'আমি আপনাদের আলাপ করবো দিয়েছিলাম। তাছাড়া আমি মনে করি, কথা দিলে তা রাখা উচিত। যদিও আপনি দারুণ আকর্ষণীয় পুরুষ, তবু মনে হয় না হেলেন আপনার অবহেলায় শুকিয়ে যাবে। আপনি শুধু উদ্বোধনের রাতে মঞ্চের দরজায় এসে ওর সঙ্গে দেখা করে আসবেন, ব্যাস।'

'বেশ, কিন্তু সেদিন রাত্তিরের ট্রেনেই আমি আবার ফিরে আসবো। রাজী?'

'রাজী।'

নিউ হ্যাভেনে উদ্বোধনের এক সপ্তাহ আগে থেকেই সমস্ত অফিস জুড়ে দারুণ কর্ম তৎপরতা। শুক্রবার উদ্বোধন, তাই বুধবারেই হিট দ্য স্কাইয়ের পাত্রপাত্রীরা নিউ হ্যাভেনে রওনা হয়ে গেলো। বৃহস্পতিবার হেনরি বেলামি অ্যানিকে ডেকে বললেন, 'শোনো, আসছে কাল একটার ট্রেনে আমরা রওনা দিচ্ছি। তোমার জন্যে টাফ্ট হোটেলে আমি একটা ঘর ঠিক করে রেখেছি।'

'আমার জন্যে?'

'কেন, তুমি যেতে চাও না? লিয়ন এবং আমাকে যেতেই হচ্ছে। কাজেই আমি ধরেই নিয়েছি যে তুমিও যেতে চাইবে। তা ছাড়া শত হলেও, হেলেন তোমার বান্ধবী আর তোমার ছোট্ট বান্ধবী ও'হারাও তো অভিনয়ে রয়েছে।'

'খুশি হয়েই যাবো। আমি কোন দিনও উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেখিনি।'

'তাহলে আর কি, কোমর বেঁধে তৈরি হয়ে নাও।'

ডিসেম্বর: ১৯৪৫

ট্রেনে সমস্ত সময়টা হেনরি এবং লিয়ন কাগজপত্র মুখে নিয়ে বসে রইলো। নিউ হ্যাভেনে পৌঁছতে পৌঁছতে সেই সন্ধ্যা। হোটেলে ঢুকে হেনরি অ্যানিকে

বললেন, 'ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসো। পানশালাতেই দেখা হবে।'

নিজের ঘরে গিয়ে ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নেয় অ্যানি। ঘরটা ছোট, কিন্তু তাতে ওর কিছুই এসে যায় না। মনের উচ্ছ্বাস যেন উপচে ওঠে। মনে হয়, যে কোন মুহূর্তেই একটা সুন্দর ঘটনা ঘটে যেতে পারে ওর জীবনে। ছোট্ট জানলাটা দিয়ে নিচের রাস্তার দিকে তাকায় অ্যানি। প্রথম শীতের হিমেল অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে শহরের বুকে, রাস্তার আলোগুলো ইতিমধ্যেই আবছা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। হোটেলের ওধারে একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁয় নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপনটা দপদপ করছে অনিশ্চিত ভাবে।···আচমকা টেলিফোনের কর্কশ আওয়াজে সংবিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় অ্যানি।

'এই মাত্র মহলা থেকে ফিরলাম,' নীলি বললো। 'মিঃ বেলামি হেলেনের সঙ্গে দেখা করতে থিয়েটারে গিয়েছিলেন। উনিই বললেন যে তুমিও এখানে এসেছো। শুনে এতো মজা লাগলো, যে কি বলবো।'

'আমারও লাগছে। তারপর সব কেমন চলছে?'

'সাংঘাতিক।' নীলি যথারীতি একদমে বলতে থাকে, 'কাল রাত থেকে আজ ভোর চারটে অব্দি আমাদের ড্রেস রিহার্সেল হয়েছে। এদিকে হেলেন টেরি কিঙের আরও একটা গান কেটে দেবার চেষ্টা করছে। টেরি তাতে রেগে আগুন হয়ে গেছে! আজ বিকেলে ওর এজেন্টও এখানে এসে পৌঁছেছেন·· গিল কেসের সঙ্গে ব্যাপারটার একটা বোঝাপড়া করে নেবার জন্যে।'

'হেলেন কি থিয়েটার থেকে ফিরেছে?'

'না, এখনও হেনরি বেলামির সঙ্গে ড্রেসিংরুমের দোর বন্ধ করে বসে রয়েছে। জানিনা কি করে ব্যাপারটার মিটমাট করা হবে।'

'তার মানে কাল তাহলে উদ্বোধন হচ্ছে না।'

'না না, যে করেই হোক পর্দা ওঁরা নিশ্চয়ই তুলবেন।' নীলি খুশিয়াল স্বরে বললো, 'জানো অ্যানি, মেলও এখানে এসেছে।'

'ও সম্ভবত আমাদের ট্রেনেই এসেছে।'

'না, ও গতকাল রাত্তিরে এসেছে।' একটু থেমে নীলি বললো, 'এই অ্যানি, আমি · মানে আমরা ওই কাজটা করে ফেলেছি।'

'কি করে ফেলেছিস?'

'আহা! তুমি যেন কিচ্ছুটি বোঝো না।'

'নীলি…তার মানে… তুই…'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। প্রথমটাতে আমার খুব ব্যথা লাগছিলো…তারপর মেল…'

'কি সব বলছিস তুই, নীলি?'

'তারপর মেল আমার নিচে…'

'নীলি!'

'তুমি আর ন্যাকামো কোরো না, অ্যানি। আজকাল শুধু ওই সব করার জন্যেই কেউ বিয়ে করে না। মেল গতকাল আমাকে যতখানি শ্রদ্ধা করতো বা ভালোবাসতো, আজও ঠিক ততোখানিই করে। ও আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসে, আমিও বাসি। তাছাড়া এক্ষুনি আমাদের পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। মেলকে ওর সংসারের জন্যে সাহায্য করতে হয়। তবে আমাদের বইটা যদি ভালো ভাবে চলে, আমি যদি সপ্তাহে একশো ডলার করে রোজগার করতে পারি, তাহলে তখন আমরা বিয়ে করবো।'

'কিন্তু কিন্তু নীলি… তুই যা করেছিস…' বিহ্বলতায় গলা বুজে আসে অ্যানির।

'ওকে নিচে শোয়ানোর কথা বলছো? শোনো—মেল বলে, দুজন যদি দুজনকে ভালোবাসে তাহলে তারা যা কিছুই করুক না কেন, তা সমস্তই স্বাভাবিক। তাছাড়া ব্যাপারটা যে কি দারুণ। ওফ, আমি আজকের রাতের জন্যে এখন আর যেন অপেক্ষা করে থাকতে পারছি না…'

'নীলি, দোহাই ঈশ্বরের!'

'দাঁড়াও না, তোমার যখন হবে তখন বুঝবে। ঠিক আছে, তাহলে শো'যের পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। দ্বিতীয় দৃশ্যে আমার তিনটে লাইন আছে—খেয়াল রেখো কিন্তু।'

থিয়েটারের সমস্ত টিকিটই আগে থেকে বিক্রি হয়ে গিয়েছিলো। তৃতীয় সারিতে একপাশে হেনরি এবং আর এক পাশে লিয়নের মাঝখানে বসে উদ্বোধন রজনীর রোমাঞ্চ অনুভব করছিলো অ্যানি। ছোট্ট ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করলো নীলি। আঁটসাঁট পোশাকে জেনিফার নর্থের দৈহিক সম্পদ দেখে দর্শকরা স্পষ্টই মুগ্ধ হলো। অসাধারণ মিষ্টি গলায় দুখানা গান গেয়ে সকলকে মাতিয়ে দিলো টেরি কিঙ। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে সকলের ঊর্ধ্বে হেলেন লসন। সমস্ত দর্শককুল মুগ্ধ, বিস্মিত, আত্মহারা। হেলেন লসন নামক

জীবন্ত উপকথার অভিনয়ে, সঙ্গীতে আর ব্যক্তিত্বময় রূপ মাধুর্যে।

কিন্তু অভিনয় শেষে গিল কেসের ঘরে সকলের উপস্থিতিতে হেলেন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলো, এ বইতে টেবি কিঙ্‌কে রাখা চলবে না।

'তা কি করে সম্ভব?' হতাশ স্বরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন গিল কেস।

'দ্যাখো গিল, এ বই তোমাকে পয়সা দেবে।' হেলেন গর্জন করে উঠলো, 'এ বই সিনেমায় তোলা হবে। আমি বসে বসে দেখবো, সিনেমায় বেটি গ্রাবল কিংবা রিটা হেওয়ার্থ আমার ভূমিকাটাতে অভিনয় করছে। ঠিক আছে, তা-ও না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তাই বলে আমার প্রচেষ্টার মাধ্যমে টেরি কিঙের মতো একটা বেবুশ্যে মাগী হলিউডে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে—আমি তা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।'

'কিন্তু ওর সম্বন্ধে তো কেউ তেমন কিছু প্রশংসা করে নি।'

'একটা সান্ধ্য পত্রিকায় স্পষ্ট লিখেছে, ও অনায়াসে সিনেমায় সুযোগ পাবে। তা ছাড়া এ বইতে সব চাইতে ভালো গানটাই ওর।'

'জেনিফারের সম্পর্কেও ওরা বলেছে মেয়েটি অবশ্যই সিনেমায় সুযোগ পাবে।'

'জেনিফার অর্থ গান গায় না।'

'শোনো হেলেন,' হেনরি বললেন, 'টেরির ওই গানটা তোমাকে দেওয়া সম্ভব নয় কারণ সেটা তোমার ভূমিকায় মানাবে না। ও তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না—তুমি ওর নাগালের অনেক উঁচুতে রয়েছো। তা ছাড়া মেয়েটিকে একটু সুযোগ দেওয়া উচিত। তোমাকেও একদিন শুরু করতে হয়েছিলো। তোমার সেই প্রথম অভিনয় রজনীর কথা মনে করে ধরো সেদিন গ্যানাস শ যদি তোমাকে সরিয়ে দিতেন, তাহলে আজ কোথায় থাকতে তুমি?'

'কিন্তু গ্যানাস শ আজ কোথায় গেছেন?' হেলেন ধমকে ওঠে। 'শোনো হেনরি, আমি যখন এ পথে আসি তখন উনি চল্লিশের কোঠায়। উনি যদি যথেষ্ট চতুর হতেন, তাহলে তখনই আমাকে সরিয়ে দিতেন। কিন্তু উনি ভেবেছিলেন, আমি ওঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার যোগ্য নই। হয়তো সত্যিই তাই, কিন্তু আমিই ওকে সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিলাম। টেরি কিঙের ক্ষেত্রেও যে তেমন হতে পারে না, তা নয়।'

'টেরি কিঙের সঙ্গে আমাদের চুক্তি করা আছে,' গিল কেস কাঁধ ঝাঁকালেন।

'ওসব চুক্তি-টুক্তির ব্যাপার আমার সব জানা আছে' বিশ্রীভাবে হাসলো হেলেন। 'একটা বুদ্ধি বের করে ওকে সরিয়ে দাও। তুমি তা পারো কারণ তুমি আগেও অনেকবার তা করেছো।'

গিল কেস যেন কুঁচকে ইঞ্চি তিনেক ছোট হয়ে গেলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ, তাহলে ফিলাডেলফিয়ার উদ্বোধন অবধি অপেক্ষা করা যাক।'

'না। আমি চাই, এ সপ্তাহের শেষেই ওকে সরিয়ে দেওয়া হবে।'

'কিন্তু তাহলে সোমবার ফিলাডেলফিয়ায় ওর জায়গায় কে অভিনয় করবে?' গিল ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।

'পেনি ম্যাক্লওয়েনকে ডেকে পাঠাও।'

'সে আবার সেলাবের নতুন বইতে মহড়া দিচ্ছে। কাল সকালে আমি যদি নিউইয়র্কের প্রতিটা এজেন্টের সঙ্গেও ফোনে যোগাযোগ করি, তাহলেও এই সময়ের মধ্যে ওই ভূমিকার জন্যে তৈরি হতে পারবে—এমন কাউকে যোগাড় করে উঠতে পারবো না।'

'আমি এমন একজনকে জানি,' আচমকা অ্যানির কথায় সকলে ওর দিকে ফিরে তাকায়। 'আমি জানি এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার এক্তিয়ার নেই, কিন্তু'

'তুমি কাকে জানো শুনি?' প্রশ্ন করে হেলেন

'নীলকে তো জানো। ও টোরের বদলী হিসেবে আছে। সব নাটকটা ও জানে। আর সবকিছুই ভালো'''

'অসম্ভব' গিল উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, 'ওর একেবারেই সাদামাটা চেহারা।'

'টোরের ভূমিকা একটি ছলাকলাহীন নারীর,' হেলেনের চোখদুটো কুঁচকে ওঠে। 'কে জানে রক্তকেশী সীনসুন্দরীকে কি সে ভূমিকায় মানাবে?'

'তুমি বুঝতে পারছো না, হেলেন। ভূমিকাটা গুরুত্বপূর্ণ। ফিলাডেলফিয়ার উদ্বোধনীতে একটা অজানা অচেনা উটকো মেয়েকে নিয়ে আমি ঝুঁকি নিতে পারি না।

'নীল সারা জীবন দেশে দেশে ঘুরে অভিনয় করেছে, দর্শকদের সামনে

দাঁড়াতে ও অভ্যস্ত।' অ্যানি বললো, 'মিঃ কেস, ও হয়তো সত্যিই ভালো করতে পারবে।'

'বেশ,' খানিকটা ইতস্তত করলেন গিল, 'তা হলে না হয় সেই চেষ্টাই করে দেখা যাবে।'

'কাল এগারোটার সময় আমি বাদে আর সকলকে মহলায় ডাকো। তারপর খেল দেখাতে শুরু করো,' দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে গিলকে বললো হেলেন। 'আমার খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার।' অ্যানির দিকে ঘুরে তাকালো ও, 'তুমি এসেছো বলে আমি খুব খুশি হয়েছি, অ্যানি।... চলি।'

'তোমরা কেউই আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারলে না' দরজা বন্ধ করে গলায় অভিযোগের স্বর ফোটালেন গিল কেস।

'আমি চেষ্টা করেছিলাম,' কাঁধদুটো উঁচু করে তুললেন হেনরি, 'কিন্তু জানতাম, তা অর্থহীন।' লিয়ন আর অ্যানির দিকে তাকালেন উনি, 'যাও, তোমরা এবারে কেটে পড়ো। আমি গিলের সঙ্গে বসে হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাটা ঠিকঠাক করে ফেলি।'

নির্জন পথ ধরে এগুতে এগুতে অ্যানি প্রশ্ন করে, 'টেবি কিঙ্‌কে নিয়ে ওঁরা তাহলে কি করবেন?'

'দল ছেড়ে চলে যাবার জন্যে ওকে বাধ্য করানো হবে।'

'কিন্তু কি করে?'

'কলজের জোর থাকলে কাল মহলায় এসো, দেখতে পাবে।'

'যাই হোক, নীলিটা তাহলে একটা সুযোগ পাবে।'

'তোমাকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা।'

'আমাকে তুমি তাহলে কি মনে করো?' আচমকা লিয়নের দিকে তাকালো অ্যানি। 'তোমার কি ধারণা, ডিসেম্বরের এই ঠাণ্ডা রাতে জমে যেতে ভালো লাগছে বলেই আমি তোমার সঙ্গে এভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছি?'

'তার চাইতে বেশি কিছু হতে পারে কি?' পথ চলা থামিয়ে অ্যানির দিকে তাকালো লিয়ন।

'তুমি যা চাও, তা-ই হতে পারে।'

কোনো কথা না বলে বাকি পথটুকু পেরিয়ে এলো ওরা। অ্যানিকে সোজা নিজের ঘরে নিয়ে এলো লিয়ন। ওর কোটটা খুলে দিলো। তারপর এক

মুহূর্ত স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে নিজের হাত দুখানা এগিয়ে দিলো সামনের দিকে। এক ছুটে ওর বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো অ্যানি, নিজের ঠোঁট দিয়ে খুঁজে নিলো লিয়নের হিমেল অথচ আগ্রাসী ঠোঁট দুটিকে। চুম্বনের প্রতিদান দেবার অসীম ব্যগ্রতায় নিজেই অবাক হলো অ্যানি, একটু একটু করে ডুবে যেতে লাগলো চুম্বনের অপার বিস্ময়ের অনন্ত গভীরে। নিবিড় আনন্দে সমস্ত শরীর শিউরে উঠতে লাগলো ওর।

আচমকা নিজের আলিঙ্গন থেকে অ্যানিকে মুক্ত করে দেয় লিয়ন, 'তোমাকে মনস্থির করে নিতে হবে, অ্যানি।' ওর আ টিটার দিকে তাকালো সে, 'নিউ হ্যাভেনের এই রাত শেষ হয়ে যাবে। সোমবার আবার নিউ-ইয়র্কে ফিরে যাবে তুমি। তখন হয়তো আজকের এই ঘটনাকে অলীক বলে মনে হবে তোমার।'

'এটাকে আমি তুটকো প্রেম বলে মনে করি না।' লিয়নের বিছানায় বসলো অ্যানি। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। এ কথাটা আজ অব্দি আমি কাউকে বলি নি, লিয়ন।'

'তা হোক...তবু আজ তুমি নিজের ঘরেই ফিরে যাও,' একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলো লিয়ন। 'দ্যাখো, সোমবার নিউইয়র্কে ফিরে গিয়েও তোমার মানসিক অবস্থা এমনি থাকে কি না।'

'আমার মন একই রকম থাকবে।'

'কিন্তু আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় অ্যানি, 'তুমি কি সত্যি সত্যি চাও, আমি চলে যাবো?' অশ্রুবাষ্পে ওর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

'আদৌ তা চাই না, অ্যানি! শুধু শুধু তোমার জন্যেই...'

'লিয়ন, আমি এখানেই থাকতে চাই,' অ্যানির কণ্ঠস্বরে মিনতি ঝরে পড়ে।

অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে লিয়ন, যেন কথাগুলোর অর্থ পরিমাপ করে নিতে চায়। পর মুহূর্তেই সেই চকিত হাসিতে তার সমস্ত মুখখানা ঝলসে ওঠে। কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দু হাত এগিয়ে দেয় অ্যানির দিকে। 'আমি সদাশয় হয়ে থাকার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার শেষ প্রতিরোধটুকুও উপড়ে ফেললে।'

লিয়নের আলতো আলিঙ্গন অনুভব করলো অ্যানি। পরক্ষণেই ওকে

ছেড়ে দিলো সে। লিয়ন টাই খুলছে।… কিন্তু অ্যানি এখন কি করবে? এখন কি করার কথা ওর? এ কথা সত্যি যে ও লিয়নের সঙ্গে শুতে চায়: কিন্তু তাই বলে ও তো আর বেহায়া মেয়ের মতো নিজের পোশাক খোলার জন্যে টানাটানি শুরু করতে পারে না! হে ঈশ্বর, কেন ও এসব কথা আগে কারুর সঙ্গে আলোচনা করেনি! এখন কি হবে? লিয়ন জামা খুলছে।… ওকে তো কিছু একটা করতেই হবে—এমনি করে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না।

'পোশাক খোলার জন্যে অন্য ঘরে যেতে চাও?' কোমর-বন্ধ খুলে স্নান-ঘরের দিকে দেখালো লিয়ন।

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে স্নানঘরে ছুটে গেলো অ্যানি, বন্ধ দরজার আড়ালে পোশাকের আবরণ থেকে মুক্ত করে নিলো নিজেকে। এবারে? এমনি নগ্ন অবস্থায় শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ ভালোবাসার মানুষটির কাছে নিজেকে সঁপে দেবার এই অপরূপ মুহূর্তের কথা কতোবার স্বপ্ন দেখেছে ও। স্বপ্ন দেখেছে, মৃদু আলোয় বিস্তৃত বিলাসী শয্যায় শুভ্র স্বচ্ছ রাত্রিবাস পরে ও প্রেমিক পুরুষটির আলিঙ্গনে একটু একটু করে লীন হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের সেই পুরুষটির মুখ ওর কাছে চিরদিনই অস্পষ্ট ছিলো। কিন্তু এখন তার মুখ একেবারে সুস্পষ্ট, ওর পরনেও কোনো স্বচ্ছ আচ্ছাদন নেই। বিলাসী শয্যার বদলে নিউ হ্যাভেনের একটা ছোট হোটেল ঘরে কর্কশ আলোর উজ্জ্বলতায় নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে ও… বুঝতে পারছে না কি করবে।

'এই শুনছো, এখানে আমার ভীষণ একলা লাগছে!' উঁচু কণ্ঠস্বরে লিয়নের আহ্বান শোনা গেলো।

পাগলের মতো চারদিক হাতড়ে একটা বড়োসড়ো তোয়ালে পেয়ে গেলো অ্যানি। তোয়ালেটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ভীরু হাতে স্নানঘরের দরজা খুললো ও। বিছানায় শুয়ে ছিলো লিয়ন, চাদরটা কোমর অব্দি টানা স্নানঘরের আলো নেভাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো অ্যানি।

'ওটা ওমনি থাক,' লিয়ন বললো, 'আমি তোমাকে দেখতে চাই।'

অ্যানি বিছানার কাছে আসতেই ওর হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিলো লিয়ন। তোয়ালেটা খসে পড়লো মেঝের ওপরে। চাদরটা সরিয়ে লিয়ন ওকে নিজের কাছে টেনে নিলো। তার আদরে-সোহাগে সবটুকু

অস্বস্তি কেটে গেলো অ্যানির। ওর মনে হলো, নিজের শরীরের ওপরে লিয়নের শরীরের ভার যেন পৃথিবীর সব চাইতে স্বাভাবিক অনুভূতি।…
তারপর এলো সেই মুহূর্ত ! লিয়নকে খুশি করতে চাইছিলো অ্যানি। কিন্তু আচমকা এক আকস্মিক যন্ত্রণায় ওর কণ্ঠ থেকে এক টুকরো আর্তস্বর বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলো লিয়ন।

'অ্যানি ' লিয়নের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখলো ও।

'করো, লিয়ন,' অ্যানি বললো, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নিচু হয়ে ওকে চুমু দিলো লিয়ন, তারপর নিজের মাথার নিচে হাত রেখে শুয়ে রইলো আধো-অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

'লিয়ন '

'বিশ্বাস করো অ্যানি, তুমি এখনও কুমারী আছো জানলে আমি কিছুতেই তোমাকে স্পর্শ করতাম না।'

এক লাফে বিছানা থেকে উঠে স্নানঘরে ছুটে যায় অ্যানি। সশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তোয়ালেতে মুখ চেপে কেঁদে ওঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'কেঁদো না, সোনা,' দরজাটা ঠেলে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় লিয়ন। 'সব কিছুই আগেকার মতো রয়ে গেছে এখনও তুমি কুমারীই রয়েছো।'

'সে জন্যে আমি মোটেই কাঁদছি না!'

'তাহলে?'

'তুমি তোমার জন্যে। তুমি আমাকে চাও না!'

'চাই বই কি, ভীষণ ভাবে চাই।' ওকে জড়িয়ে ধরে লিয়ন, 'কিন্তু আমি তা পারি না, অ্যানি! আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তুমি…

'কি আশা করেছিলে তুমি?' অ্যানির অশ্রুমুখী চোখে ক্রোধের অস্পষ্ট ঝিলিক, 'আমি মোটেই আজে-বাজে মেয়েমানুষ নই।

'অবশ্যই তা নও। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এতোদিনে ধরো কলেজে কিংবা অ্যালেনের সঙ্গে তো বটেই '

'অ্যালেন কোনদিনও আমাকে ছোয়নি।'

'এখন তো তাই মনে হচ্ছে।'

'আমার কৌমার্যকে তোমার কি খুব বেশি এসে যায়?

'অবশ্যই।'

দুঃখিত,' নিজের কানে নিজের কথাটাকেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়

অ্যানির। একটা তোয়ালে জড়িয়ে লিয়নের দিকে তাকায় ও 'দয়া করে এখান থেকে যাও· আমি পোশাক পরে নেবো। আমি কক্ষনো ভাবিনি যে এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার জন্যে আমাকে কোনোদিন ক্ষমা চাইতে হবে। আমি ভেবেছিলাম, আমি যাকে ভালবাসবো সে · সে এতে খুশি হবে ·' অ্যানির কণ্ঠস্বর বুজে আসে নতুন করে ছুটে আসা অশ্রুবিন্দু লুকোবার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে নেয় ও।

'সে খুশি হয়েছে,' দুহাতে ওকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় লিয়ন। ফিসফিসিয়ে বলে· 'আমি চেষ্টা করবো, যাতে তোমার ব্যথা না লাগে। কিন্তু লাগলেই আমাকে বোলো, কেমন ?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি', লিয়নের কাঁধে মাথা গোঁজে অ্যানি, 'আমি তোমাকে খুশি করতে চাই।'

'সেটা উভয়তঃ, তবে এবারে তোমার পক্ষে সেটা হয়তো সহজ হবে না প্রথম বারে সেটা নাকি খুব কমই হয়ে থাকে।'

'তার মানে তুমিও ঠিক মতো জানো না ? তুমি কি কোনদিনও কোনো কুমারী মেয়েকে···'

'না,' স্মিত হাসিতে স্বীকার করে নেয় লিয়ন, 'তাহলে বুঝতেই পারছো, আমিও এ ব্যাপারে তোমার মতোই অনভিজ্ঞ।'

'ভালোবাসা দাও, লিয়ন তুমি আমার হয়ে যাও আমি আর কিচ্ছুটি চাইবো না,' লিয়নকে শক্ত করে জড়িয়ে থাকে ও দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে প্রথম সঙ্গমের সবটুকু যন্ত্রণা। তারপর একসময় লিয়নের শরীরটা শক্ত হয়ে উঠতেই সবিস্ময়ে অনুভব করে নিজেকে ওর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে লিয়ন।· তার মানে কামনার চরমক্ষণটিতেও ওকে নিরাপদ রাখার কথা চিন্তা করেছে মানুষটা। সমস্ত পিঠটা ঘামে ভিজে উঠেছে ওর। সেই মুহূর্তে অ্যানি বুঝতে পারে, ভালোবাসার মানুষটিকে খুশি করতে পারাই জীবনের সব চাইতে পরম পাওয়া। নিজেকে পৃথিবীর সব চাইতে ক্ষমতাময়ী নারী বলে মনে হয় ওর।

'এবারে ঘুমোও,' ওর চুলে হাত বুলিয়ে দেয় লিয়ন।

'লিয়ন আমি এখানে ঘুমোতে পারবো না।'

'কেন ?' ঘুম জড়ানো কণ্ঠস্বর লিয়নের।

'ধরো· ভোরবেলা হেলেন বা নীলি যদি ফোন করে ?'

'ওদের কথা ভুলে যাও। আমি ঘুম ভেঙে দেখতে চাই, তুমি আমার বুকে শুয়ে আছো।'

লিয়নের চোখে-মুখে-কপালে অজস্র চুমু এঁকে দেয় অ্যানি। তারপর ওর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বিছানা থেকে নেমে আসে, 'তেমনটি অনেক অনেক বার হবে লিয়ন। কিন্তু আজ আর নয়।' স্নানঘরে গিয়ে দ্রুত পোশাক পরে নেয় অ্যানি। হেলেন বা নীলিব জন্যে কিছু নয়—আসলে আজ একদিনের পক্ষে বড্ড বেশি ঝড় বয়ে গেছে। লিয়নেব পাশে শুলে সারারাত ও একফোঁটাও ঘুমোতে পারবে না। এদিকে আবার সকালেই···

স্নানঘর থেকে বেরিয়ে বিছানার কাছাকাছি এগিয়ে আসে অ্যানি। কথা বলতে শুরু করেই দেখতে পায়, লিয়ন ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃদু হাসিতে সারামুখ ভরে ওঠে ওর দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে

হেলেন ছাড়া নাটকের পাত্র-পাত্রী সকলেই হাজির। চতুর্থ সারিতে হেনরি এবং লিয়নের সঙ্গে গিয়ে বসলো অ্যানি। জেনিফার এসে ঢুকলো একটু পরেই। ইঙ্গিতে ওকে পাশের আসনে বসতে বললেন হেনরি। অন্ধকারেব মধ্যেই অ্যানিকে চিনতে পেরে একটুকরো মিষ্টি হাসি ছড়ালো জেনিফার, 'দর্শকরা আমাদেব দারুণভাবে নিয়েছে, তাই না? আমি অবিশ্যি কিছুই করিনি, কিন্তু তাহলেও আমি যে অনুষ্ঠানটাতে রয়েছি সেজন্যেই আমার দারুণ লাগছে!'

'বইটাতে তোমাকে খুব সুন্দর লেগেছে,' আন্তরিক স্বরে বললো অ্যানি।

'নিজের কথা অতো ছোট করে বলতে নেই,' হেনরি বললেন। 'আমি বলছি, উদ্বোধনেব ছ সপ্তাহের মধ্যেই তুমি সিনেমায় নামার সুযোগ পেয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে একটু ঝেড়ে কাশো তো সোনা! বলো দেখি, টনি পোলাব আর তোমার মধ্যে ঘটনাটা আসলে কতোখানি গভীর?'

'খবরের কাগজগুলোতে ঘটনাটাকে মিছিমিছি ফাঁপিয়ে লিখেছে,' হাসলো জেনিফার। 'আমার মনে হয় না টনি বা আমি কেউই এখন বিয়ের জন্যে পাগল। তাছাড়া আইনত এখনও আমি মিরালোব বিবাহিতা স্ত্রী!'

'সে বিয়ে বাতিল হবার কাগজপত্র তো বলতে গেলে সই হয়েই গেছে। শুধু মনে রেখো, বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি বলবে—তুমি ক্যাথলিক, তুমি সন্তান চাও, কিন্তু ওই বেজন্মাটা তা চায় না।'

'আপনি ক্যাথলিক ?' প্রশ্ন করে লিয়ন।

জেনিফার কাঁধ ঝাঁকায়, 'মা ক্যাথলিক ছিলেন, বাবা ছিলেন না। ওঁদের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিলো। আমি তো দীক্ষাই পাইনি। কিন্তু সে সব কেউ ঘেঁটে দেখতে চাইবে না, তাই নয় কি হেনরি ?'

'তোমাকে অতো-শতো ভাবতে হবে না। যা বললাম, বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি শুধু তা-ই বলবে—ব্যাস। অ্যানি তোমার সাক্ষী হবে।'

'আমি ?' অ্যানি আকাশ থেকে পড়ে।

'হ্যাঁ, কথাটা আমি তোমাকে আগেই বলতাম। এ ব্যাপারে আমাদের একটি সাক্ষীর প্রয়োজন। ভয় নেই, বন্ধ ঘরে কাছারি বসবে। তোমাকে শুধু বলতে হবে যে বিয়ের আগে জেনিফার তোমাকে বলেছিলো—মিরালোকে বিয়ে করবার জন্যে ও পাগল, তার সঙ্গে বসবাস করবার জন্যে ও ইতালিতে যেতেও রাজী এবং ও একপাল বাচ্চা-কাচ্চার মা হতে চায়। বাচ্চা-কাচ্চার কথাটা ভালো করে খেয়াল রেখো কিন্তু।'

'কিন্তু আমাকে তো তাহলে শপথ নিয়েও মিথ্যে বলতে হয়,' অ্যানি আপত্তি জানায়।

হেনরি কোনো জবাব না দিয়ে ইঙ্গিতে মঞ্চের দিকে দেখালেন। মঞ্চে এখন রীতিমতো উত্তেজনা। টেরি কিঙ্ চড়া গলায় বলছে, 'গানটা বাদ দিয়ে দেবেন! আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন? সমালোচনাগুলো পড়ে দেখেছেন ?'

'এ বইতে গান অনেকগুলোই আছে। আসলে বইটা বড্ড লম্বা হয়ে যাবার দরুন বাধ্য হয়েই আমাদের এই পথটা বেছে নিতে হচ্ছে।' নির্দেশক স্বাভাবিকভাবেই বলে চললেন, 'শুধু গানটাই নয়, বিলের সঙ্গে আপনার প্রেমের দৃশ্যটাও বাদ যাচ্ছে। আর আপনার দ্বিতীয় গানটার সময় আপনি মঞ্চের এক ধারে সরে দাঁড়াবেন, কোরাসের মেয়েরা মঞ্চে এসে নাচবে। আপনার ওপর থেকে আলোটা ওদের দিকে গেলেই আপনি মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসবেন, ওরা তখন নেচে নেচে গানটা শেষ করবে।'

কোটটা টেনে নিয়ে রাগে গনগন করতে করতে বেরিয়ে গেলো টেরি। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই কাঠবিড়ালীর মতো একটা ছোটখাটো মানুষকে নিয়ে আবার ফিরে এলো।

'বলি, ব্যাপারটা কি—শুনি ?' চিৎকার করে উঠলেন ভদ্রলোক।

'কিসের ব্যাপার?' পরিচালক নির্দোষ চোখে তাকালেন।

'শুনুন মিস্টার, আপনার ওই ভালো মানুষ মার্কা মেয়েলি মুখখানা আমাকে বোকা বানাতে পারবে না—এ সব খেলা আমার দিব্যি জানা আছে। আসলে হেলেন টেরিকে ভয় পাচ্ছে, আর তাই আপনারা হেলেনের ইচ্ছে অনুযায়ী টেরিকে কায়দা করে ছাড়িয়ে দিতে চাইছেন।'

'ওঁকে কেউই ছাড়িয়ে দিচ্ছে না।'

'সেটা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তাহলেও চুক্তি অনুযায়ী ওকে আগামী দশ মাস অব্দি আপনাদের বেতন দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে ওর জায়গায় নতুন যে আসবে, তাকেও নিতে হবে। তাই আপনারা চেষ্টা করছেন, যাতে টেরি নিজেই কাজটা ছেড়ে দেয়।'

'আপনি একজন এজেন্ট হিসেবে শুধু আপনার মক্কেলের দিকটাই দেখছেন। কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে পুরো নাটকটাকে নিয়ে।'

'ওসব কথা ছাড়ুন' কাঠখোট্টা গর্জন করে ওঠেন। 'হেলেন লসন গিল কেসকে যে নির্দেশ দিয়েছে আপনি সেটাই পালন করছেন।'

টেরি ভদ্রলোকের হাত চেপে ধরে, 'চলে এসো, অ্যাল—আমি আর এখানে থাকতে চাইনে!'

'দাঁড়াও, ওঁরা তো ঠিক এটাই চাইছেন!' অ্যাল বললেন 'তুমি এখনও চুক্তিবদ্ধ, তোমাকে আজকে দুপুরের অনুষ্ঠানটাতেও অংশ নিতে হবে।'

'তোমাকে দু সপ্তাহের নোটিশ দিতে হবে' অন্ধকার থেকে হেনরি বললেন, 'এবং ফিলাডেলফিয়াতেও অভিনয় করতে হবে।'

'ওই দু লাইনের সংলাপ নিয়ে আমি কিছুতেই ফিলাডেলফিয়ার সমালোচকদের সামনে অভিনয় করতে নামবো না,' বললো টেরি।

'এখানে কি নিয়ে গণ্ডগোল হচ্ছে?' দর্শকদের সারির মাঝখান দিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলেন গিল কেস, 'কে নামছে না?'

'মিঃ কেস!' গিল কেসের দিকে ছুটে যায় অশ্রুমুখী টেরি, 'আপনি আমার ভূমিকাটা বিশ্রীভাবে ছেঁটে দিয়েছেন। ওই সামান্য ভূমিকায় আমি কিছুতেই মঞ্চে নামতে পারবো না।'

'নামতে হবে না,' সহানুভূতির হাসি ছড়ালেন গিল কেস। 'তোমার অংশটা যে এতো ছোট হয়ে গেছে, তা আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি। তুমি আমার ঘরে এসো—আপনিও আসুন, অ্যাল। টেরি ওখানে বসেই আমাকে

প্রথা মাফিক নোটিশটা লিখে দেবে আর আমি ওকে বোনাস হিসাবে দুমাসের মাইনে দিয়ে দেবো। টেরি, এতে তোমার প্রচারটা কিন্তু ভালোই হবে! সবাই জানবে হেলেন লসন যে বইতে অভিনয় করছে, তুমি স্বেচ্ছায় সেখান থেকে চলে এসেছো। আসছে সপ্তাহের মধ্যেই দেখবে, শহরের সব কজন পরিবেশক তোমার দরজায় গিয়ে হানা দিয়েছেন।'

ওঁরা বেরিয়ে যেতেই হেনরি মঞ্চে গিয়ে পরিচালকের সঙ্গে দ্রুত একটু আলোচনা সেরে নিলেন। পরিচালক ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েই উঁচু গলায় ডাকলেন, 'নীলি ও' হারা!' নীলি দ্রুত এগিয়ে গেলো ওঁর সামনে। 'তেইশ নম্বর গানটা শিখে নিতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলেন উনি।

'আমি শুধু দুটো গানই জানি।'

'আপাতত একটা জানলেই চলবে,' মৃদু হাসলেন উনি। 'তুমি গিয়ে দেখে নাও, টেরির পোশাকগুলো তোমার ঠিক হচ্ছে কি না।'

দুপুরের প্রদর্শনীটা ভালোভাবেই উতরে গেলো। পেশাদারী দক্ষতায় নিজের ভূমিকায় অভিনয় করলো নীলি। অ্যানির যতদূর মনে হলো, টেরির জায়গায় নীলির যোগদানের দরুন প্রদর্শনীর কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নি। সাজ-ঘরে ওর সঙ্গে দেখা করতেই নীলি একেবারে গদ্‌গদ হয়ে উঠলো, 'আমি জানি অ্যানি, এ ব্যাপারে তোমার খানিকটা হাত ছিলো। হেলেন আমাকে সব বলেছেন! তুমি সত্যি আমার নিজের বোনের মতো!' হেলেনও নীলির সম্পর্কে বেশ উচ্ছ্বসিত, 'দেখলে তো, টেরির চাইতে ওকে কতো ভালো মানিয়েছে? আমি গিল কেসকে বলে দিয়েছি, নিউইয়র্কে ওই ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে অন্য কাউকে খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। সোমবার ওর ওই কেটে দেওয়া গান আর প্রেমের দৃশ্যটাও আবার জুড়ে দেওয়া হবে।'

অ্যানি মৃদু হেসে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই হেলেন জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি এখুনি নিউইয়র্কে ফিরে যাচ্ছো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা কাল সকালেই ফিলাডেলফিয়ায় চলে যাচ্ছি। সোমবার তাহলে ফের দেখা হচ্ছে! তুমি জিনো আর অ্যালেনকে নিয়ে আসবে কিন্তু!'

লিয়ন অপেক্ষা করছিলো। পরের ট্রেনেই তার সঙ্গে নিউইয়র্কে ফিরে এলো অ্যানি। রাতটা কাটালো লিয়নের ফ্ল্যাটে, ভোরবেলা প্রাতরাশ সেরে

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দেখলো, টেবিলের ওপরে ফুলে ভরা বিরাট একটা ফুলদানি। সেই সঙ্গে অ্যালেনের লেখা এক টুকরো চিঠি—'আমি যেমন করে তোমার অভাব অনুভব করেছি, আশা করি তুমিও তেমনিভাবে আমার জন্যে অভাব অনুভব করছো। ফিরে এসেই ফোন কোরো—'

শুক্রবার অব্দি এ ঘরটা অন্য এক জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলো। এখন এ ঘরে নিজেকে নিতান্ত অপরিচিত এক আগন্তুক বলে মনে হলো অ্যানির। আসছে কাল লিয়নের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়ায় যাবে ও—অ্যালেনেরও যাবার কথা, এবং জিনোরও। · গোলাপ ফুলগুলোর দিকে তাকালো অ্যানি, তারপর অ্যালেনের নম্বরটা ঘোরাতে শুরু করেও মাঝপথে থেমে গেলো। ফোন না করে একটা টেলিগ্রামও পাঠানো যায়।…কিন্তু আংটিটা যে ওকে ফিরিয়ে দিতেই হবে।…

ফের নম্বরটা ঘোরায় অ্যানি।

'অ্যালেন, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে। আমি…আমি তোমাকে আংটিটা ফিরিয়ে দিতে চাই।'

এক দীর্ঘ নীরবতা। তারপর অ্যালেনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আমি এক্ষুনি তোমার কাছে যাচ্ছি।'

'না অ্যালেন ' অ্যানি যেন শিউরে ওঠে, 'আমি অন্য কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা করবো · আংটিটা তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।'

'আংটি আমি চাইনে, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কথা বলার কিছু নেই, অ্যালেন।'

'নেই? আমি তিন মাস ধরে প্রতিটি মুহূর্ত তোমাকে ভালোবেসে এসেছি, আর তুমি শুধু মাত্র একটা টেলিফোন করে সেসব কিছু ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিতে চাও? আচ্ছা নিউ হ্যাভেনে আমার নামে তোমাকে কেউ কিছু বলেছে কি? শোনো অ্যানি, অতীতে আমি এমন অনেক কাজ করেছি যা করা হয়তো ঠিক হয় নি। কিন্তু তা সবই তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে। কাজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।'

'নিউ হ্যাভেনে তোমার নামে আমাকে কেউ কিছু বলেনি। আমি ' বলতে গিয়ে শিউরে ওঠে অ্যানি, 'আমি একজনকে ভালোবেসে ফেলেছি, অ্যালেন!'

'কে, সে?'

'লিয়ন বার্ক।'

'চমৎকার!' অ্যালেনের হাসিটা বিশ্রী শোনায়, 'যাক, তোমাদের মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যে একখানা কুটির যোগাড় করে দিতে পেরেছি বলে, আমি বিশেষ আনন্দিত।'

'আংটিটা আমি তোমাকে ফেরত দিতে চাই, অ্যালেন।'

'আমি সেটা ফেরত পাবার বিষয়ে এতটুকুও উদ্বিগ্ন নই। কাজেই তুমিই বা কেন অতো চিন্তিত হচ্ছো?'

অ্যালেন গ্রাহকযন্ত্রটা রেখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফের ওর নম্বরটা ঘোরায় অ্যানি, 'অ্যালেন, আমি জানি তুমি আমার ওপরে ভীষণ রাগ করেছো; কিন্তু আমি চাই আমাদের বন্ধুত্বটা বজায় থাকুক।'

'বন্ধু হিসেবে আমি পুরুষ মানুষদেরই পছন্দ করি।'

'বেশ, কিন্তু তোমার আংটিটা আমি রাখতে পারব না।'

'কেন, লিয়ন কি তোমার আঙুলে ওটাকে বরদাস্ত করতে পারছে না? না কি ইতিমধ্যে ওটাকে বদলে দিয়েছে? শোনো অ্যানি, তুমি যদি এই কারণেই ফের আমাকে ফোন করে থাকো, তো ফোনটা রেখে দিতে পারো।'

'শোনো,' অ্যানি বুঝতে পারে অ্যালেন গ্রাহকযন্ত্রটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছে, 'আমি জিনোর ব্যাপারটা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছিলাম। উনি কথা দিয়েছিলেন, আসছে কাল উনি ফিলাডেলফিয়াতে যাবেন। হেলেন ওঁকে আশা করে আছে।'

'ঠাট্টা করছো!' অ্যালেনের হাসিটা প্রায় আর্তনাদ বলে মনে হয়।

'ঠাট্টা হবে কেন? আমাদের জন্যে হেলেনকে কেন নিরাশ হতে হবে, আমি বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছো না, তাই না? তুমি কি মনে করেছো এ সমস্ত কথা শোনার পরেও জিনো ওখানে যেতে চাইবেন? তোমার কি ধারণা, তাঁর পক্ষে ওই বুড়ি মাগীটাকে নিয়ে ধ্যামসানো খুব একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার?'

'হেলেনকে নিয়ে খবর্দার ওসব কথা বলবে না! অতো বড়ো একজন অভিনেত্রী—'

'শোনো অ্যানি, আমার বাবা শহরের যে কোনো মেয়েকে হচ্ছে হলেই পেতে পারেন। পৃথিবীটা পুরুষ মানুষের—মেয়েরাও এর মালিক হয় শুধুমাত্র যখন তাদের কচি বয়েস থাকে। কথাটা তুমিও একদিন সঠিক

ভাবে বুঝতে পারবে। তোমার হেলেন লণ্ডন ব্রডওয়ের সব চাইতে সেরা অভিনেত্রী হতে পারেন, কিন্তু যে মুহূর্তে উনি মঞ্চ থেকে নেমে আসেন সেই মুহূর্তে উনি একটি বিগতযৌবনা হতশ্রী নারী মাত্র।···হ্যাঁ, জিনো অবশ্যই যাবেন—আমিই ওঁকে রাজী করিয়েছি। রাজী করিয়েছি শুধু তোমার কথা ভেবে। উনি বলেছিলেন, অভিনয় শেষ হওয়া মাত্র উনি ফিরে আসবেন। শেষ পর্যন্ত আমি আমার বিয়ের উপহার হিসেবে ওঁকে একটা বার হেলেনকে দেবার জন্যে আবেদন করেছি। ভাবতে পারো? আমি যখন জিনোকে রাজী করাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তুমি তখন··· 'অ্যালেনের কণ্ঠস্বর প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। 'যাকগে, এতে একটা অন্তত উপকার হয়েছে —জিনো বেঁচে গেলেন।···এবারে বলটা আমি তোমার আর লিয়ন বার্কের দিকেই ছুঁড়ে দিলাম—লিয়নের পিতৃদেবই তাহলে তোমার বান্ধবীর সঙ্গে সান্নিধ্য উপভোগ করুন।' যন্ত্রটা নীরব হয়ে যায়।

নিউ হ্যাভেনের তুলনায় ফিলাডেলফিয়ার উদ্বোধন প্রদর্শনী অনেক বেশি সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ ভাবে শেষ হলো। পর্দা নেমে এলো রাত এগারোটা পনেরোয়। অনুষ্ঠানের সফলতা সম্পর্কে কারুর মনেই বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এমন কি হেনরি বেলামিরও সেই স্বভাবসিদ্ধ বিব্রত ভাবভঙ্গি যেন স্রেফ উবে গেছে। লিয়ন ও অ্যানি মঞ্চের পেছনে গিয়ে হাজির হতেই তিনি ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে গেলেন, 'ওয়ারউইকে পার্টি হচ্ছে।'

'তোমার নিশ্চয়ই পার্টিতে যাবার খুব একটা ইচ্ছে নেই, তাই না?' লিয়ন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'পার্টি তো নির্ঘাৎ ভোর অব্দি চলবে। কিন্তু আমাদের দুজনেরই একটু ঘুমোনো দরকার। আমরা যদি তাড়াতাড়ি হেলেন আর নীলিকে অভিনন্দন জানিয়ে আসতে পারি, তা হলে নিউ-ইয়র্কে ফিরে যাবার বারোটা পঁচিশের ট্রেনটা ধরতে পারবো।'

ওরা দুজনে ট্রেন থেকে নেমে সোজা থিয়েটারে এসে ঢুকেছে। অ্যানি অনুমান করেছিলো, হেনরি ওদের জন্যে হোটেলে ঘর ভাড়া করে রাখবেন। এবং সেই ভেবেই ও হাতব্যাগের মধ্যে রাত্রিবাস আর দাঁত মাজার ব্রাশটা নিয়ে এসেছে। এখন ওর আচমকা খেয়াল হলো, লিয়নের হাতে তার ব্যাগটা নেই। বললো, 'তুমি যা বলবে।'

ভিড় ঠেলে নীলির ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো ওরা। দরজার বাইরে

নীলিকে ঘিরে কয়েকজন সাংবাদিকের ভিড়। পাশে মেল—মেলের নির্বাক মুখে গর্বের রোশনাই।

'নীলি, তুই দারুণ করেছিস!' ওকে জড়িয়ে ধরে অ্যানি।

'সত্যি? সত্যি বলছো? একটু অভ্যেস হয়ে গেলে দেখো, আরও ভালো হবে।'

লিয়ন ওকে অভিনন্দন জানাতেই নীলি যেন চমকে ওঠে, 'অ্যালেন কোথায়?'

'সে তোকে পরে বলবো,' অ্যানি আস্তে করে বলে। 'আমি চলি, আবার হেলেনকে অভিনন্দন জানাতে হবে।'

'জিনো যদি না এসে থাকেন, তাহলে তুমি বরং মানে মানে এ শহর থেকে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো।'

অ্যানিকে দেখতে পেয়েই দুহাত বাড়িয়ে ছুটে এলো হেলেন। তারপরেই লিয়নকে দেখে প্রশ্নালু চোখে অ্যানির দিকে তাকালো, 'আর সব কোথায়?'

'আসে নি।'

'তার মানে?'

'সে অনেক কথা, হেলেন।'

লিয়নের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো হেলেন, 'লিয়ন, তুমি হলে গিয়ে বোসো। অ্যানি এখানেই থাকুক। আমি ততোক্ষণে পোশাকটা পালটে ফেলি।'

লিয়ন ঘড়ির দিকে তাকায়, 'শেষ ট্রেনটা ধরতে হলে আমাদের কিন্তু এখুনি ওঠা দরকার, অ্যানি।'

'হেনরি নিজেও থাকছে না, বদলি হিসেবে তোমাকেও রেখে যাচ্ছে না। তাহলে পার্টিতে আমার সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষটা থাকছে, শুনি?'

'হেনরি থাকছেন না কেন?' প্রশ্ন করে অ্যানি।

'কারণ আমি ওকে বলেছিলাম, জিনো থাকছে। তা জিনোর ব্যাপারটা কি হলো, বলো তো?'

ফের ঘড়ির দিকে তাকায় লিয়ন, 'আমি বরং একটা ট্যাক্সি ধরি।' তারপর হেলেনের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

'হেলেন, এখুনি যেতে হচ্ছে বলে আমার খুব খারাপ লাগছে', অ্যানি বললো, 'কিন্তু লিয়ন ওই ট্রেনটাই ধরতে চাইছে...'

'ধরতে চাইছে ধরুক, তাতে তোমার কি ?'

একটা ওজুহাত খুঁজতে থাকে অ্যানি, 'হোটেলে আমার জন্যে জায়গা ঠিক করা নেই।'

'তাতে কি হয়েছে ? আমার স্যুইটে দুটো খাট রয়েছে, তুমি আমার সঙ্গেই থাকতে পারো।'

'কিন্তু আমি লিয়নের সঙ্গে এসেছি,' দরজার দিকে উৎসুক চোখে তাকায় অ্যানি।

হেলেনের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, 'ও, এবারে বুঝেছি। এখনও তুমি লিয়নের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি চলিয়ে যাচ্ছো!...ওহ্, ভগবান, ভেবেছিলাম তুমি অন্য ধরনের মেয়ে কিন্তু তুমিও দেখছি অন্য সকলের মতো! যখন তোমাকে আমার দরকার, তখনই তুমি আমাকে লাথি মেরে চলে যাচ্ছো সবই আমার ভাগ্য!' হেলেনের গাল বেয়ে অশ্রু নেমে আসে, 'আজ উদ্বোধন রজনীতে আমি একেবারে একা · নির্বান্ধব!'

'হেলেন আমি সত্যিই তোমার বন্ধু। দাঁড়াও, লিয়নের সঙ্গে কথা বলে আসি,' দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে অ্যানি।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো লিয়ন। অ্যানি ছুটে এসে বললো, 'এভাবে ওকে আমরা ওকা একা ফেলে রেখে যেতে পারি না, লিয়ন। ও মনে আঘাত পাচ্ছে।'

ওর দিকে তাকালো লিয়ন, কোনো কিছুই হেলেনকে আঘাত দিতে পারে না, অ্যানি।'

'তুমি ওকে বুঝতে পারো না ··ও কাঁদছে!'

'হেলেনের চোখে খুব সহজেই জল আসে। থেমেও যায় তাড়াতাড়ি। শোনো অ্যানি, এ দুনিয়ার হেলেন লসনরা নিজেরাই নিজেদের নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করে নেয়।'

'কিন্তু লিয়ন, ও আমার বন্ধু।'

'তাই তুমি এখানে থাকতে চাইছো ?'

'আমার মনে হচ্ছে, সেটাই উচিত···'

'বেশ, তাহলে বিদায় বন্ধু—' মৃদু হেসে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লো লিয়ন।

প্রথমে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছিলো না অ্যানি। কিন্তু ততক্ষণে ট্যাক্সিটা উধাও হয়ে গেছে। আচমকা অ্যানি অনুভব করলো, ওর চোখ

ফেটে জল নেমে আসছে। সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে আঘাত দিয়ে ফেলছে ও—সব চাইতে বেশি আঘাত দিচ্ছে নিজেকে।

ওয়্যারউইকে পার্টি সেরে রাত তিনটের সময় হেলেনের স্যুইটে ফিরলো ওরা। বড়সড়ো একগ্লাস শ্যাম্পেন নিয়ে হেলেন প্রশ্ন করলো, 'এবারে বলো—জিনোর কি হলো?'

'বোধহয় দোষটা আমারই,' অ্যানি বললো, 'অ্যালেনের সঙ্গে আমি সব কিছু চুকিয়ে ফেলেছি।'

'কেন?'

'মানে ইয়ে···লিয়ন আর আমি···আমরা···'

'হ্যাঁ, আমি জানি নিউ হ্যাভেনে তুমি লিয়নের সঙ্গে শুয়েছিলে। কিন্তু তার সঙ্গে অ্যালেনের কি সম্পর্ক?'

'লিয়নকে ভালোবাসলে অ্যালেনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাখা চলে না।'

'ফাজলামো হচ্ছে?' হেলেনের চোখদুটো কুঁচকে ওঠে, 'লিয়ন তোমাকে নিয়ে শুয়েছে বলেই তুমি নিশ্চয়ই মনে করছো না যে সে তোমাকে বিয়ে করবে—তাই নয় কি?'

'করবে বৈকি···'

'সে কি বিয়ের কথা বলেছে?'

'হেলেন, ব্যাপারটা মাত্র তিন দিন আগে হয়েছে।'

'তা তোমার সেই প্রেমিক প্রবর এখন কোথায়? আমি লক্ষ্য করেছি, সে তো তোমার সঙ্গে লেগে ছিলো না?' অ্যানি কোনো জবাব দেয় না। হেলেন ফের বলতে শুরু করে, 'শোনো, যে তোমাকে ভালোবাসবে সে তোমার সঙ্গে সঙ্গে লেগে থাকবেই। অ্যালেন লেগে থাকতো—তার অবস্থা হয়তো এখন খুবই করুণ।···আমি বাজি রেখে বলছি, জিনোও তাই আসেনি। হয়তো আমাকে সে তোমার মতোই সস্তা মেয়েমানুষ বলে মনে করেছে।'

'হেলেন!'

'আলবৎ! সে এখন আমার সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাচ্ছে—ভাবছে,

তার ছেলেকে তুমি যেমন আঘাত দিয়েছো, আমিও তাকে তেমনি করে আঘাত দেবো।'

'আমি অ্যালেনের সঙ্গে যা করেছি, তার সঙ্গে তোমার এবং জিনোর কোনো সম্পর্কই নেই।'

'তাহলে কেন সে এখানে আসেনি? তুমি একটি হতচ্ছাড় বেশ্যামাগী বলেই আমি আমার ভালোবাসার মানুষটাকে হারালাম।'

সবেগে ছুটে গিয়ে নিজের কোটটা তুলে নেয় অ্যানি।

'যাচ্ছো কোথায়?' গ্লাসটা ফের ভর্তি করে প্রশ্ন করে হেলেন।

'যেখানে হোক—'

'নিচে নেমে যাওয়া ছাড়া তোমার যাবার আর কোনো জায়গা নেই, সোনামণি!' হেলেন অবজ্ঞার সুরে বলে, 'তুমি এমন ভাব দেখাতে, যেন তুমি একটি কেউকেটা মহিলা। হ্যাঁ, যতোক্ষণ তুমি ওই হীরেটা পরেছিলে—ততোক্ষণ তুমি অবশ্যই কেউকেটা ছিলে। ভেবেছিলাম অ্যালেন কুপার যখন তোমাকে চাইছে, তখন তোমার মধ্যে নিশ্চয়ই খানিকটা পদার্থ আছে—তাই তোমাকে সহ্য করে ছিলাম। কিন্তু এখন তুমি আর কিচ্ছুটি নও—স্রেফ একটি বেশ্যামাগী, যাকে লিয়ন বার্ক মাড়িয়েছে!'

'হেলেন! আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার বন্ধু...'

'বন্ধু! কি ছাই আছে তোমার, যে আমি তোমার বন্ধু হবো?' কুর্সি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় হেলেন, 'আমি শুতে যাচ্ছি—ইচ্ছে হলে তুমি ওই সোফাটাতে শুয়ে ঘুমোও।'

প্রচণ্ড ক্রোধ অ্যানিকে অশান্ত করে তোলে, 'হেলেন, আজ অব্দি যে একটি মাত্র বন্ধু তুমি পেয়েছিলে, তাকে তুমি এই মাত্র হারালে।...আমি যাচ্ছি; তোমার সৌভাগ্য কামনা করি—'

'না বোনটি, সৌভাগ্যের প্রয়োজন তোমার। লিয়ন বার্ক খুব সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে। আমি তা জানি—ছ বছর আগে আমিও ওর সঙ্গে কিঞ্চিৎ কষ্টিনষ্টি করেছিলাম।' অ্যানির অবিশ্বাসী চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো হেলেন। 'হ্যাঁগো, আমি আর লিয়ন। ও তখন সবেমাত্র হেনরি বেলামিতে যোগ দিয়েছে। এমন ভাব দেখাতো, যেন আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তবে আমি অন্তত তোমার মতো বুদ্ধু ছিলাম না—রসটুকু নিঙরে নিয়ে, ছিবড়েটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আর বিশ্বাস করো, ওকে দেবার মতো

বন্ধ তোমার চাইতে আমার ঢের বেশি ছিলো।'

রাগ আর বিরক্তিতে দরজা খুলে একছুটে বেরিয়ে আসে অ্যানি। তারপর বৈদ্যুতিক খাঁচাটার কাছে পৌঁছে, থমকে দাঁড়ায় সহসা। পাগলের মতো নিজের ব্যাগটা হাতড়াতে হাতড়াতে মনে আতঙ্ক জেগে ওঠে। ওর কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই। লিয়নের সঙ্গে দেখা করার জন্যে এতো তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছিলো যে একটা চেকও ভাঙিয়ে আনেনি।...সর্বসমেত মোট পঁচাশি সেণ্ট পাওয়া গেলো। এতো রাতে নীলিকে ফোন করা যায় না। কিন্তু তাই বলে পায়ে হেঁটে নিউইয়র্কেও যাওয়া যায় না।

হলঘরে বৈদ্যুতিক খাঁচাটার পাশে একখানা কুর্সিতে বসে পড়লো অ্যানি। সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে শুধু ক্ষতির অনুভূতি। হেলেন এখন আর ওর বন্ধু নয়—হয়তো কোনো দিনই বন্ধু ছিলো না। সবাই ওকে হেলেনের সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলো। লিয়নের সম্পর্কেও।...লিয়ন আর হেলেন। না না. তা কিছুতেই হতে পারে না! কিন্তু তা না হলে, হেলেন নিশ্চয়ই অমন একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলতো না। ওহ্ ঈশ্বর! হেলেন কেন ওকে কথাটা বললো?... মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো অ্যানি।

বৈদ্যুতিক খাঁচাটা থেমে যাবার শব্দ শুনতে পেলো ও। রুমালে চোখ মুছে মাথা নিচু করে বসে রইলো ও। একটি মেয়ে খাঁচা থেকে নেমে ওকে পেরিয়ে এগিয়ে গেলো খানিকটা। তারপর থমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, 'অ্যানি, না?'

পাগলের মতো ফের চোখদুটো রগড়ে নিলো অ্যানি। মেয়েটি জেনিফার নর্থ।

'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করলো জেনিফার।

ঝলমলে মেয়েটির দিকে তাকালো অ্যানি. 'বোধহয় সবকিছুই।'

'এমন দিন একসময় আমারও ছিলো' জেনিফারের ঠোঁটে সমবেদনার হাসি। 'এসো, ওই দিকটাতে আমার ঘর। ওখানে বসে কথা বলা যাবে।' অ্যানির হাতধরে হলঘর দিয়ে এগিয়ে চলে জেনিফার।

বিছানায় বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে জেনিফারকে পুরো ঘটনাটা বললো অ্যানি। সব শুনে মৃদু হাসলো জেনিফার, 'সপ্তাহের শেষটা তোমার তাহলে দারুণ কাটলো।'

'তোমাকে এর মধ্যে জড়ানোর জন্যে আমি দুঃখিত,' অ্যানি বললো,

'বিশেষ করে এতো রাত্তিরে।'

'তাতে কিছু হয়নি, আমি আদৌ ঘুমোই না।' জেনিফার হাসলো। 'সেটাই আমার বড়ো সমস্যা। তবে তোমার একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে—আজকের রাত্তিরটা তুমি এখানে থাকো।'

'না, আমি সত্যিই নিউইয়র্কে ফিরে যেতে চাই। তুমি যদি আমাকে টাকাটা ধার দাও, তাহলে আমি কালকের ডাকেই একটা চেক তোমাকে পাঠিয়ে দেবো।'

হাত বাড়িয়ে টাকা রাখার ব্যাগটা অ্যানির দিকে ছুঁড়ে দিলো জেনিফার, 'নিয়ে নাও। তবে আমার মনে হয়, তুমি একটি পাগল। আমার দুটো বিছানা রয়েছে। রাত্তিরটা ভালো করে ঘুমিয়ে, কাল তুমি একটা ভদ্রস্থ ট্রেনে চলে যেতে পারো।'

'না, আমি এক্ষুনি ফিরে যেতে চাই।' একটা দশ ডলারের নোট তুলে নিলো অ্যানি, 'কাল আমি তোমাকে ডাকে একটা চেক পাঠিয়ে দেবো।'

'না,' মাথা নাড়লো জেনিফার, 'আমি নিউইয়র্কে গেলে তুমি আমাকে লাঞ্চে নিয়ে যেও। আমি এর শেষটা শুনতে চাই।'

'এখানেই সব শেষ।'

মৃদু হাসলো জেনিফার, 'হেলেনের ব্যাপারটা অবশ্যই শেষ—এবং সম্ভবত অ্যালেনের ব্যাপারটাও। তবে লিয়নের ক্ষেত্রে তা নয় অন্তত ওর নাম বলার সময় তোমাকে যেমন দেখাচ্ছে, তাতে তাই মনে হয়।'

'কিন্তু হেলেন যা বললো, তারপরে আমি কি করে ওর কাছে ফিরে যাবো?'

'তুমি নিশ্চয়ই মনে করোনি যে লিয়ন 'কুমার'—তাই নয় কি?'

'না, কিন্তু হেলেন…মনে হয়েছিলো, মেয়েমানুষ হিসেবে হেলেনের মূল্য ওর কাছে খুবই সামান্য।'

'হয়তো ছ'বছর আগে বেশি বলে মনে হয়েছিলো। হেলেনের সঙ্গে সে যদি ওটা করেই থাকে, তাহলেও আমি তাকে দোষ দিই না—হয়তো বাধ্য হয়েই তাকে ওটা করতে হয়েছিলো।…শোনো, কাল যখন লিয়নের সঙ্গে দেখা হবে, তখন চোখদুটো জলে ভরিয়ে তুলো। বোলো, হেলেনকে বন্ধু মনে করে তুমি কি বোকামোই না করেছো! আর দোহাই তোমার—হেলেন ওর সম্পর্কে তোমাকে যা বলেছে, খবর্দার তা বোলো না।' অ্যানিকে দরজা

অৰি এগিয়ে দেয় জেনিফার, 'মনে রেখো, কোনো পুরুষ মানুষকে জয় করে নেবার একটি মাত্র পথই আছে। তা হচ্ছে—এমন করতে হবে, যাতে সে তোমাকে চাইবে।··· তোমাকে আমার ভালো লাগে, অ্যানি। আমরা দুজনে খুব ভালো বন্ধু হবো।·· আমিও একজন সত্যিকারের বন্ধু চাই। আমার ওপরে বিশ্বাস রাখো—লিয়নকে যদি তুমি চাও, তাহলে আমি যেমন বলেছি, তেমনি কোরো।'

ম্লান হাসলো অ্যানি, 'আমি চেষ্টা করবো· জেনিফার·· আমি চেষ্টা করবো·· '

ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার তলা দিয়ে খানিকটা বেরিয়ে থাকা তারবার্তাটা দেখতে পেলো অ্যানি।

'গতকাল রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় এমি কাকী মারা গিয়েছেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বুধবার। তুমি এলে ভালো হয়। মা।'

ঘরে ঢুকে দূরভাষে লিয়নের নম্বর ঘোরালো অ্যানি। চারবার বাজার পরে সাড়া দিলো লিয়ন। ঘুম জড়ানো কণ্ঠস্বর। অ্যানির রাগ হলো। সারাটা রাত ও একটা ঠাণ্ডা ট্রেনের মধ্যে বসে বসে কাটিয়েছে, আর মানুষটা তখন দিব্যি···

'হ্যালো,' লিয়নের কণ্ঠস্বরে বিরক্তির স্বর। অ্যানি দেখলো, ও গ্রাহযন্ত্রটা ধরে বসেই রয়েছে, কিছু বলছে না।

'হ্যালো, কে ? এলিজাবেথ নাকি ?'

এলিজাবেথ ! বোকার মতো গ্রাহযন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকে অ্যানি।

'কি ছেলেমানুষী হচ্ছে, এলিজাবেথ !' লিয়ন ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'কিছু বলতে চাইলে, বলো—নয়তো আমি রেখে দিচ্ছি।' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে গ্রাহযন্ত্রটা রেখে দিলো সে।

এলিজাবেথ। কে এই এলিজাবেথ ?

সহসা অ্যানির মনে হলো, লিয়নের একটা সম্পূর্ণ জীবন আছে, যার সম্পর্কে ও কিছুই জানে না। হ্যাঁ, একজন এলিজাবেথ আছে বৈকি—হয়তো অনেক এলিজাবেথই আছে !·

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে ফোন করে মাকে একটা তারবার্তা পাঠালো অ্যানি—ও অবিলম্বে যাচ্ছে।. খবর নিয়ে জানলো, বোস্টনের ট্রেন সকাল সাড়ে নটায়

ছাড়বে। এখন সাড়ে আটটা।

ব্যাগের মধ্যে কয়েকটা জিনিস গুঁজে নিলো ও।···ব্যাঙ্কে গিয়ে একটা চেক ভাঙিয়ে নেবার মতো যথেষ্ট সময় আছে। কিন্তু অফিস এখনও খোলেনি। ফের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের নম্বর ঘোরালো অ্যানি।

'প্রিয় হেনরি, ব্যক্তিগত কারণে দূরে যেতে হচ্ছে।
শুক্রবার ফিরে এসে সব বলবো। অ্যানি।'

শুক্রবার অফিসে ঢুকেই হেনরি অবাক, 'একি, তুমি ফিরে এসেছো!'

'আমি তো জানিয়ে দিয়েছিলাম, শুক্রবার ফিরবো।'

'আমি ভেবেছিলাম, তুমি নির্ঘাৎ বিয়ে করেছো।'

'বিয়ে?' অবাক হলো অ্যানি, 'কাকে?'

'এমনি··ভেবেছিলাম আর কি,·' হেনরিকে বোকা বোকা দেখায়। 'আমার ভয় হচ্ছিলো তুমি হয়তো অ্যালেনের সঙ্গে পালিয়েছো।'

'পালিয়েছি? আমার কাকীমা মারা গেছেন, তাই আমাকে বোস্টনে যেতে হয়েছিলো। অফিস খোলা ছিলো না, তাই আপনাকে তার পাঠিয়েছিলাম। আপনাকে কে বলেছে, আমি পালিয়েছি?'

'যাকগে, ওসব কথা যেতে দাও।' ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেন হেনরি, 'তুমি ফিরে এসেছো তাতেই আমি খুশি।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই লিয়ন ঘরে এসে ঢোকে। ওকে ছেড়ে দিয়ে বালকোচিত স্বস্তির ভঙ্গিমায় ঘুরে দাঁড়ান হেনরি, 'ও ফিরে এসেছে, লিয়ন···'

'হ্যাঁ, তাইতো দেখছি।' আবেগ বর্জিত কণ্ঠস্বর লিয়নের।

'ওর কাকী মারা গেছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে ও বোস্টনে গিয়েছিলো।'

মৃদু হেসে নিজের অফিস ঘরে ফিরে যায় লিয়ন। কিন্তু একটু পরেই হেনরির টেবিলের আন্তঃসংযোগে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'হেনরি, নীলি ও' হারার সঙ্গে চুক্তির কাগজপত্রগুলো দিয়ে অ্যানিকে একটু পাঠাবেন?'

চোখ মটকে একটা ফাইল বের করেন হেনরি, 'আমরা তোমার ছোট্ট বন্ধুটির ব্যবসায়িক দিকটা দেখছি। ওর কোনো এজেন্ট নেই। ভবিষ্যৎও খুবই সামান্য—অন্তত এই অবস্থায়। তবু তোমার জন্যেই আমরা ওকে নিয়েছি।'

অ্যানি কাগজপত্র নিয়ে লিয়নের ঘরে ঢুকতেই কুর্সি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় লিয়ন, 'হেনরি হয়তো তোমাকে বলেছেন যে আমরা নীলির অ্যাকাউন্টটা নিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, উনি বলেছেন,' চুক্তিপত্রের দিকে চোখ রেখে জবাব দেয় অ্যানি।

এগিয়ে এসে কাগজগুলো নিজের হাতে তুলে নেয় লিয়ন, 'উনি কি এ কথাও বলেছেন যে গত চারদিন আমি একেবারে দিশেহারা হয়েছিলাম ?'

অ্যানি চোখ তুলে তাকাতেই লিয়ন ওকে জড়িয়ে ধরে। লিয়নকে সজোরে আঁকড়ে ধরে অ্যানি।

সপ্তাহান্তিক ছুটিটা লিয়নের ফ্ল্যাটেই রইলো অ্যানি। এই দুদিন লিয়নের প্রেমক্রিয়ায় সাগ্রহে সাড়া দিয়েছে ও। দ্বিতীয় দিন রাতেই প্রথমবার অনুভব করেছে শৃঙ্গারের চরম পুলক। তখন থেকে আরো বেশি করে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে অ্যানি। মনে হয়েছে, ওর তৃষ্ণা বুঝি কিছুতেই মেটার নয়। শুধু একটা চিন্তাই ওকে অনুক্ষণ খোঁচা মারছিলো· সোমবার ওকে জেনিফারের হয়ে সাক্ষী দিতে হবে। হেনরি বলেছিলেন, 'আমি জানি ব্যাপারটা তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি। জেনিফার নিউইয়র্কে নতুন, এখানকার কোনো মেয়েকেই ও চেনে না।· সাড়ে দশটায় আমাদের আদালতে পৌঁছবার কথা। তুমি সাড়ে নটার সময় অফিসে এসো। জেনিফার ওই দিনটার জন্যে ফিলাডেলফিয়া থেকে আসছে। অফিস থেকে বেরুবার আগে আমরা পুরো ব্যাপারটা একবার মহলা দিয়ে নেবো।'

লিয়নের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেও বার বার কথাটা মনে হয়েছে অ্যানির। লিয়ন বলেছে, 'এ সমস্ত ব্যাপার নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না—বিচারকরাও না। তবে এটা যদি তোমার আদর্শ-বিরোধী কাজ হয়, তাহলে হেনরিকে তা জানিয়ে দাও। প্রয়োজন হলে উনি মিস স্টেইনবার্গকে নিয়ে নেবেন।'

'উনি প্রথমেই ওঁকে বললেন না কেন ?'

'জেনিফার নর্থকে দেখে কি মনে হয়, ও মিস স্টেইনবার্গের সঙ্গে মিতালী করার মতো মেয়ে ?' গ্রাহযন্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়েছে লিয়ন, 'আমি এক্ষুনি হেনরিকে জানিয়ে দিচ্ছি। হেনরি বা জেনিফার—কারুর কাছেই তুমি

একবিন্দু ঋণী নও। তাহলে কেন তুমি…'

'হায় ভগবান !' অ্যানি বিছানায় উঠে বসে, 'হেনরিকে তুমি ফোন কোরো না, লিয়ন।'

'কেন ?'

'জেনিফারের কাছে আমি অনেক ঋণী—অন্য জিনিসের সঙ্গে দশটা ডলারও ধার রয়েছে। আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। ও আমাকে ফিলাডেলফিয়া থেকে ফিরে আসার ট্রেন ভাড়াটা ধার দিয়েছিলো।' লিয়নের সম্পর্কে হেলেনের মন্তব্যটুকু বাদ দিয়ে পুরো ঘটনাটা বললো অ্যানি।

'তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো, জেনিফার ওই টাকার ব্যাপারে আদৌ চিন্তিত নয়। ওটা আমি কালই ওকে দিয়ে দেবো।'

'তা হলেও আমার মনে হচ্ছে, ওর হয়ে অন্তত ওই সাক্ষ্যটা আমি দিতে পারি।'

'খুব ভালো কথা, তাহলে সমস্ত হিসেবই মিটে গেলো।'

'লিয়ন, নীলি কাজটা পাবার পরে আমি যখন ওর হয়ে তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম, তখনও তুমি এই কথাটা বলেছিলে। বলেছিলে, তোমার এই ফ্ল্যাটটা পাবার হিসেব মিটে গেলো।'

'এখন আমাদের ফ্ল্যাট।'

'আমাদের ?'

'নয় কেন ? এখানে যথেষ্ট জায়গা। তাছাড়া একসঙ্গে থাকার পক্ষে আমি যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।'

লিয়নকে জড়িয়ে ধরে অ্যানি, 'লিয়ন। তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার মুহূর্তটিতেই আমার মনে হয়েছিলো, একমাত্র তুমিই সেই মানুষ যাকে আমি বিয়ে করতে চাইবো।'

আস্তে করে ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় লিয়ন, 'আমি তোমাকে এখানে এসে থাকতে বলছি, অ্যানি। আপাতত শুধু সেটুকুই আমি বলতে পারি।'

আঘাতের চাইতে বেশি অপ্রস্তুত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয় অ্যানি। লিয়ন ওর কাঁধ ধরে ফের ফিরিয়ে নেয় নিজের দিকে, 'তোমাকে আমি ভালোবাসি, অ্যানি।'

প্রাণপণ প্রচেষ্টায় চোখের জল ঠেকিয়ে রাখে অ্যানি। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর

ভেঙে আসে, 'দুজন দুজনকে ভালোবাসলে, বিয়ে করে।'

'হয়তো লরেন্সভিলে করে—যেখানে জন্ম থেকেই সবকিছু স্থির হয়ে থাকে···ভবিষ্যৎও।'

'তোমারও ভবিষ্যৎ ঠিক হয়ে আছে·· হেনরি তোমাকে বিশ্বাস করেন···'

'কিন্তু হেনরির সঙ্গে আমি থাকতে চাই কিনা, সে বিষয়ে আমি নিজেই নিশ্চিত নই। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, অ্যানি—আমাকে লিখতে হবে।'

'খুব ভালো কথা। কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কোথায়?'

'আমার মনে এখনও কতকগুলো প্রাচীন মূল্যবোধ রয়ে গেছে, অ্যানি। আমি মনে করি, স্বামীর উচিত স্ত্রীকে প্রতিপালন করা। কিন্তু একজন অজানা অচেনা লেখক অগ্রিম পায় অতি সামান্ত। বই ভালো হলেও, লেখক টাকা পায় খুবই কম।'

'আমি তো তোমাকে বলেছি লিয়ন, আমার টাকা আছে। বাবা আমার জন্যে পাঁচ হাজার রেখে গেছেন। কাকীমার কাছ থেকেও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি সাত হাজার। মোট বারো হাজার—আমাদের পক্ষে যথেষ্টর চাইতে বেশি।'

'কিন্তু আমি লিখতে পারবো কি না, তা আমি এখনও জানি না।'

'আমি জানি—তুমি পারবে।' এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো অ্যানি। 'কিন্তু লিয়ন, তুমি নিজেই বললে·· বই ভাল হলেও সব সময়ে টাকা আসে না।'

'বই যদি ভালো হয় এবং তাতে যদি টাকা না-ও আসে, তাহলে আমি আরো লিখে যাবো—আরো কঠিন পরিশ্রম করবো। কিন্তু কোনো প্রকাশকের কাছেই যদি তা মনোনীত না হয়, তা হলে আবার পূর্ণ উদ্যমে হেনরির কাজে লেগে যাবো · পুরনো লিয়ন বার্ককে টেনে নিয়ে এসে নষ্ট হয়ে যাওয়া বছরগুলোর ক্ষতি উশুল করে নেবো।'

'পুরনো লিয়ন বার্ক কেমন ছিলো?'

'এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতো না।' একটু ভেবে নেয় লিয়ন, 'হ্যাঁ, বিনা কারণে আমি কোনদিনও কিছু করিনি। এমন কি এসবও না।' আলতো হাতে অ্যানির স্তন স্পর্শ করে লিয়ন।

সঙ্গে সঙ্গে হেলেনের কর্কশ কণ্ঠস্বরের স্মৃতি অ্যানির শ্রুতি ভরিয়ে তোলে। তাহলে কথাটা সত্যি—পুরনো লিয়নের সঙ্গে হেলেনের সত্যিই কিছু

হয়েছিলো। বলতে গেলে লিয়ন তা স্বীকার করেই নিলো।···

ওকে জড়িয়ে ধরলো লিয়ন, 'কিন্তু সেই লিয়ন বার্ক যুদ্ধে মারা গেছে, অ্যানি।'

অ্যানিও দুহাতে জড়িয়ে ধরে লিয়নকে, 'তুমি এখন যেমনটি আছো, আসলে তুমি তা-ই···কোনো কিছুতেই এর আর কোনো পরিবর্তন হবে না। একখানাতে না হলে, তুমি একের পর এক বই লিখে যাও—আমি অপেক্ষা করবো·· চিরদিন অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে। শুধু তুমি যেমনটি আছো, তেমনি থেকো।'

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে দুজনে। তারপর অ্যানি বলে, 'তোমার ফ্ল্যাটের কোনো বাড়তি চাবি আছে, লিয়ন?'

'একটা করিয়ে নেবো।' ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে লিয়ন। 'তুমি তাহলে আসছো?'

'না। তবে কাল আমার প্রথম কাজ হবে, এখানে একটা টাইপরাইটার আর অনেকগুলো সাদা কাগজ নিয়ে আসা।·· তোমাকে আমার প্রাক-বিবাহ উপহার।'

'বেশ, আমি নেবো—কিন্তু একটা শর্তে। ওগুলোর সঙ্গে তোমাকেও এখানে এসে থাকতে হবে।'

'না। তবে সপ্তাহের শেষ দিন দুটোতে আমি তোমার সঙ্গে এসে থাকবো, তোমার লেখা টাইপ করে দেবো।·· আমি তোমার জন্যেই বেঁচে থাকবো—আর অপেক্ষা করবো।'

অ্যানির সমস্ত আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করে দশ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে আদালত থেকে বিবাহ-খারিজের নির্দেশ পেয়ে গেলো জেনিফার। হেনরি ওদের দুজনকে লাঞ্চে নিয়ে গেলেন। উনি চলে যেতেই অ্যানির দিকে ঘুরে তাকালো জেনিফার, 'এবারে বলো, কি করে তোমার সঙ্গে লিয়নের মিটমাট হলো?'

সমস্ত ঘটনাটা ওকে খুলে বললো অ্যানি। জেনিফার মাথা নেড়ে বললো, 'তুমি ওকে কোনদিনও সামলাতে পারবে না।'

'কিন্তু লিয়নকে আমি সামলে রাখতে চাইনে '

'আমি ঠিক তা বলছি না। আমি বলছি, আগে সে তোমার আঙুলে

একটি আংটি পরাক—তারপর ইচ্ছে হলে তুমি ওর ক্রীতদাসী হয়ে থেকো।'

'আংটিটা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। আমার কাছে এ্যারসা বড়ো একটা আংটি আছে, যা তুমি কোনদিনও দেখনি।'

'তার মানে তুমি অ্যালেনকে ফিরিয়ে দিয়েও তার আংটিটা রেখে দিয়েছো?'

'সে ওটা ফিরিয়ে নিতে চায়নি।'

ফের মাথা নাড়লো জেনিফার, 'তুমি তাহলে বিছানায় নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু করো।'

'আমি কোনদিনও অ্যালেনের সঙ্গে শুইনি।'

'তাহলে সেটাই তোমার বিশেষত্ব। আমিও টনি পোলারের সঙ্গে ঠিক তাই করেছি।...ভালো কথা, তোমার ফ্ল্যাটটা কতো বড়ো—বলো তো?'

'একখানা ঘর। নীলির মতোই।'

'হিট দ্য স্কাই শীগগিরি এখানে আসছে। কিন্তু এ শহরে আমার থাকার মতো কোনো জায়গা নেই। আমরা তুজনে মিলে একটা ফ্ল্যাট নিতে পারলে, বেশ হতো।'

'শুনতে ভালোই লাগছে। কিন্তু আধখানা ফ্ল্যাটের ভাড়া দেবার মতো সামর্থ্যও আমার নেই।'

'শোনো, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।' জেনিফারের চোখ-তুটো ঝিকিযে ওঠে, 'তুমি তো বললে, নীলির একটা ঘর আছে। তা আমরা তিনজনে মিলে একত্রে একটা ফ্ল্যাট নিলে কেমন হয়?'

'ভালোই হয়।'

'আমরা তিন সপ্তাহের মধ্যে এ শহরে আসছি। তদ্দিনে তুমি হয়তো তেমন একটা আস্তানা খুঁজে বের করতে পারবে, কি বলো?'

'খুঁজবো, তবে কাজটা খুবই শক্ত। লিয়নের ফ্ল্যাটটা আমি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গিয়েছিলাম—তবে তখন আমার হয়ে অ্যালেনই কাজটা করে দিয়েছিলো।'

জেনিফার

ডিসেম্বর, ১৯৪৫

ফিলাডেলফিয়ায় হিট দ্য স্কাইয়ের তিনটে প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেছে। পাত্র-পাত্রীরা এখন নিউইয়র্কের উদ্বোধনীর জন্যে উন্মুখ। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে ওদের অনুষ্ঠান সাধারণের মন জয় করবেই। তথাপি উত্তেজনা এখন তুঙ্গে, কারণ নিউইয়র্কের সমালোচকদের বিশ্বাস নেই।

রাত তিনটের সময় হোটেলে ফিরে এসে, ঘরের দরজার নিচে কয়েকটা চিঠি পেলো জেনিফার। একখানা অ্যানির—ও ফ্ল্যাট ঠিক করে ফেলেছে। দুখানা অনুরোধ-পত্র এসেছে ক্লিভল্যাণ্ডের চব্বিশ নম্বর অপারেটারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে। শেষটার সময়—রাত দেড়টা। মা নিশ্চয়ই এতোক্ষণ ধরে ওর ফোন পাবার আশায় ধৈর্য ধরে বসে নেই, ভাবলো জেনিফার।... পোশাক খুলতে গিয়ে বীবরের চামড়ার নতুন কোটটাতে সস্নেহে হাত বোলালো ও—ফিলাডেলফিয়ার আইনজীবী রবির সঙ্গে একটা রাত্তির কাটানোর ফল। আজও ওর সঙ্গ ছাড়তে চাইছিলো না লোকটা। কিন্তু জেনিফার এড়িয়ে এসেছে। তবে আসছে কাল হয়তো ফের রাজি হয়ে যাবে, কারণ ওর কিছু নতুন পোশাকের প্রয়োজন। রবির মতো লোকগুলো দেখতে বিশ্রী, কিন্তু দরাজ-দিল।...

ব্রা আর প্যান্টি খুলে পূর্ণ দৈর্ঘ্য আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে যাচাই করে জেনিফার। নিখুঁত শরীর। পাশ ফিরে স্তনদুটোকে লক্ষ্য করে ও—আগের মতোই দৃঢ় আর উন্নত।... হাতদুটো মুড়ে স্তন দৃঢ় রাখার ব্যায়ামটা পঁচিশ বার করে নেয়। তারপর একটা বড়সড়ো কৌটো থেকে খানিকটা ওষুধ নিয়ে দুই স্তনে আলতো হাতে নিচ থেকে ওপরের দিকে মালিশ করতে থাকে নিপুণ দক্ষতায়। সব শেষে মুখ থেকে প্রসাধন তুলে, চোখের কোলে ভালো করে ক্রিম লাগিয়ে, রাত্রিবাসটা গলিয়ে নেয়।

ঘড়ির দিকে তাকালো জেনিফার। আশ্চর্য, প্রায় চারটে বাজে—অথচ এখনও ওর ঘুম পাচ্ছে না! বিছানার চাদরে গা ঢেকে সকালের পত্রিকা-গুলোতে চোখ বোলায় ও। ওর দুটো ছবি রয়েছে—একটা টনির সঙ্গে।... টনি! দিদি সঙ্গে না থাকলে টনি ইতিমধ্যেই ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব

তুলতো।…মিরিয়ামের কথা মনে হতেই ভুরু কুঁচকে ওঠে জেনিফারের। মহিলাকে কোনোমতেই টনির কাছ থেকে নড়ানো যায় না। টনি ওকে নিয়ে শুতে আগ্রহী না হলে, জেনিফার কিছুতেই ওকে একা পাবে না।…

দূরভাষটা যেন ভয়ে ভয়ে বেজে উঠলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রাহযন্ত্র তুলে ধরলো জেনিফার।

'জেন· ' ওর মা'র অনুনাসিক কণ্ঠস্বর, 'আমি সারারাত ধরে তোকে পাবার চেষ্টা করছি।'

'আমি এইমাত্র ফিরেছি, মা। ভাবছিলাম, এতো রাত হয়ে গেছে—তুমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছো।'

'আমি কি করে ঘুমোই, বলতে পারিস? ক্লিভল্যাণ্ডের পত্রিকাগুলোতে তোকে নিয়ে বিরাট গল্প ফেঁদে বসেছে। ওরা বলছে, তুই নাকি বিচ্ছেদের জন্যে একটা কানাকড়িও পাসনি।'

'ঠিকই লিখেছে।'

'তুই কি পাগল হলি, জেন? তুই তো জানিস, জন আসছে বছর অবসর নিচ্ছে। কিন্তু ওর পেনশনের ওই কটা টাকায় আমাদের তো কিছুতেই চলবে না!'

'গত সপ্তাহে আমি তোমাকে পঞ্চাশ ডলার পাঠিয়েছি, মা। আমার এ সপ্তাহের চেকটা পেলে, আরো পঞ্চাশ পাঠাবো।'

'জানি, কিন্তু তোর ঠাকুমা অসুস্থ—তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ওদিকে '

'দেখি, যদি আরও কিছু যোগাড় করতে পারি।' ফের রবির কথা মনে হলো ওর। 'কিন্তু মা, আমার রোজগার সপ্তাহে মাত্র একশো পঁচিশ—তার থেকেও কিছু কাটাকুটি হয়।'

'জেন, মোটে ওই কটা টাকা রোজগার করার জন্যে আমি নিজে উপোসী থেকে তোকে স্যুইৎজারল্যাণ্ডের স্কুলে পাঠাইনি!'

'তুমি কোনদিনই উপোস করোনি, মা। ওই টাকাটা বাবা আমার জন্যে রেখে গিয়েছিলেন। আর তুমি আমাকে স্যুইৎজারল্যাণ্ডে পাঠিয়েছিলে, যাতে হ্যারির সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়।'

'হ্যাঁ, তার কারণ আমি ঠিক করেছিলুম—আমি কিছুতেই তোকে একটা গ্যারাজ মিস্ত্রির বউ, জেনেট জনসন হতে দেবো না।'

'হ্যারি শুধু একটা গ্যারাজ মিস্ত্রি ছিলো না, মা। ও ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্যে পড়াশুনো করছিলো আমি ওকে ভালোবাসতাম।'

'ও এখনও সেই মিস্ত্রিই রয়ে গেছে—তিন তিনটে ছানাপোনা। ওর বউ হ্যারিয়েট একসময় এ তল্লাটের সব চাইতে সুন্দরী মেয়ে ছিলো ··তোরই বয়সী·· এখন দেখে মনে হয়, চল্লিশ বছরের বুড়ি।'

'পঁচিশ বছরের মেয়েকে কি করে চল্লিশ বছরের বুড়ি বলে মনে হয়, মা?'

'মেয়েরা যখন প্রেমের জন্যে বিয়ে করে, হাতে টাকাকড়ি থাকে না—তখন খুব তাড়াতাড়ি তাদের বয়েস বেড়ে যায়। প্রেম বেশিদিন টেঁকে না। পুরুষ মানুষ শুধু একটা দিকেই খেয়াল রাখে। তোর বাবার কথা মনে করে ত্যাখ!'

'মা, তুমি নিশ্চয়ই বাবার নামে অনুযোগ জানানোর জন্যে আমাকে ফোন করোনি! বাবাকে আমার মনেও পড়ে না। তাছাড়া জন তো তোমার স্বামী হিসেবে দিব্যি চমৎকার লোক!'

'তোর বাবা ছিলেন বড়োলোক, সুদর্শন আর ইতর। কিন্তু আমি ওঁকে ভালোবাসতুম। আমাদের পরিবারের কোনদিনই তেমন টাকা-পয়সা ছিলো না, কিন্তু মান-সম্মান ছিলো। ভুলে যাসনি—তোর দিদিমা ভার্জিনিয়ার ট্রিমণ্ট। আমার এখনও মনে হয়, নাটকের জন্যে তোর ওই অদ্ভুত 'নর্থ' উপাধীটা না নিয়ে ট্রিমণ্ট' উপাধীটাই নেওয়া উচিত ছিলো।'

'কিন্তু কেউ যাতে আমার খোঁজ না পায়, সেজন্যে একটা অচেনা নাম নেবার ব্যাপারে আমরা কি একমত হইনি মা? উনিশ বছরের ছুঁড়ি সেজে থাকতে হলে, আমাকে জেনিফার নর্থ হতেই হয়। ট্রিমণ্ট হলে, ভার্জিনিয়ার কেউ আমাকে চিনে ফেলতো। আর জনসন হলে, ক্লিভল্যাণ্ডের সকলেরই আমাকে মনে পড়তো।'

'তোর যা প্রচার হয়েছে, তাতে সকলেই তোকে চিনেছে। তুই পালাবার পরে সারা শহরে ঢিঢি পড়ে গিয়েছিলো। একটা পত্রিকা তো তোর উনিশ বছর বয়েস নিয়েও সোরগোল তুলেছিলো। কিন্তু প্রিন্স জড়িত বলে তাতে কিছুই এসে যায়নি। বিয়েটা হয়ে গিয়েছিলো বলে আমিও নিশ্চিন্ত ছিলুম। আর এখন তুই কিনা একটা কানাকড়িও না নিয়ে, সব ছেড়েছুড়ে চলে এলি!'

'শোনো মা, ইতালিতে যাবার ঠিক আগেই আমি টের পেয়েছিলাম,

আসলে আমাদের টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই।'

'তার মানে? আমি পত্রিকায় ছবি দেখেছি। হীরের নেকলেস, মিঙ্ক কোট '

'নেকলেসটা ওদের পরিবারের। মিঙ্কটা ও আমাকে কিনে দিয়েছিলো। কিন্তু আমার ধারণা, প্রচারের জন্যে ফারওয়ালা কোটটা ওমনিতেই দিয়েছিলো। · আসলে মুসোলিনি যখন রাজ্য জয় করে নেয়, তখনই ওরা সর্বস্ব খুইয়েছিলো। বিয়ের পরে আমি বাস্তব-সত্যটা জানতে পারি। ও তখন আমাকে একজন ইতালীয় মদ্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে বলে। মা, আসলে ও একটা প্রথম শ্রেণীর বেশ্যা-দালাল। আমার ভাগ্য ভালো, তাই মিঙ্কটা রাখতে পেরেছি।'

'আচ্ছা, টনি পোলারের ব্যাপারটা কি?' ওর মা প্রশ্ন করলেন।

'মা, ও ভারি সুন্দর · ওকে আমার ভালো লেগেছে। টাকাকড়িও অনেক আছে। তাছাড়া আমার উকিলের ধারণা, ওর সঙ্গে থাকলে আমি সিনেমাতেও সুযোগ পেতে পারি।'

'সিনেমার কথা ভুলে যা!'

'কেন?'

'বড্ড দেরি হয়ে গেছে—তোর বয়েস আর উনিশ নেই। তোর ভাগ্য ভালো—মুখখানা সুন্দর। আর তোর যে ধরনের গড়ন, পুরুষমানুষ ঠিক তাই চায়। তবে ওই গড়ন বেশি দিন টেঁকে না।·· তা টনি পোলারকে তুই নিজের সম্পর্কে কি বলেছিস?'

'বলেছি, আমার বাবা বড়োলোক ছিলেন···ইংলণ্ডে বোমা বর্ষণে মারা গিয়েছেন। ওঁর সমস্ত সম্পত্তি উনি ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে দিয়ে গেছেন।'

'সত্যি কথা। আমার সম্পর্কে কি বলেছিস?'

'বলেছি, তুমি মারা গেছো।'

'অ্যাঁ!'

'তা ছাড়া আর কি বলবো, মা? এ কথা বলবো যে আমার মা, সৎ বাবা আর ঠাকুমা ক্লিভল্যাণ্ডে থাকেন তাঁরা আমাদের সঙ্গে এসে থাকার জন্যে অস্থির?'

'কিন্তু তুই যদি ওকে বিয়ে করিস, তাহলে আমার কথা কি বলবি?'

'তখন তুমি আমার মাসী হবে—আমার মা'র প্রিয় বোনটি···যাঁর খরচ

আমি চালাই।'

'বেশ। · তুই তোর ওজনের দিকে খেয়াল রাখছিস তো?'

'আমি খুব রোগা, মা···'

'জানি—কিন্তু দেখিস, ওজন যেন না কমে বাড়ে। তোর বুকদুটোর পক্ষে সেটা কিন্তু সব চাইতে খারাপ। তোর যেমন বড়োবড়ো মাই, তা কিন্তু খুব শীগগিরি ঝুলে পড়বে—তখন খুব বিশ্রী দেখাবে। কাজেই যদ্দিন আছে উশুল করে নে। পুরুষমানুষ হচ্ছে জন্তু · মেয়েদের বুক ওদের খুব পছন্দ। কে জানে, আমার বুক যদি চ্যাপ্টা না হতো, তা হলে আমি হয়তো তোর বাপকে হারাতুম না · একটা সুন্দর জীবন হতো আমার··' ওর মা ফোঁপাতে শুরু করে। 'ওহ্ জেন, আমি আর পারছিনাবে। আমি তোর কাছে গিয়ে থাকতে চাই, মা!'

'মা, শোনো—তুমি জন বা ঠাকুমাকে ছেড়ে আসতে পারো না।'

'কেন পারবো না? জন থাকবে ওই জবদ্গবটাকে নিয়ে। আর কোথায় যাবে সে?'

'মা!' দাঁতে দাঁত চেপে ধৈর্য বজায় রাখে জেনিফার। 'মা শোনো, আগে টনি আমাকে বিয়ে করুক···তারপর আমি তোমার ভার নেবো।'

'সে কি বিয়ের কথা তুলেছে?'

'এখনও তোলেনি—'

'তাহলে কিসের জন্যে অপেক্ষা করছিস তুই? জেন, আর পাঁচবছরে তোর বয়েস তিরিশ হয়ে যাবে। আমার উনত্রিশ বছর বয়সের সময় তোর বাবা আমার সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলো। তোর হাতে আর খুব বেশি সময় নেই, জেন!'

'ব্যাপারটা ততো সহজ নয়, মা। ওর এক দিদি আছে—সে-ই ওর সব কিছু দেখাশুনো করে, সব চেক লেখে। টনি জন্মাবার সময় ওর মা মারা যান। তখন থেকে ওর দিদিই ওকে মানুষ করে তুলেছে। কিন্তু সেই দিদিটি আমাকে পছন্দ করে না।'

'জেন, তোকে শক্ত হতে হবে। ওই মেয়েটাকে সরিয়ে, তুই ওর জায়গাটা নিয়ে নে। টনিকে বিয়ে করার পরেও ও যদি তোদের সঙ্গে থাকে, তাহলে তোর জীবনটা ও নষ্ট করে দেবে—আর আমাকেও কোনোদিন আসতে দেবে না। একটু মাথা খাটিয়ে চল। মেয়েমানুষের হাতে টাকা থাকলে, কেউ

কোনোদিন তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আমি শুধু চাই, তোর ভালো হোক, মা ’

জানলার পর্দা চুইয়ে সূর্যের আলো ঘরে এসে ঢুকেছে। জেনিফার তখনও সজাগ। ঘুম না হবার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো ওর। নিজেকে সুন্দর দেখাবার একটা পথ হচ্ছে, যথেষ্ট বিশ্রাম নেওয়া। না ঘুমিয়ে শুধু শুয়ে থাকলেও প্রায় একই কাজ হয়—কোথায় যেন পড়েছিলো ও। কিন্তু সারা রাত ধরে পায়চারি করা আর পুরো এক প্যাকেট সিগারেট পোড়ানোটা কোন্ ধরনের বিশ্রাম? স্পেনে সেই শেষ কটা সপ্তাহের পরে ও রাতে গড়ে তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমোযনি।… দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো জেনিফার: অথচ তার আগে ও দিব্যি ঘুমোতে পারতো। সমস্যা যখন অলজ্ঘ্য বলে মনে হতো, তখন রাত্রির পথ চেয়ে বসে থাকতো ও। মারিসার সঙ্গে স্পেনে সেই শেষ কটা সপ্তাহের আগে পর্যন্ত।

মারিয়া। ওদের স্কুলের সবচাইতে সুন্দরী মেয়ে ছিলো মারিয়া—আর প্রথম বর্ষের অনেক-ভাষা-জানা মেয়েদের সঙ্গে জেনিফারও উঁচু ক্লাসের ওই স্পেনীয় সুন্দরীকে আদর্শ বলে মনে করতো। মারিয়া কারুর সঙ্গে বন্ধুতা করেনি, সর্বদা সকলের সঙ্গে একটা অদ্ভুত দূরত্ব বজায় রেখে চলতো ও। মনে হয়েছিলো, ওই দূরত্ব বজায় রেখেই গ্র্যাজুয়েট হয়ে সুইৎজারল্যাণ্ড থেকে বিদায় নেবে মারিয়া। কিন্তু সেদিন লাইব্রেরীতে…

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মা'র চিঠি পড়ছিলো জেনিফার। টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গেছে, অতএব এবার ওকে বাড়িতে ফিরে যেতে হবে। ওকি কোনো সুবিধেজনক যোগাযোগ করতে পেরেছে? যুদ্ধের জন্যে ইউরোপে নতুন নতুন কারখানা খুললেও, ক্লিভল্যাণ্ডের অবস্থা খুবই মন্দা। হ্যারি এখনও একটা পেট্রল পাম্পে কাজ করছে। হ্যারিয়েট আযনকে বিয়ে করেছে।… হ্যারির খবর জেনেই চোখে জল এসে গিয়েছিলো জেনিফারের।

'কি হয়েছে?'

চোখ তুলে তাকালো জেনিফার। ওর সামনে মারিয়া… কথা বলছে ওর সঙ্গে! জেনিফারের পাশে বসে ওর সব কথা শুনলো মারিয়া।

'হ্যারিকে আমি ভালোবাসতাম,' জেনিফার বললো, 'কিন্তু মা ওকে পছন্দ করতো না।'

'তোমার বয়েস কতো, জেনিট ?' জেনিফার তখন জেনিট ছিলো।

'উনিশ।'

'তুমি কখনও কোনো পুরুষ মানুষকে পেয়েছো ?'

'না,' লজ্জায় লাল হয়ে মেঝের দিকে তাকালো জেনিফার। 'তবে আমি আর হ্যারি···আমরা অনেক দূর অব্দি এগিয়েছিলাম।'

'আমি একজনের সঙ্গে শুয়েছিলাম।'

'সবকিছু · ?'

'আলবৎ। গত গ্রীষ্মে মাসীর সঙ্গে ছুটি কাটাতে সুইডেনে গিয়েছিলাম। সেখানেই দেখা···সুন্দর চেহারা · অলিম্পিকে গিয়েছিলো—সাঁতার শেখায়। আমি জানতাম, বাবা একটা মোটাসোটা জার্মানের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক করছেন। তাই ঠিক করলাম, অন্ততঃ প্রথমবার একজন সুদর্শন পুরুষের সঙ্গে ব্যাপারটা চেষ্টা করে দেখা যাক।'

'মনে হচ্ছে, আমিও হ্যারির সঙ্গে ওটা করলে পারতাম! এখন তো অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে।'

'না করে ভালোই করেছো! বিশ্রী, জঘন্য ব্যাপার!· আমার পেট হয়ে গিয়েছিলো।'

জেনিফার বিশ্বাস করতে পারছিলো না। স্কুলের দেবী মারিয়া···সে কিনা ওকে বিশ্বাস করে এতো সব কথা বলছে!

'ওরেন!' থুথু ফেলার মতো নামটা উগরে দিলো মারিয়া। 'সে-ই সব কিছুর বন্দোবস্ত করেছিলো। ডাক্তার·· আরও কষ্ট·· তারপর পেট খসানো। জ্বর হলো, ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম···আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর অপারেশন। আর কোনোদিনও আমার বাচ্চাটাচ্চা হবে না।'

'ওহ্ মারিয়া! আমি ভীষণ দুঃখিত·· '

নাঃ, ভালোই হয়েছে!' এক টুকরো চতুর হাসি ছড়ালো মারিয়া। 'বাবা যতো খুশি বন্দোবস্ত করুন—তারপর আমি সেই লোকটাকে আসল কথাটা জানিয়ে দেবো—ব্যাস! বাচ্চা হবে না এমন মেয়েকে কোনো পুরুষই বিয়ে করতে চায় না। অতএব আমাকে কোনোদিনও বিয়ে করতে হবে না।'

'কিন্তু তোমার বাবাকে কি বলবে ?'

'আমি মাসীর দায়িত্বে ছিলাম, তাই মাসীই ব্যবস্থাটা ঠিক করে দিয়েছে।

বলবো, আমার জরায়ুতে টিউমার হয়েছিলো—তাই জরায়ুটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ,' ঘাড় নাড়লো মারিয়া, 'আমার জরায়ুটা বাদ দেওয়া হয়েছে।…' পেরিট্যানাইটিস শুরু হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তাতে ভালোই হয়েছে… আমাকে আর মাসিক ঋতুর ঝামেলা সইতে হয় না।' একটু থেমে মারিয়া বললো, 'আর দু-সপ্তাহ বাদে স্কুলের বছর শেষ হচ্ছে। গ্রীষ্মকালটা তুমি আমার সঙ্গে স্পেনে থাকবে, চলো।'

'মারিয়া!' উৎফুল্ল হয়ে উঠলো জেনিফার, 'কিন্তু আমার যে কোনো টাকাপয়সা নেই, মারিয়া—শুধু বাড়িতে ফেরার টিকিটখানাই আমার সম্বল।'

'তুমি আমার অতিথি হবে—আমি যা খরচ করতে পারবো, তার চাইতে আমার অনেক বেশি টাকা আছে।'

…দু-সপ্তাহ বাদে লোজানের ট্যাক্সিতে চেপে মারিয়া বললো, 'এক্ষুনি আমরা স্পেনে যেতে পারছি না। এই যে আমার বাবার তার।' কাগজটা জেনিফারের হাতে তুলে দিলো ও। তারবার্তায় লেখা আছে, স্পেনে এখন যুদ্ধের ধ্বংসলীলা চলছে। তবে পরিস্থিতি শীগগিরই স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আপাতত গ্রীষ্মকালটা মারিয়া যেন সুইৎজারল্যাণ্ডেই কাটায়।…

তিনটে বছর সুইৎজারল্যাণ্ডেই থাকতে হলো ওদের।

প্রথম রাত্রে মারিয়ার প্রস্তাবে চমকে উঠেছিলো জেনিফার। কিন্তু মারিয়া ওকে যুক্তি দিয়ে বোঝালো, এতে কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই। তারপর আবরণ মুক্ত হয়ে দর্পিত ভঙ্গিমায় দাঁড়ালো ওর সামনে। সুন্দর গড়ন মারিয়ার। কিন্তু ওর নিজের গড়ন ততোধিক সুন্দর জেনে এক গোপন পুলক অনুভব করলো জেনিফার। লাজুক হাতে নিজের পোশাক খুলে ফেললো ও।

'যতোটা কল্পনা করেছিলাম, তুমি তার চাইতে আরও বেশি সুন্দর,' নরম গলায় বললো মারিয়া। তারপর গভীর আশ্লেষে ওর অবারিত স্তনে নিজের গাল ছুঁইয়ে বললো, 'দেখো, আমি তোমার সৌন্দর্যকে ভালোবাসি… শ্রদ্ধা করি। কিন্তু একটা পুরুষ মানুষ হলে, এতোক্ষণে এসব ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতো।' জেনিফারের সর্বাঙ্গে সোহাগী হাত বুলিয়ে দেয় মারিয়া। অবাক হয়ে জেনিফার অনুভব করে, নিবিড় পুলকে ওর সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে শুরু করেছে।…

এইভাবে প্রতিরাত্রে একটু একটু করে এগিয়েছে মারিয়া। পরম ধৈর্যে ওকে শিখিয়েছে, কি করে দেহের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। এবং এইভাবে কেটে গেছে দীর্ঘদিন। ইতিমধ্যে অনেক পুরুষমানুষের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে ওদের। তাদের অনেককেই ভালো লেগেছে জেনিফারের, কিন্তু মারিয়া সর্বদাই তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। একদিন এক ফাঁকে পানামার একটি সুদর্শন ছেলেব সঙ্গে একটু বেড়াতে গিয়েছিলো জেনিফার। ছেলেটি ডাক্তারী পড়ে, আরও পড়াশুনো করার জন্যে নিউইয়র্কে যাচ্ছে। ছেলেটি ওকে চেয়েছিলো, জেনিফারেরও ভালো লেগেছিলো পুরুষ মানুষের কঠোর স্পর্শ। কিন্তু তবু তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে মারিয়াব কাছে ফিরে এসেছিলো ও। মারিযার কাছে শপথ করে বলেছিলো, মাথাধরার জন্যে ও একটু ফাঁকা হাওয়ায় গিযেছিলো মাত্র।

ইতিমধ্যে জেনিফারকে অনেক সুন্দর সুন্দর পোশাক কিনে দিয়েছে মারিয়া। জেনিফার স্কি করতে শিখেছে। এখন অক্লেশে ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পাবে ও। কিন্তু তিনবছর সুইৎজারল্যাণ্ডে কাটাবার পর, মারিয়ার বাবা ওকে দেশে ফিরে যেতে বললেন—রাজি হলো না মারিয়া। তারপর উনিশশো চুয়াল্লিশে উনি চেক পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। তখন মারিয়ার আর কিছু করার রইলো না।

'তুমি আমার সঙ্গে যাবে,' জেনিফারকে বললো মারিয়া। 'কিন্তু আমার কাছে যথেষ্ট টাকাপয়সা নেই। কাজেই তোমার আমেরিকা যাবার ফিরতি টিকিটটাকে ভাঙিযে নিতে হবে।'

জেনিফার ভেবেছিলো, হযতো স্পেনের কোনো সম্ভ্রান্তবংশজাত সুদর্শন পুরুষের সঙ্গে দেখা হবে ওর। তারপর বিয়ে। অথচ স্পেনে একবছরের ওপর সময় কেটে গেলো। আর এই সময়টাতে ওর সমস্ত গতিবিধির দিকে বাজপাখীর মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে রাখলো মারিযা। জেনিফার মরিয়া হয়ে উঠলো। এই প্রথম ও অনুভব করলো, আসলে অর্থই স্বাধীনতা এনে দেয়। টাকাপয়সা ছাড়া কেউ কোনোদিনও সত্যিকারের স্বাধীন হতে পারে না। স্পেনে ও চরম বিলাসের মধ্যে দিন কাটাতে পারে, সুন্দর সুন্দর পোশাক পরতে পারে—কিন্তু আসলে এখানে ও মারিয়ার সম্পত্তি মাত্র। মারিয়ার প্রেমক্রিয়া ক্রমশ ওর কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠছিলো। এবং সেই থেকে ও জেগে জেগে রাত কাটাতে শুরু করলো। মারিয়া ঘুমিয়ে পড়ার পর বিছানা

থেকে উঠে জানলার কাছে গিয়ে বসতো ও, সিগারেট খেতো একটার পর একটা, তাকিয়ে থাকতো নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে আর ভাবতো · · · ·

টাকা। ওকে টাকা রোজগার করতে হবে। কিন্তু কেমন করে ? জবাবটা ওর শরীরের মধ্যেই লুকনো রয়েছে ·দেহটাই ওর হয়ে কাজ করবে। ও নিউইয়র্কে যাবে, ভিন্ন নাম নেবে, বয়স ভাঁড়াবে · হয়তো বা মডেল হবে। যেমন করেই হোক, টাকা ওকে রোজগার করতেই হবে। আর কোনোদিনও ফাঁদে পড়বে না ও।

যখন আণবিক বোমা পড়লো, তখন মাদ্রিদের সমস্ত মানুষ খবর শোনার জন্যে পাগল। এমনকি মারিয়াও খবর শোনার জন্যে উদগ্র আগ্রহে দমবন্ধ করে রেডিওর সামনে বসে থাকতো। সেই সুযোগে মা'র নামে একখানা গোপন চিঠি ডাকে ফেলে দিয়ে এলো জেনিফার। লিখলো, মা যেন নিজের অসুস্থতার সংবাদ জানিয়ে ওকে বাড়িতে ফিরে যাবার জন্যে চিঠি লেখে।

জেনিফারের মা নির্দেশ পালন করেছিলেন, ফলে মারিয়ার কিছু বলার রইলো না। জেনিফার শপথ করে বললো, মা ভালো হয়ে উঠলেই ও আবার ফিরে আসবে। খানিকটা অপরাধবোধের যন্ত্রণাও অনুভব করেছিলো ও, যখন মারিয়া ওর হাতে একগাদা ট্রাভেলার্স চেক গুঁজে দিয়ে বললো, 'এতে তিন হাজার আমেরিকান ডলার হবে। এখানে ফিরে আসার জন্যে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা কোরো। তবে আরও দরকার হলে, আমাকে তার পাঠিও।'·· নিউইয়র্কে পৌঁছে সোজা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলো জেনিফার। তারপর মাকে পাঁচশো ডলার পাঠিয়ে দিলো, স্পেন থেকে ওর নামে কোনো চিঠিপত্র এলে সেগুলো যেন এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং কোনো পরিস্থিতিতেই ওর নতুন নাম বা ঠিকানা যেন কাউকে জানানো না হয়।

প্রথম দিকে মারিয়া প্রতিদিন চিঠি লিখেছে. জেনিফার কোনোদিনই জবাব দেয়নি। ভাগ্যক্রমে নিউইয়র্কে প্রথম দিনই ওর সঙ্গে পানামার সেই ডাক্তারী ছাত্রটির দেখা হয়ে গিয়েছিলো। বিনা প্রশ্নে ওর নতুন নাম মেনে নিয়েছিলো ছেলেটি। তারপর তিন সপ্তাহ প্রতি রাত্রে সেই ছেলেটির সঙ্গে শুয়েছে জেনিফার। সেই ছেলেটিই ওকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো প্রিন্স মিরালোর সঙ্গে·· ···

সাতটা বাজে। শেষ সিগারেটটা ছাইদানে গুঁজে দিলো জেনিফার।···ঘুমোতে ওকে হবেই। রবির কাছে ও সত্যিকারের সুন্দর হতে চায়। তাহলে হয়তো একটা গাউন আর মাকে পাঠাবার টাকাটা পেয়ে যাবে ও।

নীলি

জানুয়ারী, ১৯৪৬

হিট দ্য স্কাইয়ের সফলতা সম্পর্কে নিউইয়র্কের সমস্ত সমালোচকরাই একমত। হেলেন লসনের জনপ্রিয়তা এখন নতুন শীর্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। নীলিও সপ্রশংস দৃষ্টিপাত অর্জন করেছে কয়েক জায়গায়। কিন্তু ও সব চাইতে খুশি হয়েছে নতুন ফ্ল্যাটটা পেয়ে। অ্যানি সত্যিই সাংঘাতিক। আসলে জিনোর কাছ থেকে দাগা পেয়ে অ্যাডেল একজন শো-গার্ল হিসেবে লণ্ডনের ডরসেস্টার হোটেলে গিয়ে যোগ দিয়েছে। ও এখান থেকে যাবার আগেই অ্যানি ছুটে গিয়ে ওর ফ্ল্যাটটা নিয়ে নিয়েছে। অ্যাডেল অবিশ্যি পয়লা জুন তারিখে ফ্ল্যাটটা ফের ওদের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। কিন্তু তদ্দিনে জেনিফার সম্ভবত টনিকে বিয়ে করে ফেলবে, অ্যানি হয়তো বিয়ে করবে লিয়নকে, আর ও বিয়ে করবে মেলকে। জনি মেলন দু-সপ্তাহের জন্যে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে মেলকে একটা বেতার অনুষ্ঠানের লেখক হিসেবে নিয়েছেন। মেল বলেছে, বেতার অনুষ্ঠানের লেখকরা কি হপ্তায় পাঁচশো ডলার—এমনকি আরও বেশি রোজগার করে। মেল শুরু করেছে দুশোতে, আর ও নিজে পায় দুশো। মন্দ কি ?

নিউ ইয়ার্স ইভের পার্টিতে ওকে আর মেলকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন জনি। ওফ্, এমন দুর্দান্ত পার্টিতে নীলি জন্মেও কোনোদিন যায়নি! আর সব চাইতে অবাক কাণ্ড—সেখানকার সবাই নীলিকে চেনে! জনি মেলন আবার মেলকে বললেন, তাকে দলের স্থায়ী সদস্য হিসেবে নেবার কথাটা বিবেচিত হতে পারে। ওফ্, তাহলে কি ভালোই না হয়!··· নাঃ সব সময় এই 'ওফ্' বলাটা ওকে ছাড়তেই হবে। যখন তখন ওকে কথাটা বলতে শুনে, অনেকেই হাসাহাসি করে।

সত্যি, এই নিউ ইয়ার্স ইভের কথা অ্যানি কোনোদিনও ভুলবে না। মেল

বলেছে, সেও ভুলবে না। · সেদিন রাতে মেলের হোটেলে পৌঁছে, মেলকে জড়িয়ে ধরলো নীলি, 'জানো আমার এত আনন্দ লাগছে, যে ভয় করছে !'

বিছানায় ওঠার জন্যে তৈরি হয়ে মেল বললো, 'ছেচল্লিশ সালটা সত্যি খুব দারুণ ভাবে শুরু হলো।'

উষ্ণতার লোভে গুটিসুটি হয়ে একটা পা দিয়ে মেলকে জড়িয়ে ধরলো নীলি।

'নীলি, জনি কি বললো, শুনলে ? আমার চাকরি পাকা—সপ্তাহে আমি দুশো ডলার করে রোজকার করছি।'

'আমিও তাই।'

'তাহলে চলো, বিয়েটা সেরে ফেলি।'

'বেশ। জুনের এক তারিখে।'

'অতোদিন অপেক্ষা করতে হবে কেন ?'

'কারণ তদ্দিন অব্দি আমরা ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছি। তার আগে আমি ফ্ল্যাট ছেড়ে দিলেও, ভাড়া গুনতে হবে।'

'তা আমরা সামলাতে পারবো—ভাড়া দেবো।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে ? দু জায়গায় ভাড়া দেবো নাকি ?'

'কিন্তু নীলি, আমি তোমাকে চাই—'

'সে তো পেয়েছোই,' খিলখিল করে হেসে ওঠে নীলি, 'এসো নাও আমাকে ...'

অবাক বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে অ্যানি আর জেনিফার লক্ষ্য করছিলো, নীলি খুব স্বাভাবিক ভাবেই লোকগুলোকে নির্দেশ দিচ্ছে, বিশাল পিয়ানোটাকে ঘরের ঠিক কোন জায়গাটাতে রাখতে হবে।

'এইমাত্র আমি জনসন হ্যারিস অফিসে সই করে এসেছি,' ঘোষণা করলো নীলি।

'হেনরির কি হলো ?' জানতে চাইলো অ্যানি।

'গতকাল এ ব্যাপারে আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলেছি। আমি ওঁকে বললাম যে জনসন হ্যারিস অফিস আমার কাছে এসেছিলো। তাই শুনে উনি তৎক্ষণাৎ আমাকে ছেড়ে দিলেন। আসলে আমি এখনও এতো বড়ো হইনি যে আমার একজন ম্যানেজারের দরকার হবে। আমার দরকার

একটা বড়োসড়ো এজেন্সির—যারা আমার পেছনে থাকবে। হেনরি আমার সঙ্গে একমত হলেন। তারপর ছাখো কি হলো…'

'ওরা তোমাকে একটা পিয়ানো দিলো?' জিজ্ঞেস করলো জেনিফার।

'না, তবে ওরা ভাড়াটা দেবে। ওরা আমাকে লা ক্যজে ঢুকিয়ে দিয়েছে—তিন সপ্তাহ বাদে সেখানে আমার উদ্বোধনী হবে।'

'কিন্তু তুই তো হিট দ্য স্বাইতে রয়েছিস,' বললো অ্যানি।

'লা ক্যজে আমি শুধু মাঝ-রাত্তিরে একটা করে শো করবো—আর তার জন্যে সপ্তাহে তিনশো ডলার করে পাবো! কি সাংঘাতিক কাণ্ড, তাই না? তারপরে জানো, জনসন হ্যারিস অফিস আমার জন্যে জেক হোয়াইটকে ঠিক করে দিয়েছে · তাঁর মাইনেও ওরা দেবে। জেক শুধু সব চাইতে সেরা তারকাদের সঙ্গেই কাজ করেন। আমার গান শুনে উনি বলেছেন, একটু ঘষামাজা করে নিলে, আমি একেবারে বিখ্যাত হয়ে যেতে পারি।'

'ভালো কথা। তবে দেখো, আবার কোনো হেলেন লসন যেন এখানে এসে না ওঠে। তাহলে আমরা তোমাদের তিনটেকেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।' অ্যানির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো জেনিফার।

'আমি স্রেফ টাকার জন্যেই এসব করছি। জুন মাসে আমি আর মেল বিয়ে করছি। তখন যাতে এরকম একটা সুন্দর সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট নিতে পারি, সেজন্যে আমি যথেষ্ট টাকা জমিয়ে ফেলতে চাই।'

'আচ্ছা, মেল কখন জনি মেলনের হয়ে লেখার সুযোগ পায়, বলো তো?' জেনিফার বললো, 'ওতো মনে হচ্ছে, পুরো সময়ের জন্যেই তোমার প্রেস এজেন্ট হয়ে কাজ করছে। এতো প্রচার পেতে আমি কাউকে কোনোদিনও দেখিনি।'

'কেন করবে না, শুনি?' নীলি বললো, 'শত হলেও, আমি যা রোজগার করছি তা সবই তো আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে। কিন্তু ও কথা থাক—এসো, আমরা ফ্ল্যাটটা একটু সাফসুফো করে ফেলি। যে কোনো মুহূর্তে জেক এসে পড়বে।'

পরবর্তী তিনটে সপ্তাহ জেক হোয়াইটই ওদের ফ্ল্যাটের দখল নিয়ে রাখলো। প্রতিদিন বাড়িতে ফিরে অ্যানি আর জেনিফার ওকে দেখতে পেয়েছে। লোকটার মধ্যে এক ধরনের মেয়েলি আকর্ষণ রয়েছে, সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও চমৎকার। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে ভীষণ কড়া। নীলিকে সে নির্দয়

ভাবে অবিশ্রাম মহলা দেয়াতে থাকে। এক একদিন শোবার ঘরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে নীলি। বলে, 'ও কি চায় আমার কাছ থেকে? আমি জীবনে কোনোদিন গান শিখিনি। আর ও হঠাৎ এসে আমাকে একেবারে লিলি পনস করে তুলতে চেষ্টা করছে—তাও মোটে তিন সপ্তাহের মধ্যে। তুমি গিয়ে ওকে চলে যেতে বলো!'

ঠিক তখনই দরজার কাছে এসে হাজির হয়েছে জেক, 'যথেষ্ট হয়েছে, নীলি ···এবারে কাজে চলো।'

'আমি পারবো না।' ফুঁপিয়ে উঠেছে নীলি। 'আপনি আমার কাছ থেকে বড্ড বেশি আশা করেন।'

'করি বৈকি। 'খুব ভালো' হতে পারলে, শুধু 'ভালো হয়ে থাকবে কেন?'

আবার মহলায় ফিরে গেছে নীলি···ফের স্বর-সাধনার তালিম শুরু হয়েছে···আবার কান্নাকাটি চলেছে। এমনি ভাবে কেটে গেছে দিনের পরে দিন।

মার্চ ১৯৪৬

নীলির এতোখানি সফলতা সম্পর্কে ওরা কেউই প্রস্তুত ছিলো না। এমনকি স্বয়ং হেনরি পর্যন্ত ফিসফিসিয়ে বললেন, 'লিয়ন, মেয়েটাকে আমরা কি করে ছেড়ে দিলাম, বলতো?'

'সত্যিই ও দারুণ, তাই না?' অ্যানি বললো।

'দারুণ বললে ঠিক মতো বলা হয় না।' লিয়ন বললো, 'এ একেবারে অবিশ্বাস্য।'

তারপর থেকে ওদের ফ্ল্যাটে ক্রমাগত টেলিফোন বেজে চললো। বাইরের ঘরে নানান ধরনের মানুষের আনাগোনা। একটা নামজাদা রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে নীলি। মেট্রো ওকে চাইছে, চাইছে টুয়েন্টিয়েথও। এবং হেলেন লসন ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে নীলিও স্থির করলো, আসছে বছরে ও আর হিট দ্য স্কাইতে থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত সেঞ্চুরী প্রোডাকশনের চুক্তিপত্রে সই করলো নীলি। বললো, 'অন্যগুলোর তুলনায় এটা একটা ছোট্ট স্টুডিও। কিন্তু জনসন হ্যারিস অফিস

মনে করে, এটাই আমার পক্ষে সব চাইতে ভালো হবে।' আরও বললো, 'অ্যাডেল লিখেছে, ও জুনের মাঝামাঝি ফিরে আসবে। তখন ওর ফ্ল্যাটটা ও আবার ফেরত নিতে চায়।'

'জেনিফার আর অ্যানি কি করবে?' জানতে চায় মেল।

'হিট দ্য স্কাই আবও এক বছর চলবে। জেনিফার ওদের সঙ্গেই যুক্ত থাকবে, যতোদিন টনিকে ও বিয়ে না করছে। তবে সে রকম কিছু ঘটবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'কিন্তু ওরা থাকবে কোথায়?

'আপাতত ওরা অবউইন হোটেলে গিয়ে উঠতে পারে।'

'আব আমরা?'

'আমবা বিয়ে করবো—জুনের এক তাবিখে। তারপর মধুচন্দ্রিমা কাটাতে সোজা ক্যালিফোর্নিয়া। কোম্পানি আমার জন্মে হলিউডে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে—মাসে তিনশো ডলার। একটা সাঁতাব দীঘিও আছে।'

'কিন্তু নীলি, জনি মেলন'

'ও কাজ তুমি ছেড়ে দাও।'

'ছেড়ে দেবো?'

'হ্যাঁ, ছেড়ে দেবে। ওখানে তুমি সপ্তাহে মোটে দুশো ডলাব করে পাচ্ছো!'

'আসছে বছর তিনশো করে পেতে শুরু করবো'

'আর জনসন হ্যারিস অফিস বলেছে, আসছে বছর শুধু লিখিত-পড়িত ভাবেই আমি পঁচিশ হাজাব বোজগার করবো। ভেবে ছাখো।'

'আর আমি কি করবো, সাঁতার দীঘিতে চুপচাপ বসে থাকবো?'

'মেল, আমরা দুজনের একটা দল। তোমাকে আমার দবকার। আমার যতোটা সম্ভব প্রচার পাওয়া দরকার।'

'স্টুডিও সেজন্যে কাউকে রেখে দেবে।'

'তা নিশ্চয়ই রাখবে, কিন্তু সে তো তোমার মতো হবে না! ওদের প্রেস এজেন্ট অন্যান্যদের সঙ্গে আমার হয়েও প্রচার চালাবে। কিন্তু আমি চাই, তুমি শুধু আমার হয়েই কাজ করবে। আর মেল, আমার টাকা-পয়সার দিকটাও তোমাকে দেখতে হবে। আমি জীবনে একটা চেকও লিখিনি। ফ্ল্যাটে ওদের হাতে টাকা-পয়সা তুলে দিয়েই আমি রেহাই পেয়ে যাই। ওফ্,

ঝি-চাকরকে যে কি বলতে হয় তা-ও আমি জানি না। আর কোথায় যে ওদের পাওয়া যায়, তা-ও আমার অজানা।… তোমাকে এ সবকিছুই দেখতে হবে, মেল। তোমাকে আসতেই হবে।'

'না, নীলি…তা হয় না।'

'কেন? এ সবকিছুর জন্যেই তুমি দায়ী। আমি লা ক্যজে সুযোগ পেলাম কি করে, বলো?'

'জনসন হ্যারিস অফিস সে বন্দোবস্ত করেছে।'

'কিন্তু মেল, তুমি আমার হয়ে যে প্রচার চালিয়েছিলে, সে জন্যেই জনসন হ্যারিস অফিস আমার সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিলো। নইলে হিট দ্য স্কাইয়ের উদ্বোধনীর পরেই তো ওরা ছুটে এসে আমাকে সই করায় নি। হয়তো আজ আমি যেমন গাইতে পারি, আগে তেমন পারতাম না—জেক সেটা করেছে। কিন্তু আমাকে নজরে এনেছিলে তুমি।'

নীলির হাতজুটো নিজের হাতে তুলে নেয় মেল, 'জেক তোমাকে তোমার কণ্ঠস্বর দেয়নি, আর আমিও তোমাকে তৈরি করিনি। সবই আগে থেকে ছিলো। আমরা শুধু তোমাকে নজরে আনতে সাহায্য করেছি।'

'তাহলে তেমনি করেই সাহায্য করতে থাকো।… মেল, তোমাকে আমি চাই। আমি ভালোবাসি তোমাকে।'

'কিন্তু হলিউডের ব্যাপার-স্যাপার আমি জানি। ওখানে আমার পরিচয় হবে মিস্টার নীলি ও' হারা—কেউ আমাকে সম্মান করবে না।'

'কিন্তু এখানে তো কেউ তোমাকে মিঃ নীলি ও' হারা বলে না?'

'এখানকার কথা আলাদা…'

'কিন্তু আমরা তো সেই একই থাকবো। প্লিজ, মেল তুমি চলো। তুমি না গেলে আমি যাবো না।'

নিজের হাত বাড়িয়ে ওর হাতে চাপ দেয় মেল, 'বেশ—'

জেনিফার

ডিসেম্বর, ১৯৪৬

আলমারির সব চাইতে ওপরের তাকে জেনিফারের স্যুটকেসটা গুঁজে রেখে অ্যানি বললো, 'আমার আলমারিটা আমি তোমাকে দিতে পারতাম। কিন্তু তোমার দেওয়া পোশাকে সেটাও বোঝাই হয়ে গেছে।'

'হোটেলের লোকগুলো কি করে আশা করে যে স্রেফ এই দুটো ছোট-ছোট আলমারিতেই মানুষের কাজ চলে যাবে?' জেনিফার বললো, 'ইস্, অ্যাডেল কেন একটা মালদার ইংরেজ লর্ডকে বাগিয়ে ইংলণ্ডেই থেকে গেলো না, বলো তো? আমি ভীষণভাবে ওই ফ্ল্যাটটার অভাব বুঝতে পারছি।'

'আলমারিগুলো বেশ বড়ো, জেন। আসলে কারুরই এতো পোশাক থাকার কথা নয়। তুমি আর এসব কিনতে যেও না।'

'টনি যদি ক্রিসমাসে আমাকে একটা মিঙ্ক দেয়, তাহলে তুমি আমার পুরনোটা নিয়ে নিও।'

'পুরনো! ওটা তো মোটে গত বছরের।'

'ওটা আমার বিশ্রী লাগে···ওটা আমাকে প্রিন্সের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া তোমার চুলের রঙের সঙ্গে ওটা দারুণ মানাবে।'

'তাহলে আমি তোমার কাছ থেকে ওটা কিনে নেবো।'

'বোকামো কোরো না!'

'আমার টাকা আছে, জেন। বারো হাজার ছিলো— আর তোমার কথা মতো অ্যালেনের আংটিটাও শুধু শুধু ফেলে না রেখে, বিক্রি করে দিয়েছি— তাতে পেয়েছি বিশ হাজার যদিও সেটার দাম আসলে আরও বেশি। হেনরি এর সবটাই এ· টি· অ্যাণ্ড টি-তে খাটিয়ে দিয়েছেন।'

'ওটা একদম ছোঁবে না।'

'কিন্তু জেন, তুমি লঙ্ওয়ার্থ এজেন্সিতে সই করার পর থেকে নিশ্চয়ই বেশ কিছু রোজগার করছো। অথচ একটা সেণ্টও জমাও নি।'

'পোশাক কিনে আর মাকে টাকা পাঠিয়ে, কি করে জমাবো—বলো? অ্যানি, আমার বয়েস ছাব্বিশ·· আমার হাতে আর বেশি সময় নেই। টনি আমার পোশাক দেখে মুগ্ধ হয়, খবরের কাগজের লোকগুলো আমাকে

মোহময়ী বলে। তাই পোশাক কেনাটাকে আমি টাকা খাটানো বলে মনে করি।'

'কিন্তু তাহলেও সেটা তোমার মিঙ্ক কোট বিলিয়ে দেবার পক্ষে কোনো যুক্তি নয়।'

'ওই কোটটাতে সবাই আমাকে এক বছরের ওপরে দেখেছে। আর টনিকে বিয়ে করলে, আমার ডজনখানেক মিঙ্ক কোট হবে। কিন্তু লিয়নের বই যদি বেস্ট সেলার না হয়, তাহলে একটা মিঙ্কের জন্যে তোমাকে বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'জানো, গত সপ্তাহে ও বইটা শেষ করেছে।'

'চমৎকার। তাহলে এবারে তো তোমরা বিয়ে করতে পারো।'

'অতো সহজ নয়,' অ্যানি হাসলো। 'প্রথমে একজন প্রকাশক পেতে হবে। লিয়ন ওটা বেস উইলসনকে দিয়েছে মহিলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন বড়ো এজেন্ট। উনি যদি ওটার বন্দোবস্ত করতে রাজী হন, তাঁহলেই অর্ধেক কাজ হয়ে গেলো। কারণ বেস উইলসনের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি পেলে, যে কোনো প্রকাশকই সেটা বেশি আগ্রহ নিয়ে পড়বে।'

'কবে জানতে পারবে?'

'যে কোনোদিন। ও আশা করছে, ক্রিসমাসের আগেই।...এই, নীলির গান শেষ হয়ে গেছে—' রেকর্ড প্লেয়ারের কাছে ছুটে গিয়ে, হাতলটা ঠেলে দেয় অ্যানি।

'রেকর্ডটার বারোটা বাজিয়ে দিলে তুমি,' জেনিফার বললো।

'কি দারুণ গান। নীলির জন্যে আমার গর্ব হয়। ছবিটা আসার জন্যে আমার আর তর সইছে না।'

'এবারে আমি ওটা বন্ধ করলে, তুমি কিছু মনে করবে কি?' সশব্দে আলমারির পাট বন্ধ করলো জেনিফার, 'আমি একটু পড়াশুনো করতে চাই।'

'জেন, এখন দুটো বাজে।' রেকর্ডপ্লেয়ারটা বন্ধ করে অ্যানি বললো, 'আমাদের দুজনেরই এখন ঘুমোতে যাওয়া উচিত।'

'আমার পড়ার আলোটা তোমাকে বিরক্ত করবে কি?'

'না, তবে তুমি এতো কম ঘুমোও বলে আমার খারাপ লাগে। মাঝে মাঝে আমি মাঝরাত্তিরে জেগে উঠে দেখি, তোমার বিছানা খালি।'

'তোমাকে যাতে বিরক্ত করতে না হয়, সেজন্যে বৈঠকখানায় বসে বসে

৯ সিগারেট খাই।'

'কেন, জেন? টনি?'

'খানিকটা তাই,' দু-কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে জেনিফার, 'তবে গত এক বছরের ওপরে আমি ঘুমোইনি।...অবিশ্যি টনির ব্যাপারেও আমি একটু বিচলিত হয়ে পড়েছি। ফেব্রুয়ারীতে ও একটা রেডিও-অনুষ্ঠান শুরু করার জন্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছে।'

'হয়তো যাবার আগে তোমাকে বিয়ের কথা বলবে।'

'মিরিয়াম যদ্দিন আশেপাশে আছে, তদ্দিন বলবে না। আমরা যখন একা থাকি, তখন আমি ওকে দিয়ে প্রায় যে কোনো কাজই করিয়ে নিতে পারি। কিন্তু একমাত্র বিছানায় শোবার সময় আমরা একা হই। তখন চাদরের নিচে তো আমি কোনো সাক্ষী রেখে দিতে পারি না।'

'পালিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'সেটাও ভেবে দেখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা ততোখানি সহজ নয়। বিছানায় গিয়ে ও যে কোনো বিষয়ে কথা দেবে। কিন্তু যে মুহূর্তে বিছানা থেকে নেমে আসবে, অমনি মিরিয়ামের অনুগত হয়ে উঠবে।' স্নানঘরের দিকে এগিয়ে যায় জেনিফার, 'নাও, এবারে তুমি ঘুমোও।'

স্নানঘরের দরজা বন্ধ করে আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকায় জেনিফার। দুচোখের কোণে অতি সূক্ষ্ম কয়েকটা রেখা গড়ে উঠেছে। আর চার বছরের মধ্যে ওর বয়েস তিরিশ হবে। ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে টনি কি ওর জন্যে এতোই অভাব অনুভব করবে যে ওকে সেখানে যাবার জন্যে ডাক পাঠাবে? কোনো আশা নেই!· টনি যাতে রূপসী মেয়েদের যৌবন-সুধায় ডুবে থাকতে পারে, মিরিয়াম সেদিকে নজর রাখবে।· হ্যাঁ, টনি অবিশ্যি জানে, ওর বয়েস কুড়ি। কিন্তু সত্যিকারের উনিশ-কুড়ি বছরের কোনো মেয়েকে দেখলে, তার কাছে জেনিফারকে সামান্য ম্লান বলে মনে হতে পারে টনির। চোখের কোলে আরও খানিকটা ক্রিম ঘষে নেয় জেনিফার। তারপর ফিরে আসে শোবার ঘরে। অ্যানি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকেও ঘুমোতে হবে।· বিছানায় উঠে, আলোটা নিভিয়ে দেয় ও।

কিন্তু একঘণ্টা পরেও জেনিফার সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে থাকে। নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে এসে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢোকে ও। ব্যাগ থেকে ছোট একটা শিশি বের করে নেয়। তারপর বুলেট-আকৃতির ছোট ছোট

লালরঙা ক্যাপসুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টিতে। গতকাল রাত্রে ইরমা এগুলো ওকে দিয়েছিলো। ('শুধু একটা খেয়ো, তাহলেই দিব্যি কয়েকঘণ্টা ঘুমোতে পারবে।')

সেকোন্তাল। ইরমা চারটে ক্যাপসুল দিয়েছিলো ওকে। ('এগুলো আমার কাছে সোনার মতো···আর বেশি দিতে পারবো না।') হিট দ স্কাইতে নীলির বদলে এসেছে ইরমা। ও বলে, এই ছোট্ট লাল 'পুতুলগুলোই' ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ('আমি তোমাকে আরও দেবো, জেনিফার। কিন্তু তোমার একটা প্রেসক্রিপশন লাগবে : আমি সপ্তাহে মোটে দশটা করে পাই।')

একটা খেয়ে দেখবে নাকি ও ?···এক গ্লাস জল নিয়ে বড়িটা এক মুহূর্ত ধরে থাকে জেনিফার। এটা নেশার জিনিস—মাদক দ্রব্য। কিন্তু ইরমা প্রতি রাতে একটা করে খায় এবং ওতো দিব্যি ভালোই আছে। তাছাড়া মোটে একটা বড়ি কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। বড়িটা গিলে ফেলে জেনিফার। তারপর শিশিটা ব্যাগে রেখে এক ছুটে বিছানায় গিয়ে ওঠে।

কতক্ষণ লাগবে ? এখনও ওর দুচোখ সম্পূর্ণ নিদ্রাহীন। অ্যানির নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ও। শুনতে পাচ্ছে, রাত-টেবিলে রাখা ঘড়িটার একটানা টিকটিক শব্দ·· বাইরে যানবাহনের আওয়াজ।···

তারপরেই জিনিসটা অনুভব করলো জেনিফার! ওর সমস্ত দেহ যেন ভারহীন হয়ে গেছে মাথাটা ভারি, অথচ যেন বাতাসের মতো হালকা। ঘুম আসছে ওর · ঘুম। আহা, কি চমৎকার ওই ছোট্ট লাল পুতুলটা।···

পরদিন হেনরির ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাজির হলো জেনিফার। কিন্তু ভদ্রলোক ওকে ঠাট্টার গলায় ফিরিয়ে দিলেন। না, ওকে তিনি সেকোন্তালের প্রেসক্রিপশন দিতে পারবেন না। ওর শরীরের অবস্থা যথেষ্ট ভালো আছে। অতো কফি গেলা বন্ধ করো, সিগারেট খাওয়া কমাও—তাহলেই ঘুম আসবে। তা না হলে বুঝতে হবে, ওর শরীরে ঘুমের দরকার নেই।

'ওভাবে কাজ হবে না,' কয়েকদিন পরে ইরমা ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো। 'সব চাইতে ভালো উপায় হচ্ছে, একজন ছোটখাটো ডাক্তারকে খুঁজে বের করা—যার ন্যায়-নীতিবোধগুলো একটু ঝাপসা।'

'কিন্তু কোথায় ? ইরমা, ওই লাল পুতুলগুলোর কল্যাণে আমি পর পর চার রাত্তির প্রাণভরে ঘুমিয়েছি। কিন্তু তারপর থেকে দুটো রাত আবার ঘুম হয়নি।'

ঘরে এসে পোশাক খুললো জেনিফার, কিন্তু সেকোন্যাল খেলো না। বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কুড়ি মিনিট পরেই দূরভাষ বেজে উঠলো।

'কোথায় ছিলে তুমি ?'

জেনিফারের কথা পুরোপুরি টনি বিশ্বাস করলো বলে মনে হলো না। তবু নরম স্বরে বললো, 'আমি তোমার কাছে যেতে পারি ?'

'এখন রাত প্রায় তিনটে।'

'আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবো।'

'দুঃখিত,' জোর করে হাই তুললো জেনিফার, 'আমি বড্ড ক্লান্ত।'

'তাহলে কাল—কাল বিকেলে। তিনটের সময় আমার রেকর্ডিং আছে, কিন্তু চারটের মধ্যে ছাড়া পেয়ে যাবো।'

'আমার ম্যাটিনি আছে।'

'বেশ, তাহলে ম্যাটিনির পরে আমি তোমার ওখানে যাবো।'

'না। তারপর রাতের শো—তুমি আমার চুল নষ্ট করে দেবে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! তাহলে তোমাকে ডিনারে নিয়ে যাবো—'

'দেখা যাক ' গ্রাহযন্ত্রটা রেখে দিলো জেনিফার।

ম্যাটিনির পর বাড়িতে ফিরলো না জেনিফার, জোর করে বসে বসে একটা সিনেমা দেখলো। রাতের শোতে দারোয়ানকে বলে রাখলো, টনি পোল'র এলে তাকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, জেনিফার চলে গেছে। অনেক রাতে ড্রেসিং রুমের তালা বন্ধ করতে এসে দারোয়ান জানালো—হাঁ, মিঃ পোল'র এসেছিলেন এবং কথাটা তাকে জানানো হয়েছে লোকটাকে পাঁচ ডলার বখশিশ দিয়ে পায়ে হেঁটে ফ্ল্যাটে ফিরলো জেনিফার। ঘরে ঢুকতেই দূরভাষ বেজে উঠলো, ও ধরলো না। কুড়ি মিনিট অন্তর অন্তরই বাজতে লাগলো যন্ত্রটা। প্রতিবারই সংযোগকারীর কাছ থেকে জেনিফার জানতে পারলো, টনি ফোন করেছিলো। অবশেষে ভোর পাঁচটার সময় তিনবার বেজে ওঠার পরে, গ্রাহযন্ত্রটা তুলে ধরলো ও।

'কোন চুলোয় ছিলে তুমি ?' টনির গলার স্বর ঝাঁঝালো।

'দুটো শোয়ের মধ্যিখানে সিনেমায় গিয়েছিলাম,' ইচ্ছে করেই কথাটা ও এমনভাবে বললো, যাতে সেটা মিথ্যে বলে মনে হয়।

'ও! আর রাতের শোয়ের পর ?'

'আমি ওখানেই ছিলাম, দারোয়ান নিশ্চয়ই ভুল করেছে।'

'তারপর থেকে তুমি বাড়িতেই ছিলে বোধহয় ?'

'হুঁ—উঁ—'

'তাহলে জেনে রাখো, সাড়ে এগারোটা থেকে প্রতি বিশ মিনিট অন্তর তোমাকে ফোন করেছি,' টনির কণ্ঠস্বরে জয়ের সুর : 'তুমি এইমাত্র ফিরেছো।'

'তাহলে আমি নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছিলাম, শুনতে পাইনি।'

'তা বটেই তো! নিশ্চয়ই কারুর সঙ্গে ঘুমোচ্ছিলে!'

গ্রাহকযন্ত্রটা রেখে দিয়ে একটু হাসলো জেনিফার : কাজ হচ্ছে। স্নান-ঘরে গিয়ে লাল ক্যাপসুলে ভর্তি একটা শিশি তুলে নিলো ও। ওর ঘুম হয় না জেনে লরেন্সভিলের ডাক্তার রজার্স করুণা-পরবশ হয়ে ওকে পঁচিশটা ক্যাপসুলের এই শিশিটা উপহার দিয়েছিলেন। পঁচিশটা! ··

দূরভাষ বেজে উঠলো আবার। জেনিফার সংযোগকারীকে জানিয়ে দিলো, বাকি রাতটুকু ওকে যেন আর বিরক্ত করা না হয়। অতিরিক্ত নিরাপত্তা হিসেবে আড়াআড়িভাবে ছিটকিনিটাও লাগিয়ে নিলো ও: তার-পর শিশিটা খুলে একসঙ্গে দুটো বড়ি বের করে নিলো। একটাতেই কাজ হয়—কিন্তু দুটো! আহা, সে কি অপূর্ব অনুভূতি!···আলতো করে নরম বালিশে মাথা রাখলো জেনিফার। ওঃ ঈশ্বর, এতোদিন এই লাল পুতুল-গুলোকে ছেড়ে কি করে বেঁচে ছিলো ও!

আরও দুটো দিন টনির সঙ্গে এমনি ইঁদুর-বেড়াল খেলা চালালো জেনিফার। শুক্রবার রাত্রিবেলা ও থিয়েটারে পৌঁছে দেখলো, মঞ্চের প্রবেশ-পথে টনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর একটা হাত সজোরে আঁকড়ে ধরে সে বললো, 'ঠিক আছে, তুমিই জিতলে। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। আজ রাতেই আমরা এল্কটনে যাবো—এক্ষুনি।'

'কিন্তু আমার এখন শো আছে, তারপর কাল ম্যাটিনি—'

'আমি ম্যানেজারকে গিয়ে বলছি, তুমি অসুস্থ।'

'কিন্তু আমরা পালালে, ওরা পত্রিকা পড়েই সবকিছু জেনে ফেলবে: আমার চাকরি যাবে—হয়তো ওরা মামলাও করতে পারে।'

'তাতে কি হয়েছে? তুমি তখন মিসেস টনি পোলার হবে। তখনও তুমি চাকরি করবে না আশা করি, তাই না?'

(অবশ্যই না! ও কি পাগল? তাছাড়া হেনরিই সবকিছু সামলে নেবেন।)

টনির হাত চেপে ধরে জেনিফার, 'যাও—গিয়ে বলো, আমি অসুস্থ। আর সত্যি বলতে কি, আমার মনে হচ্ছে ··আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি···'

জেনিফার এখন সুখী। টনি যেন হতভম্ব হয়ে গেছে।··বিয়ের পরে এক্টনের পত্রিকাগুলোতে খবরটা জানানো হয়েছে। স্থানীয় চিত্রগ্রাহীদের ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছে ওরা, এ· পি আর ইউ· পি-তে বিবৃতি দিয়েছে। তারপর শহরতলীর একটা ছোট্ট হোটেলে এসে উঠেছে।···

বিছানায় বসে টনি লক্ষ্য করেছিলো, জেনিফার ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে রাখছে। উত্তেজনা কেটে গিয়ে আচমকা কেমন যেন ভয় হচ্ছিলো তার। আস্তে আস্তে বললো, 'মিরিয়াম আমাকে মেরে ফেলবে।'

এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো জেনিফার, 'তুমি শিশু নও টনি, তুমি আমার স্বামী।'

'মিরিয়ামকে যখন কথাটা বলবো, তখন তোমাকে আমার কাছে থাকতে হবে '

'আমি তোমার স্ত্রী, আমি সব সময় তোমার কাছে থাকবো।'

'কিন্তু মিরিয়াম খেপে উঠবে, জেন।' টনির চোখে জল এসে যায়, আচমকা বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে সে। 'আমার ভয় করছে··· ভীষণ ভয় করছে···'

মুহূর্তের জন্যে একেবারে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জেনিফার। বিতৃষ্ণার স্রোতে মনটা ভরে ওঠে ওর—ইচ্ছে হয় এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু কোথায় যাবে? কেউ ওর কথা বুঝবে না · সবাই ভাববে, ওর মধ্যেই কোনো গণ্ডগোল আছে। তবে টনি প্রতিভাবান—প্রতিভাবানরা একটু-আধটু খেয়ালী হয়েই থাকে। হয়তো এটাও তাই হয়তো পুরুষমানুষদের তুলনায় ও একটু বেশি আবেগপ্রবণ—এই যা।

বিছানায় বসে টনির মাথাটা নিজের কোলে তুলে নেয় জেনিফার, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, টনি।'

'কিন্তু মিরিয়াম একদম পাগল হয়ে যাবে।' জলভরা চোখে ওর দিকে তাকায় টনি, 'তোমারই দোষ। তুমিই আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করিয়েছো।'

'আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি মিরিয়ামের সামনে দাঁড়াবো।'

'সত্যি ? সত্যি বলছো, দাঁড়াবে ?'

'হ্যাঁ,' টনির মাথায় সোহাগের হাত বোলায় জেনিফার, 'শুধু মনে রেখো, আমি তোমার স্ত্রী।'

হাত বাড়িয়ে ওর স্তনদুটো স্পর্শ করে টনি·· আস্তে আস্তে চোখের জল মুছে হাসতে শুরু করে। তারপর লাজুক চোখে তাকিয়ে বলে, 'আর তোমাকে নিয়ে এখন আমি যা খুশি তা-ই করতে পারি।'

সযত্ন প্রয়াসে এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে তোলে জেনিফার, 'হ্যাঁ, টনি··'

একটানে ওর অঙ্গাবরণী খুলে ফেলে টনি, 'তা হলে ওদিকে ফেরো—'

দাঁতে দাঁত চেপে সব যন্ত্রণা সহ্য করে জেনিফার। নিজেকে বলে, হাসো জেন—হাসো তুমি সফল হয়েছ···তুমি এখন মিসেস টনি পোলার ·· ···

দোমড়ানো তারবার্তাটা হাতে নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মিরিয়াম। এতোদিনের এতো সতর্কতা এবারে বোধহয় অর্থহীন হতে চলেছে। এতোদিন সমস্ত মানুষকে ধোঁকা দিয়ে এসেছে ও। সবাই ভেবেছে, টনির ছেলেমানুষী জবাবগুলো আসলে এক ধরনের চতুর ভঙ্গিমা। কিন্তু আসল সত্যটা শুধু মিরিয়ামই জানতো—যা ও সকলের কাছ থেকে, এমন কি টনির কাছ থেকেও সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে।···মেয়েমানুষের সঙ্গে টনির আচরণ দৈহিক ব্যাপারে পুরুষের মতোই। তার প্রতিভাও প্রকৃতিদত্ত। সে যখন গান গায়, তখন তার সবকিছুই স্বাভাবিক। কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে টনির বয়েস মোটে দশ বছর।·· মিরিযাম জানতো, টনির জৈবিক প্রয়োজনটা মেটানো দরকার এবং সে ব্যাপারে ও নিজেও যথেষ্ট মদত জুগিয়েছে। শহরের বাইরে গেলে, সুন্দরী মেয়েদের বলতে গেলে টনির কোলে ঠেলে দিয়েছে—কিন্তু কাউকেই স্থায়ী হতে দেয়নি। জেনিফারের সঙ্গে পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত এমনি ভাবেই চলছিলো সব কিছু। মিরিযাম ভেবেছিলো, ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গেলেই জেনিফার উপাখ্যানে যবনিকাপাত হবে। আর দু-সপ্তাহ বাদে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবার কথা, কিন্তু তার মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে গেলো!

আচ্ছা, জেনিফার কতোটা অনুমান করে নিতে পেরেছে ? আসলে ওর বিরুদ্ধে মিরিয়ামের কিছুই বলার নেই। মেয়েটি হয়তো সত্যিই টনির প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলো। হবে না-ই বা কেন ? টনি সুদর্শন, প্রতিভাবান আর ওর যৌন ক্ষমতাও যথেষ্ট। জেনিফার হয়তো এতোদিনেও কিছুই বুঝতে

পারেনি। তা ছাড়া রক্তিসঙ্গের সময়টুকু বাদ দিলে, ওরা কখনই একা হতে পারেনি—মিরিয়াম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলো সেদিকে।···

দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে মিরিয়াম। এতোদিন সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে—টনির কাছ থেকেও—কতো গোপন রহস্য সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে ও। সবাই জানে, টনি জন্মাবার আগে এক মর্মান্তিক রেল-দুর্ঘটনায় ওদের বাবা নিহত হন। এবং সেই শোকে ওদের মা এতোই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, টনিকে জন্ম দেবার পর, তাকে চোদ্দ বছরের মিরিয়ামের কাছে রেখে, তিনিও ইহধাম থেকে বিদায় নেন। খবরের কাগজের লোকেরা তাই বিশ্বাস করেছে। টনিও। অথচ টনির সত্যিকারের পিতৃপরিচয়, মিরিয়ামের পিতৃপরিচয়ের মতোই, ওদের মায়ের কাছেও কুয়াশাচ্ছন্ন। বিভিন্ন সময়ে ওদের মায়ের আলিঙ্গনে যে সমস্ত অপরিচিত পুরুষ রাত কাটিয়েছে, তাদের মাধ্যমেই জন্ম হয়েছে ওদের। · মা মারা যাবার পর, বাড়িতে দিদিমা আছেন—এই যুক্তি দেখিয়ে সদ্যোজাত ভাইকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলো চোদ্দ বছরের মিরিয়াম।···ওর মা'র সব চাইতে বেশি দিনের স্থায়ী প্রণয়ীর নাম ছিলো 'পোলারস্কি'—ভদ্রলোক সত্যিই স্নেহ করতেন ছোট্ট মিরিয়ামকে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁর নামটা একটু ছোটো করে নিজের এবং টনির নামের সঙ্গে 'পোলার' উপাধীটা জুড়ে নিয়েছিলো মিরিয়াম।

চোদ্দ বছরের মিরিয়াম আগেই স্কুল ছেড়ে একটা দোকানে কাজ নিয়েছিলো। দিন কাটছিলো কোনোক্রমে। এবারে ভাইকে নিয়ে মেতে রইলো ও। কিন্তু টনির বয়েস যখন মোটে চার সপ্তাহ, তখনই প্রথম তার দৈহিক আক্ষেপ শুরু হলো। বড়ো বড়ো ডাক্তাররা টনিকে পরীক্ষা করলেন, পুরো একটা বছর হাসপাতালে রইলো টনি। এই সময়টা বড়ো দুশ্চিন্তায় কেটেছে মিরিয়ামের, কিন্তু একটা পুরো সময়ের কাজ জুটিয়ে কিছু টাকা অন্তত জমিয়ে নিতে পেরেছে। তারপর টনি ফিরে এলো। তারপর আবার শারীরিক আক্ষেপ, আবার হাসপাতাল। পাঁচ বছর বয়েস অব্দি এমনি চললো। স্কুলে গেলো টনি। কিন্তু একটা বছর কাটার পর, ওঁরা তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। টনিকে ওঁরা একটা বিশেষ স্কুলে পাঠাবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মিরিয়াম তা চায়নি, নিজেই ধৈর্য ধরে ওকে যথাসম্ভব লেখাপড়া করিয়েছে।··

দীর্ঘদিন ধরে অনেক লড়াই করেছে মিরিয়াম। লড়াই করেছে অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বিভাগের সঙ্গেও। টনি যখন সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেবার

ড্রাফট নোটিশ পেলো, তখন ও গোপনে ওয়াশিংটনে গিয়ে হাজির হয়েছিলো। সেখানে অনেক ঘোরাঘুরি করে ও যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছে, তখন দেখা পেলো এক মেজর বেকম্যানের—যাঁর টনির মতো একটি ভাই আছে। টনির চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র দেখে উনি একজন স্নায়ুতত্ত্ববিদকে দিয়ে টনিকে পরীক্ষা করালেন। তারপর নিঃশব্দে বাতিল করে দিলেন টনিকে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রেসকে জানালেন, একটা কানের পর্দা ফাটা আছে বলে টনিকে খারিজ করা হয়েছে।

আজ মিরিয়াম বড়ো ক্লান্ত। ইতিমধ্যেই মাঝেমাঝে জেনিফারের কাছে গিয়ে, টনির সম্পর্কে সমস্ত কথা ওকে বলে দেবার কথা চিন্তা করেছে মিরিয়াম। কিন্তু জেনিফার যদি সে সব কথা সমস্ত শহরে রটিযে দেয ? তাহলে যে টনির জীবনটাই মাটি হয়ে যাবে!

না, এতো সহজে হার মানবে না মিরিয়াম। বেঢপ শরীরে বহির্বাসটা জড়িয়ে নিয়ে মনের চিন্তাগুলোকে সুসংহত করার চেষ্টা করে ও। প্রেসকে ঘটনাটা জানাবে ও। তারপব ওরা ফিবে এলে একটা সাংবাদিক বৈঠক ডাকবে, জেনিফার ও টনির সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করবে·

অ্যানি

ডিসেম্বর, ১৯৪৬

সেদিন রাত্রেই লরেন্সভিল থেকে ফিরে এসে রাত্ত টেবিলে রাখা জেনিফারের চিঠিটা পেলো অ্যানি।

> 'শক্ত লড়াইয়ের শেষে, আমিই জিতলাম। তুমি যখন এ চিঠি পড়বে, তখন আমি মিসেস টনি পোলার হযে গেছি। আমার সৌভাগ্য কামনা কোরো। ভালোবাসা রইলো। জেন।'

জেনিফারের জন্যে খুশি হলো অ্যানি, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ম্লান পরিস্থিতিটা যেন নিজের কাছেই আরও বেশি করে প্রকট হয়ে উঠলো। নিজের সুখবরটা জানাবার জন্যে লরেন্সভিলে গিয়েছিলো লিয়ন। তার বইটা বেস উইলসনের পছন্দ হয়েছে—লেখায প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু উনি মনে করেন, পাণ্ডুলিপিটা কোনো প্রকাশককে দেবার আগে সেটা আর একবার

আগাগোড়া নতুন করে লেখা দরকার। তার অর্থ—আরও ছ মাস !…

কিছুদিন বাদে সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে ফের লরেন্সভিলে যেতে হলো অ্যানিকে। সপ্তাহ শেষের ছুটি কাটাতে লিয়নও গিয়ে হাজির হলো সেখানে। লরেন্সভিলে তখন বরফ পড়তে শুরু করেছে। জায়গাটা মুগ্ধ করলো লিয়নকে। অ্যানির বাড়িটা দেখে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, 'এই পরিবেশে তোমাকে এতো সুন্দর লাগছে যে এমনটি আর কোনোদিনও মনে হয়নি!' তারপর বললো, 'অ্যানি, আমি বলেছিলাম, তোমাকে বিয়ে করলে তুমি আমাকে প্রতিপালন করবে—তা হয় না। কিন্তু এই সুন্দর বাড়িটাতে আমি আতিথ্য স্বীকার করতে রাজী আছি। আমার যে হাজার ছয়েক ডলার আছে, তা দিয়ে আমরা বছর খানেক দিব্যি চালিয়ে নিতে পারবো। তারপর বইটার জন্যে যদি একটা ভদ্রস্থ অগ্রিম পাই, তাহলে আর একটা বইও শুরু করতে পারবো। এখানে বসে আমি মনের আনন্দে লিখতে পারবো।'

'এখানে?' অ্যানির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

'হ্যাঁ! তুমি চাইলে, বিয়েটা নিউইয়র্কেও হতে পারে। জেনিফার সেখানে রয়েছে…'

'আমার সব কিছুই সেখানে।…এ জায়গাটাকে আমি ঘেন্না করি… এখানে আমি থাকবো না।'

'কেন, অ্যানি?' লিয়নের কণ্ঠস্বর শান্ত।'

'তুমি কেন বুঝতে পারছো না, লিয়ন? লরেন্সভিলে থেকে আমি কি করবো? মেয়েদের মজলিসে যোগ দেবো? পরচর্চা পরনিন্দায় সময় কাটাবো? নিউইয়র্ককে আমি ভালোবাসি, লরেন্সভিলকে ঘেন্না করি। নিউইয়র্কে গিয়েই আমি সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলাম, আমি বেঁচে আছি নিশ্বাস নিচ্ছি। এখানে থাকলে আমার একটা অংশ একেবারে মরে যাবে, লিয়ন।'

'তাহলে যা দেখতে পাচ্ছি, একমাত্র নিউইয়র্কে থাকলেই তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারবে।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, লিয়ন!' অ্যানির দুগাল বেয়ে অশ্রু নেমে আসে। 'সব জায়গাতেই ভালবাসবো। যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাবো…শুধু এখানে নয়।'

'দু-এক বছরের জন্যে একটা চেষ্টা করে দেখতেও রাজী নও?'

'লিয়ন, বাড়িটা বিক্রি করে আমি সব টাকা তোমাকে দিয়ে দেবো…

একটা ঘরে তোমাকে নিয়ে মাথা গুঁজে বাস করবো। কিন্তু এখানে নয়!'

ভোর চারটের ট্রেনে নিউইয়র্কে ফিরে গেলো লিয়ন। ট্রেনে উঠে অ্যানির দিকে একবার ফিরেও তাকালো না, হাতও নাড়লো না।···

পরদিন জেনিফারের ফোন এলো। টনি আর ও এসেক্স হাউসের একটা সুন্দর স্যুইটে বাস করছে। মিরিয়ামও সেখানে আলাদা একটা ঘর নিয়ে আছে—কোনো রকম ঝামেলা করেনি। দোসরা জানুয়ারী ওরা ক্যালিফোর্নিয়ায় রওনা হচ্ছে। আসছে কাল রাত্তিরে নতুন বছর শুরু হবার আগে একটা বড় রকমের পার্টি দিচ্ছে ওরা।·· অ্যানি কথা দিলো, ক্রিসমাস উপলক্ষে ও নিউ-ইয়র্কে যাবে এবং রাত্রিবেলা লিয়ন ফোন করলে, তাকেও পার্টির কথাটা জানিয়ে দেবে।· কিন্তু লিয়নের ফোন এলো না। পরদিন সকাল দশটায় অফিসে ফোন করলো অ্যানি। হেনরি নেই—লিয়নও নেই। হতাশ হয়ে গোছানো ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে ফেললো অ্যানি—এ অবস্থায় নিউইয়র্কে যাওয়া একেবারেই অর্থহীন।

এমন বিশ্রী নিঃসঙ্গ ভাবে আর কোনো ক্রিসমাস কেটেছে বলে মনে পড়ে না অ্যানির। এবং এর জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে লরেন্সভিলকেই দায়ী করলো ও। দেখতে দেখতে পাঁচটা দিন কেটে গেলো। মরিয়া হয়ে অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে অবশেষে কালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলস হোটেলে হেনরির সঙ্গে যোগাযোগ করলো ও।

'হেনরি, লিয়ন কোথায়?'

'সে কি। আমি তো ভেবেছিলাম, সে তোমার সঙ্গেই রয়েছে!'

'গত রোববার থেকে আমি ওকে দেখিনি বা কোনো ফোনও পাইনি।'

'গত কাল বিকেলে আমি অফিসে ফোন করেছিলাম। শুনলাম, গত সোমবার থেকে সে অফিসে যাচ্ছে না। স্বাভাবিক কারণেই আমি ভেবেছিলাম, ক্রিসমাসটা কাটাতে সে তোমার কাছে গেছে। কারণ পরপর তিনদিন রাত্রে ওর ফ্ল্যাটে ফোন করে, আমি ওকে পাইনি। কি ব্যাপার বলো তো? একটা লোক তো স্রেফ বিনা কারণে এমন বেপাত্তা হয়ে যেতে পারে না?'

'আমি আসছে কাল নিউইয়র্কে ফিরছি।' সহসা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে অ্যানি, 'ওকে আপনি খুঁজে বের করুন, হেনরি!'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, শান্ত হও। তোমরা কি ঝগড়া-টগড়া করেছিলে নাকি?'

'তেমন কিছু নয়। সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝি··· কিন্তু সেটা এতোখানি সাংঘাতিক বলে আমার মনে হয়নি।'

'কাল আমিও ফিরছি। আশা করি, লিয়নও সম্ভবত সোমবার ফিরবে। ততোক্ষণ তুমি আরাম করে একটু বিশ্রাম করো না কেন?'

'বিশ্রাম! এখান থেকে পালাবার জন্যে আমার আর দেরি সইছে না!'

নিউইয়র্কে ফিরে এসে লিয়নের চিঠি পেলো অ্যানি:

প্রিয় অ্যানি,

এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমি নরকের সীমান্তে বাস করছি। আমি বিয়ে করতে পারছি না, কারণ স্বামী হিসেবে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে আমি অপারগ। হেনরিকে ছাড়তে পারছি না, কারণ লেখক হিসেবে আমার ব্যবসায়িক সফলতা আসতে হয়তো অনেক দেরি। অথচ একমনে লিখতেও পারছি না, কারণ আমাকে হেনরির সঙ্গে থাকতে হচ্ছে। এখন পর্যন্ত আমি তোমাকে, হেনরিকে এবং আমার লেখাকে— আমার একটা ভগ্নাংশ মাত্র দিয়েছি। এভাবে আর চলে না·

আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমার কিছু টাকা আছে। আর ইংলণ্ডের একটা বাড়ি আছে, যেখানে গিয়ে আমি উঠতে পারি। বাড়িটা আত্মীয়দের, কিন্তু কেউ সেটা ব্যবহার করে না। ওখানকার কয়েকটা ঘর খুলে নেবো আমি। শীতের দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সেখানে দিনের আলো থাকে। বাড়িতে তাপ সঞ্চালনেরও কোনো বন্দোবস্ত নেই। কিন্তু সেখানে কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না। ওখানেই আমি কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিতে পারবো—আমি লিখবো ·আঙুলের গাঁট নীল হয়ে গেলেও লিখবো।

এইসঙ্গে আমার ফ্ল্যাটের চাবিগুলো পাঠালাম। জেনিফারের বিয়ের পর তুমি একেবারে একা। ফ্ল্যাট খুঁজে পাওয়া এখনও শক্ত। আমার মনে হয়, তুমি ওখানে উঠে গেলেই ভালো হবে। আমি তোমার দেওয়া সুন্দর উপহার—টাইপ রাইটারটা নিয়ে যাচ্ছি।···আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকার মতো বোকামো করো না। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি—প্রথমে যে গোলগাল ইংরেজ মেয়েটি আমাকে রান্নাবান্না করে দেবে, ঘরদোর দেখবে—আমি তাকেই বিয়ে করে ফেলবো। তারপর

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর পরে, আমার কোনো বই যদি আংশিক ভাবেও সফল হয়, তাহলে আমরা দুজনেই বলতে পারবো· অন্তত একটা কাজ লোকটা প্রাণ ঢেলে করেছিলো। ··

আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, অ্যানি। কিন্তু একটা ছন্নছাড়া মানুষের একটা ভগ্নাংশ গ্রহণ করার পক্ষে, তুমি বড়ো বেশি ভালো। তাই আমি শুধু লেখাতেই মন দেবো—তাহলে অন্তত নিজেকে ছাডা আর কাউকে আমি আঘাত দিতে পারবো না।··

আমার জীবনের সব চাইতে সুন্দর বছরটার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

লিয়ন

জেনিফার

মে, ১৯৪৭

সাঁতার দীঘির পাশে ছাতার নিচে বসে ফের অ্যানির চিঠিটা পডলো জেনিফার। এই প্রথম অ্যানির চিঠিতে লিয়নেবকোনো উল্লেখনেই। আজকাল ও নাকি অনেকের সঙ্গেই বেরুচ্ছে, কিন্তু বিশেষ করে কারুর কথা লেখেনি। হয়তো এখনও লিয়নের জন্যে প্রতীক্ষা করছে ও।·· কিন্তু জেনিফার কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে? আরও একটা দিন শেষ করাব প্রতীক্ষায়? আজ রাতে একটা পার্টি আছে। কিন্তু আজকাল এতে ওর কোনো রোমাঞ্চ জাগে না। কারণ পার্টিতে ওর পরিচয় শুধুমাত্র মিসেস পোলার, একজন প্রতিশ্রুতিবান নবাগত তারকার স্ত্রী হিসেবে। সত্যিকথা বলতে কি, এসব পার্টিতে ছোট-খাটো অভিনেত্রীদের কদরও অনেক বেশি—কারণ তাদের সর্বদা ইচ্ছেমতো পাওয়া যায়। · আগের মতো জেনিফার আজকাল আর তেমন কেনাকাটাও করতে পাবে না। গত পাঁচ মাসে ও একটা মাত্র সান্ধ্য-পোশাক কেনার অনুমতি পেয়েছে। 'একটা বড়োসড়ো দোকানে যতো পোশাক থাকে, তোমার পোশাকের সংখ্যা তার চাইতেও বেশি,' বলেছে মিরিয়াম। সপ্তাহে ওকে পঞ্চাশ ডলার হাত-খরচা দেয় মিরিয়াম। ও তার সবটাই মাকে পাঠিয়ে দেয়। আর মা বারবার লেখে, এ টাকা যথেষ্ট নয়। টাকা পয়সার ব্যাপারে

টনির সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছে জেনিফার,কিন্তু তার দর্শন মেলাই ভার। হয় গানের রেকর্ডিং, নয়তো নতুন গান তোলা, অথবা রেডিওর অনুষ্ঠানের জন্যে মহলা দেওয়া—এই নিয়েই ব্যস্ত থাকে টনি। রাতে খাবার সময় মিরিয়াম সর্বদা হাজির। রাত্রিবেলা বিছানায় টনি নিজের ক্ষুধা মেটাতেই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু কাজটা হয়ে গেলে জেনিফার আর তাব নাগাল পায না। জেনিফার বোঝাতে চেষ্টা করেছে, টনির জীবনেব অঙ্গ হতে পারলে ওর দিনগুলো এতোটা একঘেয়ে লাগতো না। কিন্তু টনি যেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। বলে, 'মিরিযাম সব কিছু দেখাশুনা কবে—তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো।' টাকা পয়সার ব্যাপারেও ঠিক তাই, 'মিরিয়ামকে বলো—তোমার যা দরকার, সব ও দেবে।'

কিন্তু এভাবে আর চলে না। কাঁহাতক আর সাঁতার দীঘির ধারে বসে থাকা যায়? একটা কিছু ওকে করতেই হবে, যেতে হবে কোথাও।...এক লাফে ছাতার তলা থেকে বেরিযে এলো জেনিফার।... নীলিকে হযতো ওর বাড়িতেই পাওয়া যাবে। সবেমাত্র দ্বিতীয বইটা শেষ কবেছে নীলি, স্টুডিও ওকে এক মাসের ছুটি দেবে বলে কথা দিয়েছে।...

মেল এসে দরজা খুলে দিযে, ওকে সাঁতার দীঘির দিকে নিয়ে গেলো। নীলির সাঁতার দীঘিটা ঠিক জেনিফারদেব মতো। মেলও কি সারাদিন এখানে বসে সময় কাটায়?

'নীলি স্টুডিওতে গেছে,' মেল জানালো।

'আমি ভেবেছিলাম ওব একমাস ছুটি।'

'হ্যাঁ, স্যুটিঙের আগে একমাস ছুটি। কিন্তু তার অর্থ, একমাস ধরে স্যুটিঙের পোশাক-আশাক ঠিকঠাক করানো, মেক আপ টেস্ট, বিজ্ঞাপনের জন্যে ছবি তোলানো—ইত্যাদি ইত্যাদি। জানেন, টেড ক্যাসাব্লাঙ্কা ওর পোশাক বানাচ্ছে।'

'তাহলে নীলি সত্যিই অনেক ওপরে উঠে গেছে। উঁচু সারির তারকা ছাড়া, টেড অন্য কারুর জন্যে পোশাকের নকশা করে না।'

'একমাত্র হলিউডেই এ জিনিস সম্ভব,' হাড়সর্বস্ব কাঁধদুটো উঁচু করলো মেল 'অন্য যে কোনো জায়গায় আপনি পয়সা ফেললেই জিনিস পাবেন।... জানেন, নীলি আজকাল ডায়েটিং করছে।'

'কেন? ওর কি ওজন বেড়েছে নাকি?'

'ওর ওজন একশো আঠারো পাউণ্ড—চিরদিনই তাই ছিলো। কিন্তু এই ক্যাসাব্লাঙ্কা ওকে পনেরো পাউণ্ড ওজন কমাতে বলেছেন। তাতে ওর মুখখানা নাকি দারুণ লাগবে, পোশাকগুলোও ভালো মানাবে। আজকাল ও শুধু ছোটোছোটো কতোগুলো সবুজ রঙের বড়ি খায়···আর কিছু খায় না।'

আচমকা নীলি এসে হাজির হলো। প্রথমেই বললো, 'কথাটা শুনেছো? টেড ক্যাসাব্লাঙ্কা আমার পোশাক করছে!' তারপর বললো, 'মেল, আমার জন্যে খানিকটা মাখন তোলা দুধ এনে দাও না! তুমি কিছু নেবে, জেন?'

'একটা কোক।'

'মেদ হতে পারে এমন কোনো জিনিসই আমি হাতের কাছে রাখি না।··· মেল, তুমি বরং জেনকে একটা লেমনেড তৈরি করে দাও।' মেল চোখের আড়াল হতেই ছেলেমানুষের মতো বড়োবড়ো চোখ করে জেনিফারের দিকে ফিরে তাকালো নীলি. 'ওহ্ জেন, আমি যে কি করবো জানি না। মেল আজকাল ভীষণ পালটে গেছে। কিছুই মানিয়ে নিতে পারছে না—যা করছে, সবকিছুতেই গোলমাল পাকিয়ে ফেলছে। টেড বলে, মেল এ শহরের একটা হাসির বস্তু।'

'ও কথার কোনো গুরুত্ব আমি দিই না। ওসব হতচ্ছাড়া সমকামীগুলো যে কি পদার্থ, তাতো তুমি জানোই।'

'কি বলছো তুমি!' নীলির দুচোখ ঝলসে ওঠে. 'টেডের বয়েস মোটে তিরিশ বছর, এর মধ্যেই সে তিরিশ লক্ষ ডলার কামিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া সে মোটেই সমকামী নয়!'

'তাই নাকি?'

'এতোক্ষণ টেড আর আমি কি করছিলাম, বলো তো? পোশাক ঠিক-ঠাক করছিলাম? হ্যাঁ, মেলকে আমি তাই বলেছি বটে। কিন্তু আসলে ওর জমকালো এয়ার কণ্ডিশণ্ড স্টুডিয়োতে এতোক্ষণ আমরা দুজনে ·' মেলকে পানীয় নিয়ে আসতে দেখে আচমকা থেমে গেলো নীলি। মেলের হাত থেকে দুধের বোতলটা নিয়ে বললো, 'এর মধ্যেই আমি পাঁচ পাউণ্ড ওজন কমিয়ে ফেলেছি।' তারপর একটা শিশি বের করে, তার থেকে চকচকে একটা সবুজ ক্যাপসুল মুখে পুরে নিলো ও। 'সত্যি, এটা একটা চমৎকার আবিষ্কার! খিদেটা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। একমাত্র মুশকিল, এগুলো আমায় এতোই চাগিয়ে তোলে যে আমি ঘুমোতে পারি না।'

'সেকোন্তাল খেয়ে ছাখো,' প্রস্তাব দেয় জেনিফার।

'ওতে কি সত্যি সত্যি কাজ হয় ?'

'চমৎকারভাবে হয় ? ছোটছোটো সুন্দর লাল রঙের পুতুল, একটা খেলেই সমস্ত চিন্তার হাত থেকে রেহাই ন ঘণ্টা টানা ঘুম।'

'ঠাট্টা করছো না তো ? তাহলে আমিও চেষ্টা করে দেখবো।' মেল, তুমি এক্ষুনি ডাক্তার হোল্টকে ফোন করে বলে দাও, উনি যেন আমাকে একশোটো বড়ি পাঠিয়ে দেন।'

'একশোটা ?' জেনিফারের কণ্ঠস্বর আটকে আসে। 'নীলি, ওগুলো অ্যাসপিরিন নয়। প্রতি রাত্তিরে তুমি মোটে একটি করে বড়ি খেতে পারো। কোনো ডাক্তার তোমাকে পাঁচটার বেশি বড়ি দেবেন না।'

'দেবেন না মানে ? ডাক্তার হোল্ট স্টুডিয়োর ডাক্তার। আমি যা চাইবো, উনি আমাকে তাই দেবেন। মেল, তুমি এক্ষুনি ওঁকে ফোন করো।'

মেল চলে যেতেই নিজের কুর্সিটা জেনিফারের কাছাকাছি নিয়ে আসে নীলি, 'জানো, ওই কুত্তির বাচ্চাটা আমার পেট করে দেবার চেষ্টা করছে।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি বাচ্চা-কাচ্চা চাও।'

'তাই বলে মেলকে দিয়ে নয় ! ওকে আমি ঝেড়ে ফেলবো।'

নীলি।'

'শোনো জেন, মেল আজকাল একেবারে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। গত সপ্তাহে আমি ডিভোর্সের ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। ও তাতে কি করলো জানো ? ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ভাসালো। বলে কি না, আমাকে ছাড়া ও বাঁচবে না। বিরক্তিকর নয় ? আমি এমন একজন পুরুষকে চাই, যার ওপরে আমি নির্ভর করতে পারবো। কিন্তু মেল ঠিক তার উলটো। এদিকে এখানকার সম্পত্তি সবই আমাদের দুজনের নামে। কাজেই মেল সবকিছুরই অর্ধেক অংশ দাবী করে বসতে পারে।'

'তাহলে ?'

'নিউইয়র্কের একটা নামজাদা বিজ্ঞাপনের অফিস থেকে মেলকে একটা ভালো চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হবে। মেল সেখানে গিয়ে যাতে একটা মেয়ের খপ্পরে পড়ে, সে বন্দোবস্তও করা হচ্ছে। তা হলেই আমি বিচ্ছেদ পেয়ে যাবো !'

'তুমি কি করে বুঝলে যে সে চাকরিটা নিতে রাজী হবে ?'

'রাজী করাবো। বলবো, ও সেখানে গিয়ে একটু স্থিতু হলেই, আমি এখানকার সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে ব্রডওয়েতে গিয়ে একটা কাজ নেবো। তখন আমার বাচ্চা হবে···আমরা নিউইয়র্কেই থাকবো।'

'তাই ?'

'ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে যাবো ?' অদ্ভুত দৃষ্টিতে জেনিফারের দিকে তাকালো নীলি, 'ক্ষেপেছো ? আমার পরের ছবিটা হয়ে গেলে, আমি পুরোপুরি একজন তারকা হয়ে যাবো।'

'সে তো তুমি নিউইয়র্কে, ব্রডওয়েতেও হতে পারো।'

'জেন. একটা ছবিতে নামলে, দুনিয়ার মানুষ তোমাকে চিনবে। ভাবতে পারো,আমাদের স্টুডিয়োর পেচ্ছাপখানাগুলো ব্রডওয়ের তারকাদের সাজঘরের চাইতেও বেশি সুন্দর ? আমার সাজঘরটা হেলেন লসনের পার্ক এভিন্যুর ফ্ল্যাটের মতো বিরাট একটা বাংলো। আমার পরের ছবিটা যদি প্রথম দুটোর মতো হয়, তাহলে সপ্তাহে আমার মাইনে বাড়বে দু হাজার ডলার। তখন আমি হয়তো এই ভাড়াটে বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে বেভারলি হিলসে একটা বাড়ি কিনবো।'

'তার চাইতে সঞ্চয় করো না কেন ?'

'কেন করবো ? এখন আমার আর চিন্তা-ভাবনা নেই। কেন জানো ? কারণ আমার প্রতিভা আছে, জেন। আগে আমি ভাবতাম, সবাই নাচতে বা গান করতে পারে। কিন্তু আমার দ্বিতীয় ছবিটাতে দেখলাম, আমি অভিনয়ও করতে পারি। কাঁদতে হলে, আমার গ্লিসারিনের দরকার হয় না।'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই বড়িগুলো এসে যাবে,' মেল এসে কুর্সিতে বসলো। 'নীলি, আজ রাত্তিরে একটা সিনেমায় যাবে ?'

'হবে না। কাল আমাকে ভোর ছটায় উঠতে হবে। কালার টেস্ট।'

···বাড়িতে ফেরার পথে মেলের কথা চিন্তা করছিলো জেনিফার। আচমকা ওর মনে হলো, কিছুদিনের মধ্যে ওর সম্পর্কে টনির মনোভাবও হয়তো ঠিক এমনি হবে—মেলের সম্পর্কে নীলির যা হয়েছে। ও জানে, টনি ছবিতে ঢোকার সুযোগ পাবে। সুন্দরী মেয়েরা টনির বিপরীতে অভিনয় করবে·· অল্প বয়সী অভিনেত্রীরা তার পিছু নেবে। কতোদিন আর এমনি ভাবে বসে থাকবে জেনিফার ? এখনই ওর বয়েস প্রায় সাতাশ···আর কিছুদিনের মধ্যেই···

সহসা একটা কথা মনে হতেই চমকে উঠলো জেনিফার।···কথাটা এতো-দিন কেন ওর মনে হয়নি? একটা বাচ্চা! একটা বাচ্চা হবে ওর···একটা মেয়ে। সন্তান টনিকে জেনিফারের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে। আর জেনিফারও তাহলে একটা অবলম্বন খুঁজে পাবে।··

বাড়িতে ফিরে, পার্টিতে যাবার জন্যে সযত্নে সাজগোছ করলো জেনিফার। আজকের রাত থেকেই নতুন পরিকল্পনা মতো কাজ শুরু করবে ও।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

আগস্ট মাসে ওর প্রথম ঋতু বন্ধ হলো। কিন্তু জেনিফার কাউকেই কিছু বললো না। সেপ্টেম্বরেও যখন কিছু হলো না, তখন ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলো ও। ডাক্তার অভিনন্দন জানালেন ওকে। জেনিফারের ইচ্ছে করছিলো, যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী পুলিসটাকেও চিৎকার করে কথাটা জানিয়ে দেয়। কথাটা কাউকে বলতেই হবে।···নীলি! হ্যাঁ, নীলিকেই বলবে ও।

গাড়ি নিয়ে স্টুডিয়োতে গিয়ে হাজির হলো জেনিফার।

'আরে এসো, এসো!' নীলি উছলে উঠলো ওকে দেখে, 'একেবারে ঠিক সময়টিতেই এসে পড়েছো—আজ রাত্তিরেই আমি তোমাকে ফোন করতাম। জানো, সব বন্দোবস্ত পাকা! আসছে কাল মেল নিউইয়র্কে চলে যাচ্ছে!'

'এখনও কি টেড?'

'অবশ্যই! তুমি কি মনে করো আমাকে?' ম্যাসাজ করতে থাকা মেয়েটির দিকে তাকালো নীলি, খুব হয়েছে, তুমি এবারে এসো। আমি আমার বান্ধবীর সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলবো।' মেয়েটি চলে যেতেই পরনের তোয়ালেটা খসিয়ে ফেললো নীলি, 'নতুন নীলিকে কেমন লাগছে, বলো তো? এখন আমার কোমর বিশ ইঞ্চি, ওজন আটানব্বুই পাউণ্ড।'

'টেড কি তোমার এতো রোগা চেহারা পছন্দ করে নাকি?'

'করে, বৈকি!' ঢিলে গাত্রাবাসটা গলিয়ে নেয় নীলি, 'আমার এই ছোট্ট বুকদুটোও ওর খুব পছন্দ। · মেলের ব্যাপারটা মিটে গেলেই আমরা বিয়ে করবো।'

সচেষ্ট প্রয়াসে সামান্য হাসি ফুটিয়ে তোলে জেনিফার। 'নীলি, আমি

আজ দুমাস অন্তঃসত্ত্বা।'

'ওফ্', মুহূর্তের জন্যে নীলিকে চিন্তিত দেখায়। 'ঠিক আছে, প্যাসাডেনায় একটা ডাক্তার আছে।· গর্ভপাত করানো খুবই সহজ।'

'নীলি, তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না! আমি বাচ্চাটা চাই · মতলব করেই এটা করেছি।'

'তাহলে তো অতি উত্তম!· হ্যাঁ, এখন তুমি বলছো বলে দিব্যি বুঝতে পারছি! ··ওটা নেমে যাক, তারপর আমি তোমাকে কিছু 'সবুজ পুতুল' দিয়ে দেবো। ওগুলো তোমাকে পুরোনো চেহারাটা ফিরে পেতে সাহায্য করবে। কিন্তু মুশকিল কি জানো? ওগুলো বন্ধ করলেই, আমি পাগলের মতো খেতে শুরু করি! জানো, ওই লাল বড়িগুলোর জন্যে আমি রোজ রাত্তিরে তোমাকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করি। ওরা আমার জীবনটা বাঁচিয়েছে।· আচ্ছা, তুমি কখনও হলদে বড়িগুলো খেয়ে দেখেছো? ওগুলোকে নেম্বুটাল বলে। দুটোই যদি তুমি একসঙ্গে একটা করে খাও—একটা লাল আর একটা হলদে—তাহলে যা দারুণ হয় না! এটা আমি অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখেছি। লাল বড়িতে ঘুম খুব তাড়াতাড়ি আসে, কিন্তু ছ ঘণ্টা বাদে ভেঙে যায়। হলদেটা আস্তে আস্তে কাজ করে, তবে বেশিক্ষণ টেঁকে। তাই ভাবলাম, দুটোই একসঙ্গে খেয়ে দেখি না কেন? তবে এ কাজটা আমি সপ্তাহের শেষটাতে করি· মাঝে মাঝে বারো ঘণ্টা ধরে ঘুমোই।'

'আমার বাচ্চা হবে, এখন আর আমি ও সমস্ত খেতে যাচ্ছি না।'

'কিন্তু না ঘুমোলে দেখতে খারাপ লাগবে—তাই নয় কি?'

'জীবনে এই প্রথম, দেখতে কেমন লাগবে ভেবে আমি এতোটুকুও চিন্তিত নই, নীলি। আমি একটা সুস্থ সবল স্বাভাবিক সন্তান চাই। সেজন্যে সারা রাত জেগে কাটাতে হলেও আমি পরোয়া করি না।'

বাড়িতে ফিরেই জেনিফার বুঝতে পারলো, রাত্রে বাড়িতে পার্টি আছে। মিরিয়াম অপেক্ষা করছিলো ওর জন্যে। ঝলমলে মুখে বললো, 'টনি আজ চুক্তিতে সই করেছে! মেট্রোর সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি। সোমবার থেকে দু সপ্তাহ বাদে ছবি তোলা শুরু হবে।···আজ ওঁরা সবাই এখানে আসছেন—ভালো করে সাজগোছ করো।'

পার্টিতে সকলের সামনেই কথাটা প্রকাশ করলো জেনিফার। সবাই

চিয়ার্স জানালো, গ্লাসে গ্লাসে ঠুনঠান শব্দ উঠলো, টনি কুর্সি ছেড়ে উঠে জড়িয়ে ধরলো ওকে। কিন্তু তার মধ্যেও মিরিয়ামের ভয়ার্ত দৃষ্টি ওর নজর এড়ালো না।···সবাই চলে যাবার পর মিরিয়াম হাসি মুখে ওকে বললো, 'তুমি এক ছুটে ওপরে চলে যাও। এখন তোমার যতোটা সম্ভব বিশ্রাম নেওয়া দরকার। ছবির কয়েকটা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে আমি টনির সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিতে চাই। তারপরেই ওকে ওপরে পাঠিয়ে দেবো।'

জেনিফার চলে যেতেই টনির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো মিরিয়াম, 'আমার ধারণা, আমি তোমাকে কিছু ব্যবহার করতে বলেছিলাম।'

'করতাম তো!' টনি বোকার মতো হাসলো, 'মনে হয় এটা একটা দুর্ঘটনার ব্যাপার।'

'দুর্ঘটনা, মানে?' মিরিয়াম ফিসফিসিয়ে ওঠে, 'ওগুলো যথেষ্ট শক্ত করে তৈরি, ছেঁড়ে না। আমি তোমার জন্যে সেরা জিনিসটাই কিনি।'

'ওহো, কয়েক মাস হলো আমরা ওসব ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছিলাম। জেন বলেছিলো ও নাকি ডায়াফ্রাম ব্যবহার করছে।'

চোখের কোণ দিয়ে মিরিয়াম লক্ষ্য করলো, জেনিফার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। বললো, 'বাচ্চা হলে, তোমাকে আরও বেশি সময় বাড়িতে থাকতে হবে।'

'বেশ তো, থাকবো।' কাঁধ ঝাঁকালো টনি।

'তাহলে ওই লাল চুল-ওয়ালা মেয়েটাকে তুমি ছেড়ে দিচ্ছো?'

'তুমি কি করে জানলে?' টনিকে শঙ্কিত দেখালো।

'এমন কিছু নেই, যা আমি জানি না। তবে ভয় নেই—জেনিফারকে কিছু বলবো না।'

'কি বলবে না?' জেনিফার ঘরে এসে ঢুকলো।

মিরিয়াম অবাক হবার ভান করলো। 'কিছু না, জেন,' টনি বললো। 'আমি বেটসিকে নিয়ে একটু মজা করি বলে, মিরিয়ামের মাথায় ওসব পাগলামি ঢুকেছে। আসলে বেটসি আমাদের রেডিয়ো-অনুষ্ঠানে সবার সঙ্গে গলা মেলায়।'

'মজা করো?' মিরিয়ামের গলা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, 'সপ্তাহে তিনদিন ও মেয়েটাকে স্টুডিয়োর সাজঘরে নিয়ে গিয়ে ঢুকেছে। তোমার সঙ্গে ও রবারের জিনিস ব্যবহার না করতে পারে জেনিফার, কিন্তু আমি ওকে প্রতি সপ্তাহে

একটা করে বাক্স কিনে দিই—আর প্রতিটাই ফুরিয়ে যায় !'

'ত্যাখো তো, তুমি কি করলে !' জেনিফারকে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে গুঙিয়ে ওঠে টনি।

'টনি, বাচ্চাটাকে নষ্ট করে ফেলার জন্যে ওকে রাজী করাও। আমার কথা শোনো—'

'আমি বাচ্চা চাই,' একগুঁয়ের মতো জেদ ধরে টনি।

'তোমার ভাবমূর্তির কথা চিন্তা করে ত্যাখো—'

'ধুস ! সিনাত্রার বাচ্চা আছে, ক্রসবির বাচ্চা আছে। তাতে কি ক্ষতিটা হয়েছে, শুনি ?' সিঁড়ি বেয়ে জেনিফারকে অনুসরণ করে টনি।

জেনিফার বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। টনি ওর ঘাড়ে মুখ ঘষতে শুরু করে, 'মিরিয়ামের কথায় কিছু মনে করো না, জেন !'

'মনে করবো না !' ম্যাসকারায় মাখামাখি হয়ে যাওয়া মুখ তুলে বিছানায় উঠে বসে জেনিফার, 'ও আমাদের ওপরে কর্তৃত্ব ফলাবে আর মোটা হবে—তোমার জন্যে কনডোম পর্যন্ত কিনে দেবে—আর আমি শুধু বসে বসে দেখবো ?'

'আমি তার কি করতে পারি ?' টনি আর্তনাদ করে ওঠে।

'ওকে এখান থেকে চলে যাবার কথা বলতে পারো। এখন থেকে আমিই বাড়ি চালাবো।'

'মিরিয়ামের সঙ্গে আমি অমন ব্যবহার করতে পারি না। কোথায় যাবে ও ?'

'যেখানে হোক। তোমার রোজগারের অর্ধেকও যদি ওকে দিয়ে দাও, তাতেও আমার কিছু এসে যাবে না। কিন্তু আমাদের জীবনটা ও আমাদের ইচ্ছে মতো চালাতে দিক।'

'কিন্তু আমার সব কিছু তাহলে কে দেখাশুনো করবে ? কে আমার হয়ে চেক লিখবে ?

'এসব কাজের জন্যে অন্যদের ম্যানেজার থাকে।'

'আমার নিজের বোন যখন অন্যের চাইতে সে কাজ বেশি ভাল করে করতে পারে, তখন কেন আমি বাইরের লোক রাখবো ? সে তো আমাকে ঠকাতে পারে।'

'কিন্তু আমি ওর সঙ্গে থাকতে পারবো না।'

'জেন, মিরিয়াম আমাকে বড়ো করে তুলেছে··আমার জন্যে নিজের সমস্তটা জীবন নষ্ট করেছে···কোনোদিন এতোটুকুও অনুযোগ জানায় নি। আর এখন তুমি চাইছো, আমি ওকে তাড়িয়ে দেবো!'

'মিরিয়াম কিংবা আমি—তোমায় একজনকে বেছে নিতে হবে।'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা। তারপর ছেলেমানুষী হাসিতে মুখর হয়ে ওঠে টনি, 'তুমি নিশ্চয়ই সত্যি সত্যি তা বলতে চাইছো না! · এসো, এবারে ঘুমোবে এসো।'

নির্বাক অন্ধকারে টনি জাড়য়ে ধরে জেনিফারকে।

'আমরা কিন্তু কিছুই ঠিক করিনি,' জেনিফারের কণ্ঠস্বর বিষাদে মলিন।

'ঠিক কবার আর কি আছে?'

'মিরিয়াম।'

'মিরিয়াম থাকছে, আর তুমিও তাই'—টনির মুখ জেনিফারের স্তন দুটোকে খুঁজে পায়। ফুঁপিয়ে ওঠে জেনিফার। 'কাঁদছো কেন গো? আমি মাঝে মধ্যে বেটসিকে ইয়ে করেছি, বলে?'

একলাফে বিছানায় উঠে বসে জেনিফার। হে ঈশ্বর, এ কেমন ধারা মানুষ!

টনি আলোটা জেলে দেয়। ওকে বিভ্রান্ত দেখায়। 'বেটসিকে আমি ভালোবাসি না, জেন · '

'তাহলে কেন ওসব করেছো? আমি তো সব সময়েই এখানে ছিলাম · '

'মহলার মধ্যিখানে তো আমি তোমার কাছে ছুটে আসেতে পারি না · আর বেটসিও হাতের কাছে ছিলো। তাই · আমি কথা দিচ্ছি জেন, বেটসির সঙ্গে আমি আর কক্ষনো ওসব করবো না। মিরিয়ামকে দিয়ে ওকে ভীষণ ধমকে দেবো—ঠিক আছে তো? এবারে এসো, লক্ষীটি · '

আর কি করার থাকতে পারে বুঝে না পেয়ে টনির আলিঙ্গনে ধরা দেয় জেনিফার। তৃপ্ত হয়ে টনি পাশ ফিরে শোয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। বিছানা থেকে উঠে একসঙ্গে তিনটে লাল বড়ি খেয়ে নেয় জেনিফার। অবশেষে ও যখন ঘুমোয়, তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

পরদিন সকালে মিরিয়াম আর টনি মহলায় বেরিয়ে যাবার পর, হেনরি বেলামিকে ফোন করলো জেনিফার। হেনরি সব শুনে বললেন, 'তুমি নিউ-ইয়র্কে চলে এসো। ছাখো, টনি তোমার পেছন পেছন এখানে আসে কিনা।

আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করবো যে আমি মিরিয়ামের মতো সমান দক্ষতাতেই ওর কাজকর্ম দেখাশুনো করতে পারবো। যদি সে না আসে, তাহলে বুঝবে তুমি কিছুই হারাওনি।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। এভাবে আমি আর চলতে পারছি না।'

'আমি তোমার জন্যে পিয়েরে একটা স্যুইট ঠিক করে রাখবো। তুমি একটা চিঠি লিখে রেখে আসবে—নিউইয়র্ক থেকে একটা অনুষ্ঠানের পরীক্ষামূলক মহলার জন্যে তোমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। অন্য একজনকেও তুমি ওই কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখো আনিকেই লিখো—যেটা প্রয়োজন হলে তোমার একটা প্রমাণ হতে পারবে। আর আমাকে এই বলে একটা তার কোরো যে, তুমি এখানে আসার ব্যাপারে আমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করছো।'

হেনরির নির্দেশ পালন করলো জেনিফার। এবং ওকে অবাক করে দিয়ে টনিও প্লেনে চেপে নিউইয়র্কে এসে হাজির হলো। টনি কাঁদলো, অনুনয়-বিনয় করে বললো, ওকে সে ভালোবাসে ও যা চায়, টনি তাই করবে—শুধু মিরিয়ামকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া।

'কিন্তু আমি শুধুমাত্র সেটাই চাই,' বললো জেনিফার।

টনিও একরোখা, 'মিরিয়াম আমার টাকা-পয়সা সামলায়, আমার ভালো-মন্দ ভাবে। ওকে ছাড়া আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না।'

'আমাকে? আমাকেও বিশ্বাস করো না?'

'আমি যতো মেয়েকে শুইয়েছি, তুমি তাদের মধ্যে সব চাইতে সেরা। কিন্তু…'

'শুইয়েছো। আমি কি শুধু তাই।'

'আর কি হতে চাও তুমি? নাঃ, মিরিয়াম ঠিকই বলেছে। তুমি আমাকে দখল করে নিতে চাও, আমাকে নিঙড়ে নিতে চাও। কিন্তু আমার যা কিছু আছে, আমি তো সবই গানের মধ্যে বিলিয়ে দিই।'

'আর আমাকে কি দাও?'

'আমার এটা! আর সেটাই যথেষ্ট হওয়া উচিত।'

টনি ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে গেলো। বিচ্ছেদের জন্যে একটা সাময়িক চুক্তি করে দিলেন হেনরি। বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত জেনিফার সপ্তাহে পাঁচশো

ডলার করে পাবে। তারপর পাবে সপ্তাহে এক হাজার ডলার, বাচ্চা হবার খরচা এবং তার প্রতিপালনের খরচ।··পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বেরুলো খবরটা। জেনিফার প্রথম সপ্তাহটা লাল বড়ির সাহায্য নিয়ে হোটেলের স্যুইটেই পড়ে রইলো। শেষ অব্দি অ্যানি গিয়ে ওকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এলো। কিন্তু তারপরেও ওর সত্যিকারের মুক্তি আসতো একমাত্র রাত্রি-বেলায়—লাল বড়ির সহায়তায়।

অক্টোবর, ১৯৪৭

জেনিফাবের গর্ভাবস্থা যখন তিনমাস চলছে, তখন মিরিয়াম একদিন ওর ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলো। মৃদু হেসে ওকে অভ্যর্থনা জানালো জেনিফার, 'বসো মিরিয়াম। একটু কফি খাবে তো?'

কুর্সিতে সোজা হয়ে বসলো মিরিয়াম। জেনিফারের কোমরের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে বললো, 'না, কফি না। ওসব লৌকিকতা রেখে আসল কথায় আসা যাক।'

ঠোঁটের হাসিটা আঁকড়ে রাখে জেনিফার, 'আসল কথাটা কি?'

মিরিয়ামের চোখদুটো কুঁচকে ওঠে, 'ওটা কি সত্যিই টনির বাচ্চা?'

'দেখলেই বুঝতে পারবে। আমি ঠিক জানি, ও অবিকল টনির মতো দেখতে হবে।'

কুর্সি ছেড়ে উঠে পায়চারী করতে থাকে মিরিয়াম। তারপর ওর কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করে, 'ওটাকে নষ্ট করে ফেলার জন্যে তুমি কতো চাও?'

জেনিফারের দৃষ্টি হিম হয়ে ওঠে, 'টনি কি এসব জানে? সে-ও কি তাই চায়?'

'না। টনি জানে না, আমি এখানে এসেছি।'

'মিরিয়াম, এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত আমি কোনোদিনও তোমাকে সত্যি সত্যি ঘৃণা করিনি। আমি চিরদিনই ভাবতাম, তুমি স্বার্থপর—কিন্তু শত হলেও সেটা টনির জন্যেই। এখন কিন্তু তোমাকে আমি আরও ভালো করে বুঝতে পারছি··তুমি শয়তান!' জেনিফার একটানা বলতে থাকে, 'মিরিয়াম ···সারা জীবনে আমি এমন কাউকে পাইনি, যে আমার কথা চিন্তা করে। ছোটবেলায় মা, ঠাকুমার মুখে আমি কতোগুলো করে খাই, আমার জুতো

কিনতে কতোগুলো টাকা নষ্ট—শুধু এ সব কথাই শুনেছি। যখন বড়ো হলাম, তখন আমি কতো টাকা আনছি—সেটাই বড়ো হয়ে দাঁড়ালো। শুধু দাও, আর দাও। তাই প্রিন্সকে বিয়ে করলাম। কিন্তু সেও আমার কথা ভাবতো না, শুধু নিজের প্রয়োজনে আমাকে ব্যবহার করতো।…আমি টনিকে ভালোবাসলাম। আমি ওর স্ত্রী হবার সুযোগটুকু শুধু চেয়েছিলাম, তুমিই তা হতে দিলে না।…কিন্তু বাচ্চাটাকে আমি রাখবোই। আমার মেয়ে·· সে আমাকে ভালোবাসবে, আমার হবে। আমি তার জন্যে পরিশ্রম করবো…টাকা জমাবো।…সে সব কিছু পাবে।'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে নিজের মোটাসোটা আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে মিরিয়াম। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'হয়তো আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম, জেনিফার। যদি তা-ই হয়ে থাকে, আমি দুঃখিত। ··বেশ, তুমি টনির কাছে ফিরে চলো। আমি তোমাকে সংসার চালাতে দেবো··· আমার পক্ষে যতোদূর করা সম্ভব, করবো। কিন্তু বাচ্চাটাকে তুমি নষ্ট করে ফ্যালো।'

'তুমি দয়া করে চলে যাও, মিরিয়াম। আমি তোমাকে অপমান করতে চাই না।'

'জেনিফার, তোমার কি কখনও মনে হয়নি, টনি খানিকটা অস্বাভাবিক··· ছেলেমানুষের মতো?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায় জেনিফার। মিরিয়ামের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিলো, যা ও আগে কোনোদিন শোনেনি। 'হয়তো টনি সত্যিই ছেলেমানুষের মতো', স্বীকার করে নেয় ও। 'কিন্তু সেজন্যে দোষটা হয়তো তোমাকেই দিতে হয়—'

'জেনিফার—টনি একটা শিশু!'

'তার একমাত্র কারণ, তুমি ওকে বেশি করে সামলে রেখেছো।'

'না, সেই কারণেই আমি ওকে সামলে রেখেছি। আর সেই কারণেই আমি চাই না, তোমার বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হোক।'

'বুঝতে পারলাম না···'

মিরিয়াম ওর পাশে এসে বসে, 'বাচ্চা বয়সে টনির একটা শক্ত অসুখ হয়। জন্ম থেকেই ওর মাথায় কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার ছিলো। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন, ও কোনোদিনও স্বাভাবিক হবে না।···তুমি কি কখনও

কিছু লক্ষ্য করো নি, জেন? টনি ছবি আঁকা গল্পের বইও পড়তে পারে না, পঞ্চাশের ওপরে গুনতে পারে না! কিন্তু নিজের এই অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাও নেই। আমি ওর কাছ থেকে তা লুকিয়ে রেখেছি ··ওকে ভাবতে দিয়েছি, আমি এসব সামলাই বলেই ও এসবের কিছু জানে না। সে জন্যেই আমি সর্বদা ওকে বলি, ওর জীবনের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে গান গাওয়া।'

'কিন্তু তুমি বললে, ওর অসুখটা ছোটবেলায় হয়েছিলো। সম্ভবত ওই রোগটার জন্যেই ওর অমন হয়েছে। কাজেই সেটা বাচ্চার স্বাভাবিক না হবার পক্ষে কোনো যুক্তি নয়।'

'কিন্তু টনির সেই অবস্থাটা তো রয়েই গেছে। ডাক্তাররা এর সত্যিকারের কারণ জানেন না, কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়েস হবার মধ্যে টনির সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।' একটু ভেবে নিয়ে মিরিয়াম বললো, 'সব কিছু জানার পর আমি শুধু প্রার্থনা করতাম, গির্জায় যেতাম—যে কোনো গির্জায়। টনিকেও টেনে নিয়ে যেতাম, ওকে দিয়ে প্রার্থনা-সঙ্গীত গাওয়াতাম। তখনই বুঝলাম, ওর গলা আছে এবং এটাই ওর একমাত্র সুযোগ। তখন থেকে প্রতিটি পয়সা আমি ওর গান শেখার জন্যে ব্যয় করেছি···' দীর্ঘশ্বাস ফেললো মিরিয়াম। 'তোমার গর্ভে যে শিশুটা রয়েছে সে হয়তো টনির কণ্ঠস্বর পাবে না, অসুস্থতাটা পাবে।'

'আর তুমি?' জেনিফার প্রশ্ন করে, 'তুমিও কি পাগল হয়ে যাবে?'

'না,' মাথা নাড়লো মিরিয়াম, 'আমাদের বাবা আলাদা। টনি তা-ও জানে না।'

'আমি কি করে বুঝবো যে তুমি সত্যি কথা বলছো?'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে বলে আমি আশাও করিনি। তাই ডাক্তারী পরীক্ষার কাগজপত্রগুলো সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি। এগুলো যে কোনো স্নায়ুতত্ত্ববিদকে দেখিয়ো।' একটা মোটা খাম ওর দিকে এগিয়ে দেয় মিরিয়াম। 'তুমি আমাকে একটা অনুগ্রহ করো, জেন। এ সমস্ত কথা তুমি শহরে রটিয়ে দিয়ো না, তাহলে টনির জীবনটাই মাটি হয়ে যাবে!'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, মিরিয়াম।' খামটা ওকে ফিরিয়ে দেয় জেনিফার। 'তুমি ছাড়া অন্য কেউই এমন একটা ভয়বহ গল্প আবিষ্কার করতে পারতো না।'

মিরিয়াম চলে যাবার পরে বেশ কয়েক ঘণ্টা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইলো জেনিফার। তারপর তিনটে লাল বড়ি খেয়ে ঘুমোতে গেলো।

আচমকা এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নেবার স্বপক্ষে অ্যানি বা হেনরি—কাউকেই কোনো কারণ দেখায়নি জেনিফার। নিজেই নিউ জার্সিতে একজন ডাক্তারকে খুঁজে নিয়ে, তাঁর সাহায্যে গর্ভপাত করিয়েছে। তারপর বিচ্ছেদের ফরমান পাবার জন্যে উড়ে গেছে মেক্সিকোতে। সেখান থেকে ফিরে এসে আবার উত্তেজনাময় জীবনে ঝাঁপ দিয়েছে ও। ফের লঙওয়ার্থ এজেন্সিতে নাম লিখিয়ে মডেলিং করতে শুরু করেছে। এখন অনেক পুরুষের সঙ্গেই ও দেখাসাক্ষাৎ করে, কিন্তু ওর বিশেষ অনুগ্রহ ক্লদ কারদোঁব প্রতি। ভদ্রলোক ফরাসী ছবির একজন প্রযোজক—আকর্ষণীয় চেহারা এবং প্রেমে পড়ার জন্যে উদগ্রীব। জেনিফাবকে উনি নিজেব ছবিতে নামাতে চান।

অ্যানি বলে, 'নিউইয়র্কে তুমি মাত্র সামান্য কটা দিন কাটিয়েছো। আর কিছুদিন এখানে থেকেই ছ্যাখো না।'

'কি হবে এখানে থেকে?' জেনিফাব প্রশ্ন করে, 'কেন, তুমি কি এখনও নিউইয়র্ক সম্পর্কে তোমার সেই বহুদিনের প্রেম বয়ে বেড়াচ্ছো?'

'না,' মাথা নেড়ে জবাব দেয় অ্যানি, 'লিয়ন চলে যাবার পরেই সেটা চুকেবুকে গেছে। টাইমসে পড়লাম, আসছে মাসে ওর বইটা বেরুচ্ছে।'

'তারপর থেকে তুমি কারুর সঙ্গে শুয়েছো?'

'না, পারিনি। আমি জানি এটা বোকামো, কিন্তু লিয়নকে আমি আজও ভালোবাসি।'

অ্যানি

জানুয়ারী, ১৯৪৮

ক্লঁদ নিউইয়র্ক থেকে বিদায় নেবার আগের দিন 'টুয়েন্টি ওয়ান' রেস্তোরাঁতে লাঞ্চের পার্টি ছিলো। অ্যানি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলো তখন পার্টিটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। হাসিখুশিতে ঝলমলে হয়ে ক্লঁদ, তার বন্ধু ফ্রাঁসোয়া এবং আর একজন ভদ্রলোকের তদারকি করছে জেনিফার। তৃতীয় ব্যক্তিটিকে

অ্যানি এর আগে কোনোদিন দেখেনি।

'আমার নাম কেভিন গিলমোর,' অপরিচিত ভদ্রলোকটি বললেন।

'তুমি নিশ্চয়ই ওঁর নাম শুনেছো, অ্যানি।' জেনিফার মৃদু হেসে বললো, 'উনি গিলিয়ান কসমেটিকসের মালিক।'

'শুনেছি বৈকি!' অ্যানি খানিকটা ক্যাভিয়ার ঢেলে নেয়, 'আপনাদের প্রসাধনীগুলো অপূর্ব!'

'আপনার দাঁতগুলো কি নিজস্ব?'

'কি?' ভদ্রলোকের প্রশ্ন শুনে অবাক হয় অ্যানি।

'নিজস্ব দাঁত? না ঠুলি পরানো?'

'নিজস্ব,' মৃদু হাসে অ্যানি। 'কেন?'

'আর চুল?'

অ্যানি অনুভব করে, ওর গালে রক্তের ছোপ লেগেছে 'আসল রঙ্।'

'জানি, সেটুকু বোঝার মতো রঙের জ্ঞান আমার আছে।' অ্যানির দীর্ঘ চুল আলতো করে টেনে দেখেন উনি, 'আমি জানতে চাইছিলাম, আপনি কি পরচুলা পরেন?'

'কেন পরবো?'

'কারণ, এমনটি দেখাবার জন্যে অধিকাংশ মেয়েরই পরচুলার দরকার হয়,' আচমকা হেসে ফেললেন গিলমোর। 'সেটাই হয়েছে মস্ত মুশকিল—সুন্দর চুল থাকে তো, হতকুৎসিৎ দাঁত অথবা দাঁত-চুল সুন্দর থাকলে বিশ্রী নাক!··· আপনি বোধহয় শুধুমাত্র আমাদেব সঙ্গে কাজ করার মতো কোনো প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখতে রাজী হবেন না, তাই না?'

'শুধুমাত্র কি?' ক্লদের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে থাকা জেনিফারের দিকে সাহায্যের আশায় তাকালো অ্যানি।

'দেখুন, টেলিভিশন আসছে এবং আমার ধারণা, আর একবছরের মধ্যেই রেডিয়ো খতম হয়ে যাবে।···আমি 'গিলিয়ান-গার্ল' হবার মতো একটি মেয়েকে খুঁজছি, যে আমার সমস্ত পণ্যের বিজ্ঞাপনে থাকবে। আমার পছন্দসই বেশ কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে আমি দেখা করেছি—'পাঁচজন উঁচুদরের মডেলের নাম করলেন কেভিন। 'কিন্তু শুধুমাত্র আমার হয়ে কাজ করার পক্ষে, ওঁরা অনেক বেশি টাকা রোজগার করেন। আমি চাই না, গিলিয়ান গার্ল টেড ক্যাসাব্লাঙ্কার পোশাক বা চালেনের সুগন্ধির জন্যে বিজ্ঞাপনের ছবি তোলাবে।

আমি চাই, তাকে দেখেই লোকের গিলিয়ান পণ্যের কথা মনে পড়বে। এবং এ জন্যে আমি তাকে শুরুতে সবশুদ্ধ তিনশো ডলার করে দিতে পারি।'

অ্যানি শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে থাকে, কি বলবে ভেবে পায় না।

ওর নীরবতাকে প্রত্যাখ্যান মনে করে কেভিন বললেন, 'আমি আপনাকে এক বছরের চুক্তি দেবো, শেষের ছমাসের জন্যে সপ্তাহে পাঁচশো ডলার। তাছাড়া টেলিভিশনে যদি আপনার ছবি ব্যবহার করি, তাহলে এর ওপরেও অতিরিক্ত টাকা পাবেন।'

'আপনি তো জেনিফারকেও নিতে পারেন,' ক্লঁদ বললেন। 'জেনিফার এমন মেয়ে, যাকে প্রত্যেক পুরুষই পাবার স্বপ্ন দেখে।'

'মানছি। কিন্তু যে কোনো মেয়েই অ্যানিকে দেখে ভাববে, আমাদের প্রসাধনী ব্যবহার করলে তাকেও অ্যানির মতো সুন্দর দেখাবে।... জেনিফারকে দেখে তা ভাববে না। অ্যানির সৌন্দর্য তাদের ভয় পাইয়ে দেবে না, জেনিফার দেবে।'

'আমার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য নিয়ে আমি প্যারীতে পাড়ি দিচ্ছি,' জেনিফার বললো। 'কিন্তু অ্যানি—আমার মনে হয়, কেভিনের প্রস্তাবটা তোমার নেওয়া উচিত।'

অ্যানি ভুরু কোঁচকালো, 'আমি মডেল নই। তা ছাড়া হেনরি··'

'চলো, আমরা একটু মুখে পাউডার ঘষে আসি,' ওকে থামিয়ে, উঠে দাঁড়ালো জেনিফার। এবং নির্দিষ্ট কুঠরীতে ঢুকে সরাসরি আক্রমণ করলো ওকে, 'কেন তুমি রাজী হচ্ছো না?'

'আমি মডেলিং-এর কিচ্ছু জানি না···'

'আমিও সিনেমার সম্পর্কে কিছু জানি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্যারীতে যাচ্ছি।'

'তুমি দারুণ করবে·· '

'কথা ঘুরিয়ো না। আসলে ওই অফিসটা এখনও লিয়ন বার্কের সঙ্গে একটা যোগসূত্র, তাই তুমি ওটা ছাড়তে চাও না। কিন্তু লিয়ন আর তোমার কাছে ফিরে আসছে না। ওসব স্বপ্ন দেখা ছাড়ো।'

'তা তুমি কি করে বলছো? আসছে সপ্তাহে ওর বইটা বেরুচ্ছে, সেজন্যে ওকে এখানে আসতেই হবে।···অধিকাংশ লেখকরাই তাই করে—নয় কি?'

'অ্যানি, কথাটা আমি তোমাকে বলতে চাইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে,

সেটা তোমার জানা দরকার। লিয়ন ইংলণ্ডে ফিরে গেছে।'

'ফিরে গেছে?' মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে বলে মনে হয় অ্যানির, 'তার মানে সে এখানে এসেছিলো?'

'এক সপ্তাহের জন্যে···প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করতে,' ঘাড় নাড়লো জেনিফার। 'হেনরির সঙ্গে তার লাঞ্চে দেখা হয়েছিলো। ইতিমধ্যে সে তার দ্বিতীয় বইখানা লিখতে শুরু করে দিয়েছে, প্রকাশকের কাছ থেকে অগ্রিম পেয়েছে। ··লণ্ডনে একটা ফ্ল্যাট নিচ্ছে।'

'সে এখানে এসেছিলো··' অ্যানির গাল বেয়ে অশ্রু নেমে আসে।

দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে জেনিফার, 'হেনরি আমাকে বলেছেন, সে এখন লেখা ছাড়া আর কিছু জানে না।'

'কিন্তু হেনরি কেন আমাকে বলেন নি, লিয়ন এখানে এসেছিলো?'

'কারণ তিনিও পুরুষ মানুষ। অ্যানি, হেনরির কাছে তুমি ঋণী নও। তোমার একটা পরিবর্তন দরকার। ·এটাই ভবিতব্য। রুঁদ আদ্‌ এখানে কেভিন গিলমোরকে নিমন্ত্রণ করেনি, সে নিজেই ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয়েছে।···হয়তো এটাই নিয়তি।'

'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছো।' অ্যানি আস্তে আস্তে বললো, 'আমাকে সত্যিই ওই অফিসটা ছাড়তে হবে।'

'আর ওই ফ্ল্যাটটাও। এবারে দেখি, তোমার মুখখানা একটু ঠিকঠাক করে দিই।·· পাবার আগেই চাকরিটা খুইয়ো না!'

প্রথমটাতে বিচলিত হয়ে পড়লেও, শেষ অব্দি হেনরি মেনে নিলেন, গিলিযানের প্রস্তাবটা চমৎকার। তারপর বললেন, 'অ্যানি, তোমার বয়েস অল্প। চোখদুটো সর্বদা বড়ো করে খুলে রেখো। আর প্রথম যে যোগ্য পুরুষটির সন্ধান পাবে, তাকেই আঁকড়ে ধোরো।'

'লিয়নকে আমি যেমন করে ভালোবেসেছিলাম, তেমন করে আর কাউকেই ভালোবাসতে পারবো না।'

'বোকামো কোরো না, অ্যানি। লিয়ন আর জেনিফার অনেকটা এক ধরনের। ওরা প্রেমে পড়ে, কিন্তু নিজেদের গায়ে এতটুকুও তাপ না লাগিয়ে বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু তুমি আর আমি—আমরা যাকে ভালোবাসি, তাকে একেবারে ঈশ্বর করে তুলি।···আমিও একজনকে ভালো-

বেসেছিলাম, অ্যানি···সারা জীবনে সেই একজনকেই ভালোবেসেছি। হ্যাঁ, হেলেন লসনকে! আজ আর তাকে ভালোবাসি না, কিন্তু তাই বলে অভ্যেসটাও ভাঙতে পারি না। আবেগ মরে গেলে, যুক্তি এসে ঠাঁই নেয়··· অভ্যেসটা কিন্তু থেকেই যায়—সারা জীবনের মতোই থেকে যায়। তাই বলছি, বাইশ বছর বয়সে তুমি কোনো অভ্যেস গড়ে তুলতে শুরু করো না। লিয়ন তোমার কথা ভেবে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করছে না। তুমিও ওর কথা চিন্তা করো না।'

'চেষ্টা করবো,' ম্লান হাসলো অ্যানি। 'শুধু চেষ্টাটুকুই করতে পারি··'

নীলি

১৯৫০

ক্লান্ত হয়ে চিত্রনাট্যের খাতাটা বন্ধ করে রাখে নীলি, তারপর বিলাসময় বিশাল শয্যায় শরীর বিছিয়ে একটু একটু করে স্কচের পাত্রে চুমুক দিতে থাকে। রাত সাড়ে এগারোটা, এখনও ও সম্পূর্ণ সজাগ। ইতিমধ্যেই দুটো বড়ি খেয়ে নিয়েছে ও—হয়তো আর একটা লাল বড়ি খেলে কাজ হবে। কাল সকাল ছটার সময় ওকে সেটে হাজির হতে হবে।···স্নানঘরে গিয়ে আরও একটা লাল বড়ি মুখে পুরে নেয় নীলি। 'যাও, আমার ছোট্ট পুতুল নিজের কাজ করো, সোনামণি!'

বিছানায় ফিরে আসতে গিয়ে দৈনন্দিন কাজের তালিকা লেখা খাতাটার দিকে নজর পড়ে নীলির। লেখাটা অস্পষ্ট লাগলেও, টেডের হস্তাক্ষর স্পষ্টই চিনতে পারে ও। 'তাড়াতাড়ি ফিরো। বাড আর জুডের আজ প্রথম জন্মদিন।' ··ইস্, সকাল বেলা খাতাটা দেখা হয়নি।·· পা টিপে টিপে বাচ্চাদের ঘরে গিয়ে হাজির হয় ও। নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে শিশু দুটো। 'তোমাদের মামন তোমাদের জন্মদিনে ঠিক সময় মতো আসেনি, কিন্তু মামন তোমাদের ভালোবাসে সোনা ভীষণ ভালোবাসে। আসলে মামন খাতাটা দেখেনি, নইলে ঠিকই আসতো—সত্যি বলছি!' সোনালি চুলের দুটো শিশু। নীলির শরীর থেকেই বেরিয়েছে ওরা! উষ্ণতায় সারা মন ভরে ওঠে নীলির। মাত্র বাইশ বছর বয়েস ওর···এখনই ও সেঞ্চুরীর সব চাইতে বড়ো

অভিনেত্রী···বেভারলি হিলসে নিজের বাড়ি···আর ছুটি যমজ পুত্র সন্তান।···

নাঃ, বড়িগুলোতে কাজ হচ্ছে না। জেনিফার কি কখনও একসঙ্গে তিনটে বড়ি খায়? নিশ্চয়ই খায়।···শেষ ছবিটাতে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছে জেনিফার।···কিন্তু ওই খোলা বুক দেখিয়ে অভিনয় করাটা আর যাই হোক, শিল্প নয়।···একটা সাময়িক পত্রে ইঙ্গিত করেছে, ও আজকাল ওই ফরাসী প্রযোজক, কুঁদ কারদোর সঙ্গেই থাকে।···এসব ব্যাপারে অ্যানি কি ভাবছে, কে জানে। চারদিকে জোর গুজব, অ্যানি নাকি কেভিন গিলমোরের প্রেমিকা। ওফ্, ভাবা যায়! অ্যানির ছবি না দেখে আজকাল আর কোনো সাময়িক পত্র দেখার উপায় নেই।···ও হ্যাঁ, রোববার রাত্রে। একটু ঝুঁকে খাতায় লিখে নেয় নীলি। মনে করে দেখতেই হবে—বিগ কমেডি আওয়ারে ওই দিন গিলিযান-প্রচার অনুষ্ঠানে অ্যানিকে দেখা যাবে· টেলিভিশনে অ্যানি!

টেলিভিশন ওফ্ সারা কালিফোর্নিয়ায় এখন টেলিভিশন আতঙ্ক চলছে। কোনো স্টুডিয়োই আর কারুর সঙ্গে দীর্ঘদিনের চুক্তি করছে না—স্রেফ একটি বা ছুটি ছবির চুক্তি, ব্যাস। ভাগ্যিস নীলি এতোটা বড়ো হয়েছে! এখন পাঁচ বছরের জন্যে ও একেবারে নিশ্চিন্ত।···

ঘড়ির দিকে তাকায় নীলি—মাঝরাত।·· বড়ির সঙ্গে একটু স্কচ না খেলে আর কাজ হয় না। নগ্ন পায়ে মর্মরের সিঁড়ি বেয়ে নিচের তলায় নেমে আসে ও। চাকর-বাকরেরা ঘুমোচ্ছে। বৈঠকখানার আলো নেভানো। আলোর বোতামটা খুঁজতে গিয়ে, বাইরের সাঁতার-দীঘির জলে কারুর ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পায় ও। কে ওখানে? অঙ্গনের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় নীলি। পোশাক ছাড়ার ছোট্ট কুঠরীটাতে আলো জ্বলছে, সাঁতার-দীঘির জলে তারই অস্পষ্ট প্রতিফলন। টেড! ওফ্, কি পাগল · এতো রাত্তে ন্যাংটো হয়ে সাঁতার কাটছে! নিজের পাজামার বোতাম হাতড়াতে থাকে নীলি—হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে টেডকে অবাক করে দেবে ও। কিন্তু ঘুমটা তাতে একেবারে চটে যাবে। মত পালটে টেডকে উঁচু গলায় ডাকতে যেতেই নীলি দেখতে পায়, গায়ে জড়ানো তোয়ালেটাকে আঁকড়ে ধরে একটি মেয়ে দ্বিধা ভরা লাজুক পায়ে কুঠরীটা থেকে বেরিয়ে আসছে।

'এসো তোয়ালেটা ছেড়ে ফেলো···জল গরম আছে,' টেড বললো।

অন্ধকারে মোড়া বাড়িটার দিকে চোখ তুলে তাকালো মেয়েটি, 'ও যদি জেগে ওঠে ?'

'পাগল ? এখন ভূমিকম্পও ওকে জাগাতে পারবে না ! এসো কারমেন, নইলে আমি টেনে নিয়ে আসবো কিন্তু !'

সংযত ছন্দে তোয়ালেটা খসিয়ে ফেলে মেয়েটি। আধো অন্ধকারেও নীলি দেখতে পায়, ওর শরীরটা সত্যিই ভারি সুন্দর। ভ্রূ চোখ কুঁচকে ওঠে নীলির। মেয়েটিকে ও কোথাও দেখেছে · নিশ্চয়ই ! কোনো একটা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিলো মেয়েটা, স্টুডিয়োতেও ওকে পরীক্ষা করা হয়েছে !

টেড মেয়েটির দিকে সাঁতরে গেলো। একটা অস্ফুট প্রতিবাদ শুনতে পেলো নীলি, 'না টেড ! জলের মধ্যে না · কোরো না, লক্ষ্মীটি !'

পাকস্থলীটা গুলিয়ে ওঠে নীলির। স্কচের বোতলটা নিয়ে এলোমেলো পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে ও। তারপর স্কচের সঙ্গে ফের একটা বড়ি খেয়ে, বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ে। জাহান্নামে যাক টেড আর বেশ্যা মাগীটা। নীলিকে কাল ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে।···হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে নীলি। কাল ও কাজে না গেলে, কি হবে ? সারা জীবনে কোনোদিন পাঁচ মিনিটের জন্যেও দেরি করেনি ও। কিন্তু তাতে ও কি পেয়েছে ? হ্যাঁ, এখন অবিশ্যি ও সপ্তাহে পাঁচ হাজার ডলার রোজগার করছে। কিন্তু সেটা দেখাবার মতো কি আছে ওর ? বাড়িটা কেনার জন্যে স্টুডিয়ো থেকে টাকা ধার দিয়েছিলো। সেই খাতে সপ্তাহে হাজার ডলার করে কেটে রাখে ওরা। তারপর এজেন্ট, আয়কর, ব্যক্তিগত পরিচারিকা, সেক্রেটারী·· একটা ডলারও ও সঞ্চয় করতে পারে না। তবে আর তিন বছরের মধ্যে বাড়ির দেনা মিটিয়ে দেবে নীলি— একবার সব কিছু মিটিয়ে দিতে পারলে, সবই ঠিক হয়ে যাবে।

সব ঠিক ? হে, ঈশ্বর ! · অথচ ওরই সাঁতার-দীঘিতে টেড অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে ওই সব করবে ? না, নীলি তা কিছুতেই হতে দেবে না। মাথাটা ভারি হয়ে উঠেছে, তবু হাতড়াতে হাতড়াতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে আলোর বোতামটা টিপে দিলো নীলি—ঝলমলে আলোয় ভরে উঠলো সাঁতার দীঘিটা। এক হাতে স্কচের বোতলটা নিয়ে ও যখন টলতে টলতে বাইরে এসে দাঁড়ালো, টেড আর মেয়েটা তখন জল থেকে উঠে আসছে।

'দিব্যি মজা চলেছে, তাই না ?' হাতের বোতলটা দীঘির বুকে শূন্য করে

ফেলে দিলো নীলি, 'এতে জলটা হয়তো জীবাণুমুক্ত হবে।'

ঋজু ভঙ্গিমায় নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো টেড, হাতদুটো পেছন দিকে কেঁপে কেঁপে ওঠা মেয়েটিকে আগলে রেখেছে। এই আগলে রাখার ভঙ্গিটাই নীলিকে আরও বেশি করে রাগিয়ে তুললো, 'কাকে আগলাচ্ছো তুমি? একটা বেশ্যা মেয়েছেলেকে—যে আমার দীঘির জলটা নোংরা করে দিয়েছে? শোন গো মেয়ে, টেডের কাছে তোমার কিন্তু কোনো দামই নেই! মুখ পালটাবার জন্যে সাধারণত ও ছেলেদেরই বেশি পছন্দ করে। কিংবা কে জানে · তোমার হয়তো বুকটুক কিছু নেই—অথবা তুমিও সমকামী!'

একছুটে পোশাক পালটাবার কুঠিরটাতে ঢুকে পড়লো মেয়েটি। টেড তখনও নীরব, নিস্পন্দ। নগ্নতা সত্ত্বেও তার ভঙ্গিমায় এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা। মুহূর্তের জন্যে নীলির মনে হলো, এক ছুটে টেডের কাছে গিয়ে বলে, ও দুঃখিত · ও ভালোবাসে টেডকে। কিন্তু না, এতো সহজে লোকটাকে ও কিছুতেই রেহাই দেবে না।

'কি হলো, কিছু বলো?'

'মনে হচ্ছে, তোমার চশমা নেওয়া দরকার,' সামান্য হাসলো টেড। 'ওর গড়ন আদৌ ছেলেদের মতো নয়।···তাছাড়া এর জন্যে তুমিই দায়ী।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি। শেষ কবে তুমি আমাকে চেয়েছিলে, নীলি?'

'তুমি আমার স্বামী—আমি সব সময়েই তোমাকে চাই।'

'তুমি আমাকে কাছে কাছে রাখতে চাও—যাতে আমি তোমার হয়ে স্টুডিওতে লড়তে পারি, তোমার পোশাকের নকশা করে দিই, উদ্বোধনীতে তোমার সঙ্গে থাকি। কিন্তু যৌনতার প্রসঙ্গে তুমি সর্বদাই বড়ো ক্লান্ত।'

'টেড · স্টুডিয়ো থেকে আমি ছটার সময় ফিরি। আজ আটটার আগে ফিরতে পারিনি। বাড়িতে ফিরে আমাকে পরের দিনের সংলাপগুলো পড়তে হয়। শরীর ম্যাসাজ করাতে হয়। ওসব কথা আমি কি করে ভাববো?'

'কেন তুমি নতুন চুক্তিতে সই করেছিলে?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করে টেড। 'তুমি কিছু না করলেও, আমি যা রোজগার করি তা আমাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমাকে কিছু না বলে কয়ে, তুমি ওই পাঁচ বছরের চুক্তিটাতে সই করেছো।'

'বাড়িটার জন্যে আমার দেনা রয়েছে, টেড!' নীলি ফুঁপিয়ে ওঠে, 'তা

ছাড়া টেলিভিশনের ভয়ে সবাই এখন সন্ত্রস্ত। এ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি পাওয়া ভাগ্যের কথা।'

'ভালো কথা · তুমি বাড়ি পেয়েছো, মন-পসন্দ্ চুক্তি পেয়েছো। আর আমিও আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে পেয়েছি।'

'তোমাকে আমার প্রয়োজন, টেড।'

'পুরুষমানুষের প্রয়োজনে নয় নিশ্চয়ই ?'

'শুধু শরীর, আর শরীর ! তুমি কি ওই ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না ? ওসব আমারও ভালো লাগে, কিন্তু সময় মতো।'

'মাসে একবার, রোববার বৃষ্টির দিনে—তাই না ? কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় আদৌ বৃষ্টি হয় না।'

'ওসব কথা থাক। ওই সস্তা মেয়েছেলেটা ওখানে রয়েছে। ওকে দূর করে দাও।'

'দেবো,' তোয়ালেটা জড়িয়ে কুঠরিটার দিকে এগিয়ে যায় টেড।

'তারপর সোজা ওপরে চলে এসো—তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

ঘরে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই, সাঁতার দীঘির নগ্নিকাটিকে মনে পড়লো নীলির। সুন্দর লাগছিলো মেয়েটিকে। লাগবে না-ই বা কেন! ও সপ্তাহের পাঁচশো ডলারের চাকরি করে না। ছবির জগতে ও পরম নাম-গুলোর মধ্যে অন্যতমা নয়। তবে তারকা হবার চেষ্টা করছে। তা হলে, ও-ও মুখে জুবজুবে ক্রিম আর মাথায় অপর্যাপ্ত তেল মেখে নটার মধ্যে শুয়ে পড়তো। ···নীলির গাল বেয়ে অশ্রু নেমে আসে। বিশাল বাড়ি, মনের মানুষ, সন্তান—সবই আছে ওর···শুধু সে সব উপভোগ করার মতো সময়টুকুই নেই!

স্নানঘরে ঢুকে মুখের ক্রিম ধুয়ে ফেলে নীলি। দেরাজ থেকে একটা হলদে রঙের রাত্রিবাস বের করে গায়ে গলিয়ে নেয়। কিন্তু চুল! হলদে রঙের একটা রেশমী রুমাল দিয়ে চুলগুলো জড়িয়ে নেয় ও। এবারে আর দেখতে ততোটা খারাপ লাগছে না। · বিছানায় উঠে বসে নীলি, এখন যে কোনো মুহূর্তেই টেড এসে হাজির হবে :···বাইরের মোড়াম বেছানো রাস্তা থেকে গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসে। তার মানে হাতছাড়ি বেশ্যাটা বাড়িতে চলে গেছে। এবারে টেড আসবে। টেডকে আজ আদর-সোহাগে একেবারে অবাক করে দেবে নীলি···ঠিক সেই প্রথম দিনটি মতো। কিন্তু সেদিন এতো

ক্লান্ত ছিলো না ও। শরীরটা যেন ভেঙে আসছে···ঘুম পাচ্ছে।···ওক্, টেড কোথায়!···এক লাফে বিছানা থেকে নেমে, সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে আসে নীলি।

'টেড!' সাঁতার-দীঘিটা অন্ধকার। গ্যারাজের দিকে ছুটে যায় নীলি। গাড়ি নেই!···কে জানে, মেয়েটি হয়তো টেডের সঙ্গে এসেছিলো·· নিজের গাড়ি নেই—তাই টেড হয়তো ওকে পৌঁছে দিতে গেছে। কিন্তু টেড তো ওকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেই পারতো! টেড ফিরে এলে কথাটা ওকে বলতে হবে। আচমকা ফুঁপিয়ে ওঠে নীলি।·· কে জানে, হয়তো টেড আর ফিরে আসবে না! ওহ্ ক্রাইস্ট। এ কি করলো ও?

১৯৫৩

সাঁতার-দীঘির ঘটনাটার পরেই টেড তার পোশাক-আশাক নিয়ে চলে গিয়েছিলো। নীলি এক সপ্তাহ কাজে বেরোয়নি। প্রথমটাতে ও ঠিক করেছিলো, বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়ে নেবে। কিন্তু স্টুডিয়োর বড়োকর্তা তাতে আপত্তি জানালেন। সমস্ত অ্যামেরিকার প্রাণেশ্বরী নীলি ও'হারা · স্বামী আর যমজ সন্তান নিয়ে সুখের সংসার ওর—এ ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। টেডের সঙ্গে কথা বললেন উনি। টেড সেঞ্চুরির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, কাজেই তাকে কথা শুনে চলতে হবে·। নীলিকে সে উদ্বোধনীগুলোতে সঙ্গে নিয়ে যাবে, সিনেমা-পত্রিকাগুলোর জন্যে একসঙ্গে ছবি তুলবে—মোট কথা, ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্যে সবকিছুই করবে।

তারপর তিন বছর ব্যাপী এক চরম দুঃস্বপ্ন। একটার পর একটা ছবি · ডায়েটিং · বড়ি। তারপর অ্যাকাডেমির পুরস্কার—নীলির জীবনের সবচাইতে স্মরণীয় মুহূর্ত। এ পুরস্কার পাবে বলে নীলি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। পুরস্কার নেবার সময়টিতেও টেড ওর সঙ্গে ছিলো। ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সদর দরজার কাছ থেকেই শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিয়েছে সে।·· পরদিন সকালেই নিজের বাংলোয় স্টুডিয়োর বড়োকর্তাকে ডেকে পাঠালো নীলি। এবং তিনিও এসে হাজির হলেন! এবারে স্পষ্ট ভাষায় নিজের শর্ত ঘোষণা করলো নীলি। ও বিচ্ছেদ চায়···অবিলম্বে—এবং ও চায়, টেড ক্যাসাব্লাঙ্কাকে যেন স্টুডিয়ো থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। বিনীত ভঙ্গিমায় ওর শর্তে রাজি হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। ঈশ্বর, অস্কারের কি মহিমা!

অন্কার নীলিকে আরও শেখালো, প্রতিদিন স্টুডিয়োতে হাজিরা দেওয়াটা আদৌ জীবন-মরণের প্রশ্ন নয়। হলিউডের সবচাইতে সেরা অভিনেত্রী ও এবং অস্কার তা প্রমাণ করেছে। রাত্রে ভালো ঘুম না হলে, পরদিন গুলি মারো স্যুটিঙের। ওর নাম নীলি ও' হারা!

বাতানুকূল স্টুডিয়ো-বাংলোয় বসে সজোরে মুখে ক্রিম ঘষছিলো নীলি। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে এই তৃতীয় বার ও সেট থেকে চলে এসেছে। হ্যাঁ, জন স্টাইকস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পরিচালক হতে পারেন। কিন্তু এই ছবিতে নীলিকে উনি একেবারে ক্রুশে লটকে দিচ্ছেন!...

একটু পরে জন স্টাইকস আসতেই নীলি বিদ্বেষী হাসি ছড়ালো, 'আজ আর কাজ হবে না!'

'বেশ।'

'আমি কিন্তু শেষ টেক্‌টা ও. কে করছি না।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'তা আপনি ভালো করেই জানেন। সব কটা ক্লোজআপে আমাদের পা দেখানো হয়েছে।'

'নীলি, শুধু তোমার সঙ্গে ওই নাচটার জন্যে স্টুডিও চাক মার্টিনকে পঞ্চাশ হাজার দিচ্ছে। পায়ের ছবি না তুলে, আমরা কি ওর কানের ছবি তুলবো?'

'আমার ছবি তুলবেন·· আমার শরীরের ছবি! আমি অতো ভালো নাচিয়ে নই, আমি ওর সঙ্গে পা মেলাতে পারি না।'

'আমি আমার কানদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছি না,' স্টাইকস বিস্ময়ের ভান করলেন। 'তার মানে তোমার চাইতেও বেশি প্রতিভা কারুর থাকতে পারে বলে তুমি মেনে নিচ্ছো?'

'আমার বয়েস মাত্র পঁচিশ। কিন্তু আমি নাচ, গান, অভিনয়—সবই পারি। গানে কেউ আমাকে ছুঁতে পারবে না। অভিনয়েও আমি পাল্লা দিতে রাজি। কিন্তু চাক মার্টিন আমার বাপের বয়সী, আজ তিরিশ বছর ধরে সে ব্রডওয়ের অনুষ্ঠানে নাচছে। তাই বলে...'

'যদি স্বীকারই করো যে সে ভালো নাচে, তাহলে পাঁচটা মিনিট তার পা দুটো দেখাতে দাও না কেন?'

'কারণ এটা 'আমার' ছবি। কে চায় চাক মার্টিনকে ?'

'নীলি, চাক মার্টিনকে বড়োকর্তা কেন নিয়েছেন—তা তোমার কখনও মনে হয়েছে কি ?'

'অবশ্যই ! টেলিভিশনের আতঙ্কে ! কিন্তু সেটা আমার চিন্তা করার কথা নয়।'

'নীলি, তোমার শেষ বই দুটোতে অনেক লোকসান হযেছে। প্রথমটার লোকসান সামান্যই, কিন্তু এই শেষেরটা···'

'আমার ফ্লু হয়েছিলো। অসুখ হলে মানুষের কিছু করার থাকে না।'

'দশ দিন তুমি ঘুমের বড়ি গিলে বুঁদ হয়েছিলে।'

'তারপরেই আমার ফ্লু হয়।'

'কিন্তু সুস্থ হবার পরেও তোমার ওজন কমাতে তিন সপ্তাহ সময় লেগেছিল। নীলি, তোমাকে আমার ভালো লাগে। তাই বড়োকত্তার সঙ্গে কথা না বলে, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু কতোদিন উনি এসব সহ্য করবেন, বলো তো ?'

'কোন সব ?'

'এ রকম কাজ না সেরে সেট থেকে চলে আসা, এ-ধরনের বদ-মেজাজী আর খামখেয়ালীপনা।···নীলি, তোমার মতো প্রতিভা সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু স্টকহোল্ডাররা প্রতিভার ব্যাপারে ততোখানি আগ্রহী নন, যতোখানি আগ্রহী বক্স অফিসের ব্যাপারে।···নির্দিষ্ট সময়সূচি থেকে আমরা দশদিন পেছিয়ে রয়েছি। কিন্তু তুমি যদি একটু সহযোগিতা করো, তাহলে এখনও আমরা সময় মতো কাজটা তুলে ফেলতে পারি—নাইট ক্লাবের দৃশ্যটা তিন দিনের বদলে একদিনে শেষ করতে পারি।'

'সাত বছর আগে কেউ আমার সঙ্গে এমন করে কথা বললে, আমি তক্ষুণি লাফিয়ে উঠে রাজী হয়ে যেতাম। তখন খাটতে খাটতে নিজেকে আধমড়া করেও কাজ তুলেছি · আর স্টুডিয়োকে রাশ রাশ টাকা এনে দিয়েছি।'

'সেই সঙ্গে নিজেকেও একজন তারকা করে তুলেছো।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হয়েছে ?' ঘরের অন্তপ্রান্তে গিয়ে নিজের জন্যে আধগ্লাস স্কচ ঢেলে নেয় নীলি। 'আপনি কিছু নেবেন ?'

'যদি তোমার কাছে থাকে, তো একটু বিয়ার দাও।'

ছোট্ট হিম-আলমারিটা থেকে খানিকটা বিয়ার নিয়ে আসে নীলি,

'এইটুকুই আছে।…এটা শহরের শ্রেষ্ঠ পানীয়—তবে আমার এসব খাওয়ার কথা নয়। খেলে ওজন বাড়বে। আমার একটা সাঁতার-দীঘি আছে—কিন্তু আমি সেটা ব্যবহার করতে পারি না। কারণ আমার গায়ের রঙ ঘন করার অনুমতি নেই…রঙিন ছবিতে বাজে দেখাবে। আমার দু আলমারি বোঝাই পোশাক রয়েছে—কিন্তু সেগুলো পরার মতো সময় বা সুযোগ আমার নেই। কারণ আমাকে রাত্রিবেলা বাড়িতে থেকে, পরদিনের দৃশ্যগুলোর সম্পর্কে পড়াশুনো করতে হবে। জন…'হাঁটুমুড়ে স্টাইক্‌সের পায়ের কাছে বসে পড়ে নীলি, 'এসব কেমন করে হলো? আমার এই ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা আমাকে কি দিয়েছে? সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া ছাড়া, আমার যে আর কিছুই করার নেই! কিন্তু সেটাই কি শেষ কথা?'

'তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি এ অবস্থায় পৌঁছে গেছো, নীলি,' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন জন স্টাইকস। 'আজ তুমি নামকরা তারকা হয়েছো বলে, তোমার সময় কম। কিন্তু তোমার সন্তান আছে। একদিন আবার এক যোগ্য পুরুষের সন্ধানও তুমি পাবে। তবে সেদিন হয়তো সর্বসাধারণের ভালোবাসা আর ব্যক্তিগত জীবন—এ দুয়ের মধ্যে যে কোনো একটা তোমাকে বেছে নিতে হবে। · লক্ষী মেয়ে! কাল তাহলে আসছো তো?' ঘাড় নেড়ে সায় জানায় নীলি। ওর গালে একটা চুমু দিয়ে বাংলো থেকে বেরিয়ে যান জন স্টাইকস।

কুর্সিতে বসে আর একপাত্র পানীয় ঢেলে নেয় নীলি। সেট থেকে বেরিয়ে, মানসিক রোগের চিকিৎসক ডাক্তার মিচেলের সঙ্গে রাত নটায় সাক্ষাৎকারের সময় স্থির করেছিলো ও। তার মানে সেখানেই রাত দশটা বাজবে…এগারোটাব আগে বাড়ি ফেরা যাবে না। শুতে শুতে সেই বারোটা। কিন্তু নাইটক্লাবের দৃশ্যটার জন্যে গানের কথাগুলো যদি শিখে রাখতে হয়, তাহলে ·· ···

দূরভাষের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারটা বাতিল করে, বাড়িতেই ফিরে গেলো নীলি।

রাতের খাবারটা সামনে নিয়ে, বিছানায় বসে গানের বাণীগুলো মুখস্থ করে নেবার চেষ্টা করছিলো নীলি। কিন্তু মনটা কিছুতেই ঠিকমতো কাজ করছে না। তখন অতগুলো স্বচ না গিললেই হতো।·· এখন বরঞ্চ ঘুমিয়ে

পড়াই ভালো। নটা থেকে পাঁচটা অব্দি ঘুম। তারপর পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে সহজেই পঙ্‌ক্তিগুলো শিখে নিতে পারবে ও।···

রাতের খাবারটা স্পর্শ না করে, ফেরত পাঠিয়ে দিলো নীলি। সকালে ওর ওজন হয়েছিলো একশো তিন পাউণ্ড। তাছাড়া খালি পেটে বড়িগুলো খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। দুটো লাল আর একটা হলদে বড়ি গিলে, আধগ্লাস স্কচ ঢেলে নিলো ও। একটু পরেই শুরু হলো সেই ঝিমঝিমে আবেশ ধরানো অনুভূতিটা। গ্লাসে অল্প-স্বল্প চুমুক দিতে দিতে নীলি অপেক্ষা করে রইলো, কখন সেই আশ্চর্য-বিবশ অনুভূতিটা ওর সমস্ত দেহ-মনকে ঘুমের অতলে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু বৃথাই। এখনও ও চিন্তা করতে পারছে এবং সেটা পারলে, অনিবার্যভাবেই নিজের একাকীত্বের কথা চিন্তা করবে ও। চিন্তা করবে টেড আর ওই মেয়েটর কথা। অথচ ও একা · একেবারে একা·· সেই গশেবোজের দিন গুলোর থেকেই একা!

গুঁড়োগুঁড়ো ঘামের অন্তরঙ্গ নৈকট্যে নীলির ঘাড়ের পেছনটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠে, ঘামের ধারা নেমে আসে পিঠের ঢাল বেয়ে। এলোমেলো পায়ে বিছানা থেকে নেমে এসে পাজামাটা পালটে নেয় ও।···ডাক্তার মিচেল ঠিকই বলেছিলেন—ওর শরীরে বড়িগুলোর সম্পর্কে সহনশীলতা গড়ে উঠতে শুরু করেছে। হয়তো আর একটা হলদে বড়ি খেলে · নাঃ, তাহলে সকালবেলা মাথাটা ভারি হয়ে থাকবে···অথচ গানের বাণীগুলো ওকে শিখে নিতেই হবে। বাপ্‌রে, আজ সকালে গতকালের নেশা ছোটাতে তিন তিনটে সবুজ পুতুল গিলতে হয়েছিলো ওকে। হয়তো একটা লাল বড়ি···হ্যাঁ, সেই ভালো। পুরো এক গ্লাস স্কচ ঢেলে, বড়িটা গিলে নেয় নীলি। না, এতোটা স্কচ ও কিছুতেই খাবে না—বড়িগুলোর কাজ শুরু না হওয়া অব্দি সামান্য একটু আধটু চুমুক দেবে মাত্র। একটু পড়াশুনো করলে হয়। পড়তে গেলে চিরদিনই ঘুম পায় ওর। অ্যানি ওকে লিয়নের আর একখানা বই পাঠিয়েছে। বইটা ভালো সমালোচনাই পেয়েছে। কিন্তু তাতে কি হবে—বাজারে কাটতি নেই।

হঠাৎ নীলির মনে হলো, অ্যানি ওর কাছে থাকলে খুব ভালো হতো। অ্যানি যদি টি· ভিতে না থাকতো, তাহলে সপ্তাহে কয়েকশো ডলারের বিনিময়ে অ্যানিকে ও নিজের ব্যক্তিগত সচিব করে নিতো। · দারুণ মজা হতো তাহলে!·· কিন্তু অ্যানি এখন নিশ্চয়ই অনেক রোজগার করছে। টি ভি

চালালে, অ্যানিকে না দেখে থাকার কোনো উপায় নেই। তবে গিলমোরের সঙ্গে ওর গুজবের ব্যাপারটা সত্যি হলেও, অ্যানি কিন্তু আলাদা জাতের মেয়ে! অন্তত জেনিফারের মতো নয়। ফরাসী ছবিতে নিজের উলঙ্গ শরীর দেখিয়ে প্রচুর পয়সা রোজগার করছে জেনিফার। আবার হলিউডের আমন্ত্রণও নাকি প্রত্যাখ্যান করেছে··· কি কাণ্ড!

পানপাত্রে লম্বা করে আরও একটা চুমুক দেয় নীলি। ঘুম আসছে না, শুধু নেশায় ঝিমঝিম করছে মাথাটা। আর খিদে··· বড্ড খিদে পাচ্ছে। রাতের খাবারটা তখন নিচে না পাঠিয়ে দিলেই হতো। হিম-আলমারিতে অবিশ্যি ক্যাভিয়ার রয়েছে। কিন্তু না, নীলি তা কিছুতেই খাবে না। এমনিতেই স্যুটিঙের পোশাকগুলো যথেষ্ট আঁট হয়ে গেছে। তাছাড়া আজ জন ভারি সুন্দর করে বুঝিয়েছেন ওকে—নীলি আর অবুঝ হবে না। · আশ্চর্য, এতোদিন নীলি লক্ষ্য করেনি, ঘন রঙের শরীরে জনের চোখদুটো কি অসাধারণ নীল! ভদ্রলোকের বয়েস নিশ্চয়ই পঞ্চাশের মতো, কিন্তু ভারি সুন্দর চেহারা। উনি নীলিকে জড়িয়ে রাখলে নিজেকে অনেকখানি নিরাপদ বলে মনে করতো নীলি।

ঘড়ির দিকে তাকালো নীলি। সাড়ে দশটা। · হয়তো জন ওর কাছে চলে আসতেও পারেন · হয়তো স্ত্রীর কাছে বলবেন, একটা দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের কথা একটু আলোচনা করে নিতে হবে।·· মৃদু হাসলো নীলি। না,আজ রাতে ও জনকে আসতে বলবে না—কারণ ইতিমধ্যেই চুলে ল্যানোলিন ঘষে নিয়েছে ও। কিন্তু কাল ও সারাদিন ঘোড়ার মতো পরিশ্রম করে, রাত্রিবেলা জনকে নেমন্তন্ন করবে। তারপর কিছুতেই ছাড়বে না, ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত জড়িয়ে থাকবে জনকে।··· ছবিটা ওরা ঠিক সময় মতোই শেষ করে ফেলবে। তারপর নীলি দাবী তুলবে, ওর সমস্ত ছবিই জনকে দিয়ে পরিচালনা করাতে হবে।·· এক্ষুনি জনকে একবার ফোন করবে নীলি বলবে, ও গানের বাণীগুলো মুখস্থ করছে। তাহলে অন্তত ওর কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমোবে মানুষটা।

নম্বরটা ঘোরাতেই এক মহিলা কণ্ঠে সাড়া পাওয়া গেলো। 'মিসেস স্টাইক্স্?' জানতে চাইলো নীলি।

'না, আমি শার্লট—বাড়ির ঝি।'

'আচ্ছা, মিঃ স্টাইকস্ কি ওখানে আছেন?'

'না, ম্যাডাম। ওঁরা সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেরিয়েছেন।···কিছু বলতে হবে?'

'না,' গ্রাহযন্ত্র রেখে দিলো নীলি।

বউকে নিয়ে বেরিয়েছেন! হয়তো রোমানকে বসে বউকে শোনাচ্ছেন, কিভাবে উনি কথার প্যাঁচে ফেলে নীলি ও' হারার কাছ থেকে কথা আদায় করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। নীলি এখন তারকা—ওর যা ইচ্ছে, ও এখন তা-ই করতে পারে!

বিছানা থেকে উঠে, পা টিপে টিপে একতলায় নেমে এলো নীলি। তারপর আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলো, 'পা টিপে টিপে চলছি কিসের জন্যে? বাড়িটা তো আমারই!'···রান্নাঘরে কেউ নেই। হিম-আলমারিটা খুলে এক চামচ ক্যাভিয়ার খেয়ে নিলো ও। নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, 'বলো, আর কি চাই তোমার? যা খুশি, তা-ই নিতে পারো—কারণ তুমি একটা বিরাট প্রতিভা!' ফের হিম-আলমারিটা খুললো নীলি, 'কি, আরও ক্যাভিয়ার? কেন খাবে না? তুমিই তো এসব কিনেছো!···না, তার চাইতে বরং খানিকটা কাবাব নিয়ে ওপরে যাওয়া যাক—পরে খাওয়া যাবে।' নতুন একটা স্কচের বোতল নিয়ে এলোমেলো পায়ে ওপরে ফিরে এলো ও। তারপর আর এক পাত্র পানীয় ঢেলে, স্নানঘরের আলমারিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। 'এবারে বলো নীলি, কি চাই তোমার? লাল, হলদে না নীল পুতুল? যা তোমার খুশি!' দুটো লাল বড়ি গিলে, আন্তর্গৃহ সংযোগে বাটলারকে ডাকলো নীলি, 'শোনো চার্লি, কাল ভোরে আমাকে যেন ডাকা না হয়। তুমি স্টুডিয়োতে ফোন করে জানিয়ে দিয়ো, মিস ও' হারা···মিস ও' হারার ল্যারিনজাইটিস হয়েছে।···আমি কোনো ফোন ধরবো না···শুধু ঘুমোবো আর খাবো—খাবো আর ঘুমোবো · হয়তো সপ্তাহখানেক।···কাল ঘুম থেকে উঠে আমি মাখন দেয়া প্যানকেক চাই···আর অনেকখানি সরবৎ। বুঝেছো?'

১৯৫৩

বড়োকর্তা স্পষ্ট করেই বললেন, 'সব জিনিসের দাম চড়ে গেছে। টেলিভিশনের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা চালাতে হচ্ছে। স্টকহোল্ডারদের এখন আর

আমি নিজেদের চরকায় তেল দেবার কথা বলতে পারি না। তাঁদের কাছে আমাকে জবাবদিহি দিতে হবে—এবং যে একটিমাত্র জবাবই তাঁরা শুনতে চান, তা হচ্ছে মুনাফা।· এই কারণেই আমি এ বইটাতে তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছি।' অবাক বিস্ময়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলো নীলি। উনি ফের বললেন, 'আমি আর ঝুঁকি নিতে পারছি না।·· লেটস লিভ টুনাইটের প্রযোজক শ্যাম জাকসন। সময় তালিকা থেকে সে পেছিয়ে পড়লে, তার জায়গায় অন্য কাউকে আনা হবে—সেটা সম্ভব। কিন্তু তুমি ছবিটাতে থাকলে, তোমাকে কিছুতেই বদলাতে পারবো না—কারণ তাহলে আবার প্রথম থেকে ছবিটা তুলতে হবে।'

'কিন্তু তাই বলে ছবিটা শুরু করার আগেই আপনি আমাকে বদলাতে পারেন না।'

'নয় কেন? নিজের দিকে তাকিযে ছাখো। ফের তুমি মোটা হয়ে গেছো। আসছে সপ্তাহে ছবির পোশাক-আশাক ঠিক করে ফেলার কথা। কিন্তু তার মধ্যে তুমি মেদ ঝরিযে তৈরি হতে পারবে না। না না, এতে অনেকগুলো টাকাব প্রশ্ন জড়িত। তাই আমি জেনি লর্ডকে নিচ্ছি।'

'জেনি লর্ড! ও তো মাত্র অভিনয় শুরু করেছে!'

'তিনটে কম খরচের ছবি করেছে এবং সেগুলো যথেষ্ট পযসা এনেছে। এ মাসের প্রতিটা সিনেমা পত্রিকায ওকে নিয়ে লেখা বেরিয়েছে।' হঠাৎ যেন নীলির কথা মনে পড়লো ওঁর, 'ঠিক আছে, এবারে তুমি আসতে পারো।'

'আমি ভেবেছিলাম, আমরা একসঙ্গে লাঞ্চে খাবো,' বেহায়ার মতো বললো নীলি।

'লাঞ্চটাঞ্চ তুমি বাদ দিলেই পারো—যা একখানা ভুঁড়ি বাগিয়েছো। আমি যদি বেশ কিছুদিন ধরে তোমাকে এমনটি না দেখতাম, তো ভাবতাম, তোমার চারমাস চলছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বললেন, 'জানো নীলি, আমি চিরদিনই পরিচ্ছন্ন ছবির পক্ষ নিয়েছি। কিন্তু টেলিভিশনের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে এখন একটা ফরাসী বেশ্যা। জেনিফার নর্থকে আমি হলিউডে নিয়ে আসছি। এইমাত্র পারীতে ক্লঁদ কারদোঁর সঙ্গে ফোনে কথা বললাম··'

'জেনিফার ফরাসী বেশ্যা নয়,' নীলি বললো, 'ও আমেরিকান মেয়ে। একসময় আমি ওর সঙ্গে একত্রে থাকতাম।'

'তুমি জেনিফারের সঙ্গে থাকতে ?' ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে নিখাদ আগ্রহ ফুটে উঠলো।

'এগারো বছর আগে। তখন আমরা দুজনেই হিট দ্য স্কাইতে অভিনয় করতাম। তারপর ও টনি পোলারকে বিয়ে করে।'

'হ্যাঁ, টনি পোলারের সঙ্গে কোনো এক জেনিফারের বিয়ে হয়েছিলো বটে :' মাথা নাড়লেন উনি, 'কিন্তু এটি সে মেয়ে হতে পারে না। এর বয়েস মাত্র তেইশ।'

'ফরাসী ছবিতে সকলের বয়সই তেইশ,' তিক্ত হাসি ছড়ালো নীলি। 'তবে এই জেনিফারের সঙ্গেই আমি থাকতাম।·· আমার বয়েস তখন সতেরো—আর জেনির একুশ।'

'তার মানে ওর বয়েস এখন বত্রিশ !'

'ঠিক তাই। আর আমার বয়েস আঠাশ বছর বলে আপনি তখন চেঁচামেচি করছিলেন।'

'তোমাকে দেখে চল্লিশ বলে মনে হয়। তবে এ মেয়েটির ওপরে আস্থা রাখা চলে। নভেম্বরের মধ্যে ও দুটো ছবি করবে।'

'আর আমি তদ্দিন কি করবো ? চুপচাপ বসে থাকবো ?'

'বসে থাকো আর ওজন কমাও। প্রতি সপ্তাহে তুমি মাইনে পাচ্ছো।'

'আমার পরের ছবি কবে হবে ?'

'দেখি '

নীলির দু চোখ ঝলসে উঠলো, 'আমার সঙ্গে আপনি এমন ব্যবহার করছেন · নিজেকে কি মনে করেন আপনি ?'

'এ স্টুডিয়োর বড়োকর্তা। আর তুমি একটি সামান্য মেয়েছেলে, যাকে আমি একটা তারকা বানিয়ে দিয়েছিলাম। ইদানীং তুমি পয়সা দিচ্ছো না, তাই স্রেফ বসে থাকবে। এতে তোমার একটা চমৎকার শিক্ষাও হবে। বসে বসে ছাখো, জেনি লর্ডের মতো আরও কয়েকজন কি ভাবে তারকা হয়ে ওঠে। তাতে হয়তো তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একটু ফিরবে। এবারে তুমি আসতে পারো, আমার হাতে কিছু দরকারী কাজ আছে।'

'আমি আর কোনোদিন এখানে ফিরে নাও আসতে পারি,' উঠে দাঁড়ালো নীলি।

'তাই কোরো—তাহলে জীবনে আর কোনোদিন কোথাও তোমাকে কাজ করতে হবে না।'

বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে সারা রাস্তা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বাড়ি ফিরলো নীলি। তারপর একটা স্কচের বোতল নিয়ে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ভারি পর্দা টেনে ঘরে দিনের আলো ঢোকার পথ বন্ধ করে দিলো ও···গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রাখলো। সব শেষে একসঙ্গে পাঁচটা লাল বড়ি গিলে, বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লো।···ঘুম যখন ভাঙলো, তখন মাঝ রাত্তির। স্নানঘরে গিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ওজন নেবার যন্ত্রটাতে উঠে দাঁড়ালো ও। দু পাউণ্ড ওজন কমেছে। মতলবটা কিন্তু চমৎকার—নীলি ভাবলো, ও যদি কিছু না খেয়ে শুধু বড়ি গিলে ঘুমোয়, তাহলে দশ পাউণ্ড ওজন দেখতে দেখতে ঝরে যাবে। একটা ভিটামিনের বড়ি খেয়ে নিলো ও · এতে শরীরটা সুস্থ থাকবে তারপর আরও গোটা কতক লাল বড়ি স্কচের তরল লাভা স্রোতের সঙ্গে পেটে নামিয়ে দিলো।

ঘুম ভেঙে নীলি দেখলো, সূর্যের আলো পর্দা চুইয়ে ভেতরে এসে ঢুকছে। টলোমলো পায়ে স্নানঘরে গিয়ে ঢুকলো ও। না, এবারে আর ওজন নেওয়া নয়—কিছুদিন অপেক্ষা করে, একবারে নিজেকে অবাক করে দেবে ও। মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ভিটামিনের দুটো বড়িই বরং খেয়ে নেওয়া যাক। · মুখে এক থাবড়া ক্রিম ঘষে, চুলে ল্যানোলিন মেখে নিলো নীলি। শেষ অব্দি ও যখন বিছানা ছেড়ে বেরুবে, তখন ওকে একেবারে জ্যান্ত পুতুল বলে মনে হবে!···এবারে পাঁচটা হলদে আর দুটো লাল বড়ি গিলে নিলো ও।

নীলি যখন চোখ মেলে তাকালো, তখন সব কিছুই যেন বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর ঝকঝকে বলে মনে হলো ওর। একি, ওর হাতে একটা সুঁচ ফোঁটানো রয়েছে কেন? আর ওই বোতলটাই বা কেন অমন উলটো হয়ে ঝুলছে? আরে, এটা একটা হাসপাতালের ঘর!···নীলি উঠে বসার চেষ্টা করতেই নার্স ওর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনলো, 'ব্যস্ত হবেন না, মিস ও'হারা।'

'এখানে আমি কি করছি? কি হয়েছিলো?'

ওর হাতে একখানা খবরের কাগজ তুলে দিলো নার্সটি। প্রথম পৃষ্ঠাতেই

নীলির ছবি—ঝলমলে হাসিমাখা মুখ। কিন্তু তার পাশেই আর একটা ছবি—দুটো লোক একটি মেয়েকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে···মেয়েটির মাথা নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে, নগ্ন পাদুখানা দেখা যাচ্ছে ··হে ভগবান, এটা তো ওরই ছবি! শিরোনামটা পড়ে ফেললো নীলি, 'অভিনেত্রীর মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের বড়ি সেবন।' স্টুডিয়োর বড়ো সাহেবের দাবী, 'এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র।' তিনি আরও বলেছেন, 'পাঁচ দিন আগে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি মিস ও'হারাকে বলেছিলাম, উনি যদি ক্লান্তি বোধ করেন তাহলে উনি কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিতে পারেন। এ কথা সত্যি নয় যে, আমাদের পরবর্তী ছবিতে আমরা ওঁর বদলে জেনি লর্ডকে নিচ্ছি। কারুর পক্ষেই নীলি ও'হারার স্থান নেওয়া সম্ভব নয়।···আমরা চিন্তা করছিলাম, আপাতত উনি যদি বিশ্রাম নিতে চান, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের চিত্রনাট্যে কিছু পরিবর্তন করতে হবে এবং তখন হয়তো জেনি লর্ডকে ওই ভূমিকাটা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমরা চাই, উনি সুস্থ হয়ে উঠুন। এক প্রজন্মে নীলির মতো শিল্পী একজনই আসে। সুস্থ হয়ে উঠলে, উনিই আমাদের সব চাইতে বড়ো ছবির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন।'···

তার মানে, পুরো পাঁচটা দিন নীলি অচৈতন্য হয়েছিলো। ওফ্, সারা কাগজ জুড়ে শুধু নীলির সম্পর্কে নানান জনের নানান প্রশংসাবাণী! ··এ যেন মরে গিয়েও, নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়া মানুষগুলোকে লক্ষ্য করার সুযোগ পাওয়া। বড়ো সাহেব নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন, ও মরে যাবে! কিন্তু এবারে ওই ভূমিকাটা তিনি নীলিকে দিতে বাধ্য।··

'আমি কি খুবই অসুস্থ ছিলাম?' নার্সটিকে জিজ্ঞেস করলো নীলি।

'অসুস্থ! কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্তও আমরা ভাবতে পারিনি যে আপনি সামলে উঠবেন। গত চব্বিশ ঘণ্টা আপনি অক্সিজেন তাঁবুতে ছিলেন।'

'কিন্তু আমি তো মাত্র কয়েকটা বড়ি খেয়েছিলাম! সত্যি বলছি, আমি স্রেফ একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম।'

'আপনার ভাগ্য ভালো, তাই আপনার বাটলার ডাক্তার ডেকে পাঠিয়েছিলো। তিন দিন আপনি কিছু খাননি বলে সে ওপরে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখতে পায়, আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।'

আচমকা মুখ ফিরিয়ে চলে গেলো নার্সটি। এক মুহূর্ত পরেই একজন ডাক্তার ঘরে এসে বললেন, 'আমি ডাক্তার কিগান।' নামটা চিনতে পারলো

নীলি—ইনি বড়ো সাহেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। 'এ ধরনের বোকাবো করে কি লাভ হলো?'

ওই ছবিটাতে অভিনয় করার সুযোগটা ফিরে পেলাম, ভাবলো নীলি। চোখের কোলে একটু জল এনে ম্লান হেসে বললো, 'ওই ছবিটাকে হারিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাইনি।'

'হ্যাঁ, তা বটেই তো তা বটেই তো! তবে কি না আমাকে দেখতে হবে, আপনি কাজ করার মতো সুস্থ হয়েছেন কি না। কারণ আমরা তো ফের আপনাকে অসুস্থ হতে দিতে পারি না!'

তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার! বড়ো সাহেব তাঁর নিজস্ব চিকিৎসককে দিয়ে বলিয়ে নেবেন, ও কাজ করার মতো উপযুক্ত সুস্থ হয়ে উঠেনি।

মিষ্টি করে হাসলো নীলি, 'আশা করি আপনি আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলেই মনে করবেন। কারণ বড়ো সাহেবই বলেছিলেন, আমি যতো তাড়াতাড়ি ওজন কমাতে পারি, ততোই মঙ্গল। আঠারো বছর বয়েস থেকে খিধে মারার জন্যে উনি আমাকে সবুজ বড়ি খাইয়েছেন। এক সময় তাঁর নির্দেশে আমি অনেক বার গোটা সপ্তাহে কিছু না খেয়েও কাজ করেছি। কাজেই আশা করি আপনি দেখবেন, আমি যথেষ্ট সুস্থ ও সবলই আছি।'

...পরের দিনই উকিল এবং এজেন্টকে ডেকে পাঠালো নীলি। ব্যাপারটা এখন একটা চমৎকার পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। বড়োসাহেব পত্রিকাগুলোতে যে ধরনের বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে উনি এই মুহূর্তে কিছুতেই নীলিকে বসিয়ে দিতে পারবেন না। কিন্তু নীলি একটা দিনের জন্যেও স্যুটিং কামাই করতে পারবে না। এজেন্ট ওকে এই বলে সাবধান করে দিলেন, 'উনি এখন পুরো ক্ষেপে রয়েছেন। আপনি ওকে বোকা বানিয়ে দিয়েছেন, কাজেই ছবির ক্ষতি করেও উনি কিন্তু এর প্রতিশোধ তুলতে চাইবেন। একদিন একটি ঘণ্টা দেরি করলেও, আপনি ছাঁটাই হয়ে যাবেন।'

প্রথম দিনের স্যুটিঙে হাজির হয়েই সেটের মধ্যে কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করলো নীলি। শ্যাম জ্যাকসনের নির্দেশে ছবি তোলার কাজ শুরু হলো এবং পরপর দুবারই নীলির সামান্য একটু ভুলের জন্যে দুটো শট বাতিল হয়ে গেলো।

'তুমি সুস্থবোধ করছো তো, নীলি?' শ্যাম এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো ওকে।

'সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু তুমি দ্বিতীয়বারের চেষ্টাতেই শটটা নিতে পারবে বলে নিশ্চয়ই আশা করোনি ?'

'আমি প্রথমবারেই ওটা নিতে পারবো বলে আশা করেছিলাম।'

'তুমি কি ক্ষেপেছো, শ্যাম ? আমি জানি, তোমার ওপরে চাপ রয়েছে। কিন্তু পুরো একটা দৃশ্য তুমি একবারেই তোলার আশা করেছো শুনলে, স্বয়ং বড়োকর্তাও হেসে ফেলতেন।'

ওর কথায় কান না দিয়ে সহকর্মীদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো শ্যাম, 'তিন নম্বর টেকের জন্য তৈরি হও।'

সেট থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও নীলি থমকে দাঁড়ালো। হে ঈশ্বর, ও এভাবে বেরিয়ে গেলেই তো বড়োসাহেবের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলতো ! না, তা হতে দেওয়া চলবে না। কিছুতেই না। ফের সেটে এসে দাঁড়ালো ও। সমস্ত শরীর কাঁপছে। চারদিকে রাশ রাশ চোখধাঁধানো আলোর বন্যা। ক্ল্যাপস্টিক পড়লো—টেক থ্রি। শুরুতেই একটা লাইন গোলমাল করে ফেললো নীলি। ক্যামেরা থেমে গেলো। টেক ফোর। ফের ভুল। টেক ফাইভ··· টেক সিক্স

শেষ বিকেলে পনেরো নম্বর টেক-এ এসে পৌছলো ওরা। এ এক অদ্ভুত কাণ্ড ! জীবনে কোনোদিনও আটবারের বেশি রিটেক করাতে হয়নি নীলিকে। এবং এর জন্যে শ্যামই দায়ী শ্যামই তীব্র চাপ সৃষ্টি করেছে ওর স্নায়ুর ওপরে। এখন একটা লাইনও মনে পড়ছে না নীলির।···

'ডিনারের ছুটি,' শ্যাম ঘোষণা করলো, 'সাতটার সময় সকলে ফিরে আসবেন।'

ডিনারের ছুটি ! সেই প্রথম জীবনের পর থেকে নীলি কোনোদিনও রাত্রিবেলা কাজ করেনি। অথচ শ্যাম এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে একটু কথাবার্তাও বলে নিলো না ! 'তুমি বোধ হয় আমাকে নিয়েই স্যুটিং চালাবে বলে ঠিক করেছো ?' প্রশ্ন করলো ও।

'যতক্ষণ তুমি একটা ভদ্রস্থ টেক দিতে না পারছো, ততোক্ষণ ওই একটা দৃশ্যেরই স্যুটিং করবো,' দৃশ্য-সন্ধানীতে চোখ রেখে জবাব দিলো শ্যাম।

'আজ্ঞে না। এতোক্ষণ আমি সহযোগিতা করেছি। সময় মতো এখানে এসেছিলাম, এবারে সময় মতোই যাচ্ছি—'

'তুমি যদি যাও, তাহলে আমি যথাস্থানে খবরটা জানিয়ে দেবো।'

'তোমার যা ইচ্ছে, করোগে,' ঝাঁঝিয়ে উঠলো নীলি। 'আমারও কিছু অধিকার আছে!'

পাত্র-পাত্রী এবং কলাকুশলীরা সাতটার সময় এসে হাজির হলেন। দশটা অবধি অপেক্ষা করে রইলেন ওঁরা। নীলির বাড়িতে একটা টেলিফোন করা হলো। কিন্তু তাদের জানানো হলো, নীলি রাত্তিরের মতো শুয়ে পড়েছে। শ্যাম অ্যাকসন সকলকে জানিয়ে দিলো, 'ফের না ডাকা পর্যন্ত কাউকেই স্ট্যুডিওতে আসতে হবে না।' তারপর গাড়ি নিয়ে সমুদ্র সৈকতে ছোট্ট একটা বাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলো সে। দুবার ভেঁপু বাজাতেই একটি মেয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শ্যামকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলো। মেয়েটির মাথায় কালো রঙের দীঘল চুল, পরনে টেরিকাপড়ের ঢিলে বহির্বাস।

'পার্টটা তুমি পেয়ে গেলে, জেনি,' শ্যাম বললো।

সুসম দাঁত দেখিয়ে সামান্য হাসলো মেয়েটি। তারপর ঘুরে তাকালো কুর্সিতে বসে নিঃশব্দে ধূমপান করতে থাকা মানুষটার দিকে। মানুষটার ছোট্ট-খাট্টো চেহারা, মাথায় পাকা চুল। 'শুনেছেন? শ্যাম ওকে ফুটিয়ে দিয়েছে!'

'চমৎকার!' মৃদু হাসলেন মানুষটি। তারপর একটানে মেয়েটির অঙ্গবাসের বাঁধন খুলে দিলেন। বসন খসে পড়লো, অবারিত হয়ে উঠলো মেয়েটির নিখুঁত দেহশ্রী। ওর বঙ্কিম স্তনরেখায় আলতো হাত বোলাতে বোলাতে বেঁটেখাটো মানুষটি বললেন, 'ভালো করে দেখে নাও, শ্যাম। কিন্তু ছুঁয়ো না যেন…এটি আমার।'

'হ্যাঁ, স্যার,' ঘাড় নাড়লো শ্যাম।

'কথাটা আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাইছিলাম। তুমি ছেলে-ছোকরা মানুষ…হয়তো তোমার কোনো মতলব টতলব থাকতে পারে।… যাই হোক কাজটা তুমি ভালোই নামিয়েছো। পশু ফের সবাইকে ডেকে পাঠাও। আমি প্রেসে খবরটা জানিয়ে দেবোখন। আর আমার নাম করে তুমি নীলিকে একটা তার পাঠিয়ে দাও, ওকে আর আসতে হবে না।'

দূরভাষের মাধ্যমে নীলি আগেই খবরটা জানিয়ে দিয়েছিলো, তবু ওকে দেখে অ্যানি রীতিমতো চমকে উঠলো। নীলির ওজন বেড়েছে, মুখটা ফুলোফুলো, পরনে দামী পোশাক। কিন্তু ওর সেই ঝলমলে ভাবটা যেন সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে।…তবু অ্যানির কাছে এসে দেখতে দেখতে দুসপ্তাহের মধ্যে দশ পাউণ্ড ওজন কমিয়ে ফেললো নীলি, মনের আনন্দে পোশাক-আশাক কিনতে লাগলো, রাতে তিনটের বেশি বড়ি ওকে আজকাল খুবই কমই খেতে হয়। অ্যানির সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত জীবন বিঘ্নিত হওয়া সত্বেও, কেভিন গৃহস্বামীর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করতে লাগলো। ওদের দুজনকে নিয়ে সে শহরের চতুর্দিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং নৈশক্লাবগুলোতে হাজিরা দিয়ে চললো অক্লান্ত-ভাবে। ওরা যেখানেই যায়, নীলিকে ঘিরে সর্বত্রই গুণমুগ্ধ রসিকজনের ভিড় জমে ওঠে—সবাই আন্তরিক সংবর্ধনা জানায় ওকে। দেখেশুনে কেভিন একদিন নীলিকে একঘণ্টার জন্যে দূরদর্শনে একটা অনুষ্ঠান করতে বললো। তার ধারণা, জনগণ এখনও নীলিকে মনে গেঁথে রেখেছে। কাজেই নীলির অনুষ্ঠান গিলিয়ান প্রসাধন সামগ্রীর প্রচারে বিশেষ সাহায্য করবে। কিন্তু নীলি কিছুতেই তাতে রাজী হয় না।

কেভিন কিন্তু আশা ছাড়লো না। একদিন হেলেন লসনের নতুন বইয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের টিকিট কিনে আনলো সে। কিন্তু হেলেনের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও বইটা আদৌ জমলো না।…রাত্রিবেলা ক্রাংকো স্কালার গান শুনতে ওরা হাজির হলো পার্সিয়ান রুম রেস্তোরাঁতে। এবং আকস্মিক ভাবে আবিষ্কার করলো, হেলেনও উপস্থিত রয়েছে সেখানে।

ক্রাংকো স্কালা সত্যিই সুগায়ক। বেশ কয়েকখানা গান গাইবার পর, সকৃতজ্ঞ চিত্তে 'মঞ্চশিল্পের রাণী, সঙ্গীত সাম্রাজ্ঞী' হেলেন লসনের সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দিলো সে। হর্ষধ্বনি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হবার আগেই সে ফিরে তাকালো নীলির দিকে। তারপর নরম গলায় বললো, 'এবারে আমি যাঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, তাঁর মতো শিল্পী আমরা খুব কমই পেয়েছি। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা…প্রত্যেক সঙ্গীত-শিল্পীর শ্রদ্ধার পাত্রী…মিস নীলি ও' হারা।'

পরক্ষণেই প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি ও করতালিতে কানে তালা ধরে যায়। আচমকা সবাই একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে গান শোনানোর দাবী জানাতে থাকে নীলির কাছে। বাধ্য হয়েই পরপর ছ খানা গেয়ে শোনায় ও। প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে কের ও যখন নিজের টেবিলে ফিরে আসে, তখন আনন্দ আর উত্তেজনায় ওর চোখে জল এসে গেছে।··

কেভিন বললো, 'জনসাধারণ তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে নীলি—'

'আলবৎ বাসে! আমার ছবিও সকলে ভালোবাসে। কিন্তু খরচ বেড়ে যাচ্ছে বলে আমি এখন ছবি করার সুযোগ পাচ্ছি না—সে কি আমার দোষ?'

'ওঁরা বলেন, শুধু সেটাই আসল কারণ নয়।'

'তাহলে তাঁরা কি বলেন?'

'ওঁরা বলেন, তুমিই ছবি তোমার খরচ বাড়িয়ে তোলো ··তোমার ওপরে ভরসা রাখা যায় না তোমার গলা খারাপ হয়ে গেছে।'

সচেষ্ট প্রয়াসে একটু হাসলো নীলি, 'তুমি তো এইমাত্র আমার গান শুনলে। তুমি নিশ্চয়ই খবরের কাগজের সবগুলো কথা বিশ্বাস করো না?'

'আমি বিশ্বাস করি না, তার কারণ আজ রাতেই আমি তোমার গান শুনেছি। এ রেস্তোরাঁর কোনো মানুষই তা বিশ্বাস করে না। কিন্তু সে তো মাত্র কয়েকজন! সাধারণ মানুষ যা পড়ে, তা-ই বিশ্বাস করে। এবং অনেক প্রযোজকও ঠিক তাই।'

'কি বলতে চাও তুমি?' নীলির মুখ থেকে হাসি মুছে যায়।

'নীলি, এখানে উপস্থিত প্রত্যেকটা মানুষকে তুমি বুঝিয়ে দিয়েছো, তুমি আগের মতোই চমৎকার গান করতে পারো। তাহলে তামাম দুনিয়াকেই সে কথাটা বুঝিয়ে দাও না কেন? দূরদর্শনে একটা বড়ো ধরনের অনুষ্ঠান করলে তুমি কতো মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, জানো? ··আমি বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে সমস্ত দেশজুড়ে প্রচারের কাজ চালাবো···গোটা দেশ তোমার অনুষ্ঠান দেখবে···'

'ও সব কথা তুলে যাও।' শ্যাম্পেনের দিকে হাত বাড়ালো নীলি, 'আরে, বোতলটা ফুরিয়ে গেছে যে!'

আর একটা বোতল দিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলো কেভিন। অ্যানি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'রাত একটা বাজে। কাল ভোরবেলায় আমার মহলা

রয়েছে·· তারপর শো—'

'তাতে কি হয়েছে ? আমি তোমায় বড়ো সাহেবকে বুঝিয়ে বলবো খন।' কেভিনের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো নীলি, 'শুধু এই নতুন বোতলটা কেমন ? · কিন্তু অ্যানি, তার আগে চলো—আমরা মুখটুখ একটু ঘষেমেজে আসি।'

ওরা প্রসাধন-কক্ষে গিয়ে ঢুকতেই, তত্ত্বাবধায়িকাটি নীলিকে দেখে গদগদ হয়ে উঠলো। অন্য কয়েকজন মহিলাও হুমড়ি খেয়ে পড়লেন অবিশ্রান্ত প্রশংসার ডালি নিয়ে। অবশেষে ঘরটা ফাঁকা হতে, আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াতে শুরু করলো নীলি। তারপর বললো, 'তুমি কেভিনকে আমার পেছন থেকে সরাও, অ্যানি। ভদ্রলোক খুবই ভালো, কিন্তু ঠিক যেন একটা ভাঙা রেকর্ড! ওঁকে তুমি বলে দিও, আমি কিছুতেই টেলিভিশনে কোনো শো করবো না।'

সেই মুহূর্তেই দরজা খুলে হেলেন লসন ভেতরে এসে ঢুকলো। খানিকক্ষণ অ্যানির দিকে হিমদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ও। তারপর ঘাড় নেড়ে বললো, 'এই যে অ্যানি, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম। শুনতে পাই, তুমি নাকি টেলিভিশনের এক মস্তোবড়ো তারকা হয়ে উঠেছো!'

কোনোক্রমে মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে, মনে মনে জবাবটা ভেবে নেবার চেষ্টা করে অ্যানি। কিন্তু হেলেনই ওর সমস্যাটা মিটিয়ে দেয়। নীলির পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, 'তুমি কিন্তু দারুণ গেয়েছো। শুনলাম, তুমি আজ আমার অভিনয় দেখতে গিয়েছিলে। তা সাজঘরে গিয়ে একটু দেখা করে এলে না কেন ?'

'ইয়ে হয়েছে·· মানে···এখানে আসার তাড়া ছিলো কিনা—তাই,' নীলি হোঁচট খেতে খেতে জবাব দেয়।

'ওসব বাজে কথা ছাড়ো। বই ফ্লপ হলে, কেউই পেছনে গিয়ে দেখা করতে চায় না। কিন্তু কি আর করি বলো—আসলে আমি দুজন অপরিচিত সুরকারকে একটু সুযোগ দেবার চেষ্টা করেছিলাম।'

'কোন একজনকে তো সুযোগ করে দেবার ভারটা নিতেই হবে,' নীলির মুখে হৃদ্যতার হাসি। 'আর আপনি যদি ওদের দাঁড় করাতে না পারেন, তো কেউই পারবে না।'

'আমি চিরদিনই সেটুকু ঝুঁকি নিয়ে থাকি, তাই তোমার মতো শিল্পীরা

জন্যায়। কিন্তু সেজন্তে কেউই আমাকে ধন্যবাদ জানায় না—তুমিও না।'

'আপনার জন্তে আমি হলিউডে ঢোকার সুযোগ পাইনি,' নীলির হাসি মিলিয়ে যায়, 'সুযোগ পেয়েছিলাম নাইট ক্লাবে ওই অনুষ্ঠানটা করার জন্তে।'

'কিন্তু সে সুযোগটাই বা তুমি কি করে পেলে, শুনি?'

'ঠিক আছে, হেলেন—ধন্যবাদ। যদ্দুর মনে পড়ে, আমি প্রতি রাতেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাতাম—তবু আবার জানাচ্ছি। চলে এসো, অ্যানি '

'অতো দেমাক দেখিয়ো না বাছা, আমিও খবরের কাগজ টাগজ পড়ি। তোমার হাতে তো এখন কোনো চুক্তি-টুক্তিই নেই! তোমার মতো একটা হা-ঘরে মেয়েকে আমি…'

'কি বললেন?' এক লাফে হেলেনের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় নীলি।

'হা-ঘরে…ছোটলোক—তাছাড়া আর কি? নেহাৎ অ্যানির সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিলো, তাই…'

'বন্ধুত্ব! অ্যানিকে আপনি স্রেফ নিজের দালাল হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।…চলে এসো, অ্যানি।'

'অতো তাড়া কিসের? যদ্দুর শুনতে পাই, তোমার হাতে তো এখন অফুরন্ত সময় ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'আপনার নাটকের সমালোচনাটা বেরুলে, আপনিও অনেক ফাঁকা সময় হাতে পাবেন।'

'নাটক খারাপ হলে আমার বয়েই গেলো—কাল দুপুরের মধ্যে আমার হাতে আরও ছ'টা নতুন অফার এসে যাবে। আর তুমি কি করবে শুনি? আজকের মতো বিনি পয়সায় গান?'

'যে হারে আপনার গলা কাঁপছে, তাতে আর সামান্য কিছুদিনের মধ্যে আপনি বিনি পয়সাতেও গান শোনাবার সুযোগ পাবেন না।'

'গলা কাঁপানোর তুই কি বুঝিস রে, হতচ্ছাড়ি?' হেলেনের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। 'তিরিশ বছর ধরে আমি সবার মাথার ওপরে রয়েছি, যদ্দিন খুশি তেমনি ভাবেই থাকবো। আর তুই ওমনি মাগনায় গান গাইবি। হ্যাঁ, খানিকটা হাততালি নিশ্চয়ই পাবি—কারণ মানুষ ফাউ পেলে সব সময়েই খুশি হয়। কিন্তু আসলে তুই খতম হয়ে গেছিস।…নে, এবারে পথ ছাড়্—তোর কোথাও যাবার জায়গা না থাকতে পারে, কিন্তু আমার জন্তে বাইরে একজন অপেক্ষা করছে।'

'পুরুষ মানুষ!' নীলি অবাক হবার ভান করে। 'হ্যাঁ, রেস্তোরাঁয় পয়সা মেটালে, কোনো সমকামী পুরুষকে তুমি হয়তো পাকড়াও করতে পারবে।'

'তুই তো জোড়া বাচ্চা দিয়েও একটা সমকামী পুরুষকে বাঁধতে পারিস নি! তা বাচ্চা দুটোও কি সমকামী নাকি?'

'কি বললি?' নীলি হেলেনের পথ জুড়ে দাঁড়ায়।

'যা বলেছি, ঠিকই বলেছি—'

হেলেন নীলিকে ঠেলে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই, নীলি সজোরে হেলেনের চুল খাঁকড়ে ধরে। পরমুহূর্তেই অ্যানির দিকে ফিরে চিৎকার করে ওঠে ও, 'অ্যানি, এটা পরচুলা!'

'দে বলছি!' পরচুলাটার দিকে হাত বাড়ায় হেলেন, 'ওটা আমাকে তিনশো ডলার দিয়ে কিনতে হয়েছে।'

'কেন?' পরচুলাটা মাথায় চড়িয়ে ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াতে থাকে নীলি, 'ওই কদমছাটেই তো তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে!'

হেলেন ছুটোছুটি করতে থাকে, ওর নাগাল এড়িয়ে একটা শৌচাগারে ঢুকে আচমকা দরজা বন্ধ করে দেয় নীলি। পরমুহূর্তেই কমোডে প্রবল বেগে জল ঢালার শব্দ ভেসে আসে।

'ও আমার পরচুলাটা কমোডে ফেলে দিয়েছে!' আর্তনাদ করে ওঠে হেলেন। 'আমি খুন করে ফেলবো কুত্তিটাকে।'

দরজার বাইরে থেকে অ্যানি এবং তত্ত্বাবধায়িকা নীলিকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু জবাবে শুধুমাত্র নীলির খিলখিল হাসি আর কমোডে মুহুর্মুহু জল ঢালার শব্দ শোনা যায়। ক্রমে দরজার তলা দিয়ে বাইরেও জল চুইয়ে আসতে থাকে। তারপরেই দরজা খুলে বেরিয়ে আসে নীলি, 'নাঃ, ওটাকে কিছুতেই নালির ভেতরে পাঠানো গেলো না।'

তত্ত্বাবধায়িকা করুণ মুখে চুপসে যাওয়া পরচুলাটা তুলে ধরে।

'একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ককিয়ে ওঠে হেলেন, 'এখন আমি কি করবো?' অশ্রুসিক্ত মুখে অ্যানির দিকে তাকায় ও, 'কি করে আমি এখন টেবিলে ফিরে যাবো?'

হতবাক হয়ে হেলেনের দিকে তাকিয়ে থাকে অ্যানি। তত্ত্বাবধায়িকা গলা সাফ করে বলে, 'মিস ও' হারা, আপনি বোধহয় কমোডের যন্ত্রপাতিগুলো সবই খারাপ করে ফেলেছেন।'

'সারাই করার বিলটা আমাকে পাঠিয়ে দিও।' একটা পাঁচ ডলারের নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে অ্যানির দিকে তাকায় নীলি, 'চলো অ্যানি, টেকো বুড়িটা নিশ্চিন্তে বসে কাঁদুক।'

'কাজটা তুই ভালো করিসনি, নীলি,' ওকে অনুসরণ করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে অ্যানি বললো।

'ভালো! ওকে আমার খুন করে ফেলা উচিত ছিলো।'

'কিন্তু এটা ঠিক হয়নি। সবাই চলে না গেলে, হেলেন ওখান থেকে বেরুতেই পারবে না।'

'কাল ও ফের একটা পরচুলা কিনে নিতে পারবে, অ্যানি। কিন্তু ও আমাকে আর আমার বাচ্চাদের সম্পর্কে যা বলেছে, তা আমার কালকেও মনে থাকবে।... আমি খতম হয়ে গেছি ...আমি শুধু বিনি পয়সাতেই গান গাইতে পারবো—তাই না? · 'টেবিলের কাছে ফিরে এসে নীলি বললো, 'কেভিন, তুমি কি এখনও আমাকে দিয়ে টি· ভি·তে অনুষ্ঠান করানোর ব্যাপারে আগ্রহী?'

কেভিনের মুখ হাসিতে ভরে উঠলো।

'ঠিক আছে, তাহলে চুক্তিপত্র তৈরি করে ফ্যালো—আমি আমার এজেন্ট আর উকিলকে একটু দেখিয়ে নেবো।'

'মন পালটাবে না তো?'

'না। আমি প্রাণ ঢেলে তোমার আর তোমার প্রসাধনীর জন্য গান গাইবো—কিন্তু আমাকে তোমার অনেক টাকা দিতে হবে।'

'খুশি হয়েই দেবো,' জবাব দিলো কেভিন।

দূরদর্শনে নীলির অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমস্ত দেশজুড়ে দারুণ প্রচার চালালো কেভিন। হলিউড এবং হেলেন লসনকে এক হাত দেখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে পুরো অক্টোবর মাসটা নীলি হোটেলের ঘরে পিয়ানো নিয়েই ডুবে রইলো। নভেম্বরে নির্দিষ্ট দিনের আগের রাত্রে ও তিনটে সেকোন্যাল খেলো। সকাল দশটায় ড্রেস রিহার্সেল, সময় মতোই স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলো ও। প্রথম ঘণ্টাটা প্রসাধনের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করতেই শেষ হয়ে গেলো। সত্যি-কারের মহলা শুরু হলো সাড়ে এগারোটায়। উচ্ছল ভঙ্গিমায় উদ্বোধনী সংলাপটুকু বলে প্রথম গানটা শুরু করলো নীলি। কিন্তু গানটা একটু এগুতেই

পরিচালক চিৎকার করে উঠলেন, 'কাট্‌!' তারপর এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি ভুল ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে গাইছো নীলি।'

'বুঝতে পারলাম না,' নীলি বললো।

'তুমি যখন সংলাপটা বলছিলে, তখন এক নম্বর ক্যামেরাটা ছবি তুলছিলো। কিন্তু গাইবার সময় তোমাকে দ্বিতীয় ক্যামেরার দিকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে।'

'দু নম্বর ক্যামেরা কোনটা?'

'ওই যে, যেটাতে লাল আলো জ্বলছে। গানের প্রথম অংশটা তুমি ওদিকে ফিরে গাইবে। তারপর কোরাসের সময় তিন নম্বর ক্যামেরা—শেষ অংশটার সময় কিন্তু ফের দু নম্বর।'

'এতো ক্যামেরার কি দরকার?'

'শুনে শক্ত মনে হচ্ছে, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। শুধু আলোটার কথা মনে রেখো—যে ক্যামেরায় আলো জ্বলবে, সেটাই ছবি তুলবে। ব্যাস, তাহলে আর ভুল হবে না।'

ফের শুরু করলো নীলি, সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাখলো ক্যামেরাগুলোর দিকে। সবই ঠিক ছিলো, কিন্তু স্বরলিপির একটা জায়গা ও কি করে যেন হারিয়ে ফেললো। পরের বার স্বরলিপির দিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে, তিন নম্বর ক্যামেরার দিকে তাকাতে ভুল হয়ে গেলো ওর। আরও দুটো মহলা হলো। পরিচালক হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, 'নীলি, দু-'-বার তুমি খড়ির গণ্ডি থেকে বাইরে চলে এসেছো। তার মানে ক্যামেরার আওতার বাইরে।'

'কিন্তু গাইবার সময় আমাকে তো হাঁটাচলা করতেই হবে।'

'বেশ তো, তুমি কতটা এগুবে আমাকে বলো—আমি দাগ দিয়ে নেবো···তারপর সেই মতো ক্যামেরা বসাবো।'

'আমি পারবো না। আমার যেমন যেমন মনে হয়, আমি ঠিক তেমনি ভাবে এগুই পেছুই···কোনোবারই এক রকম হয় না। তাছাড়া ক্যামেরা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে—আমি তাতেই অভ্যস্ত।'

'ঠিক আছে, আবার চেষ্টা করো।'

ঘন্টার পর ঘণ্টা মহলা চললো। নীলির মুখের প্রসাধন নষ্ট হয়ে গেলো, মাথার চুল এলোমেলো। পাঁচটার সময় দেখা গেলো, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটা ওরা একবারও পুরোপুরি মহলা দিয়ে উঠতে পারেনি। ডিনারের ছুটি ঘোষণা করা

হলো। পরিচালক নীলির দু-কাঁধে আলতো করে হাত রেখে বললেন, 'ছটার সময় আমরা একবার গোড়া থেকে শেষ অব্দি মহলা দিয়ে নেবো। যে সব জায়গায় ভুল হবে, আমি পরে তোমাকে সেগুলো বলে দেবো। আসল অনুষ্ঠানটার সময় তুমি সেগুলো শুধরে নিও।'

শেষ মহলাটা নীলির কাছে একটা চরম দুঃস্বপ্ন। ক্যামেরার লাল আলোগুলো যেন ক্রমাগত জলে আর নেভে, তীব্র আলোর ঝলকে ঝাপসা হয়ে যায় স্বরলিপির অক্ষরগুলো। চোখ বন্ধ করে গাইলে সুরের অন্তরঙ্গতায় অনিবার্যভাবে গলা পোঁছে যায় নীলির। পরক্ষণেই নিবিড় আতঙ্কে চোখ মেলে তাকায় ও।···কোন্ ক্যামেরাটা? হ্যাঁ, ওই তো···লাল চোখওয়ালা দানবটা—ঠিকই আছে। কিন্তু স্বরলিপি? কোথায় হারিয়ে গেলো লাইনটা? ···পরিচালক গান চালিয়ে যেতে বলছেন। · ওঃ, ঈশ্বর!···যাক্ বাবা, গানটা শেষ হয়েছে। বাঁচা গেলো। কিন্তু এবারে কি? ওই তো, অ্যানি নতুন প্রসাধনীটার সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। এবারে তো নীলির উইংসের দিকে ছুটে যাবার কথা। ওই তো, পরিচারিকা পাগলের মতো ওকে হাত নেড়ে ডাকছে—মাত্র তিন মিনিট সময় তার মধ্যেই নীলিকে পোশাক পালটে নিতে হবে। হায় ভগবান, অ্যানির বলা তো অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে···

'আমি পারবো না, পারবো না···কিছুতেই পারবো না।' চিৎকার করে ওঠে নীলি। 'খড়ির দাগ, ক্যামেরা, পোশাক পালটানো···এসব হাজারটা জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখতে হলে আমি কিছুতেই প্রাণ ঢেলে গাইতে পারবো না। অন্তত এক সপ্তাহের মহলা দরকার।'

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে কেভিন ছুটে এলো। ছুটে এলেন পরিচালকও। দুজনেই বোঝাতে চেষ্টা করেন নীলিকে। অ্যানি ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'ফিলাডেলফিয়ায় হিট দ্য স্কাইযের কথা মনে করে দ্যাখ, নীলি। তখন তুই কিভাবে বিনা প্রস্তুতিতে এগিয়ে এসেছিলি, মনে নেই?'

'তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম,' নীলি ফুঁপিয়ে ওঠে, 'তখন আমার বদনাম হবার ভয় ছিলো না।'

'কিন্তু এ অনুষ্ঠানটা তোকে করতেই হবে, নীলি। এই সময়টার জন্যে অনেকগুলো টাকা দিতে হয়েছে···আর একঘণ্টা বাদে শো।'

'আমি পারবো না!'

'তাহলে আর কোনোদিনও তুমি কাজ পাবে না,' আচমকা পরিচালক বলে উঠলেন।

'কে চায়, টেলিভিশনে কাজ করতে ?'

'শুধু টি ভি নয়—কোনো মাধ্যমেই তুমি কাজ পাবে না।'

'কে বলেছে ?'

'এ এফ টি আর এ। সমস্ত স্বীকৃত ইউনিয়নগুলোই ওদের নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য।'

'আমি হঠাৎ মরে গেলে কি হবে ?'

'দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা হতে পারে বলে আমি আদৌ মনে করি না,' পরিচালকের মুখে শীতল হাসির রেশ।

'হঠাৎ আমাব ল্যারিনজাইটিস হয়েছে—এ রকম একটা ঘোষণা করে দিতে পাবেন না ?' মিনতি জানায় নীলি।

'সে ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের ডাক্তার তোমাকে পরীক্ষা করতে চাইবেন।' পরিচালক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'শোনো নীলি, তোমার হাতে আর এক ঘণ্টা সময় আছে। এখন আর অনুষ্ঠানটার কথাও ভেবো না···সাজঘরে গিয়ে স্রেফ বিশ্রাম নাও।'

· সাজঘরে ঢুকেই হোটেলেব একজন পরিচারককে ফোন করলো নীলি। দশ মিনিট পরেই সে এসে হাজির হলো। বিশ ডলারের একটা নোট আর ছোট্ট একটা শিশি হাত-বদল হয়ে গেলো। শিশিটার দিকে তাকিয়ে নীলি ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমার ছোট্ট লাল পুতুলরা · তোমরাই আমার ভরসা! দোহাই তোমাদের, ভালো করে কাজ করো! তোমাদের সাহায্য করার জন্যে, আমি একঢোকও মদ গিলতে পারবো না—তাহলে ওরা বলবে, আমি মাতাল হযে গিয়েছিলাম।' দ্রুত ছটা বড়ি গিলে নিলো নীলি, 'জলদি কাজ চাই· · আমি কিচ্ছুটি খাইনি—খালি পেটে তোরা তো খুব জলদি কাজ করতে পারিস, পুতুল সোনা।'

দশ মিনিটের মধ্যেই মাথা হালকা হয়ে যাবার সেই পরিচিত প্রতিক্রিয়াটা অনুভব করতে শুরু করলো নীলি। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয়। ওরা কালো কফি গিলিয়ে সহজেই ওকে চাঙা করে তুলতে পারবে। হাতড়াতে হাতড়াতে সিংকের কাছে গিয়ে আরও দুটো বড়ি খেয়ে নিলো ও। 'যা পুতুল সোনা, নীলিকে তোরা একেবারে অসুস্থ করে তোল ' যন্ত্রীদের সুর বাঁধার শব্দ

শুনতে পেলো নীলি। আরও দুটো বড়ি গিলে ফেললো ও। ··অস্পষ্ট ভাবে শুনলো, কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু ততোক্ষণে নীলি ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে গেছে।

দূরদর্শনে ঘোষণা করা হলো, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্তে নীলি ও'হারার অনুষ্ঠানটি প্রচার করা সম্ভব হলো না। কেভিন কোনো মামলা না আনলেও, নেটওয়ার্ক নীলিকে ছেড়ে দিলো না। এক বছরের জন্তে ছায়াছবি, মঞ্চ, নৈশক্লাব এবং দূরদর্শন—সমস্ত মাধ্যমের কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ পেলো ও। খবরের কাগজগুলো নির্দয় আক্রমণ চালালো নীলির ওপরে। ওরা ইঙ্গিত করলো, নীলি তখন মদ খাচ্ছিলো। এবং সবাই একমত হয়ে ঘোষণা করলো, নীলি শেষ হয়ে গেছে।

প্রথমটাতে এই নিয়ে এতোটুকুও চিন্তিত হলো না নীলি। ক্যালিফোর্নিযার ফিরে এলো ও। ওর হাতে অনেক টাকা—এক বছর বসে খাবার পক্ষে যথেষ্ট। একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপরে হয়তো ব্রডওয়েতেই নামবে নীলি। সে একটা মজাই হবে। তখন সবাইকে একেবারে দেখিয়ে দেবে ও! ইতিমধ্যে এখন শুধু খাও যা ইচ্ছে তাই খাও—আর পিও! লাল আর হলদে রঙের সেই আশ্চর্য বড়িগুলোতো আছেই, তারপর আজকাল আবার নীল ডোরা কাটা এক রকমের নতুন বড়িও বেরিয়েছে।

জেনিফার

১৯৫৭

হলিউড সম্পর্কে জেনিফারের মনে এক অদ্ভুত আতঙ্ক। গত বছর সেই ভয়েই আধ শিশি সেকোন্যাল গিলে ফেলেছিলো ও—পেট থেকে সেগুলো পাম্প করে, তবে ওকে বাঁচাতে হয়। ফলে বাধ্য হয়েই ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছিলো ক্লঁদকে, সেঞ্চুরির হয়ে সেবার তাই আর সই করা হয়নি। কিন্তু এ বছর ফের একটা দারুণ প্রস্তাব এসেছে। তিনটে ছবি করলে, আয়কর-বিহীন দশ লক্ষ-ডলার একটা সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়বে! টাকাটা ক্লঁদ

অবশ্যই ওর সঙ্গে ভাগ করে নেবে—কিন্তু তাহলেও পরিষ্কার পাঁচ লাখ ডলার কি কম কথা !…

জেনিফার চুক্তিটা সই করার এক সপ্তাহ পরে একদিন ভোরবেলা ক্লঁদ ওর ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলো।

'এইমাত্র তার পেয়েছি—টাকাটা জমা পড়েছে।'

'আলাদা আলাদা ভাবে ?' জিজ্ঞেস করলো জেনিফার।

'হ্যাঁ, এই যে তোমার নম্বর—ভল্টে রেখে দাও। আমারটা আমার কাছে আছে!' চাদরের তলা থেকে জেনিফারকে টেনে নামিয়ে, জানলাগুলো সপাটে খুলে দিলো ক্লঁদ।

'কি হলো · ক্ষেপে গেলে নাকি ?' জেনিফার অবাক হলো।

'যেখানে আছো, ঠিক ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো—জানলার কাছে।'

সেপ্টেম্বর মাস, কিন্তু পারীর মেঘলা আকাশে সূর্যটা নিতান্তই দুর্বল। ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে উঠছিলো জেনিফার। ক্লঁদ দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'হ্যাঁ, করাতেই হবে।'

'কি করাতেই হবে ?'

'প্ল্যাসটিক সার্জারি—'

'ক্ষেপেছো ?'

ওকে টানতে টানতে আয়নার কাছে নিয়ে এলো ক্লঁদ, 'ত্থাখো, দিনের আলোয় একবার নিজের দিকে তাকিয়ে ত্থাখো।'

'ক্লদ, আমার মুখে সব সময় প্রসাধনের প্রলেপ থাকবে। এভাবে কেউ আমাকে দেখার সুযোগ পাবে নাকি ?'

'হলিউড। মেকআপ ম্যান·· স্টুডিওর হেয়ার ড্রেসার—কথাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে।'

'কিন্তু এখনও আমি একেবারে বুড়ি হয়ে যাইনি। সাঁইত্রিশ বছর বয়সের তুলনায় আমাকে যথেষ্টই সুন্দরী দেখায়।'

'কিন্তু সাতাশ বছরের মেয়ে বলেও তোমাকে মনে হয় না!'

আয়নার দিকে তাকালো জেনিফার। চিবুকের কাছটা সামান্য শিথিল দেখাচ্ছে। খুব একটা নয়·· মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে হাসলেই ওটা উধাও হয়ে যায়। কিন্তু গম্ভীর হয়ে থাকলে, বোঝা যায়। ঠিক রেখা নয়, তবে ত্বকের সেই সতেজ টানটান ভাবটা চলে গেছে। কিন্তু তাই বলে সাঁইত্রিশ বছর.

বয়সে প্ল্যাসটিক সার্জারি ! না, ওতে বড্ড ঝুঁকি ।

'তুমি হলিউডকে নিয়ে অতো ভয় করো না, রুঁদ । আমি আগেও ওখানে ছিলাম ।...ওখানে সবাই সবাইকে ভয় পায় । তার ভেতর থেকে আমি ঠিক বেরিয়ে যাবো ।'

'তুমি শুধুমাত্র 'বেরিয়ে যাবে'—আমি তা চাই না !' রুঁদ ধমকে উঠলো । 'তুমি ইউরোপের আবেদনময়ী দেবী । সমস্ত হলিউড তোমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে । ওরা ওদের মনরো, এলিজাবেথ টেলর—ইত্যাদির মাপে তোমাকে যাচাই করে নেবে ··ওই মেয়েগুলোর বয়েস কম ।'

'আমি লিজ টেলর বা মেরিলিন মনরো নই । আমি জেনিফার নর্থ । আমি—আমিই !'

'তুমি আসলে কি ? একটা মুখ আর একজোড়া মাই ! এই তো তুমি ?' একটু হাসার চেষ্টা করলো রুঁদ. 'ইউরোপে নগ্নদৃশ্যে অভিনয় করে, এমন অনেক অভিনেত্রী আছে । কিন্তু তোমার মধ্যে এমন একটা মিষ্টত্ব, এমন একটা সতেজ ভাব আছে—যা সম্ভবত কোনো ফরাসী মেয়ের মধ্যেই নেই । কিন্তু সেই সতেজভাবটা শুধুমাত্র অল্পবয়সেই ধরে রাখা যায় ।·· তোমার শরীর নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই · ওটা এখনও চমৎকার আছে । কিন্তু তোমাকে দশ পাউণ্ড ওজন কমাতে হবে ।'

'আমি পাঁচফুট ছ ইঞ্চি লম্বা, ওজন একশো আঠারো পাউণ্ড । সেটা যথেষ্টই কম ।·· আমি ওই বড়ি খেয়ে থাকবো না ।'

'না, বড়ি নয় । আমি সব কিছু ঠিক করে ফেলেছি । তুমি ঘুম-আরোগ্যের জন্যে সুইৎজারল্যাণ্ডে যাবে ।'

'ঘুম-আরোগ্য ··সে তো মানসিক রোগগ্রস্তদের চিকিৎসা—তাই নয় কি ?'

'ওজন কমানোর পক্ষেও ওটা খুব ভালো । আমি ওঁদের জানিয়ে দিয়েছি, তুমি দশ পাউণ্ড ওজন কমাতে চাও । ওঁরা আটদিনের জন্যে তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে । ঘুম ভেঙে দেখবে, বিশ্রাম নেবার ফাঁকে তুমি সুন্দরভাবে রোগা হয়ে গেছো । তবে সম্ভবত তোমার মুখের চামড়া তখন আরও একটু শিথিল হয়ে পড়বে । তখন তুমি মুখে প্ল্যাসটিক সার্জারী করাবে ।'

লোজানের পাহাড়ী পথ ধরে যেতে যেতে মারিয়ার কথা মনে পড়ছিলো

জেনিফারের। কতদিন আগেকার সব কথা! তবু সবকিছু একেবারে স্পষ্ট মনে আছে ওর!···

হাসপাতালটা ভারি সুন্দর। একটা ছদ্মনামে ভর্তি হলো জেনিফার। এখানকার মাত্র কয়েকজন লোকই ওর সত্যিকারের পরিচয় জানে। প্রধান চিকিৎসক বললেন, 'কোনো চিন্তা করবেন না—আপনি স্রেফ ঘুমোবেন। তবে আমরা ঘুমের মধ্যেই আপনাকে খাওয়াবো, ঘরের মধ্যে হাঁটাবো, কল-ঘরে নিয়ে যাবো—আপনি কিছুই টের পাবেন না। প্রত্যেক ঘণ্টায় একজন নার্স আপনাকে পাশ ফিরিয়ে দেবে। ঘুম ভেঙে দেখবেন, আপনার দশ পাউণ্ড ওজন কমে গেছে। আট দিনেই হয়ে যাবে!'

একজন পরিসেবিকা হাসিমুখে জেনিফারের হাতে একগ্লাস শ্যাম্পেন তুলে দিলো। একটু একটু করে গ্লাসে চুমুক দিলো জেনিফার। একটু পরেই একজন তরুণ চিকিৎসক এসে ওর নাড়ির গতি এবং রক্তচাপ পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর ওর বাহুতে টুক করে একটা হাইপোডারমিক সূচ ফুটিয়ে দিলেন।·· হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো জেনিফার। ওর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে এখন এক অদ্ভুত অনুভূতি। পায়ের আঙুল থেকে অনুভূতিটা একটু একটু করে ওর সারা পায়ে ছড়িয়ে পড়লো ··ছুটে এলো নিতম্বের দিকে। তারপর আচমকা যেন হাওয়ায় ভেসে উঠলো ওর শরীরটা। আর কিছু মনে নেই জেনিফারের।··· যখন চোখ মেললো, তখন চারদিকে সূর্যের আলো। জেনিফার ভাবলো, ও নিশ্চয়ই সারারাত ধরে ঘুমিয়েছে। · পরিসেবিকা প্রাতরাশ নিয়ে ঢুকতেই মৃদু হাসলো ও, 'ওঁরা বলেছিলেন, আমি নাকি খেতে খেতেও ঘুমোবো। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ জেগে গেছি।'

'কিন্তু আপনি ঘুমিয়েই ছিলেন,' পরিসেবিকার মুখেও মৃদু হাসি।

'কতক্ষণ?'

'আট দিন।'

ধড়ফড় করে উঠে বসলো জেনিফার, 'তার মানে·· '

ঘাড় নেড়ে সায় জানালো মেয়েটি, 'মাদমোয়াজেলের বারো পাউণ্ড ওজন কমে গেছে—একশো ছয়।'

'ইস্, কি মজা!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো জেনিফার।···

প্যারীতে ফেরার পর রুঁশও ওকে দেখে খুশি হয়ে উঠলো। বললো, 'আমি তোমার মুখ মেরামত করার বন্দোবস্ত করে রেখেছি।' এবারে

জেনিফারও আর কোনো আপত্তি করলো না। একসঙ্গে এতোটা ওজন কমানোর জন্যে ওর সৌন্দর্যের বেশ খানিকটা ঘাটতি হয়ে গেছে।···আচমকা ক্লঁদ বললে, 'পোশাক খোলো—'

অবাক হয়ে তাকালো জেনিফার, 'আমাদের মধ্যে সে সমস্ত তো বেশ কয়েক বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে, ক্লঁদ !'

'তোমাকে নিয়ে ধ্যামসানোর কোনো ইচ্ছেই আমার নেই,' ক্লঁদের কণ্ঠস্বরে স্পষ্টই বিরক্তির প্রকাশ। 'আমি দেখতে চাই, ওজন কমানোর জন্যে তোমার শরীরের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না।'

'কিছুই হয়নি,' পোশাক খুলে দাঁড়ালো জেনিফার। 'আর হলেই বা ক্ষতি কিসের ? অ্যামেরিকার ছবিতে আমি তো নগ্ন ভূমিকায় নামতে যাচ্ছি না।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর স্তনদুটিকে দেখলো ক্লঁদ, 'এ দুটো যাতে এমনি আঁটসাঁট থাকে, আমি সে জন্যে তোমাকে একপ্রস্থ হরমোন ইনজেকশন দেওয়াবার বন্দোবস্ত করেছি। মুখের কাটাকুটি সেরে গেলেই ওগুলো দেওয়া হবে।'

'তা, সে সব কোথায় হচ্ছে ?'

'ব্যাপারটা খুব সহজ নয়, তবে বন্দোবস্ত করা গেছে। কাল তুমি ফের ছদ্মনামে ক্লিনিক প্ল্যাসটিক-এ যাবে।'

ক্লঁদ ঠিকই বলেছিলো, ব্যাপারটা খুব একটা সহজ হয়নি। অপারেশনটাই অস্বস্তিকর, সেরে ওঠার সময়টা আরও বিশ্রী। মাঝে মাঝে জেনিফারের সত্যিই ভয় হতো, ও একটা বড রকমের ভুল করে ফেললো কিনা। কিন্তু সেরে ওঠার পর, ভয়টা সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণিত হলো। এখন ওর মুখে কোনো সূক্ষ্মতম রেখারও চিহ্ন নেই, মুখের চামড়া একেবারে সতেজ ও টানটান।

ডিসেম্বরের এক ঝলমলে দিনে আইডল্‌ওয়াইল্ড-এ গিয়ে পেঁৗছলো জেনিফার। সাংবাদিকদের ভিড এবং ফ্ল্যাশ ক্যামেরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সহসা ক্লঁদের প্রতি নিবিড কৃতজ্ঞতা অনুভব করলো ও। লক্ষ্য করলো কয়েকজন মহিলা সাংবাদিক খুব কাছ থেকে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। কিন্তু এসবে এখন আর এতোটুকু ভয় নেই জেনিফারের। ও জানে, ওরা কেউই ওর সত্যিকারের বয়েস ধরতে পারবে না। বস্তুত, প্রত্যেকেই মন্তব্য

করলো—রূপোলি পর্দায় যেমনটি দেখায়, আসলে জেনিফার তার চাইতেও বেশি সুন্দরী।

একটা সপ্তাহ নিউইয়র্কে থেকে অ্যানির সঙ্গে পুরানো বন্ধুত্বটা আবার ঝালিয়ে নিলো জেনিফার। কেভিনের সঙ্গে অ্যানির সম্পর্কের কথা শুনে ও বললো, 'জানো অ্যানি, আমার ধারণা—একটা মেয়ে কাউকে ভালোবাসতে পারে, নয়তো কারুর ভালোবাসা পেতে পারে। কিন্তু একসঙ্গে দুটো পাওয়া প্রায় অসম্ভব।'

'কেন ?'

'তোমার তা জানা উচিত। অ্যালেন তোমাকে ভালোবেসেছিলো, এমন কি বিয়েও করতে চেয়েছিলো। আবার কেভিনও তোমাকে ভালোবাসে। অথচ তুমি অ্যালেনকে ছেড়ে এসেছো, আর কেভিনের সঙ্গেও সম্পর্ক চুকিয়ে দিলে তোমার কিছু এসে যাবে না। কিন্তু লিয়নকে তুমি ভালোবেসেছিলে··· সে তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে পেরেছে।'

'লিয়ন আমাকে ভালোবাসতো,' অ্যানির চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, 'আমি জানি, সে আমাকে ভালোবাসতো।'

'যেমন অ্যালেন জানতো, তুমি তাকে ভালোবাসো। যেমন কেভিন জানে। কেভিন তো এ ব্যাপারে এতোই নিশ্চিত যে বিয়ের কথাটাও তার মনে আসে না।·· অ্যানি, তুমি যদি সত্যিই মনে করো, কেভিন তোমাকে ভালোবাসে—তাহলে এমন কিছু করো যাতে সে তোমাকে বিয়ে করে। কারুর ভালোবাসা পাওয়া বড়ো দুর্লভ·· আমি কোনোদিনও তা পাইনি।'

'ও কথা বোলো না জেন—সমস্ত ইউরোপ তোমাকে ভালোবাসে · এখন তো আবার অ্যামেরিকাকেও পেয়েছো !'

'ওরা আমার মুখ আর শরীরটাকে ভালোবাসে—আমাকে না !' কাঁধ ঝাঁকায় জেনিফার, 'হয়তো আমাকে ভালোবাসা যায় না !'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, জেন···সত্যিই ভালোবাসি।'

'জানি।' আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকায় ও, 'তুমি কেভিনকে পেয়েছো, আর আমি পেয়েছি হলিউডকে।'

'কিন্তু তোমার সফলতা তো তুমি উপভোগ করছো, তাই নয় কি ?'

'মাঝে মাঝে। কিন্তু এ কাজটাকে আমি ঘেন্না করি। আমি ষোলআনা অভিনেত্রী নই। চিরদিনই আমি অন্তের খ্যাতির অংশীদারত্ব পেয়েছি—

প্রথমে গ্রিলের, তারপর টনির। আর এর সবটুকু মিলে একটাই অর্থ দাঁড়ায় ··· গ্রিল, টনি বা আমার উন্নতি—এর কিছুই ঠিক আমি অর্জন করিনি। আমার মুখ আর আমার শরীরই আমার হয়ে ওগুলো অর্জন করেছে।·· ওহ্ ঈশ্বর, আমাকে কেউ যদি শুধু একটু ভালোবাসতো···তাকে আমি নিজের জীবনটাই বিলিয়ে দিতাম···'

'তুমি যদি সত্যি তাই চাও জেন, তাহলে নিশ্চয়ই পাবে।'

হাত বাড়িয়ে অ্যানির হাতটা আঁকড়ে ধরে জেনিফার, 'সেই প্রার্থনাই করো, অ্যানি। এই নোংরা প্রতিযোগিতার জীবন থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চাই। আমি এমন একজন পুরুষ মানুষকে চাই, যে আমাকে ভালোবাসবে · আমি সন্তান চাই।'

অ্যানি

১৯৬০

উনিশ শো ষাট সালের বসন্তে কেভিন গিলমোরের ওপরে একটা বড়ো রকমের হৃদরোগের আক্রমণ হয়ে গেলো। দু সপ্তাহ নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ হয়ে একটা অক্সিজেন তাঁবুর মধ্যে পড়ে রইলো মানুষটা। কিন্তু কথা বলার মতো শক্তি সঞ্চয় করেই সে অ্যানির দিকে হাত বাড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমাকে কথা দাও, অ্যানি। বলো, আমি ভালো হয়ে উঠলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

এর আগে অ্যানি যতোবারই বিয়ের প্রসঙ্গ তুলেছে, ততোবারই কথাটা এড়িয়ে গেছে কেভিন। বলেছে, 'আমার বয়েস এখন সাতান্ন। আমার ছেলে যথেষ্ট বড়ো হয়েছে, মেয়ে বিবাহিতা—দুবছরের একটি নাতিও আছে। ইভলিনের সঙ্গে পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবন কাটিয়ে, ও মারা যাবার এক বছর বাদে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়। এখন তোমাকে বিয়ে করে, নাতির চাইতে বয়সে ছোট কোনো সন্তানের বাবা হওয়া—ভালো দেখাবে কি?'

পুরনো দিনের কথা মনে করে, জোর করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুললো অ্যানি, 'কথা বোলো না, কেভিন। ভালো করে বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠো।'

কেভিনের দু চোখ জলে ভরে ওঠে, 'আমি জানি অ্যানি, তুমি সন্তান চাও। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে! সেটা ছাড়া, আমি তোমাকে আর সমস্ত কিছুই দেবো। ব্যবসাটা বিক্রি করে দিয়ে দুজনে মিলে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াবো। শুধু বলো, তুমি আমাকে বিয়ে করবে··কোনোদিনও আমাকে ছেড়ে যাবে না!'

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় অ্যানি, 'ঠিক আছে—এবারে একটু বিশ্রাম নাও তো—'

'অ্যানি·· হয়তো বহুদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আর কোনো যৌন সম্পর্ক হবে না ··হয়তো কোনো দিনই হবে না!'

'ওই নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না, কেভিন।'

'আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলবো,' কেভিন ফোঁপাতে শুরু করে, 'আমি জানি, আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলবো!'

সচেষ্ট প্রয়াস সত্ত্বেও অ্যানির মনটা কেমন যেন বিমুখ হয়ে ওঠে। অসুস্থতার কি সাংঘাতিক ক্ষমতা—মানুষের সমস্ত ব্যক্তিত্ব কিভাবে লুট করে নেয়। তবু আলতো হাতে কেভিনের গায়ে চাপড় মারে ও, 'আমি তো মরে কাছেই থাকবো কেভিন ·কথা দিচ্ছি।'

আগস্টের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলো কেভিন। হ্যাঁ, অ্যানিকে সে অবশ্যই বিয়ে করবে। কারণ মাঝে মাঝে একা থাকতে তার বড়ো ভয় হয়। কারণ হঠাৎ রাত্রিবেলা যদি একটা কিছু হয়ে যায়·

'ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই ব্যবসাটা থেকে আমি বিদায় নেবো, অ্যানি! তারপর বিয়ে···গোটা দুনিয়ায় ঘুরে ঘুরে মধুচন্দ্রিমা যাপন। ··হ্যাঁ, আমরা স্পেনেও যাবো। নীলিকে আমরা খুঁজে বের করবোই—তুমি দেখে নিও'

নীলির জন্যে সব সময় ভীষণ চিন্তা হয় অ্যানির। দূরদর্শনের সেই বিশ্রী ঘটনার পর, একটা বছর ও বসে বসেই কাটিয়ে দিলো। তারপরেই শোনা গেলো, একটা নামকরা স্টুডিওর একটা বড়ো মাপের রঙীন ছবিতে অভিনয় করার জন্যে নীলি সই করেছে। চারদিকে সাড়া পড়ে গেলো, নীলি ও'হারা ফিরে এসেছে! কিন্তু কয়েক সপ্তাহ ছবি তোলার পরেই যথারীতি গুজব শোনা যেতে লাগলো—নীলি ছবি তোলার কাজ পেছিয়ে দিচ্ছে·· নীলির ওপরে ভরসা রাখা চলে না···নীলির ল্যারিনজাইটিস হয়েছে! অবশেষে একদিন বোমাটা ফাটলো—পাঁচ লক্ষ ডলার ক্ষতি স্বীকার করেও

ছবিটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।···দশ দিন বাদে কোনো কিছু না জানিয়ে, হঠাৎ অ্যানির ফ্ল্যাটে এসে উঠলো নীলি। হাতে টাকা-পয়সা কিছু নেই—তবে ওর উকিল ওর বাড়িটা বিক্রি করার বন্দোবস্ত করছেন, তখন অনেক-গুলো টাকা পাবে ও।·· ক্রমে মাসের পর মাস গড়িয়ে চলে। দিন-রাত্তির ঘুমের বড়ি খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকে নীলি। আর নয়তো মদ গিলতে গিলতে হলিউডকে খিস্তি দেয়। বাধ্য হয়ে ওকে একটা হোটেলে নিয়ে তুললো কেভিন। এখানে তার অতিথি হিসেবে ও যদ্দিন খুশি থাকতে পারে।·· কিন্তু বাড়ি বিক্রির টাকাটা হাতে পেতেই আচমকা একদিন রহস্যজনক ভাবে হোটেল থেকে উধাও হয়ে গেলো নীলি। কয়েক সপ্তাহ বাদে গ্রীনউইচের একটা গ্রামের থানায় শান্তি ভঙ্গ করার অভিযোগে ওকে গ্রেফতার করা হয়। তখন খবরের কাগজে ওর যে ছবি বেরুলো, তা দেখে নীলিকে প্রায় চেনাই যায় না—মোটা, মুখে কালিঝুলির দাগ, চোখ লাল, চুলগুলো চোখে এসে পড়েছে।···খবরটা পেয়েই অ্যানি ছুটে গেলো ওর কাছে। নীলি তখন লোয়ার ফিফথ্ এভিন্যুর একটা কেতাদুরস্ত বাড়িতে মাথা গুঁজে থাকে। ঘরের মধ্যে হুইস্কির অজস্র খালি বোতল·· অধিকাংশ আসবাবপত্রই ভাঙা-চোরা, সিগারেটে পুড়ে যাবার দাগ। বললো, 'আমাকে তোমার কাছে গিয়ে থাকতে দাও, অ্যানি। আমার অনেক টাকা। কিন্তু আমি একা থাকতে পারিনে।'

'কিন্তু তোর নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে হবে, নীলি।' অ্যানি বললো, 'আমি তোর এজেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি। এখনও তুই একটা বিরাট নাম—তুই ব্রডওয়েতে অভিনয় করতে পারিস।'

'না, ওরা আমাকে ভয় পায়···আমার ওপরে নাকি ভরসা রাখা চলে না।'

'তুই প্রমাণ করে দে, তা সত্যি নয়।'

'আমি আর গাইতে পারি না, অ্যানি···আমার গলা নষ্ট হয়ে গেছে।'

'এভাবে বাস করে কেউ গান গাইতে পারে না। তাছাড়া তোর অতো সিগারেটও খাওয়া উচিত নয়। শোন, কয়েকটা দিন হাসপাতালে···'

'না। ডাক্তার গোল্ডও আমাকে কয়েকটা দিন কনেকটিকটের একটা হাসপাতালে গিয়ে থাকতে বলেছিলেন। মাসে হাজার ডলার করে পড়বে। কিন্তু ওটা পাগলের হাসপাতাল। আমি তো পাগল নই—শুধু অসুখী।'

'মানলাম। কিন্তু একটা সাধারণ হাসপাতালে তো থাকতে পারিস। ওরা তোর বড়ি গেলার অভ্যেসটা ছাড়িয়ে দেবে…'

'না! আমাকে তোমার সঙ্গে গিয়ে থাকতে দাও। আমি ভালো হয়ে যাবো! আর বড়ি খাবো না · প্রতিজ্ঞা করছি।'

এ ধরনের প্রতিজ্ঞা আগেও শুনেছে অ্যানি। তবু কথা দিলো, প্রস্তাবটা ও ভেবে দেখবে।…সেদিন রাত্রেই আবার উধাও হয়ে গেলো নীলি। প্রথমে লণ্ডনে তারপর স্পেনে। স্পেনে ও একটা ছবিও করলো, কিন্তু সে ছবি কোনোদিনও মুক্তি পেলে না। তারপর আস্তে আস্তে খবরের জগৎ থেকে মুছে গেলো নীলি। অ্যানির লেখা চিঠিগুলো 'সন্ধান পাওয়া যায়নি' ছাপ বুকে নিয়ে, ফের ওর কাছেই ফিরে আসতে লাগলো। নীলি যেন স্রেফ উবে গেলো দুনিয়া থেকে।

জেনিফার

১৯৬০

নভেম্বরের শেষাশেষি আচমকা নিউইয়র্কে এসে হাজির হলো জেনিফার। ওর টেলিফোন পেয়ে অ্যানি একেবারে অবাক!

'তোমার সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার,' জেনিফারের কণ্ঠস্বরে আগ্রহের সুর। 'আমি শেরিতে আছি।'

'আমি এক্ষুণি যাচ্ছি', অ্যানি বললো। 'কি ব্যাপার বলো তো? খারাপ কিছু নয় তো?'

'না, সব কিছু একেবারে ঠিক! পত্রিকায় পড়লাম, কেভিন ব্যবসাটা বিক্রি করে দিচ্ছে। তা বিয়েটা কবে?'

'আমরা চেষ্টা করছি যাতে ফেব্রুয়ারীর পনেরো তারিখে হয়।'

'ভালোই, হয়তো দুটো উৎসবই একসঙ্গে হবে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই·· অ্যাঁ?…তুমি কি বললে, জেন?'

'চলে এসো! আমি একটা হোটেল থেকে ফোনে কথা বলছি—সে খেয়াল আছে?'

অ্যানি যখন হোটেলে গিয়ে পৌঁছলো, জেনিফার ততক্ষণে অপেক্ষা করতে

করতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বললো, 'আমি স্যাণ্ডুইচ আর কোক আনিয়ে রেখেছি। পুরনো দিনের মতো দিব্যি জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। কিন্তু তোমার হাতে সময় আছে তো?'

'পুরো বিকেলটাই আছে। কিন্তু মানুষটি কে, জেন?'

'উইনস্টন অ্যাডামস্।'

'তার মানে সিনেটর অ্যাডামস্?' বিস্ময়ে প্রায় ফেটে পড়ে অ্যানি।

'হ্যাঁ গো,' সারা ঘরে মনের আনন্দে নেচে বেড়াতে থাকে জেনিফার। 'প্রবীণ সিনেটার, সোস্যাল রেজিস্টার, কোটিপতি, শ্রীযুক্ত উইনস্টনঅ্যাডমস!'

'কিন্তু ব্যাপারটা এমন গোপন করে রেখেছো কেন? উনি তো বিবাহিত নন?'

'এবারে আব গোপন থাকবে না। গত সপ্তাহে ওর স্ত্রীর দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী গেলো। ওর ধারণা, এর মধ্যে খবরটা চাউর হয়ে গেলে ঠিক ভালো দেখাতো না।·· জানো অ্যানি, ও সত্যিই আমাকে ভালোবাসে · শুধু আমার শরীরটাকে নয। আর কি লাজুক মানুষটা! প্রথমে তো আমাব বুক ছুঁতেই ওর কি ভয়! তারপরে আমি অবিশ্যি সব কিছু শিখিযে পডিযে নিযেছি। আর এখন? বাব্বা ··'

'বিয়েটা কবে করছো?'

'আজ আমরা থিয়েটার দেখে, ট্যুয়েন্টি ওয়ানে সিনেটর বেলসন আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একটা পার্টিতে যাচ্ছি।·· সম্ভবত কালকের পত্রিকাতেই খবরটা বেরিয়ে যাবে·· উইনও লাজুক ভাবে স্বীকার করবে, আমবা বিয়ের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

'তাহলে তোমাদের সঙ্গে হয়তো ওখানে দেখা হবে। কেভিনের ব্যবসাটা যারা কিনছে, তাদের সঙ্গে আমাদেরও ওখানে পার্টি আছে।' মৃদু হাসলো অ্যানি।

সেদিন রাতে ফের দেখা হলো ওদের। জেনিফার খুশিতে ঝলমল করছে— দেখে মনেই হয় না, ওর বয়েস চল্লিশ বছর। উইনস্টন অ্যাডামস দীর্ঘদেহী পুরুষ, মাথায় ধূসর রঙের কদমছাট চুল, ভুঁড়ির চিহ্নমাত্র নেই। পরিচয় আদান-প্রদানের পর উনি অ্যানির দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'টি-ভিতে প্রায়ই দেখি বলে মনে হচ্ছে, আপনাকে আমি চিনি। তাছাড়া জেনিফার অবিশ্যি সব সময়েই আপনার কথা বলে।'···

অ্যানি লক্ষ্য করলো, জেনিফারের চোখ সর্বদা সিনেটরের দিকে স্থির হয়ে রয়েছে। প্রেমময় দুটি চোখ। ওকে হিংসে হলো অ্যানির। কেভিনের দিকে তাকালো ও। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মানুষটা সেরে উঠেছে। ভারি সদাশয় আর ভালোমানুষ ওই কেভিন। অথচ ওর জন্যে অ্যানির মনে কোনো অনুভূতির রেশ নেই কেন?

পরের দিন প্রতিটি পত্রিকার প্রথম পাতায় জেনিফারের খবর বেরুলো। সিনেটর অ্যাডামসও স্বীকার করেছেন, উনিশশো একষট্টির প্রথম দিকেই ওঁদের বিয়ে হচ্ছে। সারা দেশে উত্তেজনা আর আবেগের তুফান ছড়িয়ে শেষতম ছবিতে অভিনয় করার জন্যে হলিউডে ফিরে গেলো জেনিফার।

১৯৬১

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে নিউইয়র্কে ফিরে এলো জেনিফার। অ্যানি ওর সঙ্গে বিয়ের পোশাক কিনতে গেলো। কিন্তু দোকানে গিয়েই হঠাৎ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো জেনিফার। ওর সমস্ত মুখ যন্ত্রণায় পাণ্ডুর, চোখদুটি বিস্ফারিত। অস্ফুট স্বরে বললো, 'অ্যানি · তোমার কাছে অ্যাসপিরিন আছে?'

দোকানী মেয়েটি এক ছুটে অ্যাসপিরিন আনতে চলে গেলো। কুর্সীতে বসে ম্লান হাসলো জেনিফার, 'এ একটা অভিশাপ। উত্তেজনার জন্যে ব্যথাটা এবারে একটু তাড়াতাড়ি এসেছে।·· ভীষণ কষ্ট হয়!'

একটু স্বস্তি পেলো অ্যানি, 'তুমি আমাকে সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে কিন্তু।'

'এখন চলে গেছে,' জেনিফার সিগারেট ধরালো। 'তবে যন্ত্রণাটা বড়ো বীভৎস। কে জানে, প্রসবযন্ত্রণা হয়তো অনেকটা এ রকমই।'

দোকানী মেয়েটি অ্যাসপিরিন নিয়ে এলো। · পছন্দ মতো তিনটে পোশাক কিনে বেরিয়ে এলো ওরা।

পরে, পাম কোর্টে বসে পান করতে করতে অ্যানি কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলো, 'শেষবার কবে তুমি ডাক্তার দেখিয়েছিলে, জেন?'

'চার বছর আগে,' জেনিফারকে চিন্তিত দেখালো, 'সুইডেনে শেষবার পেট খসানোর সময়। ডাক্তার বলেছিলেন, আমার স্বাস্থ্য পাথরের মতো শক্ত।'

'তা হলেও, আর একবার দেখিয়ে নিতে কোনো ক্ষতি নেই। আমার ডাক্তারটি খুবই ভালো।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো জেনিফার, 'বেশ।'

'কদ্দিন ধরে এমন হচ্ছে?' পরীক্ষা শেষ করে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার গ্যালেনস।

'কয়েক মাস হলো। আসছে সপ্তাহে আমার বিয়ে। কিন্তু তার আগে আমি নিশ্চিত হতে চাই,.আমার কল-কব্জাগুলো সব ঠিকঠাক আছে। কারণ বিয়ের পরেই আমি সন্তানের মা হতে চাই।'

ঘাড় নাড়লেন ডাক্তার, 'সিনেটর কি এখন এখানে আছেন?'

'না, ওয়াশিংটনে। উনি আসছে সপ্তাহে আসবেন।'

'তাহলে আপনি বরঞ্চ আজ রাতেই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান।'

'আজ রাতেই?' সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললো জেনিফার, 'ব্যাপারটা কি খুব খারাপ কিছু?'

'মোটেই না। আসছে সপ্তাহে আপনার বিয়ে, নয়তো আমি আপনাকে পরের ঋতুস্রাব অব্দি অপেক্ষা করতে বলতাম। আপনার জরায়ুতে কতক-গুলো ছোটছোট গুটি হয়েছে। খুবই সাধারণ ব্যাপার। আজ রাতে আপনি ভর্তি হলে, কাল আমরা ওগুলোকে সাফ করে দেবো—পরের দিনই আপনি হাসপাতাল থেকে চলে আসবেন।'

ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে অ্যানিই ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলো।···পরের দিন জেনিফারকে ওরা যখন ওপরে নিয়ে গেলো, অ্যানি অপেক্ষা করে রইলো ফাঁকা ঘরটাতে। রোগটা তেমন সাংঘাতিক কিছু নয় বলে খানিকটা স্বস্তি লাগছিলো ওর। জেনিফার ভীষণভাবে একটা বাচ্চা চায়। আশ্চর্য···টনির বাচ্চাটাকে ও যে কেন নষ্ট করে ফেললো, সে কথা এতো অন্তরঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও অ্যানিকে ও আজও বলেনি। এক ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার গ্যালেনস নেমে এলেন। তাঁকে দেখেই একটা নাম না জানা আশঙ্কায় অ্যানির সমস্ত অন্তর ভরে উঠলো। 'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করলো ও।

'আমি যা বলেছিলাম, ঠিক তাই।' ডাক্তার বললেন, জরায়ুতে সামান্য কয়েকটা গুটি ছিলো। কিন্তু বুকের স্পন্দন পরীক্ষা করার সময় অ্যানেসথেটিস্ট লক্ষ্য করেন, ওঁর বুকে আখরোটের মতো একটা মাংসপিণ্ড রয়েছে। ওটা বের

করে, আমি সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেছি।··· অ্যানি, ওটা খুব মারাত্মক জিনিস। আসছে কালই ওঁর ওই স্তনটা কেটে বাদ দিতে হবে।'

আতঙ্কে হিম হয়ে উঠলো অ্যানি, 'হে ঈশ্বর, কেন এমন হলো?' দুগাল বেয়ে অশ্রু নেমে এলো ওর, 'আপনি ওকে বলুন···আমি পারবো না··· কিছুতেই পারবো না!'

বহু প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে চোখ মেললো জেনিফার। ওর কপালে আলতো করে হাত রাখলেন ডাক্তার গ্যালেনস, 'আপনার বুকে যে একটা মাংসপিণ্ড দানা পাকিয়ে রয়েছে, তা আমাকে বলেননি কেন?'

সহজাত প্রবৃত্তিবশেই বুকের দিকে হাত নেমে যায় জেনিফারের, একটা ছোট্ট ব্যাণ্ডেজের অস্তিত্ব অনুভব করে ও।

'ওটা আমি বের করে ফেলেছি।' ডাক্তার গ্যালেনস প্রশ্ন করলেন, 'ওটা কদ্দিন ধরে ছিলো?'

'জানি না···' ফের ঘুম পায় জেনিফারের, 'বোধহয় বছর খানেক···বেশিও হতে পারে।'

'আপনি ঘুমোন। পরে আমরা ওই ব্যাপারে কথা বলবো।'

অস্পষ্ট চেতনার গভীরেও এক নিবিড় আতঙ্ক অনুভব করে জেনিফার। ডাক্তারের একটা হাত সজোরে আঁকড়ে ধরে ও, 'পরে···কি বলবেন?'

'আমার আশঙ্কা, কালকেও আপনাকে ফের এখানে নিয়ে আসতে হবে··· আরও একটু কাটাকুটি করতে হবে।'

'কাটাকুটি? কি রকম?'

'ম্যাসটেকটমি করতে হবে। ডাক্তার রিচার্ডস আমাদের সেরা সার্জেনদের মধ্যে একজন। উনিই কাজটা করবেন।'

'ম্যাসটেক · সেটা কি?'

'আপনার স্তনটা কেটে বাদ দিতে হবে, জেনিফার। টিউমারটা মারাত্মক ধরনের ছিলো।'

'না। · কিছুতেই না···কক্ষনো না!' ধড়ফড় করে উঠে বসার চেষ্টা করতেই জেনিফারের মাথাটা ঘুরে ওঠে, ফের এলিয়ে পড়ে ও। ওর হাতে কি যেন একটা ইনজেকশন ফুটিয়ে দেওয়া হয়। আবার ঘুমিয়ে পড়ে জেনিফার। কিন্তু ঘুম ভেঙেই নার্সের হাতটা আঁকড়ে ধরে ও, 'আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, তাই না?

…উনি আমার বুকের সম্পর্কে যা বলছিলেন, সবই স্বপ্ন তো ? বলুন না…'

'একটু শান্ত হয়ে থাকুন,' কোমল স্বরে জবাব দেয় নার্সটি।

মহিলার মুখে সহানুভূতির ছায়া দেখতে পায় জেনিফার। তাহলে ওটা স্বপ্ন নয় ! হে ঈশ্বর, ওটা তাহলে সত্যি !

অ্যানি যখন হাসপাতালে এলো, জেনিফার তখন সম্পূর্ণ সজাগ। অ্যানির হাতটা জড়িয়ে ধরলো ও, 'ডাক্তার গ্যালেনস উইনকে ফোন করেছেন। ও আসছে।'

'উনি কি তাঁকে কিছু বলেছেন ?' জানতে চাইলো অ্যানি।

জেনিফার মাথা নাড়লো, 'আমি বারণ করে দিয়েছিলাম। ভাবছি, কথাটা আমিই বলবো।' হঠাৎ বিছানা থেকে এক লাফে নেমে পড়লো ও।

'কি হলো ?' অ্যানি সচকিতা হয়ে উঠলো।

'আমি এখান থেকে চলে যাবো—এক্ষুণি।'

ওর হাতটা আঁকড়ে ধরলো অ্যানি, 'জেনিফার, তুমি কি পাগল হয়েছো ?'

'না…ওরা আমার শরীরটাকে বিকৃত করে দিতে পারবে না।…উইন তাহলে কেন আমার কাছে আসতে চাইবে ?'

'তুমিই তো বলেছো, উনি তোমাকে ভালোবেসেছেন—তোমার বুক-জুটোকে নয়। তা হলে ?'

'আমি কিছুতেই এখানে থাকবো না।' আলমারি থেকে পোশাকগুলো টেনে নামাতে থাকে জেনিফার, 'উনি ক্যানসারটাকে কেটে বাদ দিয়েছেন—কিন্তু বুকটাকে আমি কিছুতেই বাদ দিতে দেবো না।'

'কিন্তু জেন, সেটাই নিশ্চিন্ত হবার একমাত্র পথ ! নয়তো ক্যানসার অন্য বুকটাতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

'আমি তাতে পরোয়া করিনে ! উইনকে আমি কোনো সন্তান দিতে পারবো না—সেটাই যথেষ্ট বিশ্রী ব্যাপার। কিন্তু বিকলাঙ্গ হয়ে আমি কিছুতেই ওর কাছে যাবো না।'

'এভাবে এখান থেকে চলে যাওয়াটা কিন্তু আত্মহত্যার সামিল হবে। তাছাড়া এর সঙ্গে সন্তানের কি সম্পর্ক ?'

'ডাক্তার গ্যালেনস বলেছেন, আমার পক্ষে অন্তঃসত্ত্বা হওয়া চলবে না। বুকের সঙ্গে ডিম্বকোষের সরাসরি যোগাযোগ আছে। অন্তঃসত্ত্বা হলে, সেখানেও

ক্যানসার হতে পারে। উনি বলেছেন, অপারেশন হয়ে যাবার পর আমার সন্তান ধারণের ক্ষমতা নষ্ট করে দেবার জন্যে উনি আমার ডিম্বকোষে এক্স-রে চিকিৎসা চালাবেন। তাহলে উইনকে দেবার মতো আমার আর কি থাকবে, অ্যানি? সন্তানও নয়···শুধু একটা বিকৃত শরীর···'

'কিন্তু উনি তো তোমাকে চান! তুমিই বলেছো, তোমার শরীরটা ওর কাছে বড়ো কথা নয়। আর সন্তান চাইলে, তোমরা দত্তক নিতে পারো।'

আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসে জেনিফার, 'জানো অ্যানি, মজার কথা হচ্ছে—এতোদিন ক্যানসার বলতে আমি বুঝতাম, সাংঘাতিক একটা আতঙ্ক ···মৃত্যু। আজ আমারই ক্যানসার হয়েছে! আর সব চাইতে মজার কথা হচ্ছে, সে জন্যে আমার এতোটুকুও ভয় লাগছে না—এটা যদি আমার মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে দাঁড়ায়···তবুও না। আমার যতো ক্ষোভ, তা শুধু উইন আর আমার মিলিত জীবন নিয়ে—আমার দেহটা বিকৃত হয়ে যাবে···ওকে আমি সন্তান দিতে পারবো না!'

'মোটর দুর্ঘটনায় অনেকের মুখ পর্যন্ত বিকৃত হয়ে যায়। অনেক মেয়েরই মেয়েদের মতো বুক থাকে না।···নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো জেন, উইনকে বিশ্বাস করতে শুরু করো।'

'বেশ,' ম্লান হাসলো জেনিফার।' 'কিন্তু আমার ইচ্ছে, উইনকে আমি যখন কথাটা জানাবো, তখন আমাকে সব চাইতে বেশি সুন্দর দেখাবে।' হাসপাতালের পোশাকটা ছেড়ে একটা পাতলা রাত্রিবাস পরে নিলো ও। তারপর চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললো, 'তুমি আমার প্রসাধনের জিনিস-পত্রগুলো নিয়ে এসো, অ্যানি।'

উইনস্টন অ্যাডামস যখন হাসপাতালে এসে পৌঁছুলেন, তখন জেনিফারের শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি পুরোপুরি চিত্রতারকাদের মতো। ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলেন উইনস্টন, 'ওহ্ ঈশ্বর, আমি তো ভয়ে প্রায় মরে গিয়েছিলাম—আর কি! ডাক্তারবাবু ফোনে বললেন, তোমাকে একটা অপারেশন করা দরকার। এমন ইঙ্গিতও দিলেন যে, বিয়েটা হয়তো স্থগিত রাখতে হতে পারে। অথচ এখন দেখছি, তোমাকে কি সুন্দরই না লাগছে!···অপারেশনটা কি ধরনের, সোনা?'

'খুবই সাংঘাতিক,' সরাসরি ওঁর দিকে তাকালো জেনিফার। 'আমি

কোনোদিনও সন্তানের মা হতে পারবো না…আর আমি…'

'ব্যাস··আর একটি কথাও নয়।' মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন উইনস্টন, 'সত্যি কথা বলতে কি, এ বয়সে আমার আর সন্তান লাভের কোনো বাসনাই নেই। কিন্তু তুমি সন্তান চাও বলেই আমি এমন ভান করতাম, যেন সেটা খুবই জরুরী।…আমি শুধু তোমাকেই চাই, সোনা…তুমি কেন বোঝো না··'

ওঁকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে জেন, 'ওহ্, উইন!' দুচোখ বেয়ে জল নেমে আসে ওর।

জেনিফারের চুলে হাত বুলিয়ে দেন উইনস্টন, 'তুমি কেন বোঝো না, তোমার জন্তেই আমি সবেমাত্র বেঁচে থাকতে শুরু করেছি? আমি শুধু তোমাকে চাই··শুধু তুমি··শুধু তুমি—' জেনিফারের ঘাড়ে চুমু দেন উইনস্টন, সোহাগী হাত বুলিয়ে দেন ওর স্তন দুটিতে, 'এরাই আমাব সন্তান—এই দুটো। প্রতিটা রাত্রে আমি এদের গভীরে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকতে চাই··' আঙুলে ব্যাণ্ডেজের ছোঁয়া লাগতেই থমকে যান উইনস্টন, 'এ কি? ওবা আমার একটা ছোট্ট সোনাকে কি করেছে?'

জেনিফারের মুখের হাসি হিমস্তব্ধ হযে যায়, 'ও কিছু নয় ছোট্ট একটা গোটা হয়েছিলো।'

'কেনো দাগ থাকবে না তো!' সত্যিকারের আতঙ্কিত হযে ওঠেন উইনস্টন।

'না গো, না—ওরা ওটাকে সূচ দিযে বের করে নিয়েছেন। কোনো দাগ থাকবে না।'

'তাহলেই হলো। ওরা তোমার ডিম্বকোষটা বের করে নিক—তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ সেটা তুমি নও·সেটা আমি কোনোদিনও দেখিনি। কিন্তু আমার এই সোনাদুটোর ওপরে কোনো হামলা করা চলবে না…' ফের ওর স্তন দুটিতে হাত বোলাতে থাকেন উইনস্টন। 'আচ্ছা, ফোনে ডাক্তারের গলা অতো গম্ভীর শোনালো কেন? উনি আমাকে কোনো কথাই ভাঙলেন না—শুধু তাড়াতাড়ি চলে আসতে বললেন।'

'উনি…উনি জানতেন, আমি সন্তান চাই—আর··'

'তাহলে আমাকে বললেন না কেন যে তোমাকে হিস্টারেকটমি করা দরকার? ঘাড় নাড়েন উইনস্টন, 'সব ডাক্তাররাই এক—কেউ একবারেই সব-

কিছু স্পষ্ট করে বলেন না।···যাক্, এবারে আমি নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যেতে পারি। শুক্রবারের আগে আর আসতে পারবো না।' একটা নম্বর লিখে দিলেন উনি, 'অ্যানিকে বোলো, অপারেশন হয়ে যাবার পরেই যেন আমাকে এই নম্বরে ফোন করে। আমি ওখানে না থাকলেও, ওরা আমাকে খবরটা পৌঁছে দেবে।'

দরজার কাছে গিয়ে আবার জেনিফারের দিকে ফিরে তাকালেন উইনস্টন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, জেনিফার···শুধু তোমাকেই। তুমি তা বিশ্বাস করো, তাই না?'

জেনিফার মৃদু হাসলো, 'হ্যাঁ, উইন—আমি তা জানি '

উইনস্টন চলে যাবার অনেকক্ষণ পরেও হাসিটা ওর মুখে হিমস্তব্ধ হয়ে রইলো।

রাত তিনটের সময় বিছানা থেকে নেমে এসে নিঃশব্দে দরজা খুললো জেনিফার। বারান্দায় টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে, কিন্তু বৈদ্যুতিক খাঁচাটার সামনে একজন নার্স। দরজা ভেজিয়ে দ্রুত পোশাক পরে নিলো জেনিফার। তারপর দেয়ালে পিঠ রেখে পা টিপে টিপে এগিয়ে এলো ঠাণ্ডা-জলের যন্ত্রটার কাছ অব্দি। জোরালো আলোর নিচে বসে নার্সটা একমনে খাতা লিখছে। ওকে না পেরিয়ে, বৈদ্যুতিক খাঁচাটার কাছে যাবার কোনো পথ নেই। নার্সটা যতোক্ষণ কোনো কাজে না উঠছে, ততোক্ষণ এখানেই লুকিয়ে থাকতে হবে ওকে। ওহ্ কি গরম! জেনিফারের ঘাড় বেয়ে ঘাম নেমে এলো।· বিশাল ঘড়িটা একটানা টিকটিক করে বেজে চলেছে, নার্সটাও লিখে চলেছে অন্তহীনভাবে।· যাক্, বাঁচা গেলো। একজন রোগী ঘন্টি বাজাচ্ছে। কিন্তু নার্সটা তেমনি ভাবেই লিখে চলেছে। কালা নাকি? আবার বাজলো ঘণ্টাটা। আবার। আলস্যভরে উঠে দাঁড়িয়ে তীর চিহ্নিত ঘরের নম্বরটা দেখে নিলো নার্সটি, তারপর এগিয়ে গেলো হলঘর দিয়ে।

নার্সটি একটা ঘরে ঢুকতেই দ্রুত পায়ে বৈদ্যুতিক খাঁচাটার কাছে ছুটে এলো জেনিফার। না—ওটা আসতে অনেক দেরি হতে পারে! সিঁড়ি··· ছুটতে ছুটতে আট সারি সিঁড়ি নেমে এলো ও। ভয়ে ভয়ে পেছনে ফিরে দেখলো একবার · না, কেউ ওকে লক্ষ্য করেনি। বৈদ্যুতিক খাঁচাটার চালক সিগারেট টানতে টানতে কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলছে।·· একছুটে রাস্তায়

বেরিয়ে এসে, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিলো জেনিফার। হোটেলে গিয়ে যখন পৌঁছুলো, তখন ভোর চারটে।

পরদিন সকালে জেনিফারের ঘর ফাঁকা দেখে, নার্স ডাক্তার গ্যালেনসকে খবরটা জানিয়ে দিলো। ডাক্তার গ্যালেনস তৎক্ষণাৎ জেনিফারের হোটেলে ফোন করলেন। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে, হোটেলের সহকারী ম্যানেজারকে দিয়ে ওর ঘরের দরজাটা খোলালেন উনি। ··

সব চাইতে সুন্দর পোশাকটা পরে, সম্পূর্ণ রূপসজ্জায় প্রসাধিতা হয়ে বিছানায় শুয়েছিলো জেনিফার। হাতে ঘুমের ওষুধের একটা শূন্য আধার।··· দুটো চিঠি পাওয়া গিয়েছিলো। অ্যানির চিঠিতে ছিলো :

'কোনো সুগন্ধি আরকই আমাকে এর চাইতে বেশি তাজা রাখতে পারতো না। বড়িগুলোর জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।···তোমার বিয়েতে থাকতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

জেন।'

উইনস্টন অ্যাডামসের চিঠিতে ছিলো :

'প্রিয় উইন, তোমার সন্তানদের ··তোমার সোনাদের রক্ষা করার জন্যে আমাকে চলে যেতেই হলো। আমার স্বপ্নটা তুমি প্রায় সফল করে এনেছিলে, এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

জেনিফার।'

নীলি

১৯৬১

গ্লাসটা আবার ভর্তি করে বালিশের নিচে হাত ঢোকালো নীলি—এখানে তিনটে লাল পুতুল লুকিয়ে রেখেছিলো ও। আগের বড়িগুলোতে কিস্যু কাজ হয়নি। একসঙ্গে তিনটে বড়িই গিলে নিলো ও, একটু একটু করে চুমুক দিতে লাগলো স্কচের পাত্রে। · হ্যাঁ, এবারে কাজ হচ্ছে—অবশ-অবশ লাগছে সমস্ত শরীরটা। কিন্তু ঘুম আসছে না। ফের গ্লাসটা ভর্তি করে নিলো ও। ধ্যাৎ· বোতলটাও প্রায় খালি হয়ে এসেছে। এদিকে সিগারেটও নেই।···

হয়তো আর কয়েকটা বড়ি গিললেই কাজ হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক-গুলো বড়ি খেয়ে নিয়েছে ও—ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ডাক্তার ম্যাসিঙ্গার ওকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, একদিন ওর সহনশীলতা হয়তো প্রতিদিনের মতো অতোটা বেশি থাকবে না। না থাকলেই বা কি! প্রতিভাই যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে আর বেঁচে থেকে কি লাভ? এখন ওর সম্বল বলতে মাত্র দশ হাজার ডলার। ঠিক দশ হাজারও নয়—দশ হাজার ছিলো। তার ভেতর থেকে ছেলেদের স্কুলের জন্যে ও চেক পাঠিয়েছে বারোশো ডলারের। তিন সপ্তাহ মানসিক রোগের চিকিৎসক ডাক্তার ম্যাসেঞ্জারকে টাকা দিতে হয়েছে—প্রতিদিন পঁচিশ ডলার হিসাবে· যাতায়াতেও গেছে কয়েক শো। কদিন ধরে ও সমানে চেক কেটেছে। এখন হয়তো আর হাজার পাঁচেক অবশিষ্ট আছে। তা আর কদ্দিন! · অ্যানির সঙ্গে ও তো আর চিরটা কাল থাকতে পারবে না—আসছে মাসেই অ্যানির বিয়ে। তখন কোথায় টাকা পাবে ও? বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে গেছে···রিম নেই—নীলি বাঁচুক বা মরুক, তাতে কারুরই কিছু এসে যায় না।··

এলোমেলো পায়ে স্নানঘরে গিয়ে একটা লুকনো শিশি বের করে নিলো নীলি। মাত্র ছটাই আছে! ছটাই দ্রুত গিলে নিলো ও। এতে অবিশ্যি মরা হবে না! কিন্তু এর সঙ্গে যদি গোটাকতক এ্যাসপিরিন গিলে নেওয়া যায়? পুরো এক শিশি অ্যাসপিরিন? দূর ছাই। মোটে পাঁচটা অ্যাসপিরিন রয়েছে। সব কটাই গিলে ফেললো ও। · স্কচ আর নেই, তবে কেভিনের জন্যে অ্যানি এক বোতল বুরবো রেখেছিলো। স্কচের পরে বুরবো পড়লে··

স্নানঘর থেকে বেরুতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়লো নীলি, হাতের গ্লাসটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেলো মেঝেতে আছাড় খেয়ে। বড়সড়ো একটা কাচের টুকরো তুলে নিলো ও। হ্যাঁ, এতেই কাজ হবে—এটা দিয়ে মণিবন্ধে একটি পোঁচ···ব্যাস। কিন্তু তার আগে বুরবো চাই।···একহাতে বুরবোর গ্লাস, অন্য হাতে কাঁচের টুকরোটা নিয়ে বিছানায় উঠে বসলো ও। তারপর গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে, তাকিয়ে রইলো নিজের কব্জির দিকে। বড়ো শিরটা কাটলে চলবে না, কারণ তাহলে ও সত্যি সত্যি মরে যেতে পারে। একটা পাশ দিয়ে একটুখানি কাটতে হবে···যাতে রক্ত বেরোয়।···কাচের টুকরোটা কবজিতে ঢুকিয়ে দিলো নীলি—প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া করে। হ্যাঁ, এই তো রক্ত···বাঃ! বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে হাতটার দিকে তাকিয়ে রইলো নীলি।

আরে, এতো দারুণ জোরে রক্ত বেরুচ্ছে! কিছুতেই থামছে না তো! তবে কি কোনো বড়ো শিরাই কেটে ফেলেছে ও?···গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিলো নীলি। অ্যানি এখন কোনো চুলোয় রয়েছে? · রক্ত আরও জোরে বেরুচ্ছে, হতচ্ছাড়া বড়িগুলোও এখন কাজ করতে শুরু করেছে। তাহলে?···

নম্বর ঘুরিয়ে দূরভাষ সংযোগকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করলো নীলি, 'আমি নীলি ও'হারা বলছি। আমি মরে যাচ্ছি · '

'আপনার নম্বরটা কতো?'

'নম্বর?' গ্রাহযন্ত্রের দিকে তাকালো নীলি। সব কিছু কেমন যেন ঝাপসা লাগছে। 'জানি না·· মনে করতে পারছি না। দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। আমি আমার কব্জিটা কেটে ফেলেছি···রক্ত···'

'আপনার ঠিকানা?'

'ইস্ট সিক্সটি-সেকেণ্ড স্ট্রীট · পার্কের কাছে। ফ্ল্যাটটা অ্যানি ওয়েলসের···'

'টেলিভিশন স্টার?' সংযোগকারীর কণ্ঠস্বর আর নৈর্ব্যক্তিক থাকে না।

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' নীলির হাত থেকে গ্রাহযন্ত্রটা খসে পড়ে। চোখ দুটো বুজে আসতে চায়—তবু জোর করে চোখ দুটো খুলে রাখে ও। ইস্, অ্যানির বিছানার চাদরটা ও নষ্ট করে ফেলেছে। হাতটা প্রাণহীনের মতো খাটের পাশে ঝুলতে থাকে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝড়ে পড়ে অ্যানির সোনা-রং গালচের ওপরে। নাঃ, অ্যানি আর কোনোদিনও ওকে এখানে থাকতে দেবে না। ইস্, কি রক্ত! · ঘুম পাচ্ছে · বড্ড ঘুম হতচ্ছাড়া বড়িগুলো আর কাজ করার সময় পেলো না।···

চোখ খুলেই ফের চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো নীলি। হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ। তার মানে ও বেঁচে রয়েছে! একটু একটু করে সব কিছু মনে পড়তে শুরু করে। ঘণ্টার আওয়াজ · অ্যাম্বুলেন্স। ফের চোখ খুলে তাকায় ও। ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে অ্যানি আর কেভিন ছুটে আসে। ম্লান হাসে নীলি, 'আমি কোথায়?'

'পার্ক নর্থ হাসপাতালে।·· কেভিন কোনো রকমে ওদের বুঝিয়েছে, এটা দুর্ঘটনা।'

'পত্রিকায় খবরটা বেরিয়েছে?'

'প্রথম পাতায়,' নীলির বিছানার পাশে একটা কুর্সী টেনে নেয় অ্যানি।

'কিন্তু নীলি, তোর ব্যাপারে আমাদের একটা কিছু করতে হবে।'

'কি আর করার আছে?' নীলির চোখে জল এসে যায়, আমি যে গাইতেই পারি না।'

'গণ্ডোগোলটা এখানে,' কেভিন নিজের মাথায় টোকা দিয়ে দেখায়, 'তোমার গলায় কিছুই হয়নি।'

'আমি তো গাইতেই চাই, কিন্তু স্বর বেরোয় না!'

'ধরো, আর কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি এখান থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে। তারপর?' প্রশ্ন করে কেভিন।

'ভয় নেই—আমি অ্যানির ফ্ল্যাট থেকে চলে আসবো।' নীলির দুচোখ জলে ভরে ওঠে, 'কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবো।'

'এভাবে চলতে পারে না, নীলি···শুধু বড়ি আর মদ ··'

'আমি যদি একটু ঘুমোতে পারতাম··সপ্তাহ খানেক ধরে—তাহলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যেতো। কতোদিন হয়ে গেলো আমি রাত্রিবেলাও ভালো করে ঘুমোতে পারি না···'

'ঘুম-আরোগ্য!' আচমকা বলে ওঠে অ্যানি।

কেভিন ও নীলি দুজনেই ওর দিকে প্রশ্নালু দৃষ্টিতে তাকায়। অ্যানি ওদের বুঝিয়ে বলে, কিভাবে জেনিফার ওজন কমাবার জন্য ঘুম-আরোগ্যের আশ্রয় নিয়েছিলো এবং শুধুমাত্র তাই নয়, ঘুম-আরোগ্য মানসিক স্থৈর্যও ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। সব শুনে নীলি খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, এক সপ্তাহ ধরে ঘুম! তাহলে আমি নিশ্চয়ই আবার গান গাইতে পারবো!'

ডাক্তার ম্যাসিঙ্গার কিন্তু এতে একমত হলেন না। হাঁ, ঘুম আরোগ্যের ব্যাপারটা তিনি জানেন। কিন্তু নীলির মানসিক অস্থিরতার মূল অনেক গভীরে। তাঁর মতে, ওকে অন্তত এক বছর কোনো হাসপাতালে রাখা প্রয়োজন।··

বহু খোঁজাখুঁজির পর একটা হাসপাতালের সন্ধান পেলো কেভিন। হ্যাঁ, ঘুম-আরোগ্যের ব্যাপারটা তাঁরা জানেন। মিস ও'হারাকে ওঁরা খুশি হয়েই গ্রহণ করবেন এবং কথাটা গোপন থাকবে।···মার্চের এক রোববারে কেভিন এবং অ্যানি নীলিকে নিয়ে হাভেন ম্যানোরে গিয়ে হাজির হলো। প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার হল ওদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। নীলির দিকে হাত বাড়িয়ে উনি বললেন, 'আমি আপনার একজন বিশেষ ভক্ত, মিস ও'হারা।'

তারপর কতকগুলি কাগজ এগিয়ে দিলেন ওর দিকে, 'দয়া এগুলো যদি একটু সই করে দেন…'

নীলির সই করা শেষ হলে, একটা বোতাম টিপে ঘন্টি বাজালেন ডাক্তার হল—পরক্ষণেই সাদা কোট পরা বিশাল, শক্ত সমর্থ চেহারার এক মহিলা ঘরে এসে হাজির হলেন। 'ইনি ডাক্তার আর্চার, আমার সহকারী। মিস ও'হারাকে উনি ওঁর ঘরে নিয়ে যাবেন।'

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ডাক্তার হল গলা সাফ করে বললেন, 'মিস ওয়েলস্…এবং মিঃ গিলমোর—আমি ডাক্তার ম্যাসিঙ্গারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। উনি আমাকে মিস ও'হারা সংক্রান্ত সমস্ত নথি-পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঘুম-আরোগ্য কিন্তু ওঁর চিকিৎসা নয়।'

'কিন্তু আপনি বলেছিলেন…' অ্যানি কথা হারিয়ে ফেলে।

'আমি বলেছিলাম, আমরা সে বন্দোবস্তটা করতে পারি। কিন্তু তখন আমি ওঁর কাগজপত্রও দেখিনি বা ওঁর ডাক্তারের সঙ্গেও কথা বলিনি। ঘুম-আরোগ্যের বন্দোবস্ত করলে উনি হয়তো খানিকটা সতেজ হয়ে উঠবেন, হয়তো কয়েক সপ্তাহ বা একটা মাস ঠিক মতো কাজকর্মও করবেন—কিন্তু তারপর আবার উনি নিজের পুরনো অভ্যেসগুলো ফিরে পাবেন এবং শেষ পর্যন্ত একদিন নিজেকে শেষ করে ফেলবেন। দশ বছর আগে একবার উনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।…উনি একটি বিরাট প্রতিভা, ওঁকে সুস্থ করে তোলা আমাদের কর্তব্য।'

'কিন্তু কি করে?'

'ঘুম-আরোগ্য বা বড়ির সাহায্যে নয়। মেয়েটি এখন ঘুমের-বড়ির নেশায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ নেশা তাড়ানো খুব শক্ত, কারণ রোগী খুব সহজেই বাইরে থেকে বড়ি যোগাড় করতে পারে। আপনারা কি জানেন—যেদিন উনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন, সেদিন উনি পঞ্চাশটা বড়ি খেয়েছিলেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজটা সম্পূর্ণ করার জন্যে ওঁকে কবজির শিরা কাটতে হয়েছিলো। ওঁর সহ্য ক্ষমতা, নেশায় আসক্ত মানুষের সহ্যক্ষমতা।'

'তাহলে আপনি কি করতে বলেন?' কেভিনের প্রশ্ন।

'গভীর মনসমীক্ষণের সাহায্যে আমি একটু চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

'তাতে কতো দিন লাগবে?'

'অন্তত এক বছর।'

অ্যানির ঠোঁটে এক টুকরো বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে, 'নীলি তাতে রাজী হবে না।'

'মিস ও'হারা এখন যে অবস্থায় রয়েছেন, তাতে উনি নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মিস ওয়েলস, এখানে চিকিৎসা করাতে প্রতি মাসের খরচ পনেরোশো ডলার। অপেক্ষায় থাকা রোগীর সংখ্যাও অনেক। তা সত্ত্বেও আমরা তাঁদের আগে মিস ও'হারাকে নিয়েছি··· তার কারণ উনি একজন শিল্পী—ওঁকে সুস্থ করে তুলতেই হবে। আমি আপনার কাছে মিনতি করছি, আপনি ওঁকে এ সুযোগটা নিতে দিন।'

'আমার ধারণা, এ ব্যাপারে ডাক্তার হলই সব চাইতে ভালো জানেন.' সহসা কেভিন বলে ওঠে। 'অন্তত একটা চেষ্টা করে দেখা যাক।'

নিঃশব্দে ঘাড নাড়ে অ্যানি, 'আমরা কবে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবো ?'

'দু সপ্তাহের মধ্যে নয়। তবে আপনি প্রতিদিনই আমাকে ফোন করতে পারেন, আমি আপনাকে ওঁর খবরাখবর জানিয়ে দেবো। আমি কথা দিচ্ছি, পরের বার দেখা করতে এসে, আপনি ওঁর অনেকটা উন্নতি বুঝতে পারবেন।'

ফেরার পথে অ্যানি সমস্ত সময়টা গাড়িতে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো। কেভিন বললো, 'প্রতিমাসে পনেরোশো করে এক বছর·· অ্যানি, তুমি এ ভারটা না হয় আমার ওপরে ছেড়ে দাও।'

'না, এটা আমার দায়িত্ব। কেভিন, আমি ভাবছিলাম···আমি যদি গিলিয়ানের হয়ে সই করি · ওরা আমাকে সপ্তাহে দু-হাজার করে দেবার প্রস্তাব জানিয়েছে·· '

'কিন্তু আমাদের বিয়ে ? বিদেশ ভ্রমণ ?'

'এতোদিনই যখন দেরি হয়েছে, তখন আর কয়েকটা মাসে কি এমন এসে যাবে, কেভিন ?'

ডাক্তার আর্চারের অফিস-ঘরে বসে একের পর এক সিগারেট খেতে খেতে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলো নীলি। একসময়ে উনি ঘণ্টি বাজাতেই একটি নার্স ঘরে এসে ঢুকলো। 'ইনি মিস ও'হারা,' ডাক্তার আর্চার বললেন, 'এঁকে চার নম্বর বাড়িতে নিয়ে যাও।'

একের পর এক ভূগর্ভের সুড়ঙ্গ-পথ ধরে নার্সটিকে অনুসরণ করে চললো

নীলি। প্রতিটা প্রবেশ-পথের কাছে এসেই চাবি দিয়ে দরজা খুলছিলো নার্সটি, ভেতরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গেই তালা লাগিয়ে দিচ্ছিলো দরজাগুলোতে।

'ব্যায়াম আর হাতের কাজ করানোর বাড়ি ছুটোকে বাদ দিয়ে, হ্যাভেন ম্যানোরের মোট কুড়িটা বাড়ি।' নার্সটি বললো, 'কিন্তু সুড়ঙ্গ-পথে প্রত্যেকটা বাড়িই প্রত্যেকটার সঙ্গে যুক্ত। আমরা অফিস-বাড়ি থেকে দুই আর তিন নম্বর বাড়ি পেরিয়ে, এখন চার নম্বরের দিকে এগুচ্ছি।'

চার নম্বর বাড়িতে ঢুকে নীলি দেখলো, একটা বিশাল ঘরে বিভিন্ন বয়সী কয়েকজন মহিলা বসে বসে দূরদর্শন দেখছেন। হলঘরের ছুপাশে সারি সারি অনেকগুলি কুঠরী। প্রত্যেক কুঠরীতে একটা করে জানলা, একটা খাট, টেবিল আর একখানা কুর্সি। ওফ্, এর নাম ঘর! ফিফটি সেকেণ্ড স্ট্রীটে নীলির ঘরখানা এগুলোর চাইতে তিনগুণ বড়ো। ওকে হয়তো দোতলার কোনো বিলাস-বহুল স্যুইটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!

হলঘরের শেষপ্রান্তে এসে একটা ছোট্ট কুঠরীর সামনে দাঁড়ালো নার্সটি, 'এইটে আপনার ঘর।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেলো নীলি—যাকগে, ও তো ঘুমিয়েই থাকবে! বিছানায় উঠে বললো, 'ঠিক আছে· এবারে ইনজেকশনটা নিয়ে আসুন।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো নার্সটি। মিনিটের পর মিনিট কেটে গেলো। ঘড়ির দিকে তাকালো নীলি। কোন চুলোয় গেলো সব? 'এই · শুনছেন?' চিৎকার করে ডাকলো ও।

আচমকা একসঙ্গে ছুজন নার্স ঘরে এসে হাজির হলো, 'আপনি কি কিছু চাইছেন, মিস ও'হারা?'

'চাইছি, বৈকি! এখানে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার কথা।'

নার্সত্নটি বিস্মিত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালো।

'আমি এখানে ঘুম-আরোগ্যের জন্যে এসেছি,' নীলি বিরক্ত হয়ে ওঠে।

'আপনি চার-নম্বর বাড়িতে রয়েছেন। সমস্ত নতুন রোগীদেরই প্রথমে কয়েকদিন এখানে রেখে লক্ষ্য করা হয়। তারপর প্রয়োজন বুঝে, তাদের অন্য কোনো বাড়িতে পাঠানো হয়।'

হাতব্যাগ থেকে সিগারেট বের করে নীলি, 'ডাক্তার হলকে ডাকুন। কোথাও কোনো ভুল হয়েছে।'

একটি নার্স এক লাফে এগিয়ে এসে নীলির দেশলাইটা কেড়ে নেয়।

'এটা কি হচ্ছে?' চিৎকার করে ওঠে নীলি।

'এখানে আপনার দেশলাই রাখার অনুমতি নেই।'

'তাহলে আমি সিগারেট ধরাবো কি করে?'

'সিগারেট খাবার নির্দিষ্ট সময় আছে, শুধু সেই সময়েই আপনি ধূমপান করতে পারবেন।' নার্সটি নীলির ব্যাগ কেড়ে নেয়।

'ডাক্তার হলকে ডাকুন,' ব্যাগটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে ওঠে নীলি।

'এগুলো ডাক্তার হলেরই নির্দেশ,' একটি নার্স জানায়। 'পাঁচটার সময় আপনি দুটো সিগারেট পাবেন।'

'আমি এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাবো।' নীলি দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই একটি নার্স ওকে থামিয়ে দেয়—অন্যজন জোর করে ওর হাত থেকে ওর ঘড়িটা খুলে নেয়। 'কি হচ্ছে এসব?' নীলি গর্জন করে ওঠে, 'ঘড়িটার দাম হাজার ডলার!'

'এখান থেকে যাবার সময় আপনি সবকিছুই ফেরত পেয়ে যাবেন।'

ক্রোধ আর আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওঠে নীলি। আধঘণ্টা কেটে যায়। একটি নার্স এসে জানায়, মিস ও'হারা এবারে ইচ্ছা করলে বারান্দায় গিয়ে সকলের সঙ্গে ধূমপান করতে পারেন—নয়তো নটা অব্দি তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

'আমি কখন সিগারেট খাবো, না খাবো,—আপনি তার হুকুম দেবার কে?' নীলি খিঁচিয়ে ওঠে, 'এটা দাতব্য চিকিৎসাশালা নয়। এখানে থাকতে পয়সা লাগে—তাই আমি আশা করি, আপনারা মান-সম্মান রেখে কথা বলবেন।'

আমরা আপনাকে সম্মান করি, মিস ও'হারা! কিন্তু তার বিনিময়ে আপনি অবশ্যই এখানকার নিয়ম-কানুন মেনে চলবেন।'

'আমি কোনো নিয়ম-ফিয়ম মানি না। নিয়ম আমিই তৈরি করি। আমি মিস ও'হারা।'

'আমরা তা জানি—আমরা সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করি, প্রশংসা করি।'

'তাহলে আমি যা বলছি, তা শুনুন!'

'আমরা ডাক্তার হল আর ডাক্তার আর্চারের নির্দেশ মেনে চলি।'

আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে ওঠে নীলি। তাহলে এসবই কি ডাক্তার হলের বদমাইশী? না, না—নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। ডাক্তার হলের কক্ষনো এ সাহস হবে না। অ্যানি আর কেভিন জানতে পারলে মজাটা বের করে দেবে না!—সারা ঘরে পায়চারি করতে শুরু করে ও। এক্ষুণি কয়েকটা বড়ি গেলা দরকার···হাতদুটো কাঁপতে শুরু দিয়েছে। ইদানীং শরীরটাকে শান্ত রাখার জন্যে প্রতি ঘণ্টায় ওকে গোটাকয়েক বড়ি গিলতে হয়। তবে ঘুম-আরোগ্য ওর এ বদ অভ্যাসটা দূর করে দেবে। স্পেনে থাকতে আবার ডেমেরল ইনজেকশন নেবার অভ্যাসও হয়েছিলো। প্রথম দিন ইনজেকশনটা নেবার পর, সে কি অপূর্ব রেশমি আবেশ! পুরো ছ'ঘণ্টা ঘুমের অতলে তলিয়ে ছিলো নীলি। অথচ কিছুদিন বাদে ইনজেকশন নিয়েও দিব্যি কাজ-কর্ম করতো ও—গান গাইতো, ছায়াছবিতে অভিনয় করতো · কিছু খাওয়ারও দরকার হতো না। একটা বছর···প্রতিদিন তিনটে করে ইনজেকশন! তারপর স্পেন থেকে ফিরে ক্যালিফোর্নিয়া। টেড যমজ বাচ্চাদুটোকে নিজের কাছে নেবার জন্যে মামলা দায়ের করতে যাচ্ছে···জেনিফারও আত্মহত্যা করলো। বাধ্য হয়েই স্পেন ছেড়ে, ডেমেরলের আকর্ষণ ছেড়ে, চলে আসতে হলো নীলিকে। তখন আবশ্যি পুতুলগুলো খুবই সাহায্য করেছে ওকে। কিন্তু এখন ওর বড্ড বেশি পুতুলের প্রয়োজন হয়—দিনে অন্তত তিরিশটা। তিরিশটা সেকোন্যাল! অথচ আজ নীলি মোটে ছটা খেয়েছে—শেষেরটা সেই দুঘণ্টা আগে। আর কতোক্ষণ এমনিভাবে··· ··

একটি নার্স এসে জানালো, রাতের খাবার দেওয়া হয়েছে। মিস ও'হারা দয়া করে খাবার ঘরে যাবেন কি? না, যাবে না। 'আমি একটা সিগারেট চাই—আর কয়েকটা সেকোন্যাল···অন্তত ছটা।' গলাটা শুকিয়ে কাঠ। আর কিছুক্ষণের মধ্যে এরা যদি ঘুম পাড়াবার বন্দোবস্ত না করে, তবে নীলি স্রেফ এখান থেকে চলে যাবে। ওরা নীলিকে আটকে রাখতে পারে না—এমন তো নয় যে নীলি কয়েদখানায় রয়েছে।

খাবারের ট্রে নিয়ে ফের একটি নার্স ঘরে এসে ঢুকলো 'মিস ও'হারা, আপনি যদি নিজের ঘরেই খেতে চান···'

নার্সটি কথা শেষ করার আগেই ট্রেটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে নীলি। তারপর ছুটে যায় খোলা দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দুজন নার্স এসে ওকে জাপটে ধরে। 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে'—চিৎকার করে ওঠে

নীলি, 'আমি বাড়ি যাবো !'···আরও কয়েকজন নার্স এসে হাজির হয়। নীলি অনুভব করে, ওরা সবাই মিলে ওকে হলঘর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। না না, এ হতে পারে না ! ও নীলি ও'হারা, ওকে কিনা চারটে সাধারণ নার্স টেনে নিয়ে যাচ্ছে ! আর এই বিশ্রী চিৎকার···ওর গলা দিয়েই বেরুচ্ছে ! · প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করে নীলি। কিন্তু ততোক্ষণে ওরা ওকে আর একটা কুঠরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। উন্মাদ ক্রোধের মধ্যেও প্রভেদটা লক্ষ্য করে ও—এ ঘরের মেঝেতে গালচে পাতা নেই, জানলায় পর্দা নেই, টেবিল নেই। শুধু একটা খাট—ঠিক যেন কয়েদখানা। ওকে বিছানায় তুলে দিয়েছে ওরা। পাতলুনটা ছিঁড়ে গেছে।

'মিস ও'হারা,' অল্পবয়সী একটি নার্স ওর পাশে এসে বসে, 'একটু কিছু খেয়ে নিন !'

'আমি বাড়ি যাবো।' চিৎকার করে ওঠে নীলি।

'একটু খেয়ে নিন, তারপর এসে অন্য রোগীদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করুন।'

'আমি ঘুমোতে চাই,' নীলি ফোঁপাতে শুরু করে। জীবনে কোনোদিনও ও এমন করে কাঁদে পড়েনি। জানলার দিকে তাকায় একবার। গরাদ নেই · শুধু একটা জালি আটকানো। জালিটাকে কেটে ফেলা যায়—কিন্তু কি করে ? · ঘর থেকে বাইরের হলঘরে ছুটে যায় নীলি। বই বোঝাই একটা তাক·· তাকে একটা দাবার ছক। একটা বোর্ডে তুলে নিয়ে ফের নিজের ঘরে ছুটে আসে ও। তারপর বোর্ডের মুণ্ডুটা দিয়ে প্রাণপণে জালিটাতে আঁচড় কাটতে শুরু করে। ··নিশ্চয়ই কোথাও একটা দুর্বল অংশ আছে · কোনো রকমে একটা ফুটো করতে পারলেই···

'জালিটা ইস্পাতের,' নার্সটির কণ্ঠস্বর আশ্চর্য শান্ত, 'তবে ওটা ছিঁড়ে ফেললেও, আপনি আমাদের মাঠে গিয়ে পড়বেন। সদর দরজায় তালা লাগানো আছে।'

বোর্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানায় বসে ফোঁপাতে থাকে নীলি।··· সম্ভবত ঘণ্টাখানেক বাদে, কড়া মাড় দেওয়া উর্দিতে 'মিস স্মিডিট' নাম লেখা প্রধানা পরিসেবিকা ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'মিস ও'হারা, আপনি নিজে থেকে শান্ত না হলে, আমাদের কিন্তু অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।'

তাহলে সেটাই এর জবাব ! এখানে কক্ষনো নেশার জিনিস দেওয়া হয়

না। কিন্তু নীলি ও'হারা সে বিধান পালটে দেবে।...প্রাণপণে চিৎকার করতে শুরু করে ও।...

মিস স্মিডিট ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করতেই দুজন নার্স ওকে হাত ধরে টানতে টানতে হলঘর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। নীলি রীতিমতো লড়াই করে, হাত-পা ছোঁড়ে, চিৎকার করে—কিন্তু সংখ্যায় ও শক্তিতে ওরা বেশি। ওকে ওরা একটা বড়সড়ো স্নানঘরে নিয়ে ঢোকায়, তারপর জোর করে ওর পোশাক খুলিয়ে বিশাল টবটাতে বসিয়ে দেয়। টবের ওপরে একটা ক্যানভাস ঝুলছিলো, মাথাটা বাদ দিয়ে নীলির সর্বাঙ্গ ওই ক্যানভাস দিয়ে চেপে রাখা হয়। মাথার নিচে একটা বালিশও গুঁজে দেয় ওরা। তারপর কাছেই একটা টেবিলে বসে, একটি নার্স খাতা-পেন্সিল হাতে নিয়ে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।...নীলি অনুভব করে, টবের জলগুলো ক্রমাগত বেরিয়ে যাচ্ছে—আবার ঢুকছে বুদবুদ উঠছে ওর সর্বাঙ্গ ঘিরে। সব মিলিয়ে একটা চমৎকার আবেশ ধরানো অনুভূতি। তবু ক্রমাগত চিৎকার করতে থাকে ও।

'মিস ও'হারা, আপনি কেন একটু আরাম করতে চেষ্টা করছেন না, বলুন তো?' হাঁটুমুড়ে ওর পাশে বসে প্রশ্ন করলেন মিস স্মিডিট।

'আমাকে এখান থেকে বেরুতে দিন।' নীলি চিৎকার করে ওঠে।

'যতোক্ষণ আপনি চিৎকার করা বন্ধ না করবেন বা ঘুমিয়ে না পড়বেন—অতোক্ষণ এখানেই থাকবেন।'

'ফুঃ! আমাকে ঘুম পাড়াবার মতো অতো জল গোটা রাজ্যেই নেই।'

'কোনো কোনো রোগীকে আমরা পনেরো ঘণ্টা অব্দি জলে চুবিয়ে রেখেছি।' মিস স্মিডিট উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘুরে আসছি। আশা করি ততোক্ষণে আপনি খানিকটা শান্ত হয়ে উঠবেন।'

একঘণ্টা। নীলির সমস্ত শরীরে শুধু ক্লান্তি আর ক্লান্তি। শান্ত হয়ে শুয়ে থেকে একটু আরাম পাবার জন্যে ওর সমস্ত অস্তিত্ব উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু ওরা তো তাই চায়। ডাক্তার হল, নার্স, হাসপাতাল—সবাইকে চিৎকার করে অভিশম্পাত জানাতে জানাতে ফুঁপিয়ে ওঠে ও। কিন্তু তখনই লক্ষ্য করে, ও ফুঁপিয়ে উঠতেই টেবিলে বসা নার্সটি লেখা থামিয়ে দিচ্ছে। তার মানে—ডাক্তার হল যাতে পড়ে নিতে পারেন, সে জন্যে রোগীর মুখ নিঃসৃত সমস্ত কথাই ওকে লিখে রাখতে হবে।...আমি যখন ফোঁপাবো, তুমি তখন বিশ্রাম নেবে—তাই না? সেটি হচ্ছে না। নীলি ও'হারা যতোক্ষণ এখানে আছে,

ততোক্ষণ কারুর বিশ্রাম নেই।·· ফের চিৎকার করতে শুরু করে ও—লক্ষ্য করে, ওর অশ্লীল মন্তব্যগুলো লেখার সময় লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে মেয়েটি।···

ইতিমধ্যে ক্যানভাসে ছোট্ট একটা ফুটো আবিষ্কার করে ফেলেছিলো নীলি। ওই ফুটোর মধ্যে পায়ের বুড়ো আঙুল গুঁজে গুঁজে এতোক্ষণে সেটা দিব্যি বড়ো করে ফেলেছে ও। এবারে একটা পায়ের পাতা ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো ও, প্রচণ্ড মুখখিস্তি করে নার্সটিকে ব্যস্ত করে রাখলো খাতার পাতায়—তারপর এক অমানুষিক প্রচেষ্টায় হাঁটুটাকে গুটিয়ে আনলো বুকের কাছ বরাবর। পরক্ষণেই ছিঁড়ে যাবার একটা প্রচণ্ড শব্দ · ক্যানভাসটা দু টুকরো হয়ে যায়—নীলি এক লাফে নেমে আসে স্নানের টব থেকে। সচকিতা হয়ে নার্সটি পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে দেয়। মিস স্মিডিটের নেতৃত্বে একদল নার্স ছুটতে ছুটতে ভেতরে এসে ঢোকে। নতুন ক্যানভাসে ঢেকে ফের স্নানের টবে শুইয়ে দেওয়া হয় নীলিকে। কিন্তু 'আজ অব্দি কেউ ক্যানভাস ছেঁড়েনি,' একজন নার্সকে ফিসফিসিয়ে বলতে শুনে সামান্য একটু তৃপ্তি পায় নীলি।

নিশ্চয়ই অনন্তকাল ধরে চিৎকার চালিয়ে যাচ্ছিলো নীলি। এর মধ্যে আগের নার্সটির বদলে ঘরে নতুন একটি নার্স এসেছে। ডাক্তার ক্লিমেণ্টস নামে একটি তরুণ ডাক্তার এসে দেখে গেছে ওকে। তাঁর হাতঘড়িতে নীলি সময়টা দেখে নিয়েছে—রাত নটা। তার মানে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এই জলের মধ্যে রয়েছে ও। এখন ও সম্পূর্ণ ক্লান্ত·· পিঠে ব্যথা · কানভাসটা ছেঁড়ার জন্যে পায়ের বুড়ো আঙুলটা ভেঙে গেছে বলে মনে হচ্ছে·· গলায় যন্ত্রণা। এখন চিৎকার করা বন্ধ করতে পারলে, ও বেঁচে যায়। হয়তো ঘুমিয়েও পড়তে পারে। কিন্তু তাহলেই তো ওরা জিতে যাবে! ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত সবাই জলের টবে থাকে। কিন্তু নীলি ও'হারা বাদে! প্রথম যুদ্ধে হেরে গেলে, সবগুলোতেই ও হারবে। আরও উঁচু গলায় চিৎকার করতে শুরু করে নীলি।

ঘণ্টাখানেক বাদে তরুণ ডাক্তারটি ফের এসে হাজির হলেন, সঙ্গে মিস স্মিডিট। ডাক্তারটি তাঁর ব্যাগ খুলে, কি একটা জিনিস গ্লাসে ঢেলে মিস স্মিডিটের হাতে তুলে দিলেন। মিস স্মিডিট গ্লাসটা নীলির ঠোঁটের কাছে ধরলেন, 'খেয়ে নিন!'

নীলি মুখ ঘুরিয়ে নিলো, 'এখান থেকে না তোলা অব্দি আমি কিচ্ছু করবো না।'

'খেয়ে নিন,' মিস স্মিডিট মিষ্টি করে বললেন, 'এটা খেলেই আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। তখন আমরা আপনাকে তুলে নেবো—কথা দিচ্ছি।'

নীলি বুঝতে পারলো। ওরা বলেছিলো, না ঘুমোনো অব্দি ও টবের মধ্যেই থাকবে। কিন্তু এখন ওকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে কিছু একটা খেতে দেওয়া হচ্ছে। অতএব এটা ওরই জয়!···

মিস স্মিডিটের হাত থেকে পানীয়টা খেয়ে নেয় নীলি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াটা বুঝতে পারে ও। চমৎকার জিনিস! চিৎকার বন্ধ হয়ে যায়। একটা অদ্ভুত আবেশ ওর সর্বাঙ্গে ছেয়ে আসে। ওরা ক্যানভাসটা তুলে নিচ্ছে একজন টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে ওর গা মুছিয়ে দিচ্ছে · একটা রাত্রিবাস পরানো হচ্ছে ওকে।··

'মিস ও'হারা, এখানে কোনো আলাদা ঘরই ফাঁকা নেই।' মিস স্মিডিট বললেন, আপনাকে তাই ডরমেটরিতে রাখতে হচ্ছে।'

নীলি হাত নাড়লো। একটা বিছানা ঘুম—তাহলেই ও এখন খুশি।

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন চারদিকে অন্ধকার। কটা বাজে এখন? বিছানা থেকে নেমে এলো নীলি। সঙ্গে সঙ্গে দরজার বাইরে বসে থাকা নার্সটি এক লাফে উঠে দাঁড়ালো, 'বলুন, মিস ও'হারা?'

'কটা বাজে?'

'ভোর চারটে।'

'আমার খিদে পেয়েছে।'

হলঘরে একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে ওকে দুধ আর বিস্কুট খেতে দিলো ওরা। দুধটা নিঃশেষে খেয়ে নিলো নীলি। এবারে ও একটা সিগারেট পেতে পারে কি? না, পারে না। তাহলে এখন কি করবে ও? ঘুম পাচ্ছে না। তাছাড়া ঘরের মধ্যে কার যেন নাক ডাকছে। মিস স্মিডিট মার্জনা চাইলেন। আর কয়েক দিনের মধ্যেই ওর জন্যে একটা আলাদা ঘর ফাঁকা পাওয়া যাবে।··· বিছানায় ফিরে এলো নীলি। আরও কয়েকদিন! ফুঃ, দিনের আলো ফুটলেই ও এখান থেকে পালাবে।

নীলি নিশ্চয়ই ফের ঘুমিয়ে পড়েছিলো। কারণ এর পরেই চারপাশে দারুণ কর্ম-চাঞ্চল্য অনুভব করলো ও। সবাই উঠে পড়েছে। নতুন একটি নার্স ঘরে এসে ঢুকলো, 'সুপ্রভাত, মিস ও'হারা। এবারে উঠে, বিছানা গুছিয়ে

রাখুন। কলঘরটা হলঘরের ওধারে।'

'বিছানা গোছাবো! গত পনেরো বছর আমি নিজের বিছানা গোছাইনি। এখন তা আবার নতুন করে শুরু করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।'

'আমি গুছিয়ে দিচ্ছি।' বালি রঙের চুলওলা সুন্দর মতো একটি মেয়ে এগিয়ে এলো. 'আমার নাম ক্যারল।'

'তুমি কেন আমার বিছানা গোছাবে?' চাদর ভাঁজ করতে থাকা মেয়েটিকে প্রশ্ন করলো নীলি।

'বিছানা অগোছালো থা-লে, ওরা তোমার নামে একটা কালোদাগ বসিয়ে দেবে,' ক্যারল হাসলো।

'তাতে আমার কি এসে যাবে?'

'তুমি নিশ্চয়ই চিরটাকাল এই হথর্ন প্যাভিলিয়নে থাকতে চাও না—তাই নয় কি? এরপরে ফির, তারপরে এম, তারপর অ্যাশ, তারপর আউট ডোর। 'আমি এম অব্দি গিয়েছিলাম, কিন্তু তারপর আবার · ··এই দুমাস হলো হথর্নে রয়েছি। আশা করি শিগগিরই ফির-এ যেতে পারবো।'

ক্যারলকে অনুসরণ করে বিশাল একটা স্নানঘরে গিয়ে হাজির হলো নীলি। বিভিন্ন বয়সী প্রায় জনা বিশেক মহিলা ওখানে দাঁত মাজতে মাজতে কলকল করে কথাবার্তা বলছিলেন। ঠিক যেন একটা স্কুলের ছাত্রাবাস। নীলিকেও একটা দাঁত মাজার ব্রাশ দেওয়া হলো।·· একটু পরেই একজন পরিচারিকা একটা বড়ো বাক্স নিয়ে এলো, 'এই যে: আপনাদের লিপস্টিক।' নীলি নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। বাক্সের মধ্যে নাম লেখা কুড়িটা লিপস্টিক। নিজের লিপস্টিকটাও ওখানে দেখতে পেলো ও। ওটা ওর ব্যাগ থেকে নিয়ে, নাম লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।···লিপস্টিকটা ব্যবহার করে, ওটা আবার পরিচারিকাকে ফিরিয়ে দিলো ও।···এরপরে পোশাকের লাইন। একজন পরিচারিকা ওর হাতে একটা ব্রা, পাতলুন, একজোড়া চটিজুতো, স্কার্ট আর ব্লাউজ তুলে দিলো। অবাক হয়ে নীলি দেখলো, এগুলো সবই ওর নিজের পোশাক—নামের লেবেল সাঁটা। অথচ এগুলো ও বাড়ি থেকে নিয়ে আসেনি। অ্যানি নিশ্চয়ই রাত্রিবেলা কাউকে দিয়ে এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে!

তার অর্থ অ্যানি জানে, ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে না!···

আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে উঠলো নীলি। আস্তে আস্তে পোশাক পালটে, ক্যারলের সঙ্গে অবসর বিনোদনের বিরাট ঘরটাতে গিয়ে ঢুকলো ও। দেয়াল ঘড়িতে মোটে সাড়ে সাতটা বাজে! ঈশ্বর, সারাটা দিন কি করে কাটাবে ও?

প্রাতরাশ শেষ হবার পর একজন নার্স একটা বাক্স হাতে নিয়ে প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকতে লাগলো—এমন কি 'মিস ও'হারা' পর্যন্ত। নীলি দেখলো, ওর সিগারেটের প্যাকেটেও নামের লেবেল সাঁটা রয়েছে! নার্সটি প্রত্যেকের হাতে তুটো করে সিগারেট তুলে দিচ্ছিলো, আর একজন পাশে দাঁড়িয়েছিলো সেগুলো ধরিয়ে দেবার জন্যে।·· গতকাল তুপুরের পরে এই প্রথম সিগারেট। তার মানে বারোঘণ্টার ওপরে হয়ে গেছে, নীলি কোনো সিগারেট খায়নি—অথচ দিনে ও তু-চার প্যাকেট করে সিগারেট খায়! · সিগারেট খেয়ে ধীরে-সুস্থে মিস স্মিডিটের বদলি নার্স মিস ওয়েস্টনের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ও, 'আমি একটা ফোন করতে চাই। কোথায় যাবো?'

'ফোন করার অনুমতি নেই।'

'তাহলে আমি বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো কি করে?'

'চিঠি লিখতে পারেন।'

'কলম আর কাগজ?'

'আপনি বরং একটু অপেক্ষা করুন,' মিস ওয়েস্টন নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডাক্তারবাবু আপনাকে দেখতে আসবেন।'

'ডাক্তার হল?'

'না, ডাক্তার ফেল্ডম্যান।'

ডাক্তার ফেল্ডম্যান ওর আঙুল আর বাহু থেকে রক্ত নিলেন, বুক পরীক্ষা করলেন। একটি মেয়ে নীলিকে বললো, 'ওতে ভয় পেয়ো না। মাথার চিকিৎসা করাতে এসে তুমি যদি ক্যানসারে মারা যাও, তাহলে সেটা এদের পক্ষে লজ্জার ব্যাপার হবে। তাই এরা দেখে নেয়, তোমার শরীরটা ঠিক আছে কি না।'

মেয়েটির দিকে তাকালো নীলি। কালো চুল, আকর্ষণীয় চেহারা, গড়ন এক সময় সুন্দরই ছিলো—এখন একটু ভারী হয়ে পড়েছে। বয়স বছর ত্রিশেক বলেই মনে হলো ওর। মেয়েটি একটা চৌকো বাক্স হাতে নিয়ে

নীলির পাশে এসে বসলো, 'আমার নাম মেরি জেন। তোমাকে একটা কথা বলি, শোনো—খেলাধুলোর ঘরে গিয়ে তুমি এক বাক্স লেখার কাগজ কিনে নিও। এক ডলার দাম পড়বে।'

'কিন্তু আমার কাছে তো টাকা নেই।'

'ওটা তোমার বিলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে,' মেরি জেন হাসলো। ওটা তুমি পকেট-বই হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবে।' নিজের বাক্সটা খুলে দেখালো ও। বাক্সটাতে কিছু লেখার কাগজ—আর এক প্যাকেট সিগারেট।'

'কোথায় পেলে ?'

'আত্মীয়-বন্ধুরা যেদিন দেখা করতে আসে, সেদিন তাদের কাছে বসে তুমি একটার পর একটা সিগারেট টানতে পারো। ওদেরই নিয়ে আসতে বলবে · বাক্সতে লুকিয়ে রাখবে তারপর ধূমপানের সময় একসঙ্গে এক ডজন টানবে।'

কিন্তু ওরাই তো সিগারেট ধরিয়ে দেয়—জুটোব বেশি বেশি খেতে গেলেই তো ধরে ফেলবে।'

'ওরা অতো লক্ষ্য করে না। তাছাড়া অন্যের সিগারেট থেকে ধরিয়ে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়!'

'তুমি নিশ্চয়ই পাগল নও—তাই না ?' নীলি হাসলো।

'না। আমার স্বামীটা একটা বেজন্মা—টাকার কুমির। হতচ্ছাড়া অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে আমাকে ডিভোর্স করতে চেয়েছিলো। তাই আমি এমন ভান করতে শুরু করলাম, যেন আমি পাগল হয়ে গেছি। সেটাই আমার জীবনের চরম ভুল।'

'কেন ?'

'কয়েকটা বড়ি গিলেছিলাম—তিনটে বড়ি—আর একটা চিঠি লিখে রেখেছিলাম, যেন আমি আত্মহত্যা করছি। তার পরেই দেখলাম, আমি বেলভিউতে রয়েছি। ওঃ সেখানে থাকলে সত্যিই পাগল হয়ে যেতে হয়—চারদিকে শুধু পাগল আর পাগল! ভয়ে আমি চিৎকার করতে শুরু করলাম, ওরা আমাকে স্ট্রেইটজ্যাকেট পরিয়ে রাখলো। তারপর নিজের ইচ্ছেতেই সই করে এখানে এলাম। পাঁচ মাস এম হাউসে রইলাম। ওটা সত্যিই ভালো জায়গা—সিগারেট খেতে দেয়, বেল্ট পরতে দেয়, এমন কি প্রসাধনও করতে দেয়। তারপর যখন মেয়াদ শেষ করে ওখান থেকে বেরুতে

চাইলাম, তখন শুনলাম আমার স্বামী আরও তিনমাস আমাকে রেখে দেবার জন্যে কাগজপত্রে সই করে দিয়েছে। তখন আমি সত্যিই ক্ষেপে গেলাম। প্রতিদিন চূড়ান্ত বদমেজাজীপনা করতাম, খেতে চাইতাম না, ওদের কথা শুনতাম না। তিন সপ্তাহ আমি জলের টবে কাটিয়েছি। তারপর ওরা আমাকে এই হ্যর্ন হাউসে পাঠিয়ে দিলো। এখন আমি একেবারে লক্ষী মেয়ে—শিগগিরই 'ফির' হাউসে যাবো। কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে, তারপর এম, তারপর অ্যাশ, তারপর আউটডোর তারপর একদম বাইরে! তুমিও লক্ষী হয়ে থেকো, সেটাই এখান থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ।'

নীলি আতঙ্কে হিম হয়ে ওঠে, 'কিন্তু শুনে মনে হচ্ছে, সে তো কয়েক মাসের ধাক্কা!'

'বছর খানেক লাগবে।'

'তাতে তোমার কিছু এসে যাবে না?'

'কি আর করা যাবে,' মেরি জেন কাঁধ ঝাঁকালো। 'চেঁচামেচি করলে ফলটা আরও খারাপ দাঁড়ায়। ওরা জানাবে, 'রোগীর অবস্থা অশান্ত,' 'বারো-ঘণ্টা জলের টবে চুবিয়ে রাখতে হয়েছে'। উকিল, স্বামী বা আত্মীয়-বন্ধুকে বলবে, 'আপনারা কি সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় একটি মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে চান না। তাহলে আরও তিন মাসের জন্যে কাগজে সই দিন'। তাই ঠিক করেছি, এ নিয়ে আর লড়াই করবো না। তাছাড়া আমার ক্ষতিটাই বা কি? আমার তো যাবার আর কোনো জায়গা নেই। ··আর আমার স্বামীও ওই হতচ্ছাড়িকে বিয়ে করতে পারছে না, আমার জন্যে ওকে খরচাও করতে হচ্ছে মাসে পাঁচশো ডলার।' · বছর পঁচিশের একটি স্বর্ণকেশী সুন্দরী ওদের দিকে এগিয়ে আসছিলো। মেরি জেন বললো, 'এ হচ্ছে পেগি। পর পর দুটো বাচ্চাকে হারিয়ে, ও এখানে এসেছে।'

পেগি কষ্ট করে ম্লান হাসলো, 'আমার শুধু মনে আছে, দোকানের জানলায় কোনো পুতুল দেখলেই আমি কাঁদতে শুরু করতাম! যখন এখানে এলাম, তখন অবস্থা আরও খারাপ—চল্লিশটা শক খেতে হয়েছে। এখন আবার নিজেকে একটু মানুষ বলে মনে হচ্ছে।'

নীলির গলা শুকিয়ে ওঠে, 'শক·· !'

'ভয় নেই,' মেরি জেন বললো, 'শক দিতে হলে অনুমতি নিতে হয়।'

'অ্যানি কক্ষনো তেমন অনুমতি দেবে না,' নীলি আশ্বস্ত হয়।

'যদি না তাঁর মগজ ধোলাই করা হয়,' মেরি জেন হাসলো, 'পেগির স্বামীকে যা করা হয়েছিলো।'

'জিমকে আমি কোনো দোষ দিই না,' পেগি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'আমি ঘুমোতাম না, ভীষণ কান্নাকাটি করতাম। ওঁরা তাই জিমকে বোঝালেন, বাড়িতে নিযে গেলে আমি একদম পাগল হযে যাবো—হয়তো চিরদিনের মতো। তাই · '

নীলি সবকিছু শোনে। প্রত্যেকেরই এক কাহিনী। আসলে এরা কেউই পাগল নয়। সত্যি কথা বলতে কি, নীলির পরিচিত অনেকের চাইতে এরা অনেক বেশি স্বাভাবিক। · সপ্তম মহিলাটির জীবন-কাহিনী শোনার সময় একজন নার্স এসে ওদের জিমন্যাসিয়ামে নিয়ে গেলো। জাযগাটা বিরাট—ভেতরে ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট, পিঙ্-পঙের টেবিল। নীলি খেলাধূলো কিছু না করে, এক বাক্স কাগজ কিনে, চুপচাপ একধারে বসে রইলো।·· সাডে নটার সময অন্য একটা বাড়িতে নিযে যাওয়া হলো ওদের। এখানে হাতের কাজ করানো হয। সমস্ত মেয়েরাই যে যার কাজের জাযগায় ছুটে গেলো। শিক্ষিকা মেয়েটি নীলিকে বুঝিযে বললো, ও মোজেইকের কাজ করতে পারে, বুনতে পারে। অথবা অন্য যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। কিন্তু নীলির কিছুই করার ইচ্ছে নেই! জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো ও। · একটা খরগোশ মাঠের মধ্যে ছোটাছুটি করছে। মুক্ত জীবন—নিজের ইচ্ছামতো দিব্যি ঘুরে বেডাতে পারে ও। ওই শিক্ষিকাটিও তাই—পাঁচটার পরে উনিও যেখানে খুশি যেতে পারেন, যা খুশি তাই করতে পারেন। কিন্তু নীলি তা পারে না! এখন ওর একটা সিগারেট দরকার। একটা বড়ি গেলা দরকার!··· ওহ্, ঈশ্বর। একটা বড়ির জন্যে এখন ও যা খুশি তাই করতে পারে! নীলি অনুভব করলো, ওর ঘাড়ের কাছটা ঘেমে উঠেছে। পিঠে ব্যথা ·নিদারুণ যন্ত্রণা। এক্ষুণি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ও।···বেলা দুটোর সময মানসিক রোগের চিকিৎসক ডাক্তার সিল যখন ওকে দেখতে এলেন, তখন নীলি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার জন্যে প্রস্তুত। এই সময়টাতে ডাক্তারের কাছে রোগীকে যথেচ্ছ ধূমপানের অনুমতি দেওয়া হয়। নীলিও অনর্গল সিগারেট টানতে টানতে নিজের সমস্ত অভিযোগ ডাক্তারকে জানিয়ে দিলো। বললো, 'আমার পিঠে সত্যি সত্যিই ব্যথা হয়। দয়া করে আমাকে গোটাকতক সেকোন্তাল দিন।'

রোগা-পাতলা চেহারার লালমুখো ডাক্তার সিল নিজের মনে কি সব লিখতে লিখতে প্রশ্ন করলেন, 'সেকোন্তাল আপনি কদ্দিন ধরে খাচ্ছেন ?'

নীলি ধৈর্য হারিয়ে ফেললো. 'দেখুন মশাই, যারা সেকোন্তাল খায় তারা সবাই যদি পাগল হয়, তাহলে তো হলিউডের অর্ধেক লোক আর মেডিসন এভিন্যু—ব্রডওয়ের সবাই পাগল !'

'আপনার কি ধারণা, ব্যথা কমানোর জন্তে ভর দুপুরে ঘুমের বড়ি গেলাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ?'

'আমার অবিশ্যি তার চাইতে ডেমেরল ইনজেকশন নেওয়াটাই বেশি পছন্দ।' ডাক্তারের ভুরু দুটোকে ওপরের দিকে লাফিয়ে উঠতে দেখে খুশি হলো নীলি। মৃদু হেসে বললো. 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ডেমেরল ! স্পেনে আমি দিনে দুটো বা তিনটে ইনজেকশন নিয়েও দিব্যি কাজকর্ম করেছি। কাজেই দুটো পুঁচকে সেকোন্তাল আমার কাছে 'ক্ষুধা উদ্রেককারী' বলতে পারেন। তবে ঘণ্টায় দুটো করে হলে, মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারবো।'

'আমাকে আপনার মায়ের কথা বলুন, মিস ও'হারা।'

'দেখুন, ক্যালিফোর্নিয়ায় পাঁচ বছরে বিশ হাজার ডলার ঢেলে আমি ডাক্তারবাবুকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিলাম যে, মায়ের কথা আমার কিছুই মনে নেই। এখন যদি আবার সেখান থেকেই শুরু করতে হয়, তো এখান থেকে বেরুবার আগেই আমি বুড়ি হয়ে যাবো।'

'আমি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আপনার কাগজপত্র আনিয়ে নেবো।'

'তদ্দিন আমি এখানে থাকবো না। আজ রাতেই আমি আমার বান্ধবীকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

'কিন্তু অন্তত তিরিশটা দিন আপনাকে এখানে থাকতেই হবে।'

'তিরিশ দিন !'

নীলি যে কাগজ-পত্রগুলোয় সই করেছিলো, ডাক্তার সিল সেগুলোর মর্মার্থ বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'আপনি যদি এক মাস বাদে এখান থেকে চলে যাবার জন্তে জেদ ধরেন, কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হননি, তাহলে আপনার ক্ষেত্রে আমরা মিস ওয়েলসের সঙ্গে কথা বলবো। তাঁকে দিয়ে সই সাবুদ করিয়ে আরও তিরিশ দিন আপনাকে এখানে রেখে দেবো—মানে আপনি নিজে যদি সই করতে রাজি না হন।'

'ধরুন, আমি যদি রাজি না হয় ?'

'তার বন্দোবস্তও আছে। তখন একটা নিরপেক্ষ গোষ্ঠির কাছে আপনার কাগজপত্র পেশ করা হবে এবং তাঁদের মত অনুসারে··'

'কি সাংঘাতিক দুষ্ট চক্র!' আতঙ্কে স্থাণু হয়ে যায় নীলি।

'দুষ্ট চক্র নয়, মিস ও'হারা। আমরা অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তুলতে চাই। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হবার আগেই যদি কাউকে ছেড়ে দিই, আর কয়েক মাস বাদেই সে যদি আত্মহননের পথ বেছে নেয় বা অন্য কারুর কোনো ক্ষতি করে বসে, তাহলে তাতে তো আমাদের সুনাম হবে না!'

'কিন্তু আমার সে প্রবণতা নেই। আসলে স্টুডিও ছিলো ঠিক মায়ের মতো। ওরা আমার সমস্ত কিছু করে দিতো—প্লেনের টিকিট কেনা, বক্তৃতা লেখা, প্রচার—সব কিছু। মনে হতো, স্টুডিও আমাকে আগলে রেখেছে। কিন্তু সেটা যখন শেষ হয়ে গেলো, তখন মনে হলো আমি বড়ো একা। মনে হলো, আমি আবার স্রেফ নীলি হয়ে গেছি।'

'এই 'স্রেফ নীলি'টি কে?'

'ইথেল অ্যাগনেস ও'নীল—যে নিজের সব কাজ নিজেই করতো, আর উন্নতির জন্যে খাটতো—যার ফলশ্রুতি নীলি ও'হারা। সত্যিকারের প্রতিভা থাকলে শুধুমাত্র নিজের কাজের দিকেই সমস্ত মন ঢেলে রাখতে হয়। শেষের দিকে আমি সে সুযোগ পেতাম না, তাই গলার স্বর হারিয়ে ফেললাম।'

'কিন্তু ইথেল অ্যাগনেস ও'নীল তো দুটো কাজই একসঙ্গে করতো?'

'অবশ্যই। সতেরো বছর বয়সে যা খুশি, তাই করা যায়। তখন কোনো কিছু হারাবার ভয়ও থাকে না। কিন্তু এখন আমার বয়েস বত্রিশ, আমি এক ধরনের জীবন্ত উপকথা—এখন আমি নিজের সুনাম হারানোর ঝুঁকি নিতে পারি না। ঠিক এই কারণেই হলিউডের শেষ ছবিটাতে আমি আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে পারিনি। আমি জানতাম বইটা বাজে, ওরা আমার নাম ভাঙিয়ে কিছু পয়সা করে নিতে চায়। অথচ চুক্তিটা মোটে একটা ছবির—আমার পেছনে কোনো স্টুডিও নেই। তাই আমি স্বর হারিয়ে ফেললাম··সত্যি সত্যি আমার গলাটা নষ্ট হয়ে গেলো। অথচ ওরা রব তুললো, আমি অসহযোগী, আমার ওপরে আস্থা রাখা চলে না।'

'কিন্তু আপনি তো বললেন, স্টুডিও ছিলো মায়ের মতো।'

'সে সব দিন শেষ হয়ে গেছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো নীলি, 'টেলিভিশন এসে সব কিছু পালটে দিয়েছে।'

'তাহলে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনারও নিজেকে পাল্টে নেওয়া উচিত।'

'হয়তো তাই!'

ডাক্তার সিল ওকে দরজা অব্দি এগিয়ে দিলেন, 'কাল আমরা আবার কথা বলবো।'

'অ্যানির সঙ্গে আমি কবে দেখা করতে পারবো?'

'দু সপ্তাহের মধ্যে।'

দু সপ্তাহ! ··বিনোদন-কক্ষে ফিরে এসে, সব কথা জানিয়ে অ্যানিকে কড়া করে একটা চিঠি লিখলো নীলি। লিখলো, অবিলম্বে ওকে যেন এখান থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। · চিঠিটা খামে ঢুকিয়ে, মুখ সাঁটতে যেতেই মিস ওয়েস্টন ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'মুখ বন্ধ করবেন না। টিকিট সাঁটার জায়গায় শুধু আপনার ডাক্তারের নামটা লিখে রাখুন। উনি চিঠিটা পড়ে যদি উপযুক্ত বলে মনে করেন, তাহলে ডাকে পাঠিয়ে দেবেন।'

'তার মানে আমি যা লিখবো, ডাক্তার সিল তার সব কিছুই পড়ে দেখবেন?'

'সেটাই এখানকার নিয়ম।'

'কিন্তু সেটা ঠিক নয়। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকতে পারে!'

'রোগীর ভালোর জন্যেই এ নিয়মটা করা হয়েছে, মিস ও'হারা। ধরুন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়—রোগী যাকে সব চাইতে ভালোবাসে, তার ওপরেই সে সব চাইতে বেশি বিরূপ। সতীসাধ্বী স্ত্রীও স্বামীকে এমন চিঠি লেখে যে সে অন্য পুরুষে আসক্ত—এমন কি প্রেমিক হিসেবে হয়তো স্বামীর কয়েকজন বন্ধুর নামও উল্লেখ করে। কিন্তু স্বামী বেচারা আসল সত্যটা কি করে বুঝবে, বলুন?···তাই এই ব্যবস্থাটা নিতে হয়েছে।' মিস ওয়েস্টন মৃদু হাসলেন, 'আপনার যদি এখানে থাকতে ভালো না লাগে, এমন কি ডাক্তার সিলের নামে যদি কোনো অপ্রিয় কথাও লিখে থাকেন—তাহলেও চিন্তার কিছু নেই। উনি সবই বুঝতে পারবেন, চিঠিটাও ডাকে ফেলা হবে।'

চিঠিটা মিস ওয়েস্টনকে দিয়ে, এক কোণে গিয়ে দুহাতে মাথাটা চেপে বসে রইলো নীলি।

'ওভাবে বসে থেকো না,' মেরি জেন ওকে কাঁধে টোকা দিয়ে ডাকলো। 'তাহলে ওরা লিখে রাখবে, তুমি সর্বদা মনমরা হয়ে বসে থাকো।'

নীলি উঁচু গলায় হেসে উঠলো।

'অমন করে হেসো না,' মেরি জেন ওকে সাবধান করে দিলো, 'ওটা হিস্টিরিয়া। হাসতে হলে স্বাভাবিক ভাবে হাসবে। আর অমন একা একা থেকো না—ওরা লিখে রাখবে, তুমি কারুর সঙ্গে মেশো না···অসামাজিক। জানো, ছটা নার্স সর্বদা আমাদের কুড়ি জনের দিকে চোখ মেলে রেখেছে?'

···অতএব বিকেল বেলায় হাতের কাজের জায়গায় গিয়ে একটা সিগারেট কেস বানাতে শুরু করলো নীলি। পাঁচটার সময় ওদের সকলকে ম্যাসাজ-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। নীলি তখন নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছে না। পিঠে অসম্ভব যন্ত্রণা · হাত দুটো ক্রমাগত কাঁপছে · বমি ঠেলে উঠছে গলা অব্দি। শিগগিরি একটা পুতুল না পেলে ও চিৎকার করতে বাধ্য হবে।·· কিন্তু না, কিছুতেই ও অসুস্থ হয়ে পড়বে না—তাহলে ওর নামের পাশে কালো ঢেরা পড়বে।···তিরিশ দিনের মধ্যে ওকে যেমন করেই হোক, এখান থেকে মুক্তি পেতে হবে।···দাঁতে দাঁত চেপে কলঘরে ছুটে গিয়ে খানিকটা বমি করে এলো নীলি। ঈশ্বর, একটা বছর এখানে থাকতে হলে, ও যে সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যাবে।

ছটার সময় ওরা হথর্ন হাউসে ফিরে এলো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলো সকলে। হঠাৎ ক্যারল—যে মেয়েটি নীলির বিছানা গুছিয়ে দিয়েছিলো—চিৎকার করে উঠলো, 'তুমি আমাকে অপমান করেছো—'

'আমি তো পড়ছিলাম, ক্যারল,' ওর পাশে বসে থাকা মেয়েটি অবাক চোখে তাকালো। 'আমি তো কোনো কথাই বলিনি!'

'তুমি বলেছো, আমি সমকামী।' ক্যারল ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটির ওপরে, 'আমি তোমাকে খুন করে ফেলবো।'

তৎক্ষণাৎ দুজন নার্স ছুটে এসে ওকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলো। মেরি জেন মন্তব্য করলো, 'দুদিন স্নানের টবে রাখলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'মেয়েটি কি ওকে সত্যিই কিছু বলেছিলো?' জানতে চাইলো নীলি।

'না, ক্যারল ওটা কল্পনা করে নিয়েছে।' মেরি জেন বললো, 'ক্যারল ভারি ভালো মেয়ে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ দিব্যি ঠিক থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন একটা কিছু ভেবে নিয়ে, পাগলামো শুরু করে। ও দু বছর ধরে এখানে রয়েছে···কোনো দিন ভালো হবে বলে মনে হয় না।'

·· ছটার সময় রাতের খাবার দেওয়া হলো। তারপর ধারাস্নান। তারপর বসে বসে দূরদর্শনের অনুষ্ঠান দেখা। ইস, কিভাগ্যবান ছবির ওই লোকগুলো। একবার এখান থেকে বেরুতে পারলে, নীলি খুব ভালো হয়ে থাকবে · মন দিয়ে অভিনয় করবে···কক্ষনো মেজাজ খারাপ করবে না। আর রাত্তির বেলা মোটে দুটো করে বড়ি খাবে—স্রেফ দুটো।···

দশটার সময় সবাই শুযে পড়লো। এতো তাড়াতাড়ি ঘুমোনো যায় নাকি? তবু চোখ বুজে পড়ে রইলো নীলি। কারণ আধঘণ্টা অন্তর একজন নার্স এসে প্রত্যেককে টর্চ জেলে দেখে যাচ্ছে। ওরা হয়তো বলবে, নীলি মানসিকভাবে অশান্ত—তাই ঘুমোচ্ছে না।···ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজলো। তারপর একটা।···দুটো।·· একবার কলঘরে যাওয়া দরকার। সেটাকেও কি এরা পাগলামো বলবে নাকি? কিন্তু পেচ্ছাপ করাটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার! ·

বিছানা ছেড়ে হলঘর দিয়ে এগুতেই দুটি নার্স নীলির পাশে এসে দাঁড়ালো, 'কি ব্যাপার, মিস ও'হারা?' না, কিছু না - ও পেচ্ছাপ করবে। প্রায়ই ও রাত্তিরে পেচ্ছাপ করতে ওঠে।·· কলঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। ওঃ ভগবান, একান্তে একটু পেচ্ছাপ করারও উপায় নেই!

অ্যানি

১৯৬১

ডাক্তার হল, ডাক্তার আর্চার এবং ডাক্তার সিল—সকলেই একবাক্যে বলেছেন, এ অবস্থায় নীলিকে বাড়িতে নিয়ে যাবার অর্থ, ওর মৃত্যুর পরোয়ানায় সই করে দেওয়া। অথচ নীলি ভীষণ কান্নাকাটি করছিলো বারবার মিনতি করছিলো ওকে ওখান থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে। নীলির ভবিষ্যতের কথা ভেবে অ্যানি ওঁদের কাগজপত্রে সই করে দিয়েছিলো। কিন্তু কিছুতেই নীলির করুণ চোখদুটির কথা ভুলতে পারছিলো না।···

পরের বারে দেখা করতে গিয়ে অনেকটা খুশি হলো অ্যানি। নীলিকে তখন ফির-হাউসে রাখা হয়েছে। বললো, 'এ জায়গাটা তবু ভালো। এখানে এসে আমি ভুরু আঁকার পেন্সিল পেযেছি, একটা টেবিলও পেয়েছি। একদিন অন্তর এক প্যাকেট করে সিগারেট পর্যন্ত পাই! রাত্তিরের নার্সটা আমার

একজন ভক্ত। কাল রাত্তিরে ও আমাকে চুপিচুপি লাউঞ্জে নিয়ে গিয়ে, টি-ভিতে আমারই একটা পুরনো ছবি দেখালো। পাগলের মতো সিগারেট টেনেছি দুজনে!' নীলির ওজন কিছুটা বেড়েছে, তবে পিঠে এখনও ব্যথা হয়, ঘুম হয় না। এখানকার মেয়েগুলো বেশ ভালো। কিন্তু ওদের দেখে যেমনটি মনে হয়, আসলে ওরা ততোটা স্বাভাবিক নয়।···

যে মাসে নীলি একটা গোলমাল করে ফেললো। রাতের নার্সটির সাহায্যে ও এক শিশি নেম্বুতাল পাচার করে এনেছিলো। অর্ধেক খালি হয়ে যাওয়া শিশিটা ওঁরা নীলির তোষকের তলা থেকে আবিষ্কার করে ফেললো। শিশিটার দখল রাখার জন্যে নীলি পাগলের মতো লড়াই চালালো, হাত-পা ছুঁড়লো, অকথ্য গালিগালাজ করলো সকলকে। নার্সটিকে তখনই ছাটাই করে দেওয়া হলো আর নীলিকে দশঘণ্টা জলের টবে বেঁধে দেওয়া হলো জোর করে। তারপর ফের হথর্ন হাউসে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। অ্যানি যখন দেখা করতে গেলো, তখন নীলি ভীষণ বিমর্ষ, কথাবার্তা বন্ধ।

এদিকে গিলিয়ানের সঙ্গে আরও এক বছরের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে অ্যানি। কেভিন ব্যবসাটা বিক্রি করে দেওয়া সত্ত্বেও অ্যানির সঙ্গে নিয়মিত স্টুডিওতে যাতায়াত করে। তার নিশ্চুপ উপস্থিতি চিৎকৃত প্রতিবাদের চাইতেও তীব্র বলে মনে হয় অ্যানির। কেভিন চায় না, অ্যানি কাজ করে।··· একদিন পরিচালক জেরি রিচার্ডসন এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কেভিনের আলাপ করিয়ে দিলেন, 'কেভিন, এ আমার একজন পুরনো ইয়ার— আমরা একসঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। এর নাম লিয়ন বার্ক।'

নামটা শুনেই স্থাণু হয়ে উঠলো কেভিন। নামটা খুব সাধারণ নয়—এ নিশ্চয়ই সেই লোক! শক্ত-সমর্থ রোদে-পোড়া চেহারা, দেখে লেখকের চাইতে বরং অভিনেতা বলেই মনে হয়, মাথায় কয়লার মতো কালো চুল—শুধু রগের কাছদুটোতে সামান্য রুপালি ঝিলিক। নিজেকে হঠাৎ বাতিল আর বৃদ্ধ বলে মনে হলো কেভিনের। তবু হাত বাড়িয়ে মৃদু হাসলো সে। তারপর সাজঘরে অ্যানির কাছে লোকটাকে নিয়ে এসে, একটা কাজের ওজুহাতে বেরিয়ে গেলো স্টুডিয়ো থেকে।

লিয়নকে দেখে চমকে উঠলো অ্যানি, অনুভব করলো ওর ঠোঁটদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটা সাময়িক পত্রিকার পক্ষ থেকে দূরদর্শনের শিল্পীদের সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখার জন্যে আমেরিকায় এসেছে

লিয়ন। বললো, 'এ সমস্ত জিনিস আমি লিখতে চাই না। তবে এতে ভালো পয়সা আসে, তাছাড়া এখানেও একবার ঘুরে যাওয়া হলো—এই যা লাভ!'

'কদ্দিন থাকবে এখানে?' জানতে চাইলো অ্যানি।

'প্রায় ছ সপ্তাহ।'

'হেনরির সঙ্গে দেখা করেছো?'

'গতকাল একসঙ্গে লাঞ্চ করেছি। হেনরি এখন ক্লান্ত, ব্যবসাটা বিক্রি করে দিতে চান। জর্জ বেলোজ ওটা কিনে নেবার চেষ্টা করছেন। আব নয়তো জনসন হ্যারিস অফিসই কিনবে।' একটা সিগারেট ধরালো লিয়ন, 'এখানে যে কটা দিন আছি, তোমার সঙ্গে দেখা হলে খুব ভালো লাগতো। কিন্তু জানি, তোমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। হেনরির কাছেই শুনলাম, তুমি আর ওই কেভিন গিলমোর · '

'তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো, লিয়ন,' আচমকা বললো অ্যানি।

'চমৎকার! কখন?'

'তুমি চাইলে, আসছে কাল রাত্রে—'

'বেশ। কোথায় তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো?'

'আমি তোমাকে ফোন করবো।' অ্যানি বললো, 'দিনের বেলা আমি কাজে ব্যস্ত থাকবো।'

লিয়ন তার হোটেলের নাম আর নম্বরটা ওকে লিখে দিলো। অ্যানি লক্ষ্য করলো, ওর ফ্ল্যাটের তিনটে বাড়ি পরেই লিয়নের হোটেল। ছটার সময় ওকে ফোন করবে বলে কথা দিলো অ্যানি।···লিয়ন চলে গেলো, অ্যানি অনেকক্ষণ ধরে বসে রইলো নীরব নিস্পন্দ হয়ে। এতোদিন পরে ফিরে এসেছে মানুষটা, কিন্তু এর মধ্যে কি বিপুল পরিবর্তন এসেছে অ্যানির জীবনে! কেভিন ওকে ভালোবাসা দিয়েছে, দিয়েছে বিশ্বাস আর জীবনে উন্নতি করার সুযোগ। এখন আমাকে কেভিনের প্রয়োজন, অথচ আমি বোকার মতো অতীতের সব কথা ভুলে গিযে লিয়নকে কথা দিয়ে বসলাম! না, কাল আমি ওকে ফোন করে জানিয়ে দেবো, 'আমি ব্যস্ত আছি—দেখা হবে না। কিংবা ফোনই করবো না। ও অপেক্ষা করে থাকুক, যেমন আমি অপেক্ষায় ছিলাম এতোদিন।

কিন্তু অ্যানি জানতো, লিয়নের সঙ্গে ও দেখা করবে।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কেভিন বললো, 'অ্যানি, তুমি একবার বলো—লিয়নকে তুমি ঠাণ্ডা গলায় বিদায় দিয়েছো!'

'না, কেভিন—তাহলে মিথ্যে বলা হবে।'

'তুমি ফের ওর সঙ্গে দেখা করবে না তো?'

'তুমি বারণ করলে, করবো না।'

'অ্যানি··' ওর হাত চেপে ধরলো কেভিন, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না!'

'থাকতে হবে না।'

ওর চোখে চোখ রাখলো কেভিন, 'কথা দিচ্ছো?'

অ্যানি দেখলো, কেভিনেব চোখে জল! 'কথা দিলাম,' করুণ গলায় বললো ও।

পরদিন অনেক দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের পরে অ্যানি নিজেকে বোঝালো, কেভিনকে ও কোনোদিন ছেড়ে যাবে না বলে কথা দিয়েছে—কিন্তু লিয়নের সঙ্গে দেখা করবে না, এমন কোনো প্রতিশ্রুতিও দেয়নি।·· সেদিন রাতে দীর্ঘাদন বাদে লিয়নের আলিঙ্গনে লীন হযে সহসা ও অনুভব করলো, কারুর ভালোবাসা পাবার চাইতে কাউকে ভালোবাসতে পারাটা অনেক বেশি বড়ো কথা। ওর অবারিত নগ্ন পিঠে হাত রেখে লিয়ন বললো, 'অ্যানি, সবাই জানে কেভিন তোমাকে বিয়ে করতে চায।'

লিয়নের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিছানায় উঠে বসলো অ্যানি, 'আর কি করার ছিলো আমার? এতোগুলো বছর শুধু শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে বসে থাকবো? একটা চিঠি নেই · কোনো খবর নেই·· '

'চুপ,' ওর ঠোঁটে নিজের আঙুল রাখে লিয়ন।' কতো চিঠি লিখেছি তোমাকে, কিন্তু কোনোটাই ডাকে ফেলা হয় নি। প্রতিবারই আত্মঅহঙ্কারে অন্ধ হয়ে ভেবেছি, এই বইটাতেই আমি কিস্তি মাত করবো। তারপর বিজয়ী বীরের মতো ফিরে এসে ছিনিয়ে নেবো আমার প্রিয়াকে—তা সে যার কবলেই থাক না কেন। কিন্তু অ্যানি, আমি বিজয়ী বীর নই·· আর কেভিনও যেমন তেমন লোক নয়। আমার যদি চরিত্র বলে কোনো পদার্থ থাকে, তাহলে এ রাতের পরে আর কোনোদিনও তোমার সঙ্গে দেখা করবো না।'

'লিয়ন!' অ্যানির কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের স্বর।

'আমি বলেছি, যদি আমার চরিত্র থেকে থাকে,' উঁচুগলায় হেসে ওঠে লিয়ন। 'তবে সে বস্তুটা আমার কোনোদিনই তেমন ছিলো না। যেটুকু ছিলো, তাও তোমায় দেখে উবে গেছে। আমি যদ্দিন এখানে আছি, তুমি চাইলেই আমাকে কাছে পাবে। ইংলণ্ডের বৃষ্টি-ঝরা নির্জন রাতে তোমার দেওয়া প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতি আমি প্রাণভরে উপভোগ করবো…আর লিখবো।'

অ্যানি যখন নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এলো, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। দরজায় চাবি লাগাতে গিয়ে, ভেতরে আলোর রেখা দেখতে পেলো ও। কেভিন বৈঠকখানায় বসে ধূমপান করছিলো। বিদ্রূপের সুরে বললো, 'এতো তাড়াতাড়ি লিয়নকে ছেড়ে এলে কি করে? এখনও তো ভোর হয়নি!'

এগিয়ে গিয়ে কেভিনের ঠোঁট থেকে সিগারেটটা ছিনিয়ে নিলো অ্যানি, 'এসব কি হচ্ছে? অসুখের পর থেকে তুমি তো সিগারেট খেতে না?'

'আমার স্বাস্থ্য নিয়ে তোমার এতো মাথাব্যথা কেন?' কেভিন খিঁচিয়ে উঠলো।

'তুমি কেন এখানে এসেছো, কেভিন?'

'কারণ আমি জানতাম, তুমি ওর কাছে থাকবে—'

'কেভিন, তুমি আমার বন্ধু…আমার জীবনের অঙ্গ…তুমি এমন একজন মানুষ যাকে আমি গভীরভাবে ভালোবাসি। কিন্তু লিয়ন…লিয়ন আলাদা…'

'ওসব আমি শুনবো না। তোমায় কোনো একজনকে বেছে নিতে হবে।'

'বেশ, তুমি যদি আমাকে জোর করো…'

'না অ্যানি, না!' ওর হাতটা আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে কেভিন, 'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না!'

হাতটা টেনে নিতে ইচ্ছা করে অ্যানির। তবু ক্লান্ত সুরে বলে, 'যাবো না কেভিন, আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না।'

'কিন্তু তুমি তো ওর সঙ্গে দেখা করবে! আমি জেনেশুনেও তা কেমন করে সইবো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অ্যানি, 'আমরা দুজনেই জানি, আমি লিয়নের কাছে ছিলাম। কিন্তু সে আবার চলে যাচ্ছে।'

'কেন? সে কি তোমায় চায় না?'

শোবার ঘরে গিয়ে পোশাক ছাড়তে শুরু করে অ্যানি। সেই একই

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আচমকা কেভিনকে যেন অ্যালেন কুপারের মতো লাগছে—সেই একই রকম বোকার মতো অভিব্যক্তি আর ছেলেমানুষের মতো রাগ। এবং এবারেও পেছনে বসে আছে লিয়ন—কোনো দাবী সে জানাচ্ছে না, প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে না। অথচ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অ্যানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।…কেভিনের কাছে অ্যানি সত্যিকারের কতোটা ঋণী? তার সংসর্গ অ্যানির দেহ-মনে এতোটুকু রোমাঞ্চ বয়ে আনেনি কোনোদিন। তবু, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, কেভিনের মনে ও কোনোদিনই ঈর্ষা জাগতে দেয়নি—কেভিনের চাইতে অনেক সুদর্শন আর তরুণ পুরুষকে ও উপেক্ষা করেছে পরম অবহেলায়। একটানা চৌদ্দ বছরের সুখ উপহার দিয়েছে কেভিনকে। এতেও কি ঋণ শোধ হয়নি?

বৈঠকখানা ঘরে ফিরে আসে অ্যানি। বিধ্বস্ত, পরাজিত মানুষের মতো শূন্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কেভিন। সহসা মানুষটার জন্যে ভীষণ করুণা অনুভব করে ও। দুহাত এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, কেভিন। যাও এবারে পোশাক ছেড়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি এখানেই থাকবো।'

এলোমেলো পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসে কেভিন, 'ওর সঙ্গে আর দেখা করতে যাবে না তো?'

'না, কোনোদিনও না।'

একটানা দুটো সপ্তাহ নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাটালো অ্যানি। আন্তরিক প্রলোভন সত্ত্বেও এই দু সপ্তাহের মধ্যে একবারও ও লিয়নকে ফোন করেনি। অথচ ও জানতো, লিয়ন ওর ফোন পাবার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে। কিন্তু আচমকা ফের একদিন লিয়নের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। কেভিন এবং গিলিয়ানের এক নতুন মালিকের সঙ্গে অ্যানি সেদিন সন্ধ্যায় টুয়েন্টি-ওয়ান-এ বসেছিলো। হঠাৎ লিয়ন গিয়ে হাজির হলো সেখানে এবং লিয়নের সঙ্গে—কেভিনের ভাষায়—একটি 'সরেস মাল'। নিজের কুর্সি থেকে অ্যানি নিরাপদেই ওদের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারছিলো। ও দেখলো—মেয়েটির বয়েস প্রায় উনিশ, কয়লা-কালো চুলগুলো নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত, মুখখানা সুন্দর, স্বচ্ছ-শুভ্র পোশাকের আবরণে প্রকট হয়ে উঠেছে ওর যৌবনের দুরন্ত রেখাগুলো। একবার মেয়েটি কি একটা কথা বলতেই, মাথাটা পেছনের

দিকে হেলিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো লিয়ন। তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আলতো করে মেয়েটির নাকের ডগায় একটা চুমু খেয়ে নিলো।···

সেদিন রাতে অ্যানিকে ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিতে এসে হঠাৎ কেভিন বলে বসলো, 'আমিও ওদের দেখেছি।'

'কাদের ?'

'তোমার প্রেমিক আর ওই সুন্দরীটিকে।' কেভিন বিশ্রী সুরে বললো, 'এবারে হয়তো তুমি আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছো !'

'কেভিন, আমি এখন ক্লান্ত—'

'ও কিন্তু তোমার মেয়ে হতে পারতো, অ্যানি !'

'বাজে কথা ছাড়ো, কেভিন—আমার বয়েস মোটে ছত্রিশ।'

'অনেক মেয়েই আঠারো বছর বয়সে মা হয়।···তোমার কি একথা একবারও মনে হয়েছে অ্যানি, যে লিয়ন হয়তো পুরনো দিনের স্মৃতি মনে করেই তোমার সঙ্গে শুয়েছে ? আসলে ও তোমাকে করুণা করেছে, যেমন তুমি আমাকে করো। আসলে আমরা দুজনেই বাতিল হয়ে যাওয়া মাল।' অ্যানির চোখে বেদনার ছায়া লক্ষ্য করে কেভিনের রাগ চড়ে ওঠে, 'লিয়ন কি একবারও আমাকে ছেড়ে তাকে বিয়ে করার জন্যে তোমাকে মিনতি করেছিলো ? আমি বাজি ফেলে বলছি, তা সে করেনি ! তুমি যখন বিশ বছরের ছুঁড়ি ছিলে, তখন সে তোমাকে অবশ্যই পছন্দ করতো। কিন্তু এখন বিয়ে করতে হলে সে একটি সরেস মালকেই ছিপে তুলবে। · এতোদিন তুমি আমাকে অনুগ্রহ করেছো বলে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু আজ দেখলাম, ওই ডবকা ছুঁড়িটার কাছে তুমি ফ্যাকাসে হয়ে গেলে· তোমার মুখে দুশ্চিন্তার রেখা আমার মানসী দেবীমূর্তি হঠাৎ যেন উল্টে গেলো · ' দরজার দিকে এগিয়ে যায় কেভিন। 'চালের গুঁটি এবারে আমার হাতে, অ্যানি। ইচ্ছে হলেই আমি বিশ বছুরে কোনো ছুঁড়িকে নিয়ে শুতে পারি। কিন্তু তুমি ভয় কোরো না—আমি তোমার সঙ্গেই লেগে থাকবো। তবে কালই তুমি কাজে ইস্তাফা দেবার চিঠি পাঠাবে। তুমি কাজ করবে, আর আমি বসে বসে হাই তুলবো—সেটি হচ্ছে না। হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে আমি দুনিয়া বেড়াতে যাবো বৈকি ! তবে বিয়ের ব্যাপারটা আমাকে একটু ভেবে দেখতে হবে।'

'কেভিন, প্লিজ—তুমি এখন যাও·· '

'অতো সতীপনা দেখিয়ো না, সোনা—তুমি এখন বাতিল হয়ে যাওয়া মাল! প্রমাণ চাও?···লিয়নের নিশ্চয়ই তর সইছে না···এতক্ষণে সে নির্ঘাৎ ওই মালটাকে নিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটে উঠেছে। তাকে ফোন করে বলো, তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও। সাহস আছে?'

শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় অ্যানি। কেভিন ছুটে গিয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরে ওকে, 'আমার কথা শুনতে পাওনি?'

'কেভিন, তুমি সত্যিই আমাকে ঘেন্না করো—না?'

'না, তোমার জন্তে আমার দুঃখ হয় · যেমন আমার জন্তে তোমার হয়।'

'তাই যদি সত্যি হয়, তবে তুমি যাও কেভিন···চিরদিনের মতো চলে যাও।'

'অতো সস্তা নয়—তোমার সবচাইতে করুণ অবস্থাটা দেখে, তবে যাবো।' দূরআলাপনীর নম্বর ঘোরাতে শুরু করে কেভিন, 'ওর নম্বরটা আমারও মুখস্থ আছে। আমি ওকে জানিয়ে দেবো, তোমার এখন হিংসায় জরো-জরো অবস্থা·· রাতের খাবার পর্যন্ত খাওনি।'

কেভিনের হাত থেকে গ্রাহযন্ত্রটা কেড়ে নেয় অ্যানি।

'হ্যালো,' লিয়নের কণ্ঠস্বর।

'লিয়ন?'

সামান্ত বিরক্তি। 'অ্যানি?'

'বলো,' কেভিন হিসহিসিয়ে ওঠে, 'ওকে বলো, তুমি এক্ষুণি ওর ওখানে যেতে চাও।'

অ্যানি মিনতিভরা চোখে কেভিনের দিকে তাকাতেই, কেভিন গ্রাহযন্ত্রের দিকে হাত বাড়ায়। ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয় অ্যানি। 'লিয়ন·· আমি··· আমি তোমার ওখানে যেতে চাই।'

'কখন?'

'এক্ষুণি।'

মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্তে সামান্ত নীরবতা। তারপরেই লিয়নের ঝলমলে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আমাকে একটু গোছগাছ করে নেবার জন্তে দশ মিনিট সময় দাও, তারপর সোজা চলে এসো।'

'ধন্তবাদ, লিয়ন,' গ্রাহযন্ত্র রেখে দিয়ে কেভিনের দিকে তাকায় অ্যানি।

'এটা আমার বোঝা উচিত ছিলো···তিনজনে মিলে খেলাটা ভালোই

অমবে !' ঘব থেকে বেরিযে গিযে সজোরে দরজাটা ভেজিয়ে দেয় কেভিন। একমুহূর্তের জন্য অ্যানি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িযে থাকে। বেদনা আব স্বস্তির এক মিশ্রিত অনুভূতিতে মন ভরে ওঠে ওর। সিদ্ধান্তটা কেভিনই নিয়েছে' অ্যানিব মনে এখন আব এতটুকুও দ্বিধা নেই। লিযনেব সঙ্গে ওর সম্পর্কটা যা-ই দাঁড়াক না কেন, কেভিনকে ও কোনোদিনও বিযে কববে না। ওই অধ্যাযটা এখন সম্পূর্ণ শেষ · অ্যানি এবারে মুক্ত।·· রূপসজ্জাটা একটু ঠিকঠাক করে নিযে তিনটে বাড়ি পবে লিযনের হোটেলেব দিকে দ্রুত পা চালিয়ে দেয় ও।

দরজা সপাটে খুলে যায়। 'আমি কিন্তু আশাটা ছেড়ে দিতে শুরু করেছিলাম,' লিযন বলে।

অ্যানির দৃষ্টি দ্রুত ঘবের চতুর্দিকে ঘুবে আসে।

'ও চলে গেছে,' লিযনেব কণ্ঠস্বব শান্ত।

অ্যানি কিছু না বোঝাব ভান কবে।

'আমবা তোমাকে টুযেন্টি-ওযান থেকে চলে আসতে দেখেছি।'

'হ্যাঁ, আমিও তোমাদের দেখেছি।'

'ভালোই হযেছে, অন্তত সে জন্যে তুমি এখানে এসেছো।' লিয়ন দুগ্লাস পানীয এনে টেবিলেব ওপবে রাখে, 'কনি মাস্টার্সেব শেষ রেকর্ডদুটো লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হযেছে। ব্রিটিশরা কনি বলতে পাগল। তাই ওর রোমাঞ্চকর জীবন সম্পর্কে আমাকে কাগজে লিখতেই হবে।

'কনি মাস্টার্স কে ?'

'যে মেয়েটি আমার সঙ্গে ছিলো ওর বয়েস মাত্র উনিশ, সব কটা ছবির কোম্পানী ওর পেছনে লেগে রযেছে। তবে আমি কিন্তু এক গ্লাস কড়া পানীয় ছাড়া ওর গান শুনতে পারি না।'

অ্যানি মৃদু হাসে।

'ব্রিটিশ প্রেস আর সঙ্গীত-প্রেমিকদেব জন্যে আমি আমার কর্তব্যটুকু পালন করেছি।' লিযনের ঠোঁটে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে, 'বাকি কাজটা করার থেকে তোমাব ফোনটা আমাকে বাঁচিযেছে।'

'তার মানে তুমি তুমি ওকে করতে ?'

'নয কেন ? তোমাব ফোনের প্রতীক্ষায বসে থেকে বৃথাই নিঃসঙ্গে সময়

কেটে যায়। আর তুমি যে কুর্সিতে বসে রয়েছো, মেয়েটি ওখানেই পা গুটিয়ে বসে বসে সবেমাত্র বলছিলো, বয়স্ক পুরুষমানুষদের ওর বেশি পছন্দ!'

অ্যানি হেসে ওঠে, লিয়ন এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয়। কিন্তু আচমকা দূরভাষের আহ্বানে ওদের আলিঙ্গন ভেঙে যায়। গ্রাহযন্ত্রটা তুলে ধরে লিয়ন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'আমি বলি কি, আপনি বরং ওই মহিলার সঙ্গেই কথা বলুন।' অ্যানির দিকে গ্রাহযন্ত্রটা এগিয়ে ধরে সে, 'কেভিন গিলমোর।'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই না,' অ্যানি পেছিয়ে যায়।

'আমার মতে কিন্তু তোমারই কথা বলা ভালো।'

অ্যানি লক্ষ্য করে, লিয়ন গ্রাহযন্ত্রের কথামুখটা হাত দিয়ে ঢেকে রাখার কোনো চেষ্টাই করেনি। তার মানে, কেভিন সবই শুনছিলো। হাত বাড়িয়ে গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নেয় ও, 'কেভিন?'

'অ্যানি!...অ্যানি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, অ্যানি। তোমাকে কাজে ইস্তফা দিতে হবে না তোমার যা খুশি, তুমি তাই করতে পারো—' কেভিনের গলা ধরে আসে। 'আমি কালকেই তোমাকে বিয়ে করবো কিংবা তুমি যেদিন বলবে। শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'ওসব বলা অর্থহীন, কেভিন। সব শেষ হয়ে গেছে।'

'অ্যানি, আমি কিছু ভেবে ও সমস্ত কথা বলিনি!' কেভিন ফোঁপাতে শুরু করে, 'প্লিজ, অ্যানি, আমি জানি, আমি বুড়ো হয়েছি। বেশ তো, তুমি লিয়নের সঙ্গেও মেলামেশা কোরো—শুধু আমাকে কিছু বোলো না!... তুমি আমার জীবন থেকে চলে যেও না, লক্ষীটি!'

'কেভিন...কাল আমরা ও সব নিয়ে কথা বলবো।'

'অ্যানি, তুমি ওখানে রয়েছো · লিয়নের সঙ্গে কি করছো—সে সব ভেবে আমি সারা রাত ঘুমোতে পারবো না!... প্লিজ অ্যানি, আজ রাতে তুমি ফিরে এসো আমাকে তোমার পাশের বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে দাও—তাহলে আমার মনে হবে, তুমি ফিরে এসেছো। আমাকে দয়া করো অ্যানি · লিয়নের সঙ্গে লড়াই করার মতো বয়েস বা স্বাস্থ্য—কোনোটাই আমার নেই!'

'ঠিক আছে,' অ্যানির হাতে গ্রাহযন্ত্রটা সীসের মতো ভারী বলে মনে হয়।

'আবার দ্বিধা?' পেছনে ফিরে লিয়ন পানীয়ের গ্লাসটা ভরে নিতে থাকে।

'আমি কি করবো, লিয়ন ?'

লিয়ন কাঁধ ঝাঁকায়, 'তুমি কি চাও ? সুখ না শান্তি ?'

'দুটোই কি এক নয় ?'

'না। প্রেম পেলেই যে শান্তি আসবে, এমন কোনো কথা নেই। গিলমোরের কাছে গেলে তুমি শান্তি পাবে, বিবেক পরিষ্কার থাকবে—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আর আমার কাছে এলে, বিবেকের সঙ্গে তোমাকে হয়তো খানিকটা লড়াই করতে হবে কিন্তু প্রেম তো সব সময়েই খানিকটা লড়াই—তাই নয় কি ?'

'তুমি কি বলছো, তুমি আমাকে ভালোবাসো ?' প্রশ্ন করে অ্যানি।

'হায় ঈশ্বর, সেটা কি তোমাকে বোঝাবার জন্তে নিয়ন আলোয় লিখে রাখতে হবে ? হ্যাঁ, ভালোবাসি বৈকি !'

'কিন্তু আমি তা কি করে জানবো ? এই ছ সপ্তাহে তুমি একবারও আমাকে ফোন করোনি, কিংবা আমাকে সে কথা বোঝাবার কোনো চেষ্টাও করোনি।'

'প্রেম ভিক্ষা করে বা করুণা দিয়ে পাবার জিনিস নয়, অ্যানি। আমি কোনোদিনও ভিক্ষা চাইবো না। আমি তোমাকে ভালোবাসি, চিরদিন বাসবো।'

'তুমিও জানো, আমি তোমাকে ভালোবাসি··· চিরদিন ভালোবেসেছি, চিরকাল বাসবো।'

'তা হলে ?'

'কিন্তু তুমি ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছো···'

'আর কেভিন অ্যামেরিকায় রয়েছে।' লিয়নের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, 'আমি প্রেমের সম্পর্কে কথা বলছিলাম, আর তুমি ভূগোলের কথা বলছো !'

'কিন্তু প্রেমের অর্থ—একটা যুগ্ম পরিকল্পনা···একসঙ্গে থাকা।'

'প্রেম একটা আবেগ, কিন্তু তোমার কাছে সেটা একটা চুক্তি।' অ্যানির হাতদুটো নিজের হাতে তুলে নেয় লিয়ন, 'হ্যাঁ, আমি লণ্ডনেই ফিরে যাবো। তোমাকে বড়োজোর আরও কয়েকটা সপ্তাহ আমি উপহার দিতে পারি।'

'হয়তো লণ্ডন আমারও ভালো লাগবে, লিয়ন। সে কথাটা কি তোমার কখনও মনে হয়েছে ?'

'অ্যানি, আমি একজন লেখক। হয়তো সেরা লেখক নই—তবে তা হবার জন্যে চেষ্টা করছি। কিন্তু তুমি আর সেই বিশ বছর বয়সের মেয়েটি নও, যে আমার লেখা টাইপ করে দিতো। তোমার একঘেয়ে লাগবে, ঘেন্না লাগবে।'

মুখ ঘুরিয়ে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে অ্যানি। বৈদ্যুতিক খাঁচাটায় পা রাখার আগে একবার পেছনে তাকিয়ে ছাখে, লিয়ন আসছে কি না। কিন্তু লিয়নের ঘরের দরজা আগের মতোই বন্ধ। পায়ে পায়ে নিজের ফ্ল্যাট বাড়ির কাছে পৌঁছে যায় ও। লিয়ন ওকে ভালোবাসে, কিন্তু সে কোনো ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না। অথচ কেভিন ওকে দিতে চাইছে সারাজীবন বিশ্বস্ত থাকার চুক্তি সম্মত প্রতিশ্রুতি। কয়েকটা সপ্তাহের উন্মত্ত সুখের জন্যে কি করে কেভিনকে আঘাত দেবে ও? কিন্তু তারপরেই অতীতের লিয়ন-বিহীন নিষ্ফলা বছরগুলোর কথা মনে পড়ে অ্যানির—লিয়ন চলে গেলে হয়তো তারই পুনরাবৃত্তি হবে আবার। কিন্তু এখন লিয়ন এখানে আছে··· আপাতত তার কাছে থাকার সুযোগও ওর আছে। হ্যাঁ, এটাই সমাধান। লিয়নের কথামতো সামান্য কটা সপ্তাহই গ্রহণ করবে ও। তারপরেও কেভিন যদি ওকে চায়—ভালো কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে লিয়ন রয়েছে·· লিয়নের কাছেই থাকবে ও—প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটা মিনিট, যতোক্ষণ সম্ভব!

মুখ ঘুরিয়ে ফের ছুটতে শুরু করে অ্যানি। ছুটতে ছুটতে লিয়নের হোটেল ···বৈদ্যুতিক খাঁচা। লিয়ন দরজা খুলতেই, তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও।

এবারে কিন্তু কেভিন আর সাশ্রু নয়নে অ্যানিকে ফিরে আসার অনুরোধ জানালো না। বরং নতুন নতুন মেয়েদের সঙ্গে তাকে দেখা যেতে লাগলো যত্রতত্র। মরিয়া হয়ে গিলিয়ানের সঙ্গে অ্যানির চুক্তিটাও সে বাতিল করে দেবার চেষ্টা করলো। তার মতে, অ্যানির বয়েস হয়েছে—গিলিয়ান গার্ল হবার জন্যে একটি অল্প বয়সী তাজা নতুন মুখের দরকার। যেহেতু কেভিন এখনও কোম্পানীর পরিচালক-মণ্ডলির একজন সদস্য, সুতরাং এ ব্যাপারে সভা ডাকা হলো। কিন্তু ভোটে কেভিনের প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেলো। আগেকার চাইতে দশ হাজার ডলার বাড়তি পারিশ্রমিকে দু বছরের একটা নতুন চুক্তি পেলো অ্যানি—এবং এটা শুধুমাত্র দূরদর্শনের অনুষ্ঠানের জন্যে, যেটা অ্যানির পক্ষে আরও একটা জয়!···

হেনরির সঙ্গেও লিয়নের সম্পর্কে আলোচনা করলো অ্যানি। হেনরি

ভেবেচিন্তে বললেন, 'উপায় একটাই আছে। লিয়নকে নিউইয়র্কে আটকে রাখতে হবে।'

'কিন্তু কি করে?' অ্যানি বললো, 'ও যে প্রবন্ধটা লেখার কাজ নিযে এসেছিলো, সেটা শেষ হয়ে গেছে। তা ছাড়া লণ্ডন ওর ভালো লাগে।'

'বার্টার পাবলিকেশনসের কয়েকজনকে আমি চিনি। দেখি, তাদের পত্রিকাগুলোতে লিয়নকে দিয়ে কয়েকটা প্রবন্ধ লেখাবার বন্দোবস্ত করতে পারি কি না।'

'তাতে কি লাভ হবে?'

'ও আরও কয়েকটা দিন এখানে থাকবে, আর সেটা তোমারই উপকারে আসবে।'

আকস্মিকভাবে নীলির কাছ থেকেই সমস্যা-সমাধানের একটা সূত্র পাওয়া গেলো। নীলি আগের চাইতে মোটা হয়েছে, এখন অ্যাশ হাউসে আছে—আর কিছুদিন বাদেই বহির্বিভাগের রোগী হতে পারবে। সেদিন অ্যানি ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতেই নীলি বললো, 'জানো অ্যানি, এর মধ্যে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে! ··এখানে মাসে একদিন করে নাচের আসর বসে · সেদিন পুরুষ-রোগীরাও আমাদের সঙ্গে জিমন্যাসিয়ামে এসে যোগ দেয়। যাই হোক, সেদিন আমি আসরে গান গাইছি—হঠাৎ একটা পুরুষ রোগী সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। লোকটা সত্যিকারের পাগল, ওর রোগ কোনোদিনও সারবার নয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে একজন নার্স ওকে ধরার জন্যে ছুটে এলো। কিন্তু ডাক্তার হল নিষেধ করলেন। পরে জানা গেলো, লোকটা দুবছর ধরে এখানে রয়েছে—কিন্তু একদম কথাবার্তা বলে না। তাই ডাক্তার হল দেখতে চাইছিলেন, ও কি চায়। আমি তখন হেলেন লসনের একটা পুরনো গান গাইছিলাম, লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানটা শুনলো। তারপর আমি নিজের একটা পুরনো গান ধরতেই ও আমার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে গাইতে শুরু করলো। ওঃ, সে কি গলা, অ্যানি···তুমি ভাবতে পারবে না। শুনলে শরীর শিউরে উঠবে।···প্রায় একঘণ্টা আমরা একসঙ্গে গাইলাম, সবাই পাগলের মতো হাততালি দিলো—এমন কি ডাক্তার হল এবং ডাক্তার আর্চার পর্যন্ত। লোকটা তখন আমার গালে একটা টোকা দিয়ে বললো, 'দারুণ গেয়েছো, নীলি'—তারপর আবার ভিড় ঠেলে সরে গেলো। ডাক্তার হল বললেন, 'আপনারা দেখছি দুজন দুজনকে চেনেন। তবে উনি যে

এখানে রয়েছেন, সেটা কিন্তু খুব গোপন রাখা হয়েছে।' আমি চালাকি করে বললাম, 'উনি তো আমাকে নীলি বলে ডাকলেন। আমি ওঁকে কি বলে ডাকবো?' ডাক্তার হল বললেন, 'আপনি ওঁকে টনি বলেই ডাকতে পারেন। তবে এখানে ওঁর নাম জোন্স।'

'টনি?' অ্যানির কাছে কিছুই স্পষ্ট হয় না।

'টনি পোলার।' নীলি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, 'জন্ম থেকেই ওঁর মাথায় কি একটা ব্যাধি আছে, যা কোনোদিন সারবার নয়। ভাগ্যিস ওর আর জেনিফারের কোনো বাচ্চা হয়নি—তাহলে সেটাও হয়তো পাগল হয়ে যেতো।'

'তার মানে জেনিফার ঘটনাটা জানতো, কিন্তু কোনোদিনও তা প্রকাশ করেনি। তাই সেই গর্ভপাত! অ্যানির চোখে জল আসে, 'নীলি, কথাটা তুই কাউকে বলিস না।'

'কেন? ওর সঙ্গে তো কেনের বিয়েই হয়নি!'

'টনি মানুষের মন থেকে মুছে গেছে। বাজারে গুজব, সে এখন ইউরোপে রয়েছে। জেনিফারও ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছিলো, তাই কোনোদিন কাউকে কিছু বলেনি। ওদের দুজনের কথা ভেবে, কথাটা তুই গোপন রাখিস!'

'বেশ। তবে আমার ব্যাপারটাতে গোপন বলে কিছু নেই। একটা সাময়িক পত্রিকার পক্ষ থেকে দুটো অংশে নিজের কাহিনী লেখার জন্যে আমি একটা প্রস্তাব পেয়েছি। সেজন্যে ওরা আমাকে বিশ হাজার ডলার দেবে। আমার মুখ থেকে শুনে শুনে কাহিনীটা লেখার জন্যে জর্জ বেলোজ একজন লেখকের বন্দোবস্ত করে দেবেন।'

'জর্জ বেলোজ? তাঁর সঙ্গে তোর কি করে যোগাযোগ হলো?'

'পত্রিকায় গুজব বেরুচ্ছিলো, আমি মোটা হয়েছি—গাইতে পারি না। কিংবা রোগাই আছি, কিন্তু গাইতে পারি না। তাই আমি লিখে জানালাম, ওদের অর্ধেক কথা সত্যি—আমি মোটা হয়েছি, কিন্তু এতো ভালো কোনোদিনও গাইনি। তারপর ডাক্তার হলের অনুমতি নিয়ে এখানেই আমার গানের একটা টেপ করে সেটা হেনরি বেলামির কাছে পাঠিয়ে দিলাম—প্রেসের লোকদের শোনাবার জন্যে। উনি নিশ্চয়ই সেটা জর্জকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ তারপরেই জর্জ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে, ওই প্রস্তাবটা জানালেন। আমি এখান থেকে বেরুবার পর উনিই আমার কাজ-

কর্ম দেখাশুনো করতে চান।···জানো তো, উনি টাকা যোগাড় করে হেনরির কাছ থেকে ব্যবসাটা কিনে নেবার চেষ্ট করছেন।'···

নীলির কাছ থেকে ঘুরে এসেই অ্যানি হেনরির সঙ্গে যোগাযোগ করলো। সব শুনে হেনরি বললেন, 'লিয়ন নিশ্চয়ই নীলির কথা লিখতে রাজী হয়ে যাবে—আর তুমিও তাতে অন্তত একটা মাস সময় পাবে।'

'কিন্তু জর্জকে আপনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন। ওঁকে এমন ভাবে প্রস্তাবটা রাখতে হবে, যাতে আমি যেন কোনোমতেই এর সঙ্গে জড়িত হয়ে না পড়ি।'

জর্জের প্রস্তাবে লিয়ন খুশি হয়েই রাজি হলো। কিন্তু জানালো, নীলির সঙ্গে সে দেখা করবে না· পুরনো দিনের নীলিকেই সে স্মৃতিতে জাগিয়ে রাখতে চায়। তাই টেলিফোনে নীলির সঙ্গে আলোচনা করে, লেখা চালিয়ে যেতে লাগলো সে।

অকটোবরের প্রথম দিকে হেনরির কাছে একটা নতুন প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো অ্যানি। কিন্তু হেনরি তাতে খুব একটা উৎসাহী হয়ে উঠতে পারলেন না। বললেন, 'লিয়ন লিখতে ভালোবাসে। আমি জানি, সে কোনো এজেন্সির মালিক হতে চাইবে না।'

'আপনি চেষ্টা করুন। ওকে বলুন, আপনি যে ব্যবসাটা গড়ে তোলার জন্যে বুকের রক্ত দিয়েছেন এখন জনসন হ্যারিস অফিস সেটাকে গ্রাস করে ফেলবে—আপনি তা চান না।'

'কিন্তু অ্যানি, আমি যদি ওকে বলি যে ব্যবসাটা কেনার জন্যে আমিই ওকে টাকাটা ধার দিচ্ছি—তাহলেও একদিন আসল সত্যটা সে অবশ্যই জানবে। তখন?'

'সে চিন্তা তখন করা যাবে, হেনরি। এখন আমাদের আর নষ্ট করার মতো সময় নেই।'

'কিন্তু টাকাগুলো আপনি জর্জকে ধার না দিয়ে, আমাকে দিতে চাইছেন কেন?' লিয়ন চিন্তিত মুখে কফির পেয়ালায় চুমুক দিলো।

'কারণ জর্জ একা ব্যবসাটা চালাতে পারবে না। ওঁর ব্যবহারটা তেমন ভালো নয়—অর্ধেক শিল্পী আমাদের এজেন্সি ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু তুমি পারবে।'

'শুনে খুশি হলাম,' লিয়ন মাথা নাড়লো। 'কিন্তু আমি লণ্ডনেই সুখে আছি। লিখতে আমার ভালোই লাগে। এই নোংরা প্রতিযোগিতার জীবনকে আমি ঘেন্না করি।'

'আর অ্যানি ?'

হাতের সিগারেটটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো লিয়ন, 'ও কি আপনার এ প্রস্তাবটার কথা জানে ?'

'না।'

'কিন্তু ধারের অঙ্কটা যে অনেক, হেনরি !'

'তা নিয়ে আমি একটুও চিন্তিত নই। তুমি প্রতি বছর একটু একটু করে শোধ দিও।'

'আমি রাজি না হলে আপনার কি খুবই খারাপ লাগবে ?'

'লাগবে। একদিন যখন তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিলো, তখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। আজও তোমাকে আমার প্রয়োজন। আমি চাই, তুমি জর্জের সঙ্গে এজেন্সিটা চালাবে।'

উনিশশো বাষট্টির দোসরা জানুয়ারী বেলামি অ্যাণ্ড বেলোজ রূপান্তরিত হলো 'বেলামি, বেলোজ অ্যাণ্ড বার্ক' নামে। জর্জ প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট লিয়ন। হেনরি পুরোপুরি অবসর নিলেও, লিয়নের জেদে তাঁর নামটা এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত হয়েই রইলো।··· পরদিন হেনরির ফ্ল্যাটে লিয়ন ও অ্যানির বিয়েটা সেরে নেওয়া হলো—সাক্ষী রইলেন জর্জ এবং তার স্ত্রী। এক ফাঁকে অ্যানি হেনরিকে বললো, 'ওঁর ওপরে আপনার এতোটা আস্থা আছে দেখেই, ও এজেন্সিটা নিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু ও যদি জানতে পারে, টাকাটা আমিই ওকে দিয়েছি আপনার মারফৎ, তখন কি হবে ?'

হেনরি হেসেই উড়িয়ে দিলেন কথাটা, 'তোমাকে আমি যদ্দূর চিনেছি তাতে মনে হয়, তদ্দিনে তোমার পেটে বাচ্চা এসে যাবে। ওদিকে ব্যবসাটাও চলবে জোর কদমে। কাজেই তুমি আড়াল থেকে সুতো টেনে ওর স্বপ্নটা সফল করেছো বলে, লিয়ন তখন মনে মনে খুশিই হবে।'···

দুমাসের মধ্যে লিয়ন বেশ কয়েকজন ইংরেজ তারকাকে ওদের এজেন্সিতে সই করিয়ে ফেললো। অন্যান্য এজেন্সি থেকেও ভাগিয়ে আনা হলো কয়েক-জনকে। একদিন জর্জ বললেন, 'একটি মেয়েকে আমরা চেষ্টা করলেই পেতে

পারি। তাকে যদি ফের উঁচুতে তুলে ধরা যায়, তাহলে সত্যিই একটা কাজের কাজ করা হবে। মেয়েটি হচ্ছে, নীলি ও'হারা।'

'কোনো লাভ হবে না,' লিয়ন মুখ কোঁচকালো। 'সে তো এখনও হ্যাভেন ম্যানোরে রয়েছে। তাছাড়া, ও শেষ হয়ে গেছে।'

'নীলির মতো শিল্পী কোনোদিনও শেষ হয়ে যায় না, লিয়ন। সকলের ধারণা, ও আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি ওকে ফিরিয়ে এনে উঁচুতে তুলে ধরতে পারি, তাহলে একটা অসম্ভবকে সম্ভব করা হবে। তখন দেখবে জি. এ. সি, সি এম. এ, উইলিয়াম মরিস, জনসন হ্যারিস ছেড়ে শিল্পীরা আমাদের দিকে ছুটে আসছে।'

'কিন্তু নীলি মানসিক ব্যাধিতে অসুস্থ, মোটা হয়ে গেছে, বয়েসটাও আঠারো নয়।'

'ওর বয়েস এখন বত্রিশ, শুয়োরের মতো মোটা, কিন্তু গান গায় অপূর্ব।'

'ওকে রোগা করতে বছরখানেক লেগে যাবে।' কাঁধ ঝাঁকালো লিয়ন, 'তাছাড়া কাজের চাপে ও হয়তো ফের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে।'

'ওকে রোগা হতে হবে না, মোটাই থাকুক।'

'একটা মোটা গায়িকাকে নিয়ে কি করবো আমরা?'

'জলসা করবো—একক সংগীতের আসর! আর কিছু না হোক, মানুষ কৌতূহলী হয়ে ওকে দেখতে আসবে।'

'বেশ—আপনার যখন এতোই ইচ্ছে, তখন আপনিই ওকে তুলে ধরুন। আমি অফিস সামলাবো।'

'আমার ওপরে নীলির ততোটা আস্থা নেই, কিন্তু তোমাকে ও পছন্দ করে। তুমি ওকে আমাদের এজেন্সিতে সই করাতে রাজী করো, বাদবাকি নোংরা কাজগুলো আমিই করবো। আমি ওর হয়ে প্রচার চালাবো, শহরে শহরে ওর অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করবো, ওর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যাবো। ওর এখন পয়সা-কড়ি কিছু নেই, কাজেই অফিসই ওর সব খরচ মেটাবে। ওর দিন-রাত্তিরের কাজের জন্যে আমরা একটা লোকও রেখে দেবো—ঠিক তেমনি একটি মেয়েও আমার জানাশোনা আছে—মেয়েটি ম্যাসাজ করে, ষাঁড়ের মতো চেহারা!...হিসেবের খাতাও একটা থাকবে। নীলি রোজগার করতে শুরু করলে, আমরা খরচের টাকাটা কেটে রাখবো। আর লোকসান হলে, সেটা আয়কর থেকে রেহাই পাবে।'

'এতো একটা বড়ো আকারের জুয়া—'

'কিন্তু আমাদের লোকসান কিছু নেই। তাছাড়া তেমন তেমন রোজগার হলে, নীলি অ্যানির টাকাটাও মিটিয়ে দিতে পারবে। চিকিৎসা বাবদ অ্যানির কাছে ওর প্রায় বিশ হাজার ডলার দেনা রয়েছে।'

'ব্যাপারটা আমার খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না,' ফের মাথা নাড়লো লিয়ন। 'তবু আপনার কথা মতো আমি ওর কাছে প্রস্তাবটা রাখবো। কিন্তু তারপর থেকে এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব আপনার!'

কিছুদিন পরেই অ্যানি সুনিশ্চিত হলো- ওর আশা পূর্ণ হতে চলেছে। ওর গর্ভে এখন লিয়নের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার দিন গুনছে। জানুয়ারীর মাঝামাঝি ভূমিষ্ঠ হবে বাচ্চাটা, তাই জুনের শেষেই অ্যানি কাজ ছেড়ে দেবে।

ওদিকে লিয়নের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছে নীলি। জর্জকে ও পছন্দ করে না। কিন্তু যেহেতু লিয়ন এই এজেন্সির অংশীদার এবং অ্যানি ওর নিকটতম বন্ধু, সেই কারণে বিনা দ্বিধায় ওদের এজেন্সিতে সই করেছে। ছোট্ট একটা হোটেলে ঘর নিয়ে নীলি এখন দারুণ পরিশ্রম করছে, দিনে চার ঘণ্টা করে মহড়া দিচ্ছে। ওর সঙ্গে রয়েছে ক্রিষ্টিন নামে সেই ডেনিশ মহিলা— সপ্তাহে তিনশো ডলারের বিনিময়ে যে চব্বিশ ঘণ্টা নীলির দিকে নজর রাখবে বলে কথা দিয়েছে। নেশার বড়ি এবং মদের দিকেও ক্রিষ্টিনকে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

জুনের মাঝামাঝি টরেন্টোতে নীলির প্রথম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। জর্জ ও লিয়নের সঙ্গে অ্যানিও সেদিন অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে দুরু দুরু বুকে বসেছিলো। মঞ্চের পর্দা সরে যেতেই লম্বা একটা কালো পোশাক পরা নীলিকে দেখতে পেলো দর্শকরা। গালদুটো প্রচণ্ড উঁচু হয়ে ওঠায় ওর চোখ দুটো দেখাই যাচ্ছে না। ঘাড় বলতে কোনো পদার্থ নেই। দর্শকরা স্পষ্টতই ওকে দেখে আঁতকে উঠলো। নীলি কিন্তু তাতে এতোটুকুও বিচলিত হলো না। মৃদু হেসে বললো, 'আমি সত্যিই ভীষণ মোটা হয়েছি। কিন্তু বড় অপেরা-গায়কই তো মোটা! তাছাড়া আমি আপনাদের দিল খুলে গান শোনাতে এসেছি—আমার দিলটা আমার চেহারার মতোই মোটা আর বিরাট।' দর্শকদের হর্ষধ্বনিতে তখন কান পাতা দায়। শুরু করার আগেই তাদের জয় করে নিলো নীলি। গানও গাইলো প্রাণভরে। দর্শক-শ্রোতারা

যেন সম্মোহিত হয়ে উঠলো ওর গানের জাদুতে। পাগলের মতো হাততালি দিয়ে ওকে সংবর্ধনা জানালো সকলে।···মন্ট্রিলে ওই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। ডেট্রইটে নীলি গিয়ে পৌঁছবার আগেই সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেলো।·· অবশেষে নভেম্বর মাসে খোদ নিউইয়র্কেই নীলির অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করলেন জর্জ। নীলি এখনও মোটাই রয়েছে। তবে ক্রিস্টিনের ম্যাসাজে প্রায় তিরিশ পাউণ্ড ওজন কমেছে ওর।···নিউইয়র্কেও জনতা সাদরে গ্রহণ করলো নীলিকে। কিন্তু অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় সপ্তাহে জর্জ জানালেন, নীলি আর ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠান করতে নারাজ।

'সেকি!' লিয়ন বললো, 'আমি তো লস এঞ্জেলস, স্যানফ্রান্সিসকো আর লণ্ডনে ওর অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করে ফেলেছি!'

জর্জ কাঁধ ঝাঁকালেন, 'গতকাল রাত্রে ওর সঙ্গে আমার একচোট হয়ে গেছে। ও এখন স্থিতু হতে চায়।'

বাধ্য হয়েই নীলির সঙ্গে দেখা করলো লিয়ন। সব শুনে নীলি বললো, 'বেশ, জর্জের বদলে তুমি সঙ্গে থাকলে আমি যেতে রাজি আছি।'

'আমি কি করে যাবো, নীলি?' লিয়ন আঁতকে উঠলো।

'ছাখো লিয়ন, জর্জকে আমি সহ্য করতে পারি না। দিন-রাত্তির ওর মুখটা দেখতে হলে, আমি বমি করে ফেলবো।'

'কিন্তু আমি তো যেতে পারবো না, নীলি···ছ সপ্তাহের মধ্যে অ্যানির বাচ্চা হবার কথা।'

'ওহো, কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।' সহসা নীলি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'তাহলে বাচ্চাটা জন্মানো অব্দি আমার অনুষ্ঠানগুলো মুলতুবি রাখো। আমিও ততদিন একটু বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারবো।'

'তখনও আমি অ্যানিকে রেখে যেতে পারবো না—নতুন বাচ্চা নিয়ে···'

'অ্যানি আমাদের সঙ্গেই যেতে পারে! শোনো লিয়ন, আমার যমজ বাচ্চা ছিলো—আমি জানি। প্রথম কয়েকটা মাস বাচ্চাদের জন্যে শুধু একটা ভালো নার্স রাখা দরকার।'

'ভেবে দেখি,' বললো লিয়ন।

লণ্ডনের অনুষ্ঠানটা সহজেই ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি অব্দি পেছিয়ে নেওয়া গেলো। কিন্তু লস এঞ্জেলস এবং স্যানফ্রান্সিসকোর তারিখগুলো পালটানো

একেবারেই অসম্ভব—ওখানে ক্রিসমাস এবং নিউইয়ার্সে নীলিকে দিয়ে অনুষ্ঠান করাতেই হবে। এ প্রসঙ্গটা অ্যানির কাছ থেকে সযত্নে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলো লিয়ন। কিন্তু অ্যানিকে দেখতে এসে, নীলিই ওকে সব কথা ফাঁস করে দিলো। বললো, 'জীবনে তুমি সবকিছু পেয়েছো, অ্যানি—টাকা-পয়সা, ভালোবাসার মানুষ…দুদিন বাদে একটা বাচ্চাও আসবে। কিন্তু আমার কিছুই নেই—শুধু কাজ আর কাজ। দুনিয়ায় আমি একেবারে একা। তাই দশটা দিনের জন্যে লিয়নকে আমি আমার সঙ্গে লস এঞ্জেলসে নিয়ে যেতে চাইছিলাম। একা একা আমি কিছুতেই হলিউডের মুখোমুখি হতে পারবো না। ওরা আমাকে দেখে হাসাহাসি করবে, ফিসফিসিয়ে বলবে, 'মাগি কি প্রচণ্ড মুটিয়েছে!' হ্যাঁ তারপর গান গেয়ে আমি ওদের মন জয় করে নেবো—কিন্তু প্রথম দিকের ওই মুহূর্ত কটা বড়ো সাংঘাতিক! তখন প্রতিটা অনুষ্ঠানের আগে আমার এমন একজন বন্ধুর প্রয়োজন, যে আমাকে আশ্বাস দেবে…ভরসা যোগাবে। আর তা না হলে, ফের আমাকে নেশার বড়ি বা মদের শরণাপন্ন হতে হবে।'

'লিয়ন যদি যেতে চায়, তো যাবে।' বললো অ্যানি।

'তুমি ভালো করেই জানো, অমন করে বললে লিয়ন কিছুতেই যাবে না। কিন্তু ও না গেলে আমিও গাইবো না—ল্যারিনজাইটিস মানুষের যে কোনো সময়েই হতে পারে। কাজেই ওকে তুমি রাজি করাও।'

লিয়ন দৃঢ়তার সঙ্গেই অ্যানির প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলো। পরিষ্কার জানিয়ে দিলো, অ্যানিকে ও কিছুতেই এ অবস্থায় ফেলে রেখে যাবে না। এতেও নীলি যদি তাদের এজেন্সি ছেড়ে চলে যেতে চায়, তো যেতে পারে।… কিন্তু পরদিন স্বাভাবিকের চাইতে একটু তাড়াতাড়িই বাড়িতে ফিরে এলো সে। রাগে তার মুখটা থমথমে। একটা অমঙ্গল আশঙ্কা করে তার দিকে একগ্লাস পানীয় এগিয়ে দিলো অ্যানি। গ্লাসে লম্বা করে একটা চুমুক দিয়ে অপলক চোখে ওর দিকে তাকালো লিয়ন, 'অ্যানি তুমি কি মনে করো নীলির সঙ্গে আমার ক্যালিফোর্নিয়ায় যাওয়া উচিত?'

লিয়নের দৃষ্টিটা ভালো লাগলো না অ্যানির। খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললো, 'জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ের আগে বাচ্চাটা হবে বলে মনে হয় না। ক্রিসমাসে তোমাকে ছেড়ে থাকার কোনো ইচ্ছাও আমার নেই। কিন্তু বাস্তব দিকটা '

'আমি কি করবো, বলো।' লিয়নের কণ্ঠস্বর কেমন যেন অদ্ভুত শোনায়।

'সেটা তুমি ঠিক করবে। তুমি যা ঠিক করবে, আমি তা-ই মেনে নেবো।'

'না। তুমিই সব কিছু ঠিক করেছো, এটাও করবে।'

'কি বলছো তুমি, লিয়ন?'

'হ্যাঁ তুমি! আমি জানতে পেরেছি, অ্যানি ওয়েলস আমাকে কিনে রেখেছে—নীলিই বলেছে আমাকে।'

'নীলি? নীলি তা কি করে জানলো?' আতঙ্কিত হয়ে ওঠে অ্যানি।

'নীলি হেনরির কাছে গিয়েছিলো, যাতে তিনি আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওর সঙ্গে বাইরে যেতে রাজি করান। তখন হেনরিই ওকে বলেছেন, ব্যবসার খাতিরে আমি তাতে নিশ্চয়ই রাজি হবো, কারণ তোমার টাকা মার যেতে পারে। নীলি তক্ষুণি অফিসে ছুটে এসে আমাকে খবরটা জানিয়ে গেছে। জর্জ অবিশ্যি স্বাভাবিক কারণেই অবাক হবার ভান করেছেন। কিন্তু আসলে আমি বাদে আর সকলে কথাটা প্রথম থেকেই জানে, তাই নয় কি?'

'কেউ জানে না, লিয়ন। সময় এলে, আমি নিজেই তোমাকে জানাতাম।… হেনরি অবিশ্যি নীলিকে কথাটা জানিয়ে ঠিক করেননি। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি বলেই অমন কাজ করেছিলাম, যাতে তুমি লণ্ডনে ফিরে না যাও।'

'আর তাতে তুমি সফলও হয়েছো! তুমি যা চাও, তা-ই কিনে নিতে পারো, তাই না?'

'কিন্তু আমার টাকা তো তোমারই টাকা লিয়ন!' প্রাণপণ প্রয়াসে আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে চায় অ্যানি, 'আমি যা করেছি, তোমাকে ভালোবাসি বলেই করেছি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, তোমার সন্তানের মা হতে চেয়েছিলাম—তুমি কি তা বুঝতে পারছো না?'

'না। এখন আমি শুধু একটা জিনিসই বুঝি—তা হচ্ছে তোমার প্রতিটি পাই-পয়সা দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে আনতে হবে। নইলে আমার অহঙ্কার, আমার আত্মসম্মান কিছুই বজায় থাকবে না। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো অ্যানি! এবারে আমার প্রথম কাজ হবে, ওই ঘোতকা মাগিটাকে নিয়ে লস এঞ্জেলসে যাওয়া।'

নির্দিষ্ট সময়ের দু সপ্তাহ আগে, নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে, জেনিফার বার্ক জন্মগ্রহণ করলো। হাসপাতাল থেকে দূরভাষ যোগে ক্যালিফোর্নিয়ায় লিয়নকে খবরটা জানিয়ে দিলো অ্যানি। তারপর থেকে লিয়ন প্রতিদিন দু-তিন বার করে অ্যানিকে ফোন করেছে। লস এঞ্জেলসে নীলি চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করে, এবারে স্যানফ্রান্সিসকোতে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। অ্যানির খুব খারাপ লাগবে কি? তার অর্থ, আরও তিন সপ্তাহের বিচ্ছেদ। মাসের শেষাশেষি লিয়ন শহরে ফিরে এলো। ছোট্ট জেনিফারের ওজন তখন ন পাউণ্ড, মাথার চুল কালো, মুখখানা লিয়নের মতো। দেখে খুশি হলো লিয়ন। কিন্তু সেদিন রাত্তেই ফের দু সপ্তাহের জন্যে তাকে বাইরে চলে যেতে হলো।

অবশেষে একদিন হেনরির কাছে সমস্যাটার কথা বললো অ্যানি, 'হেনরি, বাচ্চাটার বয়েস এখন তিনমাস। এর মধ্যে লিয়ন ঠিক চারটে দিন ওর সঙ্গে কাটিয়েছে। একদিন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ওয়াশিংটনে যাবার পথে, আর তিনদিন ওয়াশিংটন থেকে লণ্ডনে যাবার মাঝখানে। আজ একমাস হলো ও লণ্ডনেই রয়েছে। আমি জানি, এতোদিনে নীলি অবশ্যই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। কাজেই লিয়নের পক্ষে ওখানে থাকার কোন যুক্তিই নেই।'

'জর্জ কি বলেন?'

'সেই একই কাহিনী,' ম্লান হাসে অ্যানি। 'নীলি ওখানে একা থাকবে না। নীলির কাছে লিয়ন ঈশ্বরের মতো, একমাত্র তাঁর কথাই ও শোনে। নীলি এজেন্সিকে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা এনে দিচ্ছে।'

'ছাখো · এবারে হয়তো যে কোনো দিনই সে ফিরে আসবে।'

'হ্যাঁ, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ফিরবে। কিন্তু তারপর? কে জানে, তারপর আবার কোথায় নীলির অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা আছে—সেখানেই সে ছুটবে।'

দশদিন বাদে মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে ফিরে এলো লিয়ন। নীলি ইউরোপে একটা ছবিতে অভিনয় করবে। বড়ো বড়ো নামজাদা শিল্পীদের নিয়ে ফ্রান্স এবং ইতালিতে তোলা হবে ছবিটা। 'ওতে নীলি টাকা-কড়ি

তেমন কিছু পাবে না', লিয়ন বললো, 'তবে ওটা হলিউড আর টি.ভি-র কাছে প্রমাণ করে দেবে, ওর ওপরে আস্থা রাখা চলে।'

'আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো, লিয়ন,' আচমকা প্রস্তাব করলো অ্যানি।

'তা হয় না।'

'কেন?'

'জনসন হ্যারিস অফিস থেকে টেলিভিশনের জন্যে একটা বড়োসড়ো প্রস্তাব নিয়ে দুজন লোক ওর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলো। রাস্তায় ওকে এক ঝলক দেখার জন্যে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।... সকলের কাছ থেকে ওকে আগলে রাখতে হয়।'

'কিন্তু তোমার আর জর্জের কাছে ওর বিশ্বস্ত থাকা উচিত—তোমরাই ওকে নতুন করে তুলে ধরেছো।'

'তোমার আর অফিসের সমস্ত দেনা ও মিটিয়ে দিয়েছে। এখন ও অনেক পয়সা রোজগার করছে—তাতে আমাদেরও পয়সা আসছে। ওর ধারণা, ওর কাছেই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

'কিন্তু তার সঙ্গে আমার যাওয়ার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?'

'নীলি সেটা পছন্দ করবে না।'

'নীলি পছন্দ করবে না! আমি তোমার স্ত্রী, নীলির সব চাইতে নিকট বন্ধু। নীলি আমাকে পছন্দ করবে না কেন?'

'তুমি গেলে, স্বভাবতই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চাইবো—তোমাকে রোম, প্যারিস দেখাতে নিয়ে যাবো। তার মানে, নীলিকে তখন অবহেলা করতে হবে।...লক্ষ্মীটি অ্যানি, আর কটা দিন একটু মানিয়ে নাও। আর এক বছরের মধ্যেই আমি ব্যবসায়ে তোমার ধারটা মিটিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু এই মুহূর্তে নীলিই আমাদের এজেন্সির শিরদাঁড়া।'

'কিন্তু আমি ভালো করেই জানি, আমি গেলে নীলি অপছন্দ করতো না।'

'নীলি এখন বদলে গেছে, অ্যানি। ও নিতান্ত দুঃসময়ে তোমার কাছে ছুটে ছুটে গেছে, তখন ও মানুষ ছিলো। কিন্তু সুসময়ের নীলিকে তুমি চেনো না। নিজেকে ছাড়া ও আর কিচ্ছু বোঝে না। ভাগ্য ভালো, তাই এখনও আমি ওকে সামলে রাখতে পেরেছি। তাই আমার সবটুকু সময় ওর জন্যেই আলাদা করে রাখতে হবে।'

তিনটে মাস বিশ্রীভাবে কেটে গেলো। লিয়ন মাঝেমধ্যে চিঠি লিখেছে, সপ্তাহে একবার করে ফোনও করেছে। · নীলির ছবিটা নাকি দারুণ হয়েছে। তবে ছবির প্রথম দিকটা আবার নতুন করে তুলতে হয়েছে—কারণ এর মধ্যে নীলি অনেকটা ওজন কমিয়ে ফেলেছে। জুনের শেষে লিয়ন ফিরে আসবে। কিন্তু তারপর এক সপ্তাহ আর কোনো খবর নেই।

বাধ্য হয়েই জুলাইয়ের চার তারিখে পঞ্চম জর্জ হোটেলে দূরপাল্লার ফোনে যোগাযোগ করলো অ্যানি। কিন্তু অপারেটার জানালো, লিয়ন এক সপ্তাহ আগে হোটেল ছেড়ে চলে গেছে। না, উনি কোনো ঠিকানা রেখে যাননি। তবে অপারেটারের ধারণা, উনি আমেরিকাতেই ফিরে গেছেন। হ্যাঁ, মিস ও'হারাও ওই একই সময়ে হোটেল ছেড়েছেন। · সঙ্গে সঙ্গেই জর্জের সঙ্গে যোগাযোগ করলো অ্যানি। হ্যাঁ, লিয়ন আর নীলির তো ইতি-মধ্যেই ফিরে আসার কথা · না, গত পাঁচ দিনের মধ্যে ওদের সঙ্গে তার কোনোরকম যোগাযোগ হয়নি। এবারে ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলসে ফোন করলো অ্যানি। হ্যাঁ, তিন দিন আগে মিঃ লিয়ন বার্ক এখানে এসে উঠেছেন। না, উনি এখন ওঁর ঘরে নেই। হ্যাঁ, মিস ও'হারাও এখানে আছেন···কিন্তু ওঁর ঘর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে ওঠে অ্যানি। তিন দিন ধরে লোকটা ক্যালিফোর্নিয়ায় রয়েছে, অথচ ওকে একটা ফোন পর্যন্ত করেনি। ·

সেদিন রাতেই হেনরির কাছে ছুটে গেলো অ্যানি। সব কথা বলে ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে উঠলো ও 'লিয়নকে ছাড়া আমি বাঁচবো না, হেনরি।'

'তাহলে শান্ত হও।' হেনরি বললেন, 'এখন লিয়নের সঙ্গে একটা হেস্ত-নেস্ত করতে গেলে তাকে তুমি সোজা নীলির দিকে ঠেলে দেবে।'

'কিন্তু নীলি একটা শুয়োরের মতো মোটা মেয়ে—তার জন্যে লিয়নের কোনো দুর্বলতা থাকতে পারে না।'

'নীলি এখন আর মোটা নেই, ওর ওজন বড়জোর একশো পাউণ্ড। দেখতে ভালোই লাগে।'

'নীলি ?'

'প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, অ্যানি। নীলি এখন মুহূর্তের জন্যেও লিয়নের দিক থেকে চোখ ফেরায় না···'

অ্যানি কান্নার আবেগে ভেঙে পড়ে, 'আপনি যদি নীলিকে টাকার ব্যাপারটা না জানাতেন, তবে এসব হয়তো কিছুই হতো না!'

'সেটা ডিসেম্বর মাস। তুমি আর লিয়ন সুখে দিন কাটাচ্ছো। নীলি তখন তোমার সবচাইতে কাছের বন্ধু—অন্তত আমি তাই মনে করেছিলাম। ও আমার কাছে এসেছিলো, কারণ ও জানতো তুমি আমার কথা শোনো। ও চেয়েছিলো, বাচ্চাটা হবার পর তুমি যাতে ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াও—আমি যেন সেটা তোমাকে রাজি করিয়ে দিই। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলো, তুমি কোনো যুক্তিই শুনবে না—কারণ তুমি প্রচুর পয়সার মালিক, এজেন্সির জন্যে তোমার আদৌ কোনো মাথাব্যথা নেই এবং সম্ভবত তুমি চাও, লিয়ন কাজ-কর্মে অবসর নিক। তাই আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম, ওর ধারণাটা ভুল—আসলে তোমার টাকাই এজেন্সিকে খাটছে। আমি কি করে বুঝবো, নীলি এ কথাটা তোমার বিরুদ্ধেই কাজে লাগাবে? অথচ ও কতোবার বলেছে, ও তোমার কাছে সারা জীবনের মতো ঋণী—তুমি লিয়নের সাহায্যে ওকে হিট শো-তে ঢুকিয়েছো, ওকে টেরি কিঙের বদলী হিসেবে নেবার জন্যে গিলকেসের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছো, এমন কি হ্যাভেন ম্যানোরে ওর চিকিৎসার খরচ পর্যন্ত চালিয়েছো! কিন্তু তুমি ধৈর্য ধরে থাকো অ্যানি, একদিন সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

'কি করে?'

'তুমি দু-দুবার লিয়নের আত্ম-অহমিকায় ঘা দিয়েছো। একবার—ওর জন্যে নিউইয়র্ক ছাড়তে রাজি না হয়ে, আর একবার—ওকে এজেন্সিটা কিনে দিয়ে। আপাতত তুমি চুপ করে বসে থাকো। নীলির ব্যাপারটা তুমি যে জানো, তা লিয়নকে বুঝতে দিয়ো না। একদিন নীলির ভেতর থেকে গোখরো সাপটা ঠিকই বেরিয়ে আসবে। সেদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে, লিয়ন আবার তোমার কাছেই ফিরে আসবে।...হ্যাঁ, এটা একটা স্নায়ুযুদ্ধই হতে যাচ্ছে—তবে আমার বিশ্বাস, তুমি তা পারবে!'

'চেষ্টা করবো,' বিষণ্ণ স্বরে জবাব দেয় অ্যানি। 'হেনরি, আমার গোটা পৃথিবীটা আজ একসঙ্গে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে। মনে হচ্ছে, আজ রাত্তিরে আমাকে এই প্রথম একটা পুতুল গিলতে হবে।'

'কি?'

'সেকোন্যাল।' অ্যানির মুখে ম্লান হাসি, 'জেনিফার আর নীলি

ওগুলোকে পুতুল বলতো। আমি জীবনে কোনোদিন ওসব খাইনি—কোথায় পাবো, তা-ও জানি না।'

ওষুধের আলমারি থেকে ওকে একটা শিশি বের করে দিলেন হেনরি, 'এই নাও—ঘুমানের বড়ি আছে। আমি নিজের জন্যে শুধু একটা রেখে দিয়েছি।'

'আপনিও?'

'বিশ বছর ধরে খাচ্ছি—এ ব্যবসাযে থাকলে খেতেই হয়। একটা খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়বে। সিগারেট খাবে না। কোনোদিনও না খেয়ে থাকলে, তাড়াতাড়িই কাজ হবে।'

বাড়িতে ফিরে এসে খানিকক্ষণ শিশিটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে অ্যানি। চকচকে লাল ক্যাপস্যুলে শিশিটা ঠাসা। ক্যাপস্যুলগুলো বের করে গুনে দেখে ও—পঁচিশটা। হেনরি নিশ্চয়ই ওকে বিশ্বাস করে দিয়েছেন। বিশ্বাস করবেন না-ই বা কেন—ওর যেমন আছে, যার যাকে দরকার ওর স্বামী আছে, যাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ও শুধু কয়েকটা ঘণ্টার জন্যে একটু নিষ্কৃতি চায়···হঠাৎ জেগে ওঠা দুঃস্বপ্নটাকে মুছে ফেলতে চায় কয়েকঘণ্টার জন্যে। একটা ক্যাপস্যুল গিলে নেয় অ্যানি। 'দেখি ছোট্ট পুতুল, কেন তোমাদের নিয়ে সবাই এতো সোরগোল করে।' বিছানায় শুয়ে অ্যানি পত্রিকাটা তুলে নেয়। দশ মিনিটের মধ্যেই লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে ওঠে! আহ্, কি অপূর্ব সুখ···মাথাটা হালকা হয়ে যাচ্ছে···চোখ জড়িয়ে আসছে · ঘুমিয়ে পড়ছে অ্যানি।

এক সপ্তাহ বাদে লিয়ন এসে পৌঁছলো। অ্যানি যেন কিছুই জানে না, এমনি একটা ভান করে নির্বিবাদে লিয়নের আলিঙ্গনে ধরা দিলো। দেখতে দেখতে কেটে গেলো পাঁচটা দিন। অ্যানি প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলো, ওদের মধ্যে কিছুই গোলমাল হয়নি—যেটুকু হয়েছে, তা সবই অতীতের ঘটনা। কিন্তু তারপরেই নীলি এসে হাজির হলো। দূরদর্শনে দশটা বিশেষ মাসিক অনুষ্ঠানের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ও। আগস্টেই অনুষ্ঠানটা টেপ করা শুরু হবে, কারণ প্রথম অনুষ্ঠানটা দেখানো হবে সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু এখনও জুলাইয়ের অর্ধেকটা বাকি, হাতেও কোনো কাজ নেই—তাই ও নিউইয়র্কে চলে এসেছে।

সেদিন বৃহস্পতিবার। নীলির এখানে এসে পৌঁছনো সম্পর্কে অ্যানি কিছুই জানতো না। লিয়ন এবং ওর জন্তে থিয়েটারের টিকিট কেনা ছিলো। তারপর একজন নতুন গায়কের এজেন্টের সঙ্গে ওদের 'কোপা' রেস্তোরাঁয় যাবার কথা। কিন্তু পাঁচটার সময় লিয়নের সেক্রেটারী টেলিফোন করে জানিয়ে দিলো, উদ্যোক্তাদের সভায় মিঃ বার্কের ডাক পড়েছে—উনি থিয়েটারে যেতে পারবেন না। তবে উনি বাড হফকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, সে অ্যানিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। পরে কোপায় উনি ওদের সঙ্গে মিলিত হবেন। ব্যাপারটার মধ্যে কোনো ছলনা থাকতে পারে বলে অ্যানি চিন্তাও করেনি। যথাসময়ে বাড এসে ওকে থিয়েটারে নিয়ে গেলো। তারপর কোপায় গিয়ে ওরা দেখলো, এজেন্টটি অলিন্দে একটা পছন্দমতো টেবিল নিয়ে ওদের জন্তে অপেক্ষা করছে। অ্যানি তাকে বুঝিয়ে বললো, লিয়নের আসতে একটু দেরি হবে।

এজেন্টটি ঘাড় নাড়লো, 'আমার ভয় হচ্ছে, উনি অন্য কাজে ফেঁসে না যান—নীলি ও'হারা আজই এসে পৌঁছেছেন কি না!'

'হ্যাঁ, তা অবিশ্যি ঠিক।' অ্যানি অনুভব করলো, ওর সারা মুখ উষ্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সংবাদটা যে ওর পক্ষে আদৌ বিস্ময়কর নয়, সেটা বোঝাবার চেষ্টায় প্রশ্ন করলো, 'নীলি কখন এসে পৌঁছেছে, বাড?'

'দুপুর নাগাদ।' বাডকে কেমন যেন বিব্রত বলে মনে হলো। 'মানে, প্রথম ফোনটা তখনই এসেছিলো।'

অ্যানি পানীয় আনার নির্দেশ দিলো। 'বেচারা লিয়ন! ও আশা করেছিলো, নীলি এখন অ্যারিজোনায় ছেলেদের কাছে থাকবে।'···বাড এবং এজেন্টটি একবার সন্দেহজনক ভাবে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলো কি? না সবই অ্যানির কল্পনা? আসল সত্যটা কতোজন মানুষ জানে?··

রাত তিনটের সময় বাড অ্যানিকে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে গেলো। অ্যানি জানতো, লিয়ন ফ্ল্যাটে থাকবে না. তবু পা টিপে টিপে বাচ্চাটার ঘরে গিয়ে ঢুকলো ও। অকাতরে ঘুমোচ্ছে ছোট্ট জেনিফার। ভারি সুন্দর হয়েছে মেয়েটা—ঠিক বাপের মতো কালো চুল আর নীল চোখ। ওকে চুমু দিতে গিয়ে অদম্য কান্নায় গলা বুজে এলো অ্যানির। না, অশ্রু নয়—লিয়ন যখন আসবে, তখন ওকে শান্ত আর স্থির হয়ে থাকতে হবে। সে বানিয়ে বানিয়ে যে গল্পই শোনাক, সেটাই সত্যি বলে মেনে নেবে ও।···

পাঁচটার সময় অ্যানি পা টিপে টিপে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলো। হয়তো সে ফিরে এসেছে···হয়তো ওকে সে বিরক্ত করতে চায়নি, তাই ওখানেই শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু বৈঠকখানা ঘর ফাঁকা! ওহ্ ঈশ্বর!···কেন এমন হলো, লিয়ন? নীলি· তুই কি করে আমার এ সর্বনাশ করলি? স্নান ঘরে গিয়ে একটা লাল বড়ি খেয়ে নেয় অ্যানি। দিনটা তবু কেটে যায়, কিন্তু রাতে বড়ি গেলা ছাড়া মুক্তি নেই।

কতোক্ষণ ঘুমিয়েছিলো, অ্যানি তা জানে না। কিন্তু অস্পষ্টভাবে লিয়নের উপস্থিতি বুঝতে পেরেছিলো ও—নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা করছে মানুষটা। জোর করে চোখ মেলে তাকায় ও। চারদিকে দিনের আলো। ঘড়িতে বেলা আটটা। কুর্সির ওপরে লিয়নের স্যুট···ও স্নান ঘরে ঢুকেছে। ও কি এই মাত্রই ফিরেছে?

'লিয়ন?' বিছানায় উঠে বসে অ্যানি।

হাসিমুখে লিয়ন স্নানঘর থেকে বেরিয়ে আসে, 'দুঃখিত, তোমাকে জাগিয়ে দিলাম।'

'কটা বাজে?'

'আটটা। আমি পোশাক পরে নিচ্ছি।' চাদরের নিভাঁজ শুভ্রতা লুকোবার জন্যে দ্রুত বিছানায় বসে পড়ে লিয়ন। তার মানে—ও এমন ভান করার চেষ্টা করছে, যেন রাত্রে ও এখানেই ছিলো।···'তুমি কখন ঘুমিয়ে ছিলে?' মোজা পরতে পরতে প্রশ্ন করে লিয়ন।

'তিনটে নাগাদ,' অ্যানি মিথ্যে কথা বলে।

'আমি চারটে নাগাদ ফিরেছি,' লিয়নের গলায় হালকা সুর। 'তুমি তখন ঘুমিয়ে কাদা।'

অ্যানি ফের বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।

'নীলি এখানে এসেছে,' একটা পরিষ্কার জামা পরে নেয় লিয়ন।

'জানি, বাড বলেছে।' অ্যানি জানে, লিয়ন ওর প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করছে। তাই চোখ বুজে থাকে ও।

'ও-ও উদ্যোক্তাদের সভায় গিয়ে যোগ দেয়। ওর কতকগুলো সমস্যা ছিলো, সেগুলো ঠিকঠাক করে নিতে ঘুঘণ্টা সময় লেগে গেলো।···তারপর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ডিনার। জানোই তো, টেড কেলি কি সাংঘাতিক মদ খায়। ওহো···হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে তো ওর আলাপই হয়নি! যাই হোক,

সে ব্যাটা এমন মাতাল হয়ে উঠলো যে তাকে সামলাতে গিয়ে তোমাকে আর কোথায় ফোন করতে পারলাম না। ভাগ্য ভালো, রেস্তোরাঁটা চারটের সময় বন্ধ হয়।...ওখান থেকে সোজা বাড়িতে চলে এসেছি।'

দাঁতে ঠোঁট চেপে অ্যানি চুপ করে শুয়ে থাকে।

'তোমার ঘুম কি ভেঙেছে?' আলতো করে ঘাড় নাড়ে অ্যানি। 'শোনো, আজকের রাত্তিরটা তুমি বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে কাটিয়ে দেবার বন্দোবস্ত কোরো—কেমন? এজেন্সির কয়েকজন লোক আর নীলিকে নিয়ে আজ আমায় একটু গ্রামের দিকে যেতে হবে।'

'আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি?'

'তোমার ভালো লাগবে না। নেহাতই কাজকর্মের ব্যাপার। তাছাড়া কেউই বৌ নিয়ে যাচ্ছে না।'

'কিন্তু নীলি তো থাকবে—'

'তা তো থাকবেই।' লিয়নকে বিস্মিত দেখায়, 'ওরই তো কাজ!'

এরপর পাঁচ রাত্তির অ্যানি লিয়নকে দেখতে পায় নি। কিন্তু প্রতিদিনই ভোরবেলা লিয়ন পোশাক পালটাতে বাড়িতে ফিরেছে। ঘরে ঢুকেই বিছানার নিপাট সৌন্দর্যটা এলোমেলো করে দিয়েছে সে, তারপর দেরি করে ফেরার অজুহাত হিসেবে নতুন নতুন কাহিনী শুনিয়েছে অ্যানিকে।...ষষ্ঠ দিনে অ্যানি এক নতুন সংকটের সম্মুখীন হলো। লিয়ন চলে যাবার পরে, সেদিন ওর আর ঘুম আসছিলো না। তাই স্নান-ঘরে গিয়ে আর একটা লাল বড়ি গিলে নিয়েছিলো ও। ঘুম ভাঙলো সেই বিকেল বেলায়। পরিচারিকা কফি আর টোস্টের সঙ্গে বৈকালী পত্রিকাগুলো ওর বিছানায় পৌঁছে দিয়েছিলো। অলস হাতে একটা পত্রিকা খুলতেই নীলি আর লিয়নের বিরাট একটা ছবির দিকে চোখ আটকে গেলো ওর। 'এল মরোক্কোতে ব্যক্তিগত ম্যানেজার লিয়ন বার্কের সঙ্গে নৃত্যরতা মিস নীলি ও'হারা।'...সুন্দর দেখাচ্ছে নীলিকে। চমকে উঠে অ্যানি অনুভব করলো, দীর্ঘদিন ও নীলিকে দেখেনি। কতোদিন? বাচ্চাটা জন্মাবার আগে—হয়তো আট-ন' মাস হলো। লিয়নের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসছে নীলি...কিছু লুকোবার চেষ্টা পর্যন্ত নেই। আর লিয়নকেও দিব্যি সুখী সুখী দেখাচ্ছে। এবার?...মরিয়া হয়ে দূরভাষে হেনরির নম্বর ঘোরালো অ্যানি।

'কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দাও,' হেনরি বললেন। 'এ নিয়ে ওর সঙ্গে ঝগড়া-

ঝাঁটি কোরো না। ওটা তোমার পক্ষে না দেখাটা, অসম্ভব কিছু নয়।'

'কিন্তু আমি আর এভাবে চলতে পারছি না, হেনরি ··' অ্যানি কান্নায় ভেঙে পড়ে।

'তুমি এখানে চলে এসো,' হেনরির গলায় মিনতি, 'আমরা এই নিয়ে আলোচনা করবো '

'আমি কি লিয়নের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখবো ?' পায়চারি করতে করতে হেনরি থমকে দাড়ালেন, 'ধরো, তুমি এখানে থাকবে না·· আমি বন্ধুর মতো ওর সঙ্গে কথা বলবো।'

'ও রেগে ফেলবে,' অ্যানি ঘাড় নাড়লো। 'ও জানে, একমাত্র আপনাকেই আমি বিশ্বাস করি।'

আচমকা গ্রাহকযন্ত্রের দিকে হাত বাড়ালেন হেনরি।

'কি করছেন ?'

'নীলিকে ফোন করবো। এমন ভান করবো, যেন ওকে আমি উপদেশ দিচ্ছি যে উপদেশগুলো শোনা ওর দরকার। তুমি শোবার ঘরের ফোনটা তুলে শোনো -'

নীলির 'চাইল্ড' এর সফলতা সম্পর্কে কিছু আজেবাজে কথা বলে কয়েক মিনিট সময় নষ্ট করলেন হেনরি। তারপর বললেন, 'নীলি, এইমাত্র আমি একেলের পত্রিকাটা দেখলাম। লিয়ন বার্ককে নিয়ে এ সমস্ত কি হচ্ছে ?'

হেনরির অভিব্যক্তিটা ভালো লাগলো না অ্যানির। শোবার ঘরে গিয়ে নিঃশব্দে গ্রাহযন্ত্রটা তুলে ধরলো ও। নীলি তখন বলছিলো, 'শুনুন হেনরি, আপনাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি নাক গলাবেন না।'

'নীলি, অ্যানির প্রতি তোমার কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ আছে কিনা—আমি সে প্রশ্ন তুলছি না।' হেনরি সংযত কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু জনসাধারণের মনে তোমার সম্পর্কে যে 'ইমেজ'টা রয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই রক্ষা করা দরকার। তোমাকে নিয়ে একটা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী হোক, তোমার অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারাও নিশ্চয়ই তা চাইবেন না। সবাই জানে লিয়ন আর অ্যানি বিবাহিত—ওরা একসঙ্গে থাকে—'

'ছাই থাকে।' নীলি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'লিয়ন শুধু সকাল বেলা পোশাক

পালটাতে বাড়ি যায়। লিয়ন অপেক্ষা করছে, আশা করছে অ্যানি একদিন ওকে ধরবে। কিন্তু অ্যানি সব সময়েই ঘুমোয়।'

'নীলি, তুমি অন্যকে আঘাত দিয়ে নিজের যা খুশি তা-ই নিতে পারো না। কর্মফল সবাইকেই ভোগ করতে হয়।'

'আমি 'সবাই' নই, আমি নীলি ও' হারা!' নীলি কর্কশ গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'এতোদিনে আমার যা-খুশি, তা-ই নেবার সময় এসেছে। কেন জানেন? কারণ, জীবন ভর আমি শুধু দিয়েই এসেছি।...কিন্তু আমি সাধারণ মেয়ে নই, তাই কেউ আমাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে নি।...আমার প্রতিভা সমস্ত পৃথিবীকে আনন্দ দেয়, আর আমাকে আনন্দ দেয় লিয়ন। আমার কি আনন্দ পাবার বা সুখী হবার কোনো অধিকার নেই? লিয়নকে আমার প্রয়োজন।...এখানে অ্যানি কে?'

'আজ অব্দি তোমার পাওয়া সবচাইতে বড় বন্ধু।'

'হ্যাঁ, তা বটেই তো! একদিন ওর জন্যে আমি সময় দিয়েছি, সে জন্যে ও যথেষ্ট ভাগ্যবতী। আমি নীলি ও'হারা, আর ও কে? একটা রোগা মেয়ে, যে টি. ভিতে নেলপালিশ বিক্রি করে, যে বছরের পর বছর একটা বেজন্মা বুড়োর সঙ্গে ঘুমিয়েছে—যার টাকায় ও লিয়নকে কিনেছে। আর এখন ও কিনা সতী সাধ্বী সেজে থাকতে চায়।·আপনি ওর বন্ধু হলে ওকে বলে দেবেন, ও যেন লিয়নকে মুক্তি দেয়। তারপর ও যদি মুখটা একটু মেরামত করে নিতে পারে, তাহলে হয়তো কেভিন গিলমোর বা অন্য কোনো হতচ্ছাড়া ফের ওকে লুফে নেবে। ও তো চিরদিনই শাঁসালো মক্কেল জোটাতে ওস্তাদ!'

সশব্দে গ্রাহযন্ত্রটা রেখে দেয় নীলি। অ্যানিও গ্রাহযন্ত্রটা রেখে দিয়ে ধীর পায়ে আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। চোখের কোলে সূক্ষ্ম রেখাগুলো আজ যেন একটু গাঢ় হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের দুধারে সরু সরু কয়েকটা রেখা। আশ্চর্য, লিয়নের প্রসঙ্গে ও কক্ষনো নিজের রূপের কথা ভাবেনি! কিন্তু...

'আয়নার সামনে থেকে সরে দাঁড়াও!' ঘরে ঢুকে হেনরি গর্জন করে ওঠেন, 'ওই খুদে রাক্ষসীটার চোখের কোল থেকে চিবুক অব্দি অনেকগুলো কালো রেখা আছে!'

অ্যানি কাঁপতে শুরু করে। হেনরি ওকে জড়িয়ে ধরেন, 'শান্ত হও, অ্যানি—'

'হয়তো ও ঠিকই বলেছে, হেনরি। হয়তো লিয়নও মুক্তি চায়!'

'কিন্তু লিয়ন নিজে কিছুই বলেনি। তুমিই তো বলেছো, সে বিছানাটা এলোমেলো করে রাখে। তার মানে, অন্তত এখনও সে তোমাকে মিছে কথা বলছে·· কৈফিয়ৎ দিচ্ছে।'

'তাহলে আর কি!' অ্যানি ফুঁপিয়ে ওঠে, 'ওই ছোটখাটো অনুগ্রহ নিয়েই খুশি থাকি—'

'ধৈর্য ধরো, অ্যানি। নীলি বলেছে, কেউ ওকে ধ্বংস করতে পারেনি—পারবেও না···শুধু নীলি নিজে ছাড়া। ও নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে, তুমি দেখো।'

সেদিন বাড়িতে ফিরে মাঝরাতে বড়ি গিলতে গিয়ে, হঠাৎ জেনের কান্না শুনতে পেলো অ্যানি। জেনের গায়ে একশো তিন ডিগ্রি জ্বর। নার্স মিস কুজিন্স ছুটিতে। পরিচারিকার হাতে বাচ্চাটাকে তুলে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করলো ও। কিন্তু শুক্রবার বলে ডাক্তার সপ্তাহ-শেষের ছুটি কাটাতে শহরের বাইরে চলে গেছেন। ওখান থেকেই আর একজন ডাক্তারের নম্বর পাওয়া গেলো। তিনিও বাড়িতে নেই, হয়তো ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরবেন। হেনরির ফ্ল্যাটে ফোন করেও কোনো সাড়া মিললো না। হে ঈশ্বর, এবারে কি করবে অ্যানি? লিয়ন কোথায়? ··মরিয়া হয়ে অ্যানি নীলির হোটেলের নম্বর ঘোরালো, 'হ্যালো নীলি—লিয়ন কি ওখানে আছে?'

'না।'

'ওকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে। ভীষণ জরুরী।'

'ঠিক আছে···' নীলি হাই তুললো, 'ও আমাকে ফোন করলে, জানিয়ে দেবো।'

'নীলি, বাচ্চাটা অসুস্থ।'

'একটা ডাক্তার ডাকো।'

'পেলাম না। বাচ্চাটা ভীষণ কাঁদছে···একশো তিন জ্বর।'

'ভয় পেয়ো না। বাচ্চাদের বেশিরভাগই বিনা কারণে খুব জ্বর উঠে যায়। ওকে আধখানা অ্যাসপিরিন খাইয়ে দাও।'

'লিয়ন তোমাকে ফোন করলে, ওকে একটু জানিয়ে দিও!'

'নিশ্চয়ই। কাল আমার আবার রেকর্ডিং আছে, একটু ঘুমোতে হবে। ···আমার বাচ্চাদুটোরও প্রায়ই জ্বর হতো—ও কিছু না।' গ্রাহযন্ত্র রেখে দেয় নীলি।

নীলিকে বিশ্বাস করে অ্যানি। না, নীলিও অতোটা হৃদয়হীনা হতে পারে না। কিন্তু লিয়ন কোথায় ?

গ্রাহযন্ত্রটা তুলে, ওকে বিরক্ত না করার নির্দেশ জানিয়ে দেয় নীলি। কিন্তু লিয়ন এখন কোন চুলোয় রয়েছে ? ও হ্যাঁ, ভিক্টোরিয়া হোটেলে ওর ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে লিয়নের থাকার কথা। বলেছিলো, রাত দুটো অব্দি সেখানেই থাকবে। তাহলে নীলি কি ওখানে ফোন করে বাচ্চাটার খবর জানিয়ে দেবে ? নাঃ, ও কিছুই নয়—বাচ্চাদের অমন জ্বরটর হযেই থাকে। আসলে এটা অ্যানিরই একটা চালাকি। কিন্তু নীলি অতো সহজে ভোলার পাত্রী নয়।···লিয়ন যখন ফিরবে, ও তখন ঘুমিয়ে থাকবে—খবরটাও দেওযা হবে না। হয়তো লিয়নও তখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। কিংবা নীলিকে ঘুমোতে দেখে, বাড়িতে বৌ-বাচ্চার কাছে ফিরে যাবে। যাকগে—একটা রাত তো। ···তিনটে বড়ি আর একগ্লাস স্কচ খেয়ে শুয়ে পড়ে নীলি।

··রাত দুটোর সময় বাচ্চাটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তাররা প্রথমে পোলিও বলে আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু পরে বোঝা গেলো রোগটা নিউমোনিয়া।··· এদিকে নীলিকে ঘুমোতে দেখে, লিয়ন বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলো। অবাক হয়ে সে দেখলো, আলোগুলো জ্বলছে অথচ বাড়িতে অ্যানির কোনো চিহ্ন নেই। পরিচারিকা কাঁদতে কাঁদতে খবরটা জানাতেই সোজা হাসপাতালে ছুটে এলো সে। প্রতীক্ষা-কক্ষে অ্যানি তখন ভীত-পাংশু মুখে বসে রয়েছে। 'কেমন আছে ও ?' জিজ্ঞেস করলো লিয়ন।

'অক্সিজেন তাঁবুতে রয়েছে। আমাকে ওঘরে যেতে দিচ্ছে না।'

'আমি নীলির গীতিকারদের সঙ্গে কাজ করছিলাম। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিলো·· বাড়িতে গিয়ে দেখি, তুমি নেই··'

'কয়েকঘণ্টা আগে আমি নীলিকে ফোন করেছিলাম,' অ্যানির কণ্ঠস্বরে অসীম অবসাদ।

'আমি ওর কাছে ছিলাম না।···কিন্তু তুমি ওকে ফোন করলে কেন ?'

'ভেবেছিলাম ও হয়তো জানে, তুমি কোথায় আছো।'

ওর দিকে সতর্ক চোখে তাকালো লিয়ন, 'হাতে অনেক কাজ—টেলিভিশনে নীলির··'

'লিয়ন, তুমি যদি কিছু মনে না করো তো এখন নীলির কাজের কথা থাক। বাচ্চাটার জন্তে ভয়ে আমি মরে যাচ্ছি।'

স্বাভাবিকভাবেই হাত বাড়িয়ে অ্যানির হাতটা নিজের হাতে তুলে নেয় লিয়ন, কিন্তু তাতেই অ্যানি দুর্বল হয়ে ওঠে। একদিন ওরা কি সত্যিই আপনজন ছিলো? এই অপরিচিত সুদর্শন পুরুষটি কি অ্যানিরই ছিলো একদিন? এখন লিয়ন একটা অপরিচিত মানুষ, ওর সঙ্গে আইনের বন্ধনে বাঁধা, কিন্তু অন্য একজনের আপনজন। তবু স্বীকার করতে কষ্ট হয়, মানুষ-টাকে ও ভালোবাসে। লিয়নকে ও ঘৃণা করতে চায়। কিন্তু সম্ভব হলে আরও বেশি করে কাছে চাইতো। অথচ অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস!

যেন অনন্তকাল পরে ডাক্তার ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। নিশ্বাস বন্ধ করে রইলো ওরা। উনি হাসছেন! সব ঠিক হয়ে যাবে।... হ্যাঁ, জ্বরটা ছেড়েছে। পেনিসিলিনের জন্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—আর ধন্যবাদ বাচ্চাটার এমন সাংঘাতিক লড়াই করার শক্তি আছে বলে।...

বাচ্চাটার পাশের ঘরটা নিয়ে পড়ে রইলো অ্যানি। লিয়ন প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটায় এসে দু ঘণ্টা ওদের সঙ্গে কাটিয়ে যায়। এমনি ভাবে দীর্ঘ দশ দিন কাটিয়ে ছোট্ট জেনিফারকে বাড়িতে নিয়ে এলো ওরা। সেদিন রাত্রে, বহুদিন পরে, লিয়নের বাহুবন্ধনে শুয়ে ঘুমলো অ্যানি।

দূরভাষটা যখন বেজে উঠলো, তখন ভোর চারটে। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিলো অ্যানি।

'শুয়োরের বাচ্চাকে ফোনটা দাও।' গলা শুনেই অ্যানি বুঝলো, নীলি বড়ির নেশায় বুঁদ হয়ে আছে।

'ও ঘুমোচ্ছে, নীলি।'

'জাগিয়ে দাও।'

'না।'

'তাহলে আমি গিয়ে জাগাবো।'

লিয়ন চোখ মেলে তাকালো। ওর কানের কাছে মুখ এনে নীলির নামটা বললো অ্যানি। অ্যানির শরীরের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে দেহটা এগিয়ে নিয়ে, লিয়ন গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিলো। 'কি ব্যাপার, নীলি?'

'আমি সারা রাত ধরে তোমার অপেক্ষায় রয়েছি।'

'বাচ্চাটা আজ রাতেই হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এসেছে।'

'তাতে কি হয়েছে ? ও তো সাতটার সময় ঘুমোয়—তাই নয় কি ?'

'বাড়িতে এটা ওর প্রথম রাত ···'

অ্যানি চোখ বন্ধ করে। ঈশ্বর, একটা রাত স্ত্রীর সঙ্গে চুরি করে কাটানোর জন্যে মার্জনা চাইছে লোকটা।

'ঠিক আছে··· এখন চলে এসো।'

'নীলি, এখন ভোর চারটে।'

'ভালো চাও তো চলে এসো। আমি সাতটা বড়ি খেয়েছি· আরও দশটা খাবো।'

'নীলি। কাল লাইফ পত্রিকার সঙ্গে তোমার ইন্টারভিউ আছে !'

'বয়ে গেছে ! তুমি না এলে আমি ওদের সঙ্গে দেখাই করবো না !'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

লিয়নকে বিছানা ছেড়ে নামতে দেখলো অ্যানি। ও সত্যিই যেতে চাইছে না, নীলি ওকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। অ্যানি ভাবলো, আমাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। যদি তা পারি, তবে এটা হবে আমার প্রথম জয়। পোশাক পরে লিয়ন ওর সামনে এসে দাঁড়ালো, 'অ্যানি তুমি বুঝতে পারছো ?'

'আমি জানি তুমি যেতে চাও না,' বললো ও।

'অ্যানি, তোমার পক্ষে এটা ভারি বিশ্রী ব্যাপার : এ ব্যাপারে আমাদের একটা কিছু করে ফেলতে হবে।'

জয়ের অনুভূতি উধাও হয়ে যায়। লিয়ন কি অ্যানি আর বাচ্চাটার বদলে নীলিকে বেছে নিতে পারবে ?

'সব ঠিক হয়ে যাবে, লিয়ন। মাঝ রাত্তিরে কিছু ঠিক করা ভালো হবে না।'

'কিন্তু এভাবে আমরা চলতে পারি না—তুমি, নীলি বা আমি—কেউই না।'

'আমি পারি—কারণ আমি জানি, চিরদিনই এমনটি থাকবার নয়। লিয়ন, তুমি একটা বাঁধনে জড়িয়ে আছো।'

'আমাকে নীলির প্রয়োজন। ও একটা বিরাট প্রতিভা, অ্যানি : কিন্তু ওর মধ্যে শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। ওকে হাত দিয়ে ধরে রাখা দরকার। তুমি অনেক বেশি বলিষ্ঠ।'

অ্যানির দুচোখ জলে ভরে ওঠে, 'না, আমি বলিষ্ঠ নই লিয়ন। আমার মধ্যে একমাত্র বলিষ্ঠ জিনিস—তোমার প্রতি আমার প্রেম।'

মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় লিয়ন।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি নীলির প্রথম অনুষ্ঠানটা টেপ করার জন্তে লিয়ন ওকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গিয়েছিলো; তারপর মাঝেমাঝেই সে সামান্ত কয়েকদিনের জন্তে অ্যানির কাছে এসেছে। কিন্তু প্রতিবারই নীলি টেলিফোন করে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে—আগে নীলি, তারপর অন্তকিছু।

ক্রিসমাসের সামান্ত কিছুদিন আগে জেনিফারের জন্তে বাক্স বোঝাই খেলনা আর অ্যানির জন্তে একটা দামী অলঙ্কার নিয়ে নিউইয়র্কে ফিরে এলো লিয়ন। কিন্তু তিনদিন বাদেই নীলি টেলিফোন করে অবিলম্বে তাকে ফিরে যেতে বললো। বাইরের ঘরের গ্রাহকযন্ত্রটা নিয়ে অ্যানি নিঃশব্দে ওদের কথাবার্তা শুনছিলো।

'আমি শিগগিরই যাচ্ছি,' লিয়নের কণ্ঠস্বরে খানিকটা উষ্মার রেশ।

'আজ রাতেই আসতে হবে!' নীলি চিৎকার করে ওঠে, 'কালকের দিনটার কথা খেয়াল আছে? নিউইয়ার্স ইভ।'

'জানুয়ারীর এক তারিখে আমার মেয়ের প্রথম জন্মদিন।'

'কি জ্বালা! তা উৎসবটা আজই করে নাও না—বাচ্চাটা তো কোনো প্রভেদ বুঝতে পারবে না।'

'কিন্তু আমি পারবো। শোন নীলি, তোমার অনেকগুলো পার্টিতে নিমন্ত্রণ আছে। এজেন্সি থেকে একজন তোমাকে সব জায়গায় নিয়ে যাবে। আমি পাঁচ তারিখের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবো। আমাকে এখানে 'হ্যানি বেল'এর উদ্বোধনীতে থাকতে হবে।'

'তোমাদের ওই মার্জি পার্কস দেখো, আখেরে একটি বিরাট শূন্য হবে,' নীলি খিঁচিয়ে ওঠে।

'গত বছর আমি ওকে 'ব্লু এঞ্জেল'-এ দেখেছি। চমৎকার গুণ আছে ওর।'

'ভাখো লিয়ন, কেউ ভালো হলে আমিই প্রথমে সেটা স্বীকার করে নেবো। ও বাদ্যযন্ত্রের মতো নিজের গলাটা ব্যবহার করে। ও কিছুতেই টিঁকবে না—কয়েক বছরের মধ্যে জলেপুড়ে শেষ হয়ে যাবে। আমিও তাই

যেতাম—যদি না জেক হোয়াইট আমাকে গড়ে-পিঠে নিতেন।'

'আমাদের অফিস ওকে সই করাতে চায়। কাজেই ওর উদ্বোধনীতে আমাকে থাকতেই হবে।'

'তার মানে তুমি ওর হয়ে কাজ করে তোমার সময়টা নষ্ট করবে?'

'মোটেই না। জর্জও তা করবেন না। ওর বয়েস মোটে উনিশ—বাড হক ওকে সামলাবে।'

'বাড হক একটা অপদার্থ।' নীলি হাই তোলে, 'যাকগে, তুমি কবে আসছো?'

'খুব দেরি হলে পাঁচ তারিখ।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'তুমি তো জানো—বাসি।'

'কতোটা?'

'ভীষণ।'

'অ্যানি আর বাচ্চাটার চাইতেও বেশি?'

'তাইতো মনে হয়। শোন নীলি, অ্যানি বাড়িতে রয়েছে। ও ফোন তুলে শুনতে পারে।'

'আশা করি শুনছে।'

'তুমি কি মানুষকে আঘাত দিয়ে আনন্দ পাও?'

'না। কিন্তু ও এসব জানলে, তোমাকে ছেড়ে দেবে।'

'হয়তো ও জানে।'

'তুমি বলেছো?'

'না, তবে অ্যানি বোকা নয়।'

'তাহলে ও তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?'

লিয়ন নিশ্চুপ হয়ে থাকে।

'চুলোয় যাক—আমিই ওকে ফোন করে বলবো।'

'না, তা কোরো না।'

'করবো—'

'না, ওতে কাজ হবে না। আমি···মানে আমরা ওই নিয়ে কথা বলেছি।'

'তুমি আমাকে বলোনি তো? কবে?'

'এই তো—কাল রাতে।'

অ্যানি চমকে ওঠে। গতকাল রাতের মতো অতোটা অন্তরঙ্গ ওরা বোধহয় কোনোদিনই হয়নি।··

'তারপর কি হলো ?'

'কিচ্ছু না। ও নাকি সব জেনেশুনেও চোখ বুজে আছে। বললো, আমাকে ও কোনোদিনই ডিভোর্স দেবে না।'

'ঠিক আছে, আমরা তাহলে জনমত গড়ে তুলবো।'

'তুমি তো সে চেষ্টা করেছো, নীলি! কিন্তু সাংবাদিকরা তোমাকে ভালোবাসে, তোমাকে রক্ষা করতে চায়। তাই ওরা যা ছাপে, তার সবকিছু ছাপে না।'

'আমি ওদের ডেকে বলবো—তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও আর আমিও তোমাকে চাই। কিন্তু তোমার একটি স্ত্রী আছে, যে এতে বাগড়া দিচ্ছে।'

'তাতে তোমার শোষের অবস্থা কি হবে, ভেবে দেখেছো ? এতে একটা নৈতিকতার প্রশ্ন আছে। উদ্যোক্তাবা সঙ্গে সঙ্গে তোমার অনুষ্ঠান বাতিল করে দেবে।'

'তাতে কে পরোয়া করে ? আমরা ইউরোপে যাবো, আমি ফের ছবিতে নামবো।'

'নীলি, আমার একজন অংশীদার আছে। ওতে এজেন্সির ক্ষতি হবে; আমার শুধু নিজের কথা ভাবলেই চলবে না।'

'ওহ্—যেমন তুমি, তেমনি তোমার ওই হতচ্ছাড়া এজেন্সি। ঠিক আছে, আমি লাখ লাখ টাকা রোজগার করে তোমাকে কিনে নিয়ে, ওদের বলবো—এবারে তোমরা গোল্লায় যেতে পারো। আমি চাই, তুমি দিন-রাত্রি প্রতি-মুহূর্ত আমার কাছে থাকবে।

লিয়ন হেসে ওঠে, 'তাহলে পাঁচ তারিখে দেখা হবে, নীলি।'

'আরে রোসো, রোসো! কাল দুপুর বেলা ফোন কোরো—কেমন ?'

'করবো।'

'আমাকে তুমি ভালোবাসো ?'

'তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

তারপর তিনজনেই গ্রাহযন্ত্র নামিয়ে রাখে।

'হানি বেল' সংগীত-নাটক দারুণ সফলতা অর্জন করলো। অ্যানি লক্ষ্য করলো, মুখে দুষ্টু হাসি মাখানো ছোট্টখাট্টো রোগা মেয়ে মার্জি পার্কস সহজেই দর্শকের মন জয় করে নিয়েছে। মেয়েটির বয়েস মোটে উনিশ।

'আমাদের ভাগ্য ভালো', জর্জ ফিসফিসিয়ে বললেন, 'লিয়ন গতকালই ওকে সই করানোর জন্যে জেদ ধরেছিলো। আজকে রাতের পরে এ শহরের সব কটা এজেন্সিই ওকে চাইবে।'

'এটি কিন্তু একমাত্র আপনার মক্কেল,' অ্যানির এধার থেকে একটু ঝুঁকে লিয়নও ফিসফিসিয়ে বললো।

'ঠাট্টা হচ্ছে?' জর্জ হাসলেন। 'বাড হফ, কেন মিচেল কিংবা অফিসের যে কেউ ওর হয়ে খাটবে—ও তাকে নিয়েই খুশি হবে।'

অনেক দিন আগেকার এমনি এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়েছিলো অ্যানির। সেদিনও লিয়নের পাশে বসে ব্রডওয়েতে নীলির প্রথম প্রদর্শনী দেখেছিলো। উনিশ বছর আগে সেদিন লিয়নকে ও ভালোবাসতো, আজও বাসে। নীলির ফোনে আড়ি পেতে অ্যানি বুঝতে পেরেছে, খেলায় ওরই জয় হয়েছে। তবু এ জয় কেমন স্বাদহীন। লিয়ন নীলিকে মিথ্যে করে বলেছে, সে বিচ্ছেদ চেয়েছে। কিন্তু আসলে লিয়ন ওকে ছাড়তে চায় না। নীলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চায় না, কারণ নীলির ভেতরকার গোখরো সাপটা এখন বেরিয়ে পড়েছে। আসছে কাল পাঁচ তারিখ, অথচ এখন অব্দি লিয়ন যাবার কথা কিছু বলেনি। কিন্তু অ্যানি কি সত্যিই জিতেছে, না এটা শুধুমাত্র একটা লজ্জাজনক স্থিতাবস্থা! নীলি এখনও আছে—হয়তো চিরদিনই থাকবে। লিয়ন কি নীলির শরীরটাকে উপভোগ করে সুখ পায়? নীলি আর ওকে কি একই রকম মনে হয় তার? অ্যানি কোনোদিনই তা জানতে পারবে না।

উদ্বোধনীর পরবর্তী সান্ধ্য পার্টিতে অ্যানি, লিয়ন ও জর্জের মাঝখানে বসেছিলো। একবার লিয়ন একটু উঠে যেতেই, মার্জি পার্কস তার কুর্সিটাতে এসে বসলো। 'মিস ওয়েলস, আমি চিরদিনই আপনার ভক্ত। আপনি যখন গিলিয়ান গার্ল ছিলেন—আমার মনে পড়ে, তখন আমার বয়েস দশ

বছর—আমি গিলিয়ান লিপস্টিক কেনার জন্যে মা'র ব্যাগ থেকে একটা ডলার চুরি করেছিলাম। আমি চাইতাম, আমাকে যেন আপনার মত দেখায়!'

অ্যানি হাসলো। এই পরিস্থিতিতে হেলেন লসনের মানসিক অবস্থা কেমন হতো, তা আচমকা এই মুহূর্তে অনুভব করলো ও। বয়েসটা অল্প থাকা কতো সুন্দর। কিন্তু অ্যানি জানে, মাজি পার্কসের কাছে ও সফলতার প্রতীক। মাজি কি জানে, অ্যানির এই গোছাভরা ঘন চুলে এখন রঙ লাগানোর প্রয়োজন হয়? কিংবা যথোচিত প্রসাধনের সাহায্যে ওর চোখের তলার সূক্ষ্ম রেখাগুলোকে সাবধানে লুকিয়ে রাখতে হয়? ·

·· মাজি অনর্গল কথা বলছে। একঘণ্টা বাদে মেয়েটিকে জর্জের হেফাজতে রেখে বেরিয়ে পড়লো ওরা।

নীলি বেশ কয়েকবার ফোন করেছিলো। বিরক্তি চেপে ওকে ফোন করলো লিয়ন এবং কথোপকথনটা অ্যানির কাছে লুকোবার কোনো চেষ্টাও করলো না। সংক্ষিপ্ত, নৈর্ব্যক্তিক ভাষ্য লিয়নের। হ্যাঁ, অনুষ্ঠানটা জনতা খুব ভালোভাবে নিয়েছে। হ্যাঁ, মাজি পার্কসকে সই করিয়েছে ওরা। হ্যাঁ, কয়েকদিনের মধ্যেই সে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে।···

কিন্তু মাজির সফলতা ঠিক দাবানলের মতো। ওর গান বছরের দশটা সেরা গানের মধ্যে ঠাঁই পেলো। এপ্রিল মাসে জর্জ ওকে দূরদর্শনে আগামী বছরের জন্যে একটা বড়োসড়ো চুক্তিতে সই করালেন। ওদিকে নীলির অনুষ্ঠানও চমৎকার চলছে। বারবার ক্যালিফোর্নিয়ায় যাতায়াত করতে হচ্ছে লিয়নকে। ওদের এজেন্সি শিগ্রিই ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা অফিস খুলছে—জনসন হ্যারিস অফিস থেকে জনাকয়েক ভালো এজেন্ট ওদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। · বছরের শেষ অনুষ্ঠানটা যখন টেপ করা চলছে, তখন জর্জ হঠাৎ লিয়নকে নিউইয়র্কে ফিরে আসার জন্যে এত্তেলা পাঠালেন। আগামী বছরে মাজি পার্কসের কাজকর্ম সম্পর্কে খসড়া করার জন্যেই এই আহ্বান: আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে আসবে বলে নীলির নামে একটা প্রতিশ্রুতিপত্র লিখে রেখে, নিঃশব্দে নিউইয়র্কে ফিরে এলো লিয়ন।···ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পরিচালক মশাই টেলিফোনে জানালেন, নীলি ভীষণ ক্ষেপে রয়েছে—কিন্তু এখন অব্দি কাজকর্মে সহযোগিতা করছে। আশ্বস্ত হয়ে লিয়ন স্থির করলো, সাত তাড়াতাড়ি সে আর ওখানে ফিরে যাবে না। অ্যানিকে নিয়ে সে থিয়েটারে গেলো···ছোট্ট জেনিফারকে নিয়ে গেলো

সেন্ট্রাল পার্কে, জীবনে প্রথমবার টাট্টুঘোড়ায় চাপাবার জন্যে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ওরা দূরদর্শন দেখছিলো। হঠাৎ অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটিয়ে সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হলো, 'নীলি ও'হারা মৃত্যুমুখী—হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

একটু পরেই জজ ফোন করলেন। উনি ক্যালিফোর্নিয়ায় যোগাযোগ করেছিলেন। ওঁকে বলা হয়েছে, নীলি আধশিশি বড়ি গিলেছে—তবে এ যাত্রায় হয়তো বেঁচে যেতে পারে।·· রাত দেড়টার প্লেনেই ক্যালিফোর্নিয়ায় পাড়ি দিলো লিয়ন।

লিয়ন যখন হাসপাতালে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলো, নীলি তখনও দুর্বল : চোখদুটো ভেতরে বসে গেছে, শূন্য দৃষ্টি। লিয়নের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিলো ও, 'ওহ্ লিয়ন, যখন জানতে পারলাম···আমি মরতে চেয়েছিলাম।

'কি জানতে পারলে?' আলতো করে ওকে জড়িয়ে ধরে, ওর চুলে হাত রাখলো লিয়ন।

'স্টুডিয়োর সেটে বসেই কাগজে দেখলাম, তুমি মার্জি পার্কসকে তারকা করার জন্যে ওখানে গেছো।'

'তাই তুমি ·' বিস্ময়ে কথা হারিয়ে ফেললো লিয়ন।

'লিয়ন, তুমি মাঝে মধ্যে তোমার বৌকে নিয়ে শুলে—আমি তা সহ্য করবো। এমন কি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে একটু এধার ওধার করলেও, হয়তো তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। কিন্তু আমার যুগে তুমি অন্য একটা মেয়েকে তারকা করে গড়ে তুলবে, আমি তা কিছুতেই সইবো না।'

'কিন্তু নীলি, আমাদের অফিসটা তো একজন মহিলার জন্যে নয়।'

'আমিই তোমাদের হতচ্ছাড়া অফিসটাকে গড়ে তুলেছি, আমিই সেটাকে ভেঙে দিতে পারি। মনে রেখো—আমি বেরিয়ে এলে, আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের অর্ধেক শিল্পী বেরিয়ে আসবে। আমাকে তোমাদের প্রয়োজন, ভাইটি। কাজেই এখন থেকে আমি আঙুল তুলে ডাকলেই তুমি এখানে চলে আসবে—বুঝেছো?'

লিয়ন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

'লিয়ন! লিয়ন, ফিরে এসো!' চীৎকার করে ডাকলো নীলি।

লিয়ন তখনও হলঘর ধরে এগিয়ে চলেছে।

পরের প্লেনে নিউইয়র্কে ফিরে এসেই জর্জের সঙ্গে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হলো লিয়ন। বললো, 'অ্যানির সমস্ত ঋণ আমি শোধ করে দিয়েছি। এবার থেকে ব্যবসায়ে আমি যেটুকু ঝুঁকি নেবো, তা সম্পূর্ণ আমার টাকায়—'

'শুধু আমার অংশটা বাদ দিয়ে,' জর্জ মৃদু হাসলেন।

'অবশ্যই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি স্থির করেছি, নীলিকে আমরা ছেড়ে দেবো। ওকে আমাদের আর প্রয়োজন নেই।'

'তোমার কি মনে হয় না, এতে আমাদের ক্ষতি হবে?'

'মোটেই না,' লিয়ন ঘাড় নাড়লো। 'মার্জি ওর দ্বিগুণ পয়সা আনবে— ভুলে যাবেন না, ওটা সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান। তাছাড়া আমাদের জোসি ক্রিড্‌ও চমৎকার এগুচ্ছে।...নীলি খুব শিগগিরই ফুরিয়ে যাবে—হয়তো আসছে বছর বা তার পরের বছরে নয়, কিন্তু যাবেই—আমরা তার ভাগীদার হতে যাচ্ছি না।'

'তুমি কি করে বুঝছো যে ও বছরের পর বছর দিব্যি চালিয়ে যেতে পারবে না?'

লিয়ন হাসলো, 'দিনে দুটো করে ডেমেরল ইনজেকশন নিলে মানুষ কতোদিন টিঁকতে পারে?'

'ও বলেছে, ওগুলো ভিটামিন ইনজেকশন।'

'ভিটামিন!· শুনুন জর্জ, ওই অক্টোপাসটার নার্স এবং প্রেমিক হিসেবে বারবার দেশের এধার থেকে ওধারে যাতায়াত করে, আমরা আমাদের অর্ধেক শক্তি নষ্ট করে ফেলতে পারি না। ওহ্, মেয়েটা মানুষকে একেবারে জ্যান্ত গিলে খায়! ঈশ্বর জানেন, অ্যানি কি করে টিঁকে থাকতে পেরেছে।··· কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে—আর না। আমি জানি, ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে জনসন হ্যারিস অফিস থেকে আগে কি-ম্যান ক্যালিফোর্নিয়ায় উড়ে গেছে। ওকে ছেড়েই দিন।'

'বেশ,' জর্জ মৃদু হাসলেন, 'তুমিই তাহলে ব্যক্তিগতভাবে তারটা পাঠিয়ে দাও।'

জনসন হ্যারিস অফিসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে, নীলি ওর পূর্বতন এজেন্সিকে অযোগ্য, অপদার্থ বলে মন্তব্য করলো। জনসন হ্যারিস অফিস ওকে চব্বিশ

ঘণ্টা খিদমত করার জন্তে তিনটে লোককে বহাল করে রাখলো।···

'তোমার কি মনে হয়, ও ঠিক থাকবে?' নীলির সম্পর্কে প্রশ্ন করলো অ্যানি।

'কিছুদিন থাকবে,' ঘাড় নাড়লো লিয়ন। 'এখন ওর বিশাল বাড়ি, অনেক চাকরবাকর···প্রচুর মদের স্রোত। এখন ও আবার তারকা হয়েছে, যা একবার ওকে প্রায় শেষ করে ফেলেছিলো।···দেখো, একদিন ও হঠাৎ করেই ফুরিয়ে যাবে—যেতেই হবে।'

'তারপর?'

'তারপর আবার ফিরে আসবে—আবার, আবার—যদ্দিন ওর শরীর বইবে। এটা হচ্ছে ওর প্রতিভা আর দৈহিক শক্তির সঙ্গে মানসিক আবেগ-অনুভূতির গৃহযুদ্ধের মতো। কিন্তু একদিন একটা অংশকে হার মানতেই হবে, একটা দিক ধ্বংস হয়ে যাবেই।'

১৯৬৫

অ্যানির মনে হচ্ছিলো, ও নিউইয়ার্স ইভের পার্টিটা দিতে রাজী না হলেই পারতো। অন্তহীন অভ্যাগতের দল শুধু আসছে আর যাচ্ছে, লিফটের কাছে ভিড় জমাচ্ছে, পানশালায় হুল্লোড় করছে। জর্জ আর লিয়ন জোরাজুরি করে ওকে এই ঝামেলাটায় জড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পার্টিতে যাবার তুলনায়, পার্টি দেওয়াটা অতো সহজ ব্যাপার নয়। অন্যের পার্টি থেকে ইচ্ছে হলেই চলে আসা যায়, কিন্তু নিজের দেওয়া পার্টিতে সে উপায় থাকে না। · ব্রডওয়ে শো থেকে তারকারা এসে পৌঁছতে শুরু করেছে। এখন রাত একটা। মাঝ-রাতে সেই সংক্ষিপ্ত চুম্বনের পর থেকে লিয়নকেও আর চোখে পড়ছে না। এখন জানুয়ারীর এক তারিখ, জেনিফারের দ্বিতীয় জন্মবার্ষিকীর দিন।··· সকলের চোখ এড়িয়ে হলঘর দিয়ে বাচ্চাটার ঘরে ঢুকে পড়লো অ্যানি। ছোট্ট রাত-বাতিটায় ঘুমন্ত শিশুটাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। 'শুভ নববর্ষ, সোনামন—' অ্যানি ফিসফিসিয়ে বললো, 'তোমাকে আমি ভালোবাসি, ভী—ষণ ভালোবাসি'। একটু ঝুঁকে জেনিফারের ছোট্ট ভুরুতে আলতো করে একটা চুমু দিয়ে, নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অ্যানি।···বৈঠক-খানাটা হট্টগোলের হাট হয়ে উঠেছে। ছোট ঘরখানা আর পানশালাটাও

ভিড়ে ভারাক্রান্ত।⋯ শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো অ্যানি। না, এটা ঠিক হলো না—গৃহকর্ত্রী গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া দরজাটা বন্ধ রাখলে, কেউ এসে ধাক্কা দিতে পারে।⋯ দরজা খুলে আলোটা নিভিয়ে দিলো অ্যানি—দরজা খোলা থাকলেও কেউ ওকে দেখতে পাবে না। এখন কেউ এ ঘরে এসে না ঢুকলেই বাঁচোয়া।⋯ যন্ত্রণায় মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে ওর।

হাত-পা ছড়িয়ে অ্যানি বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলো। হাসি গান কথাবার্তা—সব যেন কতোদূরে সরে গেছে। কোথায় যেন একটা গ্লাস চুরমার হয়ে ভেঙে গেলো। হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনতে পেলো অ্যানি। হে ভগবান, কে যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইলো ও। দুটো ছায়ামূর্তি ঘরে এসে ঢুকলো।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও,' মেয়েটি ফিসফিসিয়ে বললো।

'ধ্যাৎ, সেটা লোকের চোখে পড়বে।'

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটা লিয়নের⋯কিন্তু মেয়েটির গলা ও চিনতে পারলো না।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, লিয়ন।' এবারে মেয়েটির গলা পরিচিত শোনালো।

'তুমি নেহাতই ছেলেমানুষ।'

'তা হোক। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি নিজে সবকিছু দেখা-শুনো করেছো বলে গত সপ্তাহের চাইতে আমার এবারের অনুষ্ঠানটা অনেক বেশি ভালো হয়েছে।'

লিয়নের চুম্বন ওকে নিশ্চুপ করিয়ে দেয়।

'লিয়ন প্রতি সপ্তাহে তুমি থাকবে তো?'

'চেষ্টা করবো।'

'চেষ্টা নয়—থাকতে হবে। আমি তোমাদের অফিসের সব চাইতে দামী সম্পত্তির মধ্যে একটি।'

'মার্জি, তুমি কি আমার ভালোবাসা ব্ল্যাকমেইল করতে চেষ্টা করছো?' হালকা গলায় প্রশ্ন করলো লিয়ন।

'নীলি ও'হারাও কি তাই করেছিলো?'

'নীলি আর আমার মধ্যে কোনোদিনই কিছু ছিলো না।'

'রাখো! তবে আমাদের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছুই হবে।'

লিয়ন ফের চুমু দিলো ওকে, 'লক্ষীটি—কারুর খেয়াল হবার আগে এখানে চলো, আমরা আবার পার্টিতে গিয়ে যোগ দিই।'

ওরা চলে যাওয়া অব্দি নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইলো অ্যানি। তারপর স্নান ঘরে গিয়ে একটা লাল বড়ি খেয়ে নিলো। এবারে মার্জি পার্কস···অ্যানি অনুভব করলো, এবারে ও আর অতোটা আঘাত পায়নি। লিয়নকে ও এখনও ভালোবাসে, কিন্তু আগের চাইতে কম। নীলি চলে যাবার পরে লিয়ন ওকে আগের চাইতেও বেশি করে জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু তাতে ও কোনো জয়ের আস্বাদ অনুভব করেনি। ও জানে, চিরটাকালই একজন নীলি বা একজন মার্জি পার্কস থাকবে···কিন্তু প্রতিবারই ওর আঘাতটা আগের চাইতে কম বলে মনে হবে এবং শেষে লিয়নকে ও অনেক কম ভালোবাসবে। তারপর একদিন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না—বেদনাও না, প্রেমও না।

চুল আঁচড়ে মুখের প্রসাধন মেরামত করে নেয় অ্যানি। ভালোই দেখাচ্ছে ওকে। লিয়ন, সুন্দর ফ্ল্যাট, সুন্দর বাচ্চা, নিজের কর্মজীবনে চমৎকার উন্নতি, নিউইয়র্ক—জীবনে ও যা চেয়েছে, সবই পেয়েছে। এখন থেকে আর কোনো কিছুই ওকে তেমন মর্মান্তিকভাবে আঘাত দিতে পারবে না। দিনের বেলা ও সব সময়েই নানান কাজে ব্যস্ত থাকবে। আর রাতে · নির্জন নিঃসঙ্গ রাতে সঙ্গী হিসেবে লাল পুতুলগুলো তো সব সময়েই আছে! আজ রাতে দুটো বড়ি·· দুটো লাল পুতুল খাবে অ্যানি। কেন খাবে না? শত হলেও আজ নতুন বছরের আগের দিন নিউইয়ার্স ইভ!

—